ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।

নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-সঙ্কারিণী সভা হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "বেদান্তসার"
"গায়ত্রী" এবং "ষড়দর্শনাদি" বিবিধশাস্ত্র প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(উপনিষৎ কার্য্যালয়। ১৪১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

৩৯ নং, সিমলা ষ্ট্রীট ; সান্দ্রানন্দ-ষ্টীম মেসিন-প্রেসে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৫০, আশ্বিন।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।

অথ চার্ব্বাকদর্শনম্।

নিত্যজ্ঞানাশ্রয়ং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিং শিবম্।
যেনৈব জাতং মহ্যাদি তেনৈবেদং সকর্ত্তৃকম্ ॥ ১ ॥

পারং গতং সকলদর্শনসাগরাণা-
মাত্মোচিতার্থচরিতার্থিতসর্ব্বলোকম্।
শ্রীশার্ঙ্গপাণিতনয়ং নিখিলাগমজ্ঞং
সর্ব্বজ্ঞবিষ্ণুগুরুমন্বহমাশ্রয়েঽহম্ ॥ ২ ॥

শ্রীমৎসায়নদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভেন মহৌজসা।
ক্রিয়তে মাধবার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

যিনি নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় মুক্তির আকরস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, সেই শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যিনি সকল দর্শন শাস্ত্ররূপ সাগরের পারে গমন করিয়াছেন, যিনি আত্মোচিত অর্থদ্বারা সমস্ত অর্থীজনকে চরিতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীশার্ঙ্গপাণিতনয় নিখিল শাস্ত্রবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু গুরুকে নিয়ত সেবা করি ॥ ২ ॥

শ্রীমৎসায়নস্বরূপ দুগ্ধসাগরের কৌস্তুভমণিরূপ মহাতেজস্বী মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ প্রণয়ন করিতেছেন। ৩ ॥

পূর্ব্বেষামতিদুস্তরাণি সুতরামালোড্য শাস্ত্রাণ্যসৌ
শ্রীমৎসায়নমাধবঃ প্রভুরুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে।
দূরোৎসারিতমৎসরেণ মনসা শৃণ্বন্তু তৎ সজ্জনা
মাল্যং কস্য বিচিত্রপুষ্পরচিতং প্রীত্যৈ ন সঞ্জায়তে ॥৪॥

অথ কথং পরমেশ্বরস্য নিঃশ্রেয়সপ্রদত্বমবধীয়তে বৃহস্পতিমতানুসারিণা নাস্তিকশিরোমণিনা চার্ব্বাকেণ দূরোৎসারিতত্বাৎ। দুরুচ্ছেদং হি চার্ব্বাকস্য চেষ্টিতম্। প্রায়েণ সর্ব্বপ্রাণিনস্তাবৎ।

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুত ইতি ॥ ৫ ॥

লোকগাথামনুরুন্ধানা নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থ-

শ্রীমৎস্যায়ন মাধবাচার্য্য প্রভু সাধুগণের সন্তোষের নিমিত্ত পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের দুর্ব্বোধ শাস্ত্রসকল পর্য্যালোচনা করিয়া এই সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়নকরিয়াছেন। সাধুগণ মানসিক মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন। বোধ হয়, তাহাতে তাহাদিগের অসন্তোষ হইবে না। বিচিত্র পুষ্পমাল্য দর্শনে কাহারও অসন্তোষ জন্মিতে পারে না। ৪।

পরমেশ্বর যে মুক্তি প্রদান করেন, ইহা কিরূপে জানা যায়? বৃহস্পতি মতানুসারী নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদত্ব স্বীকার করেন না। এই চার্ব্বাকমত খণ্ডন করা প্রায় অসাধ্য। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, যাবৎ জীবন থাকিবে, তাবৎ সুখভোগ করিবে, কেহই মৃত্যুর অনায়ত্ত নহে, সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে এবং মরণের পর যে সুখভোগ হইবে, তাহারও সম্ভব নাই, দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে কোনরূপেই সেই দেহের পুনরাগমন হইতে পারে না॥ ৫।

যাঁহারা লৌকিক বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া নীতি ও কাম শাস্ত্রানুসারে

কামাবেব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ পারলৌকিকমর্থমপহ্নু-বানাশ্চার্ব্বাকমতমনুবর্ত্তমানা এবানুভূয়ন্তে। অতএব তস্য চার্ব্বাকমতস্য লোকায়তমিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্ ॥ ৬ ॥

তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্য-মুপজায়তে তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি। তদিহ বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি ॥ ৭ ॥

তৎ চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদের-নঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ ॥ ৮ ॥

কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, পারলৌকিক অর্থ স্বীকার করেন না সেই সকল চার্ব্বাক মতানুবর্ত্তীরাই অনুভব করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই চার্ব্বাকমতের "লোকায়ত" এই অপর নামটি সার্থক হইতেছে ॥৬॥

পৃথিব্যাদি চারিভূতই তত্ত্বস্বরূপ, এই ভূতচতুষ্টয় হইতে দেহ উৎপন্ন হয়। অনন্তর মদকণাসমূহের যেমন মাদকতা শক্তি জন্মে, সেইরূপ দেহাকারে পরিণত ভূতচতুষ্টয় হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং সেই সকল ভূতের বিনাশ হইলেই মনুষ্য স্বয়ং বিনাশ পাইয়া থাকে; অতএব জানা যায় যে, যে সকল ভূত হইতেই মনুষ্য সমুত্থিত হয় সেই ভূতসকলের বিনাশে মনুষ্যও বিনাশ পায়, পরকালে আর তাহার কোন সংজ্ঞা থাকে না ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণে জানা যাইতেছে যে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহভিন্ন আত্মা স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই, যাহাদিগের মতে কেবল একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণরূপে গণ্য হয়, অনুমানাদি প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত নহে, তাহাদিগের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকারে অন্য প্রমাণ দেখা যায় না ॥ ৮ ॥

অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যম্ অবর্জ্জনীয়তয়াপ্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্‌যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম্। ন হি মৃগাঃ সন্তীতি শালয়ো নোপ্যন্তে ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রীয়ন্তে। যদি কশ্চিদ্ ভীরুর্দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ তর্হি স পশুবন্মূর্খো ভবেৎ॥ ৯॥

উক্ত মতে কামিনীসঙ্গজনিত সুখই পুরুষার্থ। স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখে দুঃখসম্পর্ক আছে বলিয়া উহা পুরুষার্থ নহে, ইহা স্বীকার করা যায় না। যদিও যুবতীসংসর্গে দুঃখ থাকুক, তথাপি সেই দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুখেরই ভোগ হইতে পারে। যেমন মৎস্যার্থী ব্যক্তিরা শল্ক ও কণ্টক সংযুক্ত মৎস্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাহারা সেই মৎস্যের শল্ক ও কণ্টক পরিত্যাগ করিয়া সার ভাগমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। আর ধান্যার্থী ব্যক্তিরা তৃণযুক্ত ধান্য আহরণ করিয়া তৃণপরিত্যাগপূর্ব্বক ধান্যগ্রহণ করে, সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গে দুঃখ থাকিলেও সেই দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখভোগ করা যাইতে পারে; অতএব দুঃখভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে দেশে মৃগ আছে, সেই দেশে কি কেহ ধান্যরোপণ করিবে না? এবং ভিক্ষুকভয়ে কি স্থালীমার্জ্জন করিবে না? যদি কোন ভীরুব্যক্তি এইরূপ দৃষ্ট সুখ পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে পশুবৎ মূর্খ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে॥ ৯॥

তদুক্তম্—ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী॥ ১০॥

নন্ু পারলৌকিকসুখাভাবে বহুবিত্তব্যয়শরীরায়াস-সাধ্যে অগ্নিহোত্রাদৌ বিদ্যাবৃদ্ধাঃ কথং প্রবর্ত্তিষ্যন্তে ইতি চেৎ তদপি ন প্রমাণকোটিং প্রবেষ্টুমীষ্টে অনৃতব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষৈর্দূষিততয়া বৈদিকম্মন্যৈরেব ধূর্ত্তবকৈঃ পর-স্পরং কর্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিভির্জ্ঞানকাণ্ডস্য জ্ঞানকাণ্ড-প্রামাণ্যবাদিভিঃ কর্ম্মকাণ্ডস্য চ প্রতিক্ষিপ্তত্বেন ত্রয্যা ধূর্ত্ত-প্রলাপমাত্রত্বেন অগ্নিহোত্রাদের্জীবিকামাত্রপ্রয়োজনত্বাৎ। তথা চাভানকঃ—

বিষয়ভোগজনিত সুখে দুঃখসম্পর্ক আছে, এই নিমিত্ত যে সেই বিষয়ভোগসুখ পরিত্যাগ করা ইহা মূর্খের কার্য্য। শুক্লবর্ণ উত্তম তণ্ডুল যুক্ত ধান্যে তুষ এবং কণা আছে বলিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই ধান্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ১০॥

যদি পরলোকে কোন সুখই না থাকিবে, তবে কি নিমিত্ত প্রাচীন বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বহু বিত্তব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ইহা পারত্রিক সুখের অস্তিত্বে প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ বৈদিকমতাবলম্বী ধূর্ত্ত বকেরা মিথ্যা, ব্যাঘাত ও পুন-রুক্তাদি দোষে দূষিত বেদকে অবলম্বন করিয়া সুখোপায়ে আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিধি প্রচারিত করি-য়াছে। বেদ ধূর্ত্তদিগের প্রলাপমাত্র। বিশেষত কর্ম্মকাণ্ড বাদীরা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিদোষারোপ করেন এবং জ্ঞান-কাণ্ডবাদীরা জ্ঞানকে প্রধান বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডকে নিন্দা করিয়া থাকেন;

অগ্নিহোত্রস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥ ১১॥

অতএব কণ্টকাদিজন্যং দুঃখমেব নরকং লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ। দেহাত্মবাদে চ কৃশোঽহং কৃষ্ণোঽহমিত্যাদিসামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ। মম শরীরমিতি ব্যবহারো রাহোঃ শির ইত্যাদিবদৌপচারিকঃ॥ ১২॥

তদেতৎ সর্ব্বং সমগ্রাহি—
অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।

সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের প্রথা দর্শনে পারলৌকিক সুখ স্বীকার করা যায় না। প্রাচীন ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরাই অর্থ লালসা চরিতার্থ করিবার মানসে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রথা প্রচারিত করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন যে, তিনবেদ, যজ্ঞোপবীত ও ভস্মলেপন, এই সকল বুদ্ধি ও পৌরষ হীন ব্যক্তিদিগের জীবিকামাত্র॥ ১১॥

এইক্ষণ প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কণ্টকাদি জন্য দুঃখই নরক, লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর এবং দেহ পাতই মুক্তি। দেহই আত্মা, এইমত স্বীকার করিলেই "আমি কৃশ ও আমি কৃষ্ণ" এইরূপ বাক্যের অর্থোপপত্তি হইতে পারে। দেহ ও আত্মা বিভিন্ন হইলে "কৃশ ব্যক্তি, আমি কৃশ এবং কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, আমি কৃষ্ণ" এইরূপ বলিতে পারিত না। যদি দেহই আত্মা হইল, তবে "আমার শির" এইরূপ ব্যবহার কিরূপে সম্ভবিতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, যেমন রাহু শির ভিন্ন আর কিছুই নহে, তথাপি "রাহুর শির" এইরূপ উপচার প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ দেহ ও আত্মা অভিন্ন হইলেও আমার শির এই প্রকার উপচার হইতে পারে। ১২।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন, এই জগতে ভূমি, জল, বায়ু ও অগ্নি এই চারিটি মাত্র ভূত আছে, সেই চারিভূত হইতেই

চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে ॥ ১৩ ॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ ॥ ১৪ ॥
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকীতি ॥ ১৫ ॥

স্যাদেতৎ স্যাদেষ মনোরথো যদ্যনুমানাদেঃ প্রামাণ্যং ন স্যাৎ অস্তি চ প্রামাণ্যং কথমন্যথা ধূমোপলম্ভানন্তরং ধূমধ্বজে প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিরুপপদ্যেত। নদ্যাস্তীরে

চৈতন্য জন্মে। যেমন মদ্য কণা সকল মিলিত হইলেই তাহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে, সেইরূপ ভূতসকল সমবেত হইলেই তাহাতে চৈতন্য জন্মিতে পারে। দেহ ও আত্মার অভেদ বিষয়ে প্রমাণান্তর এই যে, "আমি স্থূল এবং আমি কৃশ" এইরূপ প্রতীতি সর্ব্বদাই হইতেছে, যদি দেহ ও আত্মা বিভিন্ন হইত, তাহাহইলে উক্তরূপ প্রতীতি হইত না। যাহার দেহ স্থূল, সেই ব্যক্তিই বলে আমি স্থূল এবং যে ব্যক্তি কৃশ, তাহারই আমি কৃশ এইরূপ প্রতীতি হয়, সুতরাং দেহ ও আত্মা অভিন্ন জানা যাইতেছে। এইক্ষণ এইরূপ সংশয় হয় যে, যদি দেহ হইতে আত্মা অভিন্ন হইল, তবে "আমার দেহ" এইরূপ প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, "রাহুর শির" ইত্যাদি প্রতীতির ন্যায় আমার দেহ এইরূপ ঔপচারিক প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৫ ॥

এইরূপ হইলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইল, এইক্ষণ বল দেখি, যদি অনুমানাদির প্রামাণ্য অস্বীকার কর, তাহাহইলে ধূমদর্শনমাত্র এইস্থলে অগ্নি আছে, এই জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? নদীর তীরে ফল আছে, এই বাক্য শ্রবণ করিলেই ফলার্থী ব্যক্তিদিগের নদীতীরে গমনে প্রবৃত্তি হয় কেন? প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, যদি তোমাদিগের এইরূপ মনোগত হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। অনুমানপ্রামাণ্যবাদীরা ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাশালী ধূমাদি লিঙ্গকে অনুমানের প্রতি কারণ স্বীকার

ফলানি সন্তীতি বচনশ্রবণসমনন্তরং ফলার্থিনাং নদী-তীরে প্রবৃত্তিরিতি। তদেতন্মনোরাজ্যবিজৃম্ভণম্ ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতাশালি হি লিঙ্গং গমকমভ্যুপগতমনুমানপ্রামাণ্য-বাদিভিঃ ব্যাপ্তিশ্চোভয়বিধোপাধিবিধুরঃ সম্বন্ধঃ স চ সত্তয়া চক্ষুরাদিবদঙ্গভাবং ভজতে কিন্তু জ্ঞাততয়া। কঃ খলু জ্ঞানোপায়ো ভবেৎ। ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্যমান্তরং বাভিমতম্। ন প্রথমঃ তস্য সম্প্রযুক্তবিষয়-জ্ঞানজনকত্বেন ভবতি প্রসরসম্ভবেঽপি ভূতভবিষ্যতোস্তদ-সম্ভবেন সর্ব্বোপসংহারবত্যা ব্যাপ্তের্দুর্জ্ঞানত্বাৎ। ন চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং সামান্যগোচরমিতি মন্তব্যং ব্যক্ত্যোরবিনা-ভাবপ্রসঙ্গাৎ। নাপি চরমঃ অন্তঃকরণস্য বহিরিন্দ্রিয়-তন্ত্রত্বেন বাহ্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

করেন। ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্বন্ধবিশেষ, উহা প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি ন্যায় অনু-মানের কারণ নহে, ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল জ্ঞান হইয়া থাকে। তবে জ্ঞানের উপায় কি হইতে পারে? যদি বল প্রত্যক্ষই জ্ঞানের কারণ বিদ্যমান আছে তাহাও নহে, কারণ তুমি যে প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের কারণ বলিতেছ, সেই প্রত্যক্ষ বাহ্য কি আভ্যন্তরিক? বাহ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না, কারণ যে বস্তুতে ইন্দ্রিয় সংযোগ হয়, তাহারই বাহ্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং বর্ত্তমান বস্তু ভিন্ন অতীত ও ভবিষ্য-দ্বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবিতে পারে না। অতএব সর্ব্বোপসংহারকারক ব্যাপ্তির দুর্ব্বোধ হইল। ব্যাপ্তি যে সামান্যরূপে গোচর তাহাও বলা যায় না, কারণ ব্যাপ্তির সম্বন্ধের সর্ব্বদা স্থায়িত্বই প্রসিদ্ধ আছে। আর আভ্যন্তর প্রত্যক্ষও জ্ঞানের কারণ হইতেছে না, যেহেতু অন্তঃকরণ বহি-রিন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র, স্বতন্ত্ররূপে বাহ্যবিষয়ে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। শাস্ত্রান্তরেও ইহা উক্ত আছে ॥ ১৬ ॥

তদুক্তং—চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্ম্মন ইতি। নাপ্যনুমানং ব্যাপ্তিজ্ঞানোপায়ঃ তত্র তত্রাপ্যেবমিতি অনবস্থাদৌস্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। নাপি শব্দস্তদুপায়ঃ কাণাদ-মতানুসারেণানুমান এবান্তর্ভাবাৎ অনন্তর্ভাবে বা বৃদ্ধ-ব্যবহাররূপলিঙ্গাবগতিসাপেক্ষতয়া প্রাগুক্তদূষণলঙ্ঘনা-জঞ্জালত্বাৎ ধূমধূমধ্বজয়োরবিনাভাবোঽস্তীতি বচনমাত্রে মন্বাদিবদ্ বিশ্বাসাভাবাচ্চ। অনুপদিষ্টাবিনাভাবস্য পুরুষস্যার্থান্তরদর্শনেনার্থান্তরানুমিত্যভাবে স্বার্থানুমান-কথায়াঃ কথাশেষত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। উপমানাদিকন্তু দূরাপাস্তং তেষাং সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধাদিবোধনবত্বেনানৌপাধিকসম্বন্ধ-বোধকত্বাসম্ভবাৎ। কিঞ্চ উপাধ্যভাবোপি দুরবগমঃ উপাধীনাং প্রত্যক্ষত্বনিয়মাসম্ভবেন প্রত্যক্ষাণামভাবস্য

আর বলিতেছেন, ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের হেতু নহে, কারণ তাহা-হইলে উক্তরূপে সেই সেইস্থলে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ হয় এবং শব্দও অনু-মানের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু কণাদমতানুসারে শব্দও অনুমানের অন্তর্গত, যদি ইহা স্বীকার কর, তাহাহইলে অনুমান বৃদ্ধব্যবহারপ্রাপ্ত ধূমাদিদর্শনরূপ লিঙ্গজ্ঞানসাপেক্ষপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্তদোষ তদবস্থই থাকিল। কেহই উক্ত দোষ খণ্ডন করিতে পারে না। বিশেষতঃ ধূম ও অগ্নি, এই উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ধূমাধিকরণে কখনও অগ্নির অভাব থাকে না। ইহা কেবল বাক্যমাত্রে বিশ্বাস করা যায় না। যে ব্যক্তির ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধে উপদেশ নাই, সেই পুরুষের অর্থান্তর দর্শনে অন্যার্থের অনুমান হয় না; সুতরাং স্বার্থানুমান কথামাত্র শেষ হইল। উপমানাদির প্রামাণ্য সুদূর পরাহত হয়, কারণ সংজ্ঞাসংজ্ঞির সম্বন্ধ বোধেই উপমানাদির বোধ হয়, তাহাদিগের অনৌপাধিক বোধ হয় না। আর উপাধি অভাবও দুর্ব্বোধ, যেহেতু উপাধি সকলের প্রত্যক্ষত্ব নিয়মের

প্রত্যক্ষত্বেঽপি অপ্রত্যক্ষাণামভাবস্যাপ্রত্যক্ষতয়া অনু-মানাদ্যপেক্ষায়ামুক্তদূষণানতিবৃত্তেঃ ॥ ১৭ ॥

অপি চ সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তিরিতি তল্লক্ষণং কক্ষীকর্ত্তব্যম্। তদুক্তম্ অব্যাপ্তসাধনো যঃ সাধ্যসমব্যাপ্তিরুচ্যতে স উপাধিরিতি ॥ ১৮ ॥

শব্দেঽনিত্যত্বে সাধ্যে সকর্ত্তৃকত্বং ঘটত্বমশ্রাবণতাঞ্চ ব্যাবর্ত্তয়িতুমুপাত্তান্যত্র ক্রমতো বিশেষণানি ত্রীণি। তস্মাদিদমনবদ্যং সমাসমেত্যাদিনোক্তমাচার্য্যৈশ্চেতি। তত্র বিধ্যধ্যবসায়পূর্ব্বকত্বান্নিষেধাধ্যবসায়স্যোপাধিজ্ঞানে জাতে তদভাববিশিষ্টসম্বন্ধরূপং ব্যাপ্তিজ্ঞানং ব্যাপ্তি

অসম্ভব প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাভাবের অপ্রত্যক্ষত্ব এবং অপ্রত্যক্ষাভাবের প্রত্য-ক্ষতা হেতু অনুমানাদির অপেক্ষা আছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের অনতিবৃত্তি (পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি) হইতেছে ॥ ১৭ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, সাধনের অব্যাপকত্বসত্বে সাধ্যসমতাই ব্যাপ্তি, এইরূপ ব্যাপ্তি লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ যে সাধনে ব্যাপ্তিজ্ঞান নাই, তাহাতে যে সাধ্যসমব্যাপ্তি কথিত হয়, উহাই উপাধি, উপাধিসত্বে অনু-মান হয় না; সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না ॥ ১৮ ॥

অনুমানের দোষান্তর প্রদর্শন করিতেছেন,—সকর্ত্তৃকত্বহেতু শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে হইলেও উপাধি দোষ ঘটিয়া উঠে, এই নিমিত্তই আমাদিগের আচার্য্যেরা অনুমান অস্বীকার করিয়া থাকেন। বিশে-ষতঃ উপাধির অভাববিশিষ্ট সম্বন্ধবিশেষই ব্যাপ্তিজ্ঞান, আবার সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের অধীনই উপাধিজ্ঞান; সুতরাং পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ দোষ অনিবার্য্য হইল। অতএব ধূম ও বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ; অর্থাৎ ধূমাধিকরণ স্থানে বহ্নির অভাব অপ্রসিদ্ধ, এইরূপ সম্বন্ধের দুর্ব্বোধতা প্রযুক্ত অনুমান হইতে পারে না, তবে ধূমাদি জ্ঞানের পর যে বহ্নি প্রভৃ-

জ্ঞানাধীনং চোপাধিজ্ঞানমিতি পরস্পরাশ্রয়বজ্রপ্রহার-দোষোবজ্রলেপায়তে। তস্মাদবিনাভাবস্য দুর্ব্বোধতয়া নানুমানাদ্যবকাশঃ। ধূমাদিজ্ঞানানন্তরমগ্ন্যাদিজ্ঞানে প্রবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষমূলতয়াভ্রান্ত্যা বা যুজ্যতে। কচিৎ ফল-প্রতিলম্ভস্তু মণিমন্ত্রৌষধাদিবৎ যাদৃচ্ছিকঃ অতস্তৎসাধ্যম-দৃষ্টাদিকমপি নাস্তি। নম্বদৃষ্টানিষ্টৌ জগদ্বৈচিত্র্যমাক-স্মিকং স্যাদিতি চেৎ ন তদ্ভদ্রং। অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবা-ত্তদ্ব্যবস্থিতিরিতি ॥ ১৯ ॥

তদেতৎ সর্ব্বং বৃহস্পতিনাপ্যুক্তম্।

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ ২০ ॥

তির জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান জানিবে। ধূমদর্শন করিলেই অভ্রান্ত বহ্নিজ্ঞান হইয়া থাকে। মণিমন্ত্র ঔষধাদি প্রয়োগে যেমন আপন ইচ্ছানু-যায়ী ফললাভ হয়, সেইরূপ এইস্থলেও কদাচিৎ ফলপ্রাপ্তির সম্ভব হয়। অতএব জানা যাইতেছে যে, যাগাদিসাধ্য অদৃষ্ট নাই। যদি অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে, তবে জগতে নানাপ্রকার লোক সৃষ্টির কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, জগতের সমুদায়ই আকস্মিক, ইহার প্রতি কোন কারণ নাই, যদি এই আকস্মিক সৃষ্টি স্বীকার না কর, তাহাহইলেও স্বভাবতই জগতের বৈচিত্র স্বীকার করিতে হইবে। যেমন অগ্নির উষ্ণতা জলের শৈত্য এবং বায়ুর শীতলস্পর্শ স্বাভাবিক, অর্থাৎ এইরূপ বৈচিত্রের কোন কারণ নাই, সেইরূপ স্বভাবতই জগতের বৈচিত্র ও অবস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বৃহস্পতি বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গও নাই, মোক্ষও নাই, আত্মাও নাই এবং পারলৌকিক কোন ফলও নাই। আর বর্ণ ও আশ্রমভেদে ক্রিয়া

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা ॥ ২১ ॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥ ২২ ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ॥ ২৩ ॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।

করিলে যে পরকালে সেই ক্রিয়ার কোন ফল হইতে পারে, তাহারও সম্ভব নাই। ২০ ॥

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড (যজ্ঞোপবীত) ও অঙ্গে ভস্মলেপন, এই সকল কেবল বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ধূর্ত্তদিগের জীবিকামাত্র। যাহাদিগের বুদ্ধি, অথবা কোনরূপ ক্ষমতা নাই, তাহারাই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা লোক সকলকে বঞ্চনা করিয়া স্বার্থসাধন করে। বিধাতা মূর্খদিগের নিমিত্ত এইরূপ জীবিকা বিধান করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

তোমরা বলিয়া থাক, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে সকল পশুবধ করা যায়, তাহারা স্বর্গে গমন করে। যদি তাহাই হইবে, তবে তুমিও কোন যজ্ঞ করিয়া আপন পিতাকে বলি প্রদান কর না কেন? তাহাহইলে তিনি অনায়াসে স্বর্গপুরে গমন করিতে পারিবেন। ২২।

আর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেই যদি সেই মৃতের তৃপ্তি হইতে পারে, তবে কোনস্থানে গমন করিতে হইলে পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজন কি? বাটীতে তোমার ভোজনের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়া নিবেদন করিলেই পথিমধ্যে তোমার ভোজনসিদ্ধি হইতে পারে। শ্রাদ্ধও যদি পরলোক গামীর তৃপ্তিজনক হয়, তবে স্বগৃহস্থিত ভোজনীয় দ্রব্য তোমার তৃপ্তিসাধন করিবে না কেন?। ২৩ ॥

পিতা যখন স্বর্গে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাকে দান করিলে যদি সেই দানে পিতা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তাহাহইলে তোমার আপন

প্রাসাদস্থোপরিস্থানমত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥ ২৪ ॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ২৫ ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্‌ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥ ২৬ ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৭ ॥

প্রাসাদের উপরি পিতৃস্থান কল্পনা করিয়া দান কর না কেন? দানদ্বারা স্বর্গস্থিত পিতার তৃপ্তি হইতে পারিলে প্রাসাদোপরিস্থিত পিতার তৃপ্তি হইবে না কেন? ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণে জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পরলোক প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, ইহকালে যে কিছু সুখভোগাদি করিতে পার, তাহাই কর। যাবৎ জীবন থাকিবে, তাবৎ সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিবে। যাহাতে শারীরিক পুষ্টিসাধন হইতে পারে, তাহাই কর্ত্তব্য; অতএব ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। এই দেহ ভস্মীভূত হইলে সেই দেহের পুনরাগমন কোনরূপেও হইতে পারে না ॥ ২৫ ।

যদি কেহ এই দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পরলোকে গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুবর্গের স্নেহে সমাকুল হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করে না কেন? যে দেহ হইতে চলিয়া যাইতে পারে, পুনর্ব্বার তাহার আগমন হইতে বাধা কি? সুতরাং জানা হইতেছে যে, দেহভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ২৬ ।

ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ আপন আপন জীবনোপায়ের নিমিত্ত নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কোন ব্যক্তির মরণ হইলে শ্রাদ্ধাদি প্রেতকার্য্য করিতে হয়, তাহা না করিলে মৃত ব্যক্তির পরলোকে সুখভোগের অন্য উপায় নাই ॥ ২৭ ।

ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ব্বরীতুর্ব্বরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতমিতি ॥

তস্মাদ্‌বহূনাং প্রাণিনামনুগ্রহার্থং চার্ব্বাকমতমাশ্রয়-ণীয়মিতি রমণীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি সায়ণমাধবীয়ে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে
চার্ব্বাকদর্শনম্ সমাপ্তং।

ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর ইহারাই বেদের কর্ত্তা, তাহাদিগের নানাবিধ জর্ব্বরীতুর্ব্বরীত্যাদি বিকট বাক্যেই বেদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ঐ সকল বাক্যদ্বারাই বেদ কতদুর সত্য তাহা জানা যায়। ২৮ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় সকল ভণ্ডের রচিত। স্বর্গনরকাদি বিষয় সকল ধূর্ত্তের প্রণীত। আর যে সকল শাস্ত্রে মদ্যমাংস নিবেদনাদির বিধি আছে, তাহা নিশাচরের কল্পিত। এই-রূপে ধূর্ত্ত, ভণ্ড এবং নিশাচর পণ্ডিতেরা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করিয়া আপনাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধি করিয়াছেন। চার্ব্বাক সেই ভণ্ড পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাই সকলের আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। এই মত সর্ব্বমত প্রধান ॥ ২৯ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শন সমাপ্ত। *

---

* এই সকল দর্শনশাস্ত্র জনসমাজে অপ্রকাশিত থাকাই কর্ত্তব্য। নি, ধ, স, সভা।

অথ বৌদ্ধদর্শনম্।

অত্র বৌদ্ধৈরভিধীয়তে যদভ্যধাপি অবিনাভাবো দুর্ব্বোধ ইতি তদসাধীয়ঃ তাদাত্ম্যতদুৎপত্তিভ্যামবিনাভাবস্য সুজ্ঞানত্বাৎ। তদুক্তম্—

কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাদিতি ॥ ১ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকাববিনাভাবনিশ্চায়কাবিতি নন্ন। পক্ষে সাধ্যসাধনয়োরব্যভিচারো দুরবধারণো ভবেৎ ভূতে ভবিষ্যতি বর্ত্তমানে অনুপলভ্যমানে চ ব্যভিচারশঙ্কায়া অনিবারণাৎ। ননু তথাবিধস্থলে তাবকেঽপি মতে ব্যভি-

---

বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে যে ধূম ও অগ্নির অবিনাভাবসম্বন্ধ দুর্ব্বোধপ্রযুক্ত অনুমানের অপ্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে। এইমত সাধু নহে, যেহেতু তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তিদ্বারাই অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞাত হইতে পারে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ধূম ও বহ্নি ইহাদিগের কার্য্যকারণভাববশত ও নিয়ামকস্বভাবহেতু অবিনাভাব সম্বন্ধ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে এবং দর্শনান্তরেও এইরূপ সম্বন্ধ প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ১ ॥

আর ধূমসত্তাবদ্দেশে বহ্নির সত্তা এবং বহ্ন্যভাববদ্দেশে ধূমের অভাব, এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক প্রমাণেও ধূম ও বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ নিশ্চয় হইতেছে। যদি বল, পক্ষে (অনুমানের আধারভূত পর্ব্বতাদিতে) সাধ্য বহ্ন্যাদি এবং সাধন ধূমাদির অব্যভিচার অবধারণ করা দুষ্কর হইতেছে, বাস্তবিক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই উক্ত ব্যভিচার শঙ্কা অনিবার্য্য। তথাপি যদি বল, তোমার মতেও পূর্ব্বোক্ত স্থলে ব্যভিচার

চারশঙ্কা দুষ্পরিহরেতি চেৎ নৈবং বাচঃ বিনাপি কারণং কার্য্যমুৎপদ্যতামিত্যেবং বিধায়াঃ শঙ্কায়া ব্যাঘাতাবধিকতয়া নিবৃত্তত্বাৎ। তদেব হ্যাশঙ্ক্যেত যস্মিন্নাশঙ্ক্যমানে ব্যাঘাতাদয়ো নাবতরেয়ুঃ তদুক্তম্। ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কেতি। তস্মাত্তদুৎপত্তিনিশ্চয়েন অবিনাভাবো নিশ্চীয়তে তদুৎপত্তিনিশ্চয়শ্চ কার্য্যহেত্বোঃ প্রত্যক্ষোপলম্ভানুপলম্ভপঞ্চকনিবন্ধনঃ। কার্য্যস্যোৎপত্তেঃ প্রাগনুপলম্ভঃ কারণোপলম্ভেসত্যুপলম্ভঃ উপলব্ধস্য পশ্চাৎ কারণানুপলম্ভাদনুপলম্ভ ইতি পঞ্চকারণ্যা ধূমধূমধ্বজয়োঃ কার্য্যকারণভাবো নিশ্চীয়তে। তথা তাদাত্ম্যনিশ্চয়েনাপ্যবিনাভাবো নিশ্চীয়তে যদি শিংশপা বৃক্ষত্বমতিপতেৎ স্বাত্মানমেব জহ্যাদিতি বিপক্ষে বাধকপ্রবৃত্তেঃ। অপ্রবৃত্তে তু বাধকে ভূয়ঃ সহভাবোপলম্ভেঽপি ব্যভিচারশঙ্কায়াঃ

শঙ্কা দুষ্পরিহার্য্য। এই কথা বক্তব্য নহে, যেহেতু কারণব্যতিরেকে কার্য্য উৎপন্ন হউক, এইরূপ আশঙ্কার ব্যাঘাতাবধিকত্বহেতু নিবৃত্ত আছে। যাহার আশঙ্কাতে ব্যাঘাতাদি দোষের অবতরণ হয় না, তাহারই আশঙ্কা হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ব্যঘাতাবধিই আশঙ্কা হয়, অর্থাৎ যাবৎ ব্যাঘাতদোষ থাকে, তাবৎ আশঙ্কা হইতে পারে। অতএব তদুৎপত্তি নিশ্চয়দ্বারাই ধূম ও বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ নিশ্চিত হইতেছে। কার্য্য, হেতু, প্রত্যক্ষ, উপলম্ভ ও কারণের উপলম্ভ হইলেই কার্য্যের উপলম্ভ, কার্য্যোপলম্ভের পশ্চাৎ কারণানুপলম্ভ ইত্যাদিরূপে পঞ্চকারণ জন্য ধূম ও বহ্নির কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় হয়। এই প্রকার তাদাত্ম্য নিশ্চয় হেতুও ধূম ও বহ্নির অবিনাভাব সম্বন্ধ নিশ্চয় করা যায়। সিংসাপা-নামক বৃক্ষ যদি বৃক্ষত্বের অতি পাতন করে, তাহাহইলে সে আত্মাকেই পরিত্যাগ করিল। ইত্যাদিস্থলে বিপক্ষে বাধকপ্রবৃত্তি আছে, পরন্তু বাধকের

কো নিবারয়িতা। শিংশপাবৃক্ষয়োশ্চ তাদাত্ম্যনিশ্চয়ো বৃক্ষোঽয়ং শিংশপেতি সামানাধিকরণ্যবলাদুপপদ্যতে। ন হ্যত্যন্তাভেদে তৎ সম্ভবতি পর্য্যায়ত্বেন যুগপদপি প্রয়োগাযোগাৎ নাপ্যত্যন্তভেদে গবাশ্বয়োরনুপলম্ভাৎ। তস্মাৎ কার্য্যাত্মানৌ কারণমাত্মানমনুমাপয়ত ইতি সিদ্ধম্॥ ২॥

যদি কশ্চিৎ প্রামাণ্যমনুমানস্য নাঙ্গীকুর্য্যাৎ তং প্রতি ব্রুয়াৎ অনুমানং প্রমাণং ন ভবতীত্যেতাবন্মাত্র-মুচ্যতে তত্র ন কিঞ্চন সাধনমুপন্যস্যতে উপন্যস্যতে বা। ন প্রথমঃ একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়ে-দিতি ন্যায়াৎ। নাপি চরমঃ অনুমানং প্রমাণং ন ভব-

---

অপ্রবৃত্তিতে পুনর্ব্বার সহকারী ভাবের উপলম্ভ হইলে কে ব্যভিচার শঙ্কার নিবারণ করিতে পারে? শিংশপা ও বৃক্ষ এই উভয়েরই তাদাত্ম্য নিশ্চয় আছে। যেহেতু এই বৃক্ষটি শিংশপা, এইরূপ সামানাধিকরণ্যবলেই শিংশপা ও বৃক্ষের তাদাত্ম্য উপপন্ন হইতেছে। অত্যন্ত অভেদস্থলে তাদাত্ম্য সম্ভবে না. কারণ, পর্য্যায়ক্রমে একদা প্রয়োগ অসম্ভব, আর অত্যন্ত ভেদস্থলেও তাদাত্ম্য সম্ভবে না, গো ও অশ্ব ইহাদিগের অত্যন্ত ভেদ হেতু তাদাত্ম্যসম্ভব নাই। অতএব জানা যায় যে, কার্য্যস্বরূপ পদার্থ কারণের অনুমান করায়। ২॥

যদি কোন ব্যক্তি অনুমানের প্রামাণ্যস্বীকার না করে. তাহাহইলে সেই অনুমানপ্রতিবাদীকে বলিতে হইবে যে, তুমি কি অনুমান প্রমাণ নহে, এই বাক্যমাত্রই বলিতেছ, কিম্বা তাহার কোন কারণ আছে? যদি কোন কারণ থাকে, তাহা কার্য্যকারী নহে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলেই কি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাত বিষয় সাধন করিতে পারে? আর যদি

তীতি ব্রুবাণেন ত্বয়া অশিরস্কবচনস্যোপন্যাসে মম মাতা বন্ধ্যেতিবদ্ব্যাঘাতাপাতাৎ। কিঞ্চ প্রমাণতদাভাসব্যবস্থাপনং তৎসমানজাতীয়ত্বাদিতি বদতা ভবতৈব স্বীকৃতং স্বভাবানুমানম্। পরগতা বিপ্রতিপত্তিস্তু বচনলিঙ্গেনেতি ব্রুবতা কার্য্যলিঙ্গকমনুমানম্। অনুপলব্ধ্যা কঞ্চিদর্থং প্রতিষেধয়তানুপলব্ধি লিঙ্গকমনুমানম্। তথাচোক্তং তথাগতৈঃ—

প্রমাণান্তরসামান্যস্থিতিরন্যধিয়াং গতেঃ।
প্রমাণান্তরসদ্ভাবঃ প্রতিষেধাচ্চ কস্যচিদিতি ॥

পরাক্রান্তমত্রসূরিভিরিতি গ্রন্থভূয়স্ত্বভয়াদুপরম্যতে ॥ ৩ ॥

বল, অনুমানের অপ্রমাণ্যে কোন কারণ নাই, তথাপি অনুমান প্রমাণ নহে। তোমার এইরূপ শিরোবিহীন বচনবিন্যাসে "আমার মাতা বন্ধ্যা" এই বাক্যের ন্যায় ব্যাঘাতদোষাপাত হইতেছে। আর তুমি স্বয়ংই বলিয়া থাক যে, সমান জাতীয়ত্বপ্রযুক্ত প্রমাণ ও প্রমাণাভাস ব্যবস্থাপন করিতে হয়; সুতরাং স্বভাবতই অনুমানের প্রামাণ্যস্বীকার করিতেছ। পরগত বিপ্রতিপত্তিও বচন মাত্রেই আছে, এই কথা বলিলেই কার্য্যলিঙ্গকানুমান স্বীকৃত হইল, আর অনুপলব্ধিবশত কোন অর্থ প্রতিষেধ করিলেই অনুপলব্ধিলিঙ্গক অনুমান স্বীকার হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন কোনমতে একরূপ প্রমাণে সামান্যস্থিতি জানা যায় এবং অপরাপরমতে অন্যপ্রকার প্রমাণে পদার্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আচার্য্যদিগের বহুবহু বাদানুবাদশক্তি সম্ভবেও তাঁহারা গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে বিরত হইয়াছেন। সাধারণতই উক্ত মতে দোষ দর্শন হইতেছে; সুতরাং বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন ॥ ৩ ॥

তে চ বৌদ্ধাশ্চতুর্ব্বিধয়া ভাবনয়া পরমপুরুষার্থং কথয়ন্তি তেচ মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক বৈ ভাষিকসংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধাঃ। বৌদ্ধা যথাক্রমং সর্ব্বশূন্যত্ব-বাহ্যশূন্যত্ব-বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব-বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানাতিষ্ঠন্তে ॥৪॥

যদ্যপি ভগবান্ বুদ্ধ এক এব বোধয়িতা তথাপি বোদ্ধব্যানাং বুদ্ধিভেদাচ্চাতুর্ব্বিধ্যং যথা গতোঽস্তমর্ক ইত্যুক্তে জারচৌরানূচানাদয়ঃ স্বেষ্টানুসারেণাভিসরণ-পরস্বহরণসদাচরণাদিসময়ং বুধ্যন্তে। সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যমিতি ভাবনাচতুষ্টয়মুপদিষ্টং দ্রষ্টব্যম্। তত্র ক্ষণিকত্বং নীলাদিক্ষণানাং সত্ত্বেনানুমাতব্যং যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিধ ভাবনাদ্বারা পরমপুরুষার্থ কহিয়া থাকেন। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই নামচতুষ্টয়ে উক্ত ভাবনা চতুষ্টয় প্রসিদ্ধ আছে। মাধ্যমিক ভাবনাতে সর্ব্বশূন্যত্ব, যোগাচার ভাবনাতে বাহ্যশূন্যত্ব, সৌত্রান্তিক ভাবনাতে বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব এবং বৈভাষিক ভাবনাতে বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষবাদ অবস্থিত আছে। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। ৪।

যদিও ভগবান্ একমাত্র বুদ্ধই বোধয়িতা, তথাপি বুদ্ধিভেদবশতঃ বোদ্ধব্যবিষয়ের চাতুর্ব্বিধ্য জানিবে। যেমন সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছেন, এই কথা বলিলে জার (উপপতি) চোর ও অনূচান (যাঁহারা গুরুর নিকট সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত আছেন) ইহারা সকলেই আপন আপন ইষ্টকার্য্য সাধনের সময়জ্ঞান করে, অর্থাৎ জারব্যক্তি পরস্ত্রী অনুসন্ধানের, চৌরব্যক্তি পরস্বাপহরণের এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণের সময় উপস্থিত মনে করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধ এক হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ বোদ্ধব্যবিষয়ের চাতুর্ব্বিধ্য জানিবে। সকল

যথা জলধরপটলং সন্তশ্চামী ভাবা ইতি। ন চায়মসিদ্ধো হেতুঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণস্য সত্ত্বস্য নীলাদিক্ষণানাং প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ ব্যাপকব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপ্যব্যাবৃত্তিন্যায়েন ব্যাপকক্রমাক্রমব্যাবৃত্তাবক্ষণিকাৎ সত্ত্বব্যাবৃত্তেঃ সিদ্ধত্বাচ্চ। তচ্চার্থক্রিয়াকারিত্বং ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তং ন চ ক্রমাক্রমাভ্যামন্যঃ প্রকারঃ সমস্তি—

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্রবিরোধতঃ॥

ইতি ন্যায়েন ব্যাঘাতস্যোদ্ভটত্বাৎ। তৌ চ ক্রমাক্রমৌ স্থায়িনঃ সকাশাদ্ব্যাবর্ত্তমানো অর্থক্রিয়ামপি ব্যাবর্ত্তয়ন্তৌ ক্ষণিকত্বপক্ষ এব সত্ত্বং ব্যবস্থাপয়ত ইতি সিদ্ধম্॥ ৫॥

পদার্থই ক্ষণিক, দুঃখময়, স্বলক্ষণাক্রান্ত এবং সকলই শূন্য, এইরূপে ভাবনাচতুষ্টয়ের উপদেশ জানিবে। নীলাদিলক্ষণের সত্তাহেতু ক্ষণিকত্ব অনুমান করিতে হইবে, অর্থাৎ যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, সমুদায়ই ক্ষণিক, মেঘশ্রেণীর ন্যায় কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে। ইহা অসিদ্ধহেতু নহে, কারণ সমুদায় বিদ্যমান পদার্থেরই অর্থক্রিয়কারিত্ব এবং নীলাদিগুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নীলবর্ণ ঘট আনয়ন কর, ইত্যাদিস্থলে ঘটের আনয়ন ও নীলগুণের প্রত্যক্ষ হয়। ক্রম ও অক্রম প্রকারে অর্থক্রিয়াকারিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থজ্ঞান বিষয়ে ক্রম ও অক্রম ভিন্ন অন্য প্রকার নাই। পদার্থ সকলের পরস্পর বিরোধ হইলেও ক্রম ও অক্রম ভিন্ন প্রকারান্তরে অবস্থিতি হয় না এবং মুক্তিমাত্রের বিরোধপ্রযুক্ত বিরুদ্ধ পদার্থের একতাও সম্ভবে না, এই প্রসিদ্ধ ন্যায় বলে ব্যাঘাতের উদ্ভব হইয়া উঠে। স্থায়ী পদার্থের সম্বন্ধেই উক্ত ক্রম ও অক্রম ব্যাবৃত্ত আছে এবং অর্থক্রিয়াতেও উহাদিগের ব্যাবৃত্তি জানিবে; সুতরাং ক্ষণিকত্ব-

নন্বক্ষণিকস্যার্থক্রিয়াকারিত্বং কিং ন স্যাদিতি চেৎ তদযুক্তং বিকল্পাসহত্বাৎ তথা হি বর্ত্তমানার্থক্রিয়াকরণ-কালে অতীতানাগতয়োঃ কিমর্থক্রিয়য়োঃ স্থায়িনঃ সামর্থ্য-মস্তি ? নো বা ? আদ্যে তয়োরনিরাকরণপ্রসঙ্গঃ সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ যৎ যদা যৎকরণসমর্থং তৎ তদা তৎ-করোত্যেব যথা সামগ্রী স্বকার্য্যং সমর্থশ্চায়ং ভাব ইতি প্রসঙ্গানুমানাচ্চ। দ্বিতীয়েঽপি কদাপি ন কুর্য্যাৎ সামর্থ্য-মাত্রানুবন্ধিত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বস্য যৎ যদা যন্ন করোতি তৎ তদা তত্রাসামর্থ্যং যথা হি শিলাশকলমঙ্কুরে। ন চৈষ বর্ত্তমানার্থক্রিয়াকরণকালে বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণে অর্থক্রিয়ে করোতীতি তদ্বিপর্য্যয়াচ্চ ॥ ৬ ॥

পক্ষই সত্ত্বের ব্যবস্থাপক ইহা সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে বলিয়াই পদার্থ সকলকে সৎ বলা যায় ॥ ৫ ॥

যদি বল, পদার্থ সকলকে অক্ষণিক বলিলে কি তাহাদিগের অর্থক্রিয়া কারিত্ব সম্ভবে না ? এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু ক্ষণিকত্ব ও অক্ষ-ণিকত্ব এইরূপ বিকল্প সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ বর্ত্তমান অর্থক্রিয়াকরণ কালে অতীত ও ভবিষ্যৎ অর্থক্রিয়ার সামর্থ্য আছে কি না ? যদি বল, সামর্থ্য আছে, তবে সামার্থ্য ও অসামর্থ্য ইহার নিরাকরণ হয় না, সমর্থ হইলে তাহার অকরণ সম্ভবে না। যে যে কার্য্যের সমর্থ, সে অবশ্যই সেই কার্য্য করিয়া থাকে। আর যদি বল, সামর্থ্য নাই, তাহাহইলে সে কখনও কার্য্যসাধন করিতে পারে না, পরন্তু কখন কখন কার্য্য দৃষ্ট হয়। অর্থক্রিয়াকারিত্ব সামর্থ্য মাত্রের অনুগামী। যখন যে যাহা করে না; সুতরাং সেই কার্য্যে তাহার অসামর্থ্যই জানা যায়। যেমন শিলাখণ্ডে কখনও অঙ্কুরোৎপাদন দেখা যায় না; সুতরাং শিলাখণ্ডের অঙ্কুরোৎ-

নন্বু ক্রমবৎসহকারিলাভাৎ স্থায়িনঃ অতীতানাগতয়োঃ ক্রমেণ ক্রমণ মুপপদ্যতে ইতি চেৎ তত্রেদং ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং সহকারিণঃ কিং ভাবস্যোপকুর্ব্বন্তি? ন বা? ন চেৎ নাপেক্ষণীয়াস্তে অকিঞ্চিৎ কুর্ব্বতাং তেষাং তাদার্থ্যাযোগাৎ। উপকারকত্বপক্ষে সোঽয়মুপকারঃ কিং ভাবাদ্ভিদ্যতে? ন বা? ভেদপক্ষে আগন্তুকস্যৈব তস্য কারণত্বং স্যাৎ ন ভাবস্যাক্ষণিকস্য আগন্তুকাতিশয়ান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যস্য। তদুক্তম্—

বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।
চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলম্ ইতি ॥৭॥

পাদকতা সামর্থ্য নাই, ইহাই জানিতে হইবে। সেইরূপ সর্ব্বত্রই সামর্থ্য ও অসামর্থ্য প্রকাশ পায়। আর বর্ত্তমান অর্থক্রিয়াকরণকালে অতীত ও ভবিষ্যৎ অর্থ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

ক্রম ও অক্রমে যেমন অর্থক্রিয়াকারিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ সহকারী হইতেও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ক্রম উপপন্ন হইতেছে। যদি এইরূপ স্বীকার কর, তাহাহইলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল দেখি, সহকারীরা ভাবের উপকার করে কি না? যদি উপকার না করে, তাহাহইলে সহকারী অপেক্ষণীয় নহে, কারণ যে কার্য্যে উপকার করে না, তাহার অর্থযোগ নাই। আর যদি বল, উপকার করে, তাহাহইলে বল দেখি, সেই উপকার কি ভাব হইতে ভিন্ন, অথবা ভিন্ন নহে? যদি ভিন্ন হয়, তাহাহইলে আগন্তুকেরও কারণতা হয়, ক্ষণিকভাবের কারণতা হয় না, কোনরূপেও আগন্তুকের কার্য্যানুবিধায়িত্ব নাই। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, বর্ষা ও আতপদ্বারা আকাশের কিছুই হয় না, চর্ম্মে-

অথ ভাবস্তৈঃ সহকারিভিঃ সহৈব কার্য্যং করোতীতি স্বভাব ইতি চেৎ অস্তু তর্হি সহকারিণো ন জহ্যাৎ প্রত্যুত পলায়মানানপি গলে পাশেন বদ্ধা কৃত্যং কার্য্যং কুর্য্যাৎ স্বভাবস্যানপায়াৎ। কিঞ্চ সহকারিজন্যোঽতিশয়ঃ কিমতিশয়ান্তরমারভতে ন বা উভয়থাপি প্রাগুক্তদূষণপাষাণবর্ষণপ্রসঙ্গঃ। অতিশয়ান্তরারম্ভপক্ষে বহুমুখানবস্থাদৌস্থ্যমপি স্যাৎ অতিশয়ে জনয়িতব্যে সহকার্য্যন্তরাপেক্ষায়াং তৎপরম্পরাপাত ইত্যেকানবস্থা আস্থেয়া তথাহি সহকারিভিঃ সলিলপবনাদিভিঃ পদার্থসার্থৈরাধীয়মানে বীজস্যাতিশয়ে বীজমুৎপাদকমভ্যুপেয়ম্ অপরথা তদভাবোঽপ্যতিশয়ঃ প্রাদুর্ভবেৎ বীজস্যাতিশয়মাদধানং সহ-

---

তেই আহাদিগের ফল হয়, ভাবপদার্থ চর্ম্মের ন্যায় অনিত্য, তাহাতে কখনও সৎফল হয় না॥ ৭॥

আর যদি বল, ভাবপদার্থে সহকারীর সহিত কার্য্য করে, ইহাই তাহার স্বভাব, তাহাহইলে কখনও সহকারীকে পরিত্যাগ করিত না, বরং সেই সহকারী পলায়ন করিলে গলদেশে রজ্জুবন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া কার্য্য করাইত, যেহেতু কদাচ স্বভাবের অন্যথা হয় না, আর সহকারী যে কার্য্য উৎপাদান করে, তাহা অতিরিক্ত, সেই সহকারী অতিরিক্তান্তর জন্মায় কি না? উভয়থাই প্রাগুক্ত দূষণরূপ পাষাণবর্ষপ্রসঙ্গ আছে। আর যদি বল, সহকারীরা অতিশয়ান্তর আরম্ভ করে, তাহাহইলে বহুবিধ অনবস্থা দোষ হয়। যখন অতিরিক্ত কার্য্য জন্মিবে, তখনও অন্য সহকারীর অপেক্ষা করে, এইরূপ পরম্পর অপেক্ষিতত্বপ্রযুক্ত এক অনবস্থা দোষ হয়। বীজোৎপত্তির প্রতি জলবায়ু প্রভৃতি সহকারীপদার্থ সাধকের সহকারিতাতেই বীজ উৎপাদক হয়, অন্যথা তাহার অভাবে

কারিসাপেক্ষমেবাধত্তে অন্যথা সর্ব্বদোপকারাপত্তৌ অঙ্কুরস্যাপি সদোদয়ঃ প্রসজ্যেত। তস্মাদতিশয়ার্থমপেক্ষমাণৈঃ সহকারিভিরতিশয়ান্তরমাধেয়ং বীজে তস্মিন্নপ্যুপকারে পূর্ব্বন্যায়েন সহকারিসাপেক্ষস্য বীজস্য জনকত্বে সহকারিসম্পাদ্য বীজগতাতিশয়ানবস্থা প্রথমা ব্যবস্থিতা॥ ৮॥

অথোপকারঃ কার্য্যার্থমপেক্ষমাণোঽপি বীজাদিনিরপেক্ষং কার্য্যং জনয়তি তৎসাপেক্ষো বা। প্রথমে বীজাদেরহেতুত্বমাপতেৎ। দ্বিতীয়ে অপেক্ষ্যমাণেন বীজাদিনা উপকারে অতিশয় আধেয় এব তত্র তত্রাপীতি বীজাদিজন্যাতিশয়নিষ্ঠাতিশয়পরম্পরাপাত ইতি দ্বিতীয়ানবস্থা স্থিরা ভবেৎ। এবমপেক্ষ্যমাণেনোপকা-

---

অন্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বীজসকল যে, অতিরিক্ত কার্য্য জন্মায়, তাহাও সহকারীসাপেক্ষ। অন্যথা সর্ব্বদা উপকারসম্ভবে সর্ব্বদাই বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব অতিশয়ার্থ অপেক্ষমাণ সহকারী সকল বীজেতে শক্ত্যন্তরাধান করে। সেই উপকারে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সহকারীসাপেক্ষ বীজের জনকত্ববিষয়ে অন্য সহকারী সম্পাদ্য বীজস্থিত অতিশয় অবস্থাই প্রথম অনবস্থা ব্যবস্থিত আছে॥ ৮॥

বল দেখি,—কার্য্যসাধনের নিমিত্ত উপকারের অপেক্ষা করে কি না? এবং বীজাদির অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য জন্মায় কি না? অথবা বীজাদির অপেক্ষা করিয়া কার্য্য জন্মায়? ইহাতে যদি বল, বীজাদির অপেক্ষা করে না, তাহাহইলে বীজাদি অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু নহে, ইহাই হইতে পারে। আর যদি বল, সহকারী অঙ্কুরোৎপাদনে বীজাদির অপেক্ষা করে, তাহাহইলে অনবস্থা দোষের অবস্থিতি স্থিরতর হয়।

রেণ বীজাদৌ ধর্ম্মিণ্যুপকারান্তরমাধেয়মিত্যুপকারাধেয়-বীজাতিশয়াশ্রয়াতিশয়পরম্পরাপাত ইতি তৃতীয়ানবস্থা দুরবস্থা স্যাৎ। অথ ভাবাদভিন্নোঽতিশয়ঃ সহকারিভি-রাধীয়ত ইত্যভ্যুপগম্যতে তর্হি প্রাচীনো ভাবোঽনতি-শয়াত্মা নিবৃত্তঃ অন্যশ্চাতিশয়াত্মা কুর্ব্বদ্রূপাদিপদ বেদ-নীয়ো জায়ত ইতি ফলিতং মমাপি মনোরথক্রমেণ ॥ ৯ ॥

তস্মাদক্ষণিকস্যার্থক্রিয়া দুর্ঘটা নাপ্যক্রমেণ ঘটতে বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি যুগপৎসকলকার্য্যকরণসমর্থঃ সভাবস্তদুত্তরকালমনুবর্ত্ততে ন বা। প্রথমে তৎকালবৎ কালান্তরেঽপি তাবৎ কার্য্যকরণমাপদ্যেত। দ্বিতীয়ে স্থায়িত্বপ্রত্যাশা। মূষিকভক্ষিতবীজাদাবঙ্কুরাদিজননপ্রার্থনা-মনুহরেৎ। যৎ বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তং তন্নানা যথা শীতোষ্ণে বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তশ্চায়মিতি জলধরে প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ। ন

এইরূপে বীজাদিতে উপকারের অপেক্ষাহেতু উপকারান্তর আবশ্যকীয় বোধ হইতেছে, এই নিমিত্ত পরস্পর উপকার ও আধেয়ভাবের অতিশয় আশ্রযাশ্রয়িতাপ্রযুক্ত তৃতীয় অনবস্থা ঘটিয়া উঠে; সুতরাং কার্য্যের দুর-বস্থাপাত হইতেছে। আর যদি ইহাই স্বীকার কর যে, সহকারীরা ভাব হইতে অতিশয় অভিন্নভাব আশ্রয় করে, তাহাহইলে অনতিশয় প্রাচীন-ভাব নিবৃত্ত হয়, যাহা আশ্রয়াতিশযস্বরূপ, তাহাও অন্যপ্রকার; সুতরাং আমার মনোরথই সফল হইল ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণে জানা যায় যে, অক্ষণিকের অর্থক্রিয়াও দুর্ঘট, আর বিকল্পতাহেতু, অক্রমেও অর্থক্রিয়া ঘটিতেছে না। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, স্বভাবত সকল কার্য্যকরণসমর্থ, উহা উত্তরকালের অনুবর্ত্তন করে কি না? যদি বল, উত্তরকালের অনুবর্ত্তন করে, তাহাহইলে সেই কালের ন্যায় কালান্তরেও কার্য্যকরণ সম্ভবিতে পারে। আর উত্তর কালের

চায়মসিদ্ধো হেতুঃ স্থায়িনি কালভেদেন সামর্থ্যাসামর্থ্যয়োঃ প্রসঙ্গতদ্বিপর্য্যয়সিদ্ধত্বাত্তত্রাসামর্থ্যসাধকৌ প্রসঙ্গতদ্বিপর্য্যয়ৌ প্রাগুক্তৌ সামর্থ্যসাধকাবভিধীয়তে যদ্‌যদা যজ্জননাসমর্থং তত্তদা তন্ন করোতি যথা শিলাশকলমঙ্কুরম্ অসমর্থশ্চায়ং বর্ত্তমানার্থক্রিয়াকরণকালে অতীতানাগতয়োরর্থক্রিয়য়ো রতিপ্রসঙ্গঃ যদ্‌যদা যৎ করোতি তত্তদা তত্র সমর্থং যথা সামগ্রী স্বকার্য্যে করোতি চায়মতীতানগতকালে তৎকালবর্ত্তিন্যাবর্থক্রিয়ে ভাব ইতি প্রসঙ্গব্যত্যয়ঃ বিপর্য্যয়ঃ। তস্মাদ্বিপক্ষে ক্রমযৌগপদ্যব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপকানুপলম্ভেনাধিগতব্যতিরেকব্যাপ্তিকং প্রসঙ্গতদ্বিপর্য্যয়বলাৎ গৃহীতান্বয়ব্যাপ্তিকং সত্ত্বং ক্ষণিকত্বপক্ষ এব ব্যবস্থাস্যতীতি সিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

অনুবর্ত্তন না করিলে স্থায়িত্ববৃত্তির আশা মূষিকভক্ষিত বীজের অঙ্কুরজনন প্রার্থনার ন্যায় অলীক হইতেছে। আর যে বিরুদ্ধধর্ম্মের সংযোগ তাহাও অনেকবিধ, যেমন শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি। জলধরে যে প্রতিবন্ধসিদ্ধি, তাহাও বিরুদ্ধ ধর্ম্ম জানিবে, আর ইহা অসিদ্ধহেতু নহে, স্থায়ীবিষয়ে কালভেদহেতু সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের প্রসঙ্গ ও তদ্বিপর্য্যয়সিদ্ধত্বপ্রযুক্ত প্রাগুক্ত প্রসঙ্গ ও তদ্বিপর্য্যয় অসামর্থ্যসাধক হইতেছে। অতএব সামর্থ্যই কার্য্যসাধক বলিয়া জানা যায়। যখন যাহা কার্য্যজননের অসমর্থ হয়, তখন তাহা কার্য্য করিতে পারে না, যেমন শিলাখণ্ড অঙ্কুরোৎপাদনের প্রতি অসমর্থ। আর বর্ত্তমানার্থ ক্রিয়াতে এবং অতীত ও অনাগত অর্থক্রিয়াতে অতিপ্রসঙ্গ হয়। যখন যে যাহা করে, তখন সে তাহাতে সমর্থ হইয়া থাকে। যেমন কার্য্যমাত্রের প্রতিই সেই কার্য্যের সামগ্রী কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। অতএব বিপক্ষে ক্রমযোগ ব্যাবৃত্তি অনুসারে ব্যাপকানুলম্ভহেতু অধিগত ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এবং

তদুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া—যৎ সত্তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী সত্তাশক্তিরিহার্থকর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা। নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতীতি ॥ ১১ ॥

ন চ কণভক্ষাক্ষচরণাদিপক্ষকক্ষীকারেণ সত্তাসামান্য-যোগিত্বমেব সত্ত্বমিতি মন্তব্যং সামান্যবিশেষসমবায়ানাম সত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তত্র স্বরূপসত্তানিবন্ধনঃ সদ্ব্যবহারঃ প্রয়োজকগৌরবাপত্তেঃ অনুগতত্বাননুগতত্ববিকল্পপরাহ-তেশ্চ সর্ষপমহীধরাদিষু বিলক্ষণেষু ক্ষণেষ্বনুগতস্যাকারস্য মণিষু সূত্রবদ্ভূতগণেষু গুণবচ্চাপ্রতিভাসনাচ্চ ॥ ১২ ॥

প্রসঙ্গত তদ্বিপর্য্যয়বশতঃ গৃহীত অন্বয়ব্যাপ্তিহেতু ক্ষণিকত্বপক্ষই সিদ্ধ হইল ॥ ১০ ॥

জ্ঞানশ্রী বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ সৎ, তাহাই ক্ষণিক, যেমন আকাশে মেঘ বিদ্যমান দেখা যায়, ক্ষণকাল পরেই তাহার অভাব হয়। এই সকল পদার্থের বিদ্যমানতা ক্রিয়ামাত্রেই সিদ্ধ আছে। আর উহা এক বিধও নহে, অন্যথা পরনিমিত্তেও ক্রিয়াদি হইতে পারে। ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিও দ্বিবিধ, অতএব তাহা সাধ্যেতে বর্ত্তমান আছে ॥ ১১ ॥

কণাদ ও অক্ষপাদাদির মত স্বীকার করিয়া সত্তাসামান্যযোগিত্বই সত্ত্ব ইহাও বলা যায় না। যেহেতু সামান্য ও বিশেষের সমবায়ের সত্ত্বপ্রসঙ্গ হয়। আর যদি তাহার স্বরূপসত্তানিবন্ধন সদ্ব্যবহার হয় না বল, তাহাহইলে প্রয়োজকের গৌরবাপত্তি হইয়া উঠে। আর অনুগতত্ব ও অননুগতত্ব এই বিকল্পের পরাভব হইয়া থাকে। কখনও অতি বিষম সর্ষপ ও পর্ব্বতে এবং মণি ও গুণবদ্ধ ভৌতিকপদার্থের সমান প্রতিভাস হয় না ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ সামান্যং সর্ব্বগতং স্বাশ্রয়সর্ব্বগতং বা প্রথমে সর্ব্ববস্তুসঙ্করপ্রসঙ্গঃ অপসিদ্ধান্তাপত্তিশ্চ যতঃ প্রোক্তং প্রশস্তপাদেন স্ববিষয়সর্ব্বগতমিতি। কিঞ্চ বিদ্যমানে ঘটে বর্ত্তমানং সামান্যমন্যত্র জায়মানেন সম্বধ্যমানং তস্মাদাগচ্ছৎ সম্বধ্যতে অনাগচ্ছদ্বা আদ্যে দ্রব্যত্বাপত্তিঃ দ্বিতীয়ে সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। কিঞ্চ বিনষ্টে ঘটে সামান্যমবতিষ্ঠতে বিনশ্যতি স্থানান্তরং গচ্ছতি বা প্রথমে নিরাধারত্বাপত্তিঃ দ্বিতীয়ে নিত্যত্ববাচো যুক্ত্যযুক্তিঃ তৃতীয়ে দ্রব্যত্বপ্রসক্তিঃ ইত্যাদি দূষণগ্রস্তত্বাৎ সামান্যমপ্রামাণিকম্॥ ১৩॥

পক্ষান্তরে বলিতেছে,—সামন্যই কি সর্ব্বগত? কিম্বা স্বাশ্রয়ত্বই সর্ব্বগত? এই আশঙ্কায় যদি বল, সামন্যই সর্ব্বগত, তাহাহইলে সর্ব্ববস্তুর সাঙ্কর্য্যপ্রসঙ্গ হয়, আর অপসিদ্ধান্তের উপপত্তি হয়। যেহেতু প্রশস্তপাদেই সর্ব্বগতত্ব উক্ত আছে। আর বিদ্যমান ঘটেতেই সামান্যত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, অন্যত্র জায়মান পদার্থের সম্বন্ধমাত্র দেখা যায়। অতএব যাহা বর্ত্তমান, তাহার সহিতই সম্বন্ধ হয়? কি যাহা অবর্ত্তমান তাহার সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে? ইহার আদ্যপক্ষে দ্রব্যত্বাপত্তি এবং দ্বিতীয়পক্ষে সম্বন্ধের অনুপপত্তি হয়। পক্ষান্তরে বলিতেছে,—বিনষ্ট ঘটেতেই সামান্য বর্ত্তমান থাকে? অথবা ঘটের নাশে তাহার নাশ হয়? কিম্বা উহা স্থানান্তরে গমন করে? যদি বল, বিনষ্ট ঘটেই উহা বর্ত্তমান থাকে, তাহাহইলে নিরাধারাপত্তি হয়, অর্থাৎ ঘটের নাশে কোন আধারে তাহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। আর ঘটের নাশে সামান্য বিনষ্ট হয়, এই কথা বলিলে সামান্যের নিত্যভাবাক্য অলৌকিক হইয়া পড়ে। আর ঘটের নাশ হইলে সামান্য অন্যত্র গমন করে, এই কথা বলিলে দ্রব্যত্বপ্রসক্তি হয়। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, সামান্য উক্ত দোষসমূহ গ্রস্তবিধায় উহা অপ্রামাণিক। ১৩।

তদুক্তম্—অন্যত্র বর্ত্তমানস্য ততোঽন্যস্থানজন্মনি।
তস্মাদচলতঃ স্থানাদ্‌বৃত্তিরিত্যতিযুক্ততা॥
যত্রাসৌ বর্ত্ততে ভাবস্তেন সম্বধ্যতে ন তু।
তদ্দেশিনঞ্চ ব্যাপ্নোতি কিমপ্যেতন্মহাদ্ভুতম্॥
ন যাতি ন চ তত্রাসীদস্তি পশ্চান্নচাংশবৎ।
জহাতি পূর্ব্বং নাধারমহো ব্যসনসন্ততিরিতি॥

অনুবৃত্তপ্রত্যয়ঃ কিমালম্বন ইতি চেৎ অঙ্গ অন্যাপীহালম্বন এবেতি সন্তোষ্টব্যমায়ুষ্মতেতি অলমতিপ্রসঙ্গেন॥ ১৪॥

সর্ব্বস্য সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্ব্বতীর্থকরসম্মতম্ অন্যথা তন্নিবর্ত্তয়িষণাং তেষাং তন্নিবৃত্ত্যুপায়ে প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং দুঃখং দুঃখমিতি ভাবনীয়ম্। ননু কিং বদিতি পৃষ্টে দৃষ্টান্তঃ কথনীয় ইতি চেন্নৈবং

শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অন্যত্র বর্ত্তমান পদার্থের অন্যস্থানে অবস্থান ও অন্যস্থানে জন্ম হইতে পারে, কিন্তু যাহারা স্বস্থান হইতে সচল, তাহাদিগেরই এইরূপ বৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা যুক্তিযুক্ত মত নহে। যে স্থানে ভাবপদার্থ বর্ত্তমান থাকে, সেই স্থানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল তত্রত্য পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকে, ইহা মহা অদ্ভুত ঘটনা নহে। যাহা অন্যত্র গমন করে না, সেইস্থানে পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও অংশরূপে নাই, সেই পদার্থ পূর্ব্বাধার পরিত্যাগ করে না। ইহাই স্থিরবৃত্তি জানিবে॥ ১৪॥

সকলের পক্ষেই সংসার দুঃখকর, ইহাই সর্ব্বসম্মতপক্ষ। অন্যথা সংসারনিবৃত্তিসমুৎসুকদিগের সংসারনিবৃত্তির উপায়ে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়। অতএব সর্ব্বসংসারই দুঃখজনক, ইহাই ভাবনা করিতে হইবে। এই বিষয়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, সংসার কাহার ন্যায়

স্বলক্ষণানাং ক্ষণানাং ক্ষণিকতয়া সালক্ষণ্যাভাবাৎ নৈতেন সদৃশমপরমিতি বক্তুমশক্যত্বাৎ। ততঃ স্বলক্ষণং স্বলক্ষণমিতি ভাবনীয়ম্। এবং শূন্যং শূন্যমপি ভাবনীয়ং স্বপ্নে জাগরণে চ ন ময়া দৃষ্টমিদং রজতাদীতি বিশিষ্টনিষেধস্যোপলম্ভাৎ। যদি দৃষ্টং সৎ তদা তদ্বিশিষ্টস্য দর্শনস্যেদন্তায়া অধিষ্ঠানস্য চ তস্মিন্নধ্যস্তস্য রজতত্বাদেস্তৎসম্বন্ধস্য চ সমবায়াদেঃ সত্ত্বং স্যাৎ ন চৈতদিষ্টং কস্যচিদ্বাদিনঃ। ন চার্দ্ধজরতীয়মুচিতং ন হি কুক্কুট্যা একো ভাগঃ পাকায় অপরো ভাগঃ প্রসবায় কল্প্যতামিতি কল্প্যতে। তস্মাদধ্যস্তাধিষ্ঠানতৎসম্বন্ধদর্শনদ্রষ্টৄণাং মধ্যে একস্যানে কস্য বা অসত্ত্বে নিষেধবিষয়ত্বেন সর্ব্বস্যাসত্ত্বং বলাদাপতেদিতি ভগবতোপদিষ্টে মাধ্যমিকাস্তাবদুত্তম-

---

দুঃখ প্রদান করে? ইহাতে দৃষ্টান্তকথন আবশ্যক, তাহা নহে, স্বলক্ষণক্ষণের ক্ষণিকত্বহেতু সালক্ষণ্যের অভাব আছে, অর্থাৎ সদৃশাভাবপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তোপন্যাস অসম্ভব, সংসারে যেরূপ দুঃখভোগ হয়, এইরূপ দুঃখের অন্যত্র সম্ভব নাই বলিয়াই দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা সাংসারিক দুঃখের প্রকাশ হইতে পারে না। অতএব যাহার কোন লক্ষণ নাই, তাহাকে তৎস্বরূপে ভাবনা করিবে, যেমন শূন্যকে শূন্যস্বরূপেই জ্ঞান করিতে হয়। আমি স্বপ্নে কি জাগরণে রজতাদি দেখি নাই, এইস্থলেও বিশিষ্ট নিষেধের অপলাভ আছে। আর যদি দৃষ্টপদার্থই সৎ হয়, তাহাহইলে তদ্বিশিষ্টের দর্শন হইলেই তাহার অধিষ্ঠানের এবং সেই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত রজতাদি ও তৎসম্বন্ধ সমবায়াদিসত্তা জানা যায়, ইহা কোন বাদীরাও স্বীকার করেন না। আর অর্দ্ধ জরতীয়মতও উচিত হয় না, যেহেতু কুক্কুটীর একভাগ পাকার্থ এবং অপরভাগ প্রসবার্থ এইরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব অধ্যস্ত, অধিষ্ঠান ও তৎসম্বন্ধ দর্শনদ্রষ্টাদিগের মধ্যে একের কিম্বা

প্রজ্ঞা ইত্থমচীকথন্। ভিক্ষুপাদপ্রসারণন্যায়েন ক্ষণভঙ্গাদ্যভিধানমুখেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগতসর্ব্বসত্যত্বভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্যতায়ামেব পর্য্যবসানাম্। অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব। তথাহি যদি ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্বভাবস্তর্হি কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যম্। অসৎ স্বভাব ইতি পক্ষে প্রাচীন এব দোষঃ প্রাদুঃষ্যাৎ ॥ ১৫ ॥ 130705

যথোক্তম্—ন সতঃ কারণাপেক্ষা ব্যোমাদেরিব যুজ্যতে।
কার্য্যস্যাসম্ভবী হেতুঃ খপুষ্পাদেরিবাসত ইতি ॥

বিরোধাদিতরৌ পক্ষাবনুপপন্নৌ তদুক্তং ভগবতা-লঙ্কাবতারে—

বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতা ইতি ॥

অনেকের অসত্তাতে বলপূর্ব্বক সকলের অসত্তার আপত্তি হয়। ভগবদুপদিষ্টবিষয়ের মধ্যেও উত্তমপ্রাজ্ঞমাধ্যমিকেরাই এইরূপ কহিয়াছেন।—ক্ষণভঙ্গাদিকথনদ্বারা স্থায়িত্বানুকূল জ্ঞাতব্যার্থানুগত সকল পদার্থই সত্যত্বভ্রমের ব্যাবর্ত্তনহেতু সর্ব্বশূন্যতাই পর্য্যবসিত হইতেছে। অতএব তত্ত্বই সৎ ও অসৎ এই উভয়াত্মক, বাস্তবিক উহা শূন্য। যদি ঘটাদির সত্ত্বই স্বভাব হইত, তাহাহইলে কর্ত্তাদিকারকব্যাপার ব্যর্থ হয়। আর অসৎ স্বভাবপক্ষেও প্রাচীনদোষের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। ১৫ ॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেমন আকাশাদির কারণাপেক্ষা নাই, সেইরূপ সৎপদার্থেরও কারণাপেক্ষা যুক্ত হয় না, আর যেমন আকাশকুসুমের কার্য্য অসম্ভব, সেইরূপ অসৎপদার্থের অভাবহেতুই তাহার কার্য্য অসম্ভব জানিবে। আর বিরোধহেতু ইতর পক্ষদ্বয়ও অনুপপন্ন হইতেছে,

ইদং বস্তুবলায়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথা যথার্থাশ্চিত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথেতি চ ॥

ন ক্বচিদপি পক্ষে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টার্থব্যবহারশ্চ ন স্বপ্নব্যবহারবৎ সংবৃত্ত্যা সঙ্গচ্ছতে। অত এবোক্তম্—পরিব্রাট্কামুকশুনামেকস্যাং প্রমদাতনৌ কুণপঃ কামিনীভক্ষ্য ইতি তিস্রো বিকল্পনা ইতি ॥ ১৬ ॥

তদেবং ভাবনাচতুষ্টয়বশান্নিখিলবাসনানিবৃত্তৌ পরনির্ব্বাণং শূন্যরূপং সেৎস্যতীতি বয়ং কৃতার্থাঃ নাস্মাকমুপদেশ্যং কিঞ্চিদস্তীতি। শিষ্যৈস্তাবদ্যোগশ্চাচারশ্চেতি দ্বয়ং করণীয়ম্। তত্রাপ্রাপ্তস্যার্থস্য প্রাপ্তয়ে পর্য্যনুযোগো যোগঃ গুরূক্তস্যার্থস্যাঙ্গীকরণমাচারঃ গুরূক্তস্যাঙ্গীকরণাদুত্তমাঃ পর্য্যনুযোগস্যাকরণাদধমাশ্চ অতস্তেষাং মাধ্যমিকা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। গুরূক্তভাবনাচতুষ্টয়ং বাহ্যার্থস্য শূন্যত্বং চাঙ্গীকৃত্যান্তরস্য শূন্যত্বঞ্চাঙ্গীকৃতং কথমিতি?

ভগবান লঙ্কাবতারে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিদ্বারা বিবিচ্যমান পদার্থের স্বভাব অবধারণ করা যায় না, অতএব পদার্থসকলের কোন স্বভাব নাই, ইহাই জানা যায়। আর ইহা এই বস্তু,—পণ্ডিতেরা বলপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া থাকেন। যেহেতু যে যে স্থানে বস্তুর নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে তাহারা শীর্ণ হয়; সুতরাং বস্তুসত্তাই অসম্ভব হইতেছে। দৃষ্টার্থব্যবহারও বৃত্তিক্রমে সঙ্গত হয় না। অতএব কথিত আছে যে, পরিব্রাজক, কামুক ও কুক্কুর, ইহারা সকলেই এক প্রমদা শরীরে সমাশক্ত। পরন্তু ইহাদিগের প্রকার ভেদ আছে ॥ ১৬ ॥

তবে ভাবনাচতুষ্টয়বশত নিখিল বাসনার নিবৃত্তি হইলে যে পরম নির্ব্বাণ পদলাভ হয়, তাহাও শূন্যরূপে সিদ্ধ হইতেছে, এইক্ষণ আমরাই

পর্য্যনুযোগস্য কারণাৎ কেষাঞ্চিদ্ যোগাচারপ্রথা। এষা হি তেষাং পরিভাষা স্বয়ং বেদনং তাবদঙ্গীকার্য্যম্ অন্যথা জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত। তৎ কীর্ত্তিতং ধর্ম্মকীর্ত্তিনা॥ ১৭॥

অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতীতি। বাহ্যং গ্রাহ্যং নোপপদ্যত এব বিকল্পানুপপত্তেঃ। অর্থো জ্ঞানগ্রাহ্যো ভাবাদুৎপন্নো ভবতি অনুৎপন্নো বা ন পূর্ব্বঃ উৎপন্নস্য স্থিত্যভাবাৎ নাপরঃ অনুৎপন্নস্যাসত্ত্বাৎ। অথমন্যেথাঃ অতীত এবার্থো জ্ঞানগ্রাহ্যঃ তজ্জনকত্বাদিতি

কৃতার্থ হইলাম, আমাদিগের আর কোন উপদেশ নাই। কিন্তু শিষ্যগণ যোগ ও আচার এই দুই কার্য্য করিবে। অপ্রাপ্ত অর্থের প্রাপ্তির নিমিত্ত যে পর্য্যনুযোগ, তাহাকেই যোগ বলা যায়, আর গুরু যাহা বলেন, তাহার স্বীকারই আচার। যাহারা গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে, তাহারাই উত্তমাধিকারী, আর যাহারা যোগানুষ্ঠান করে না তাহারা অধমাধিকারী। অতএব মাধ্যমিকাধিকারী প্রসিদ্ধই আছে। গুরূক্ত ভাবনাচতুষ্টয় ও শূন্যতা স্বীকার করিলে আন্তরিকের শূন্যতা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? যোগাচরণহেতুই কোন কোন ব্যক্তির যোগাচরণপ্রথা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা তাহাদিগের পরিভাষামাত্র। স্বয়ং জ্ঞানই তাহাদিগের স্বীকার্য্য, অন্যথা জগতেরই অন্ধতা প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। ইহাই ধর্ম্মকীর্ত্তি মানবগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১৭॥

আর অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের অর্থদৃষ্টি প্রসিদ্ধ নাই, যেহেতু বাহ্যপদার্থ গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য? এইরূপ বিকল্পের উপপত্তি অসম্ভব। জ্ঞানগ্রাহ্য অর্থ কি ভাবপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, অথবা অভাবজন্য? ইহাতে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানগ্রাহ্য অর্থ ভাবপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ উৎপন্ন পদার্থের স্থিতি নাই। আর অভাবজন্য ইহাও হইতে পারে না, যেহেতু অনুৎপন্নের সত্তা অসম্ভব। যদি ইহাই জ্ঞান কর যে, তজ্জনকত্বহেতু অতীত অর্থই জ্ঞানগ্রাহ্য, ইহাও বালকের বাক্য, যেহেতু অতী-

তদপি বালভাষিতং বর্ত্তমানতাবভাসবিরোধাৎ ইন্দ্রিয়া-
দেরপি গ্রাহ্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ গ্রাহ্যঃ কিং পরমাণুরূপোঽর্থঃ অবয়বিরূপো বা।
ন চরমঃ কৃৎস্নৈকদেশবিকল্পাদিনা তন্নিরাকরণাৎ। ন
প্রথমঃ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগস্য বাধকত্বাচ্চ।

যথোক্তম্—

ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
তেষামপ্যেকদেশত্বে পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রক ইতি ॥

তস্মাৎ স্বব্যতিরিক্তগ্রাহ্যবিরহাত্তদাত্মিকাবুদ্ধিঃ স্বয়মেব
স্বাত্মরূপপ্রকাশিকা প্রকাশবদিতি সিদ্ধম্। তদুক্তম্—

নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ইতি ॥ ১৯ ॥

তার্থের বর্ত্তমানতার বিরোধ আছে এবং ইন্দ্রিয়াদিরও গ্রাহ্যত্ব প্রসঙ্গ হয়। অতএব অতীতার্থ জ্ঞানগ্রাহ্য হইতে পারে না। ১৮।

পক্ষান্তরে বলিতেছেন,—পরমাণুরূপেই কি অর্থগ্রহণ হয়, অথবা অব-য়বরূপে অর্থগ্রহণ হইয়া থাকে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অবয়বরূপে অর্থগ্রহণ হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ সর্ব্বপদার্থের কি একদেশের জ্ঞান হয়? এইরূপ বিকল্পদ্বারাই তাহার নিরাস হইতেছে। আর পর-মাণুরূপে অর্থগ্রহণ হয়, ইহাও সম্ভবে না। যেহেতু পরমাণু অতীন্দ্রিয়, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং ষট্‌পদার্থের একদা যোগে বাধক আছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ষট্‌পদার্থের একদা যোগ স্বীকার করিলে পর-মাণুরও ষড়ংশ হইতে পারে। আর তাহাদিগের একদেশমাত্র বলিলে পিণ্ডও অণুমাত্র হইয়া উঠে। অতএব স্বব্যতিরেকে গ্রাহ্য হইতে পারে না; সুতরাং তৎস্বরূপবুদ্ধি স্বয়ংই আত্মরূপে প্রকাশ পায়। যেমন প্রকাশ আপনি বিস্তৃত হয়, সেইরূপ বস্তুবিষয়ক বুদ্ধিও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া

গ্রাহ্যগ্রাহকয়োরভেদশ্চানুমাতব্যঃ তদ্বেদ্যতে যেন বেদনেন তত্ততো ন ভিদ্যতে যথা জ্ঞানেনাত্মা বেদ্যন্তে তৈশ্চ নীলাদয়ঃ। ভেদে হি সত্যধুনা অনেনার্থস্য সম্বন্ধিত্বং ন স্যাৎ তাদাত্ম্যস্য নিয়মহেতোরভাবাৎ তদুৎপত্তেরনিয়ামকত্বাৎ যশ্চায়ং গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তীনাং পৃথগবভাসঃ স একস্মিংশ্চন্দ্রমসি দ্বিত্বাবভাস ইব ভ্রমঃ অত্রাপ্যনাদিরবিচ্ছিন্নপ্রবাহাভেদবাসনৈব নিমিত্তম্।

যথোক্তম্—

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয় ইতি॥
অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যত ইতি চ॥

থাকে। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, বুদ্ধির অন্য অনুভাবনীয় নাই এবং বুদ্ধিরও অপর অনুভব অসম্ভব, তবে গ্রাহ্য ও গ্রাহকের বৈচিত্র্যবশত স্বয়ংই বুদ্ধিপ্রকাশ পায়॥ ১৯॥

আর গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই উভয়ের অভেদহেতু ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহাই জানা যায়, যে জ্ঞানদ্বারা তাহার ভেদজ্ঞান হয় না, যেমন জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে জানা যাইতে পারে এবং নীলাদিও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যদি ভেদজ্ঞান থাকে, তাহাহইলে ইদানীং অর্থের সম্বন্ধ হয় না, যেহেতু তাদাত্ম্যের নিয়মহেতুর অভাবপ্রযুক্ত তদুৎপত্তির নিয়ামকতা আছে। এইরূপে যে গ্রাহ্যগ্রাহক জ্ঞানের পৃথক্ প্রকাশ হয়, তাহা এক চন্দ্রেতে দ্বিত্বজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমমাত্র জানিবে। বাস্তবিক এই বিষয়ে অনাদি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহভেদবাসনাই নিমিত্ত। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, একত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নিয়ম হইলে নীলপদার্থ ও তাহার বুদ্ধি ইহাদিগের অভেদ হয়। আর ইহার যে ভেদজ্ঞান, তাহা এক চন্দ্রে

ন চ রসবীর্য্যবিপাকাদি সমানমাশামোদকোপার্জ্জিত মোদকানাং স্যাদিতি বেদিতব্যং বস্তুতো বেদ্যবেদকাকারবিধুরায়া অপি বুদ্ধের্ব্ব্যবহর্তৃপরিজ্ঞানানুরোধেন বিভিন্নগ্রাহ্যগ্রাহকাকাররূপবত্তয়া তিমিরাদ্যুপহতাক্ষাং কেশেন্দ্র-নাড়ী-জ্ঞানা ভেদবদনাদ্যুপপ্লববাসনাসামর্থ্যাদ্ব্যবস্থোপপত্তেঃ পর্য্যনুযোগাযোগাৎ। যথোক্তম্—

অবেদ্যবেদকাকারা যথা ভ্রান্তৈর্নিরীক্ষ্যতে।
বিভক্তলক্ষণগ্রাহ্যগ্রাহকাকারবিপ্লবা॥
তথা কৃতব্যবস্থেয়ং কেশাদিজ্ঞানভেদবৎ।
যদা তদা ন সঞ্চোদ্যা গ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণেতি॥

তস্মাদ্-বুদ্ধিরেবানাদি-বাসনাবশাদনেকাকারাবভাসত ইতি সিদ্ধম্। ততশ্চ প্রাগুক্তভাবনাপ্রচয়বলান্নিখিল-

---

দ্বিত্বজ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তি বলিয়া জানিবে। আর যাহারা বিপরীতদর্শী তাহাদিগের পক্ষে বুদ্ধি ও আত্মার অবিভাগ গ্রাহ্যগ্রাহকজ্ঞানের ভেদবিশিষ্টের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। আর রসবীর্য্যবিপাকাদি আশামোদকোপাদির সমান নহে, ইহাও জানিতে হইবে। বাস্তবিক বুদ্ধি বেদ্য ও বেদনকর্ত্তার অধীন, ব্যবহারকর্ত্তার পরিজ্ঞানানুরোধে বিভিন্ন গ্রাহ্যগ্রাহকাকাররূপবত্তা আছে। যেমন যাহাদিগের চক্ষু অন্ধকারাদিদ্বারা উপহত হইয়াছে, তাহাদিগের কেশ, ইন্দ্রিয় ও নাড়ী এই সকলের অভেদজ্ঞান হয়, সেইরূপ অনাদি উপপ্লববাসনা সামর্থ্যাদির উপপত্তি আছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতার্থ না জানিয়াও জানিয়াছি বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহারা গ্রাহ্য ও গ্রাহকবিভাগ করিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধির ব্যবস্থা জানিবে। উপহতচক্ষু ব্যক্তির কেশাদি জ্ঞানভেদের ন্যায় গ্রাহ্যগ্রাহক লক্ষণা বক্তব্য নহে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বুদ্ধিই অনাদিবাসনাবশত অনেকাকারে প্রকাশ পায়। এই নিমিত্তই

বাসনোচ্ছেদবিগলিতবিবিধবিষয়াকারোপপ্লববিশুদ্ধবিজ্ঞা-
নোদয়ো মহোদয় ইতি ॥ ২০ ॥

অন্যে তু মন্যন্তে যথোক্তং বাহ্যং বস্তুজাতং নাস্তীতি তদযুক্তং প্রমাণাভাবাৎ। ন চ সহোপলম্ভনিয়মঃ প্রমাণমিতি বক্তব্যং বেদ্যবেদকয়োরভেদসাধকত্বেনাভিমতস্য তস্যাপ্রয়োজকত্বেন সন্দিগ্ধবিপক্ষব্যাবৃত্তিকত্বাৎ। ননু ভেদে সহোপলম্ভনিয়মাত্মকং সাধনং ন স্যাদিতি চেন্ন জ্ঞানস্যান্তর্ম্মুখতয়া চ ভেদেন প্রতিভাসমানতয়া একদেশত্বৈককালত্বলক্ষণসহত্বনিয়মাসম্ভবাচ্চ নীলাদ্যর্থস্য জ্ঞানাকারত্বে অহমিতি প্রতিভাসঃ স্যাৎ নত্বিদমিতি প্রতিপত্তিঃ প্রত্যয়াদব্যতিরেকাৎ। অথোচ্যতে জ্ঞানস্বরূপোঽপি

পূর্ব্বোক্ত ভাবনাসমূহবলে বাসনার উচ্ছেদ হইয়া বুদ্ধির বিবিধ বিষয়াকারতা নিবৃত্তি হইলে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকেই মহোদয় বলিয়া জানা যায় ॥ ২০ ॥

অন্যান্য বাদীরা ইহাই বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, বাহ্যবস্তুসমূহ নাই, ইহা যুক্তিযুক্তমত নহে, যেহেতু বাহ্যপদার্থ নাই, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে না। ইহাও বলা যায় না যে, সহোপলব্ধিই প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। কারণ বেদ্য ও বেদক, এই উভয়ের অভেদকত্বে অভিমত উপলব্ধির সন্দেহ আছে, যেহেতু বিপক্ষেরা উহার নিবৃত্তি করে। যদি বল, ভেদবিষয়ে সহোপলব্ধিনিয়মে প্রয়োজনসাধন হয় না, তাহা নহে, কারণ জ্ঞানের আন্তরিকত্বপ্রযুক্ত ভেদরূপে প্রতিভাসমান হইতেছে; সুতরাং একদেশত্ব ও এককালত্ব লক্ষণে সহোপলব্ধিনিয়মের সম্ভব হয় না। নীলাদি অর্থের জ্ঞানাকারকত্ব হইলেই "অহং" এইরূপ প্রতিভাস হইতে পারে, কিন্তু "ইদং" এই জ্ঞান প্রত্যয়ের অব্যতিরিক্ত নহে। এই বিষয়ে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানস্বরূপও নীলাকার কেবল ভ্রান্তিক্রমে

নীলাকারো ভ্রান্ত্যা বহির্ব্বিচ্ছেদেন প্রতিভাসত ইতি ন চ তত্রাহমুল্লেখ ইতি। তথোক্তম্—

পরিচ্ছেদান্তরাদ্যোয়ং ভাগো বহিরিব স্থিতঃ।
জ্ঞানস্যাভেদিনো ভেদপ্রতিভাসোহপ্যুপপ্লব ইতি।
যদন্তর্জ্ঞেয়তত্ত্বং তদ্বহির্ব্বদবভাসত ইতি চ॥ ২১॥

তদযুক্তং বাহ্যার্থাভাবে তদুৎপত্তিরহিততয়া বহির্ব্বদিত্যুপমানোক্তেরযুক্তেঃ ন হি বসুমিত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদবভাসত ইতি প্রেক্ষাবানাচক্ষীত ভেদপ্রতিভাসস্ত ভ্রান্তত্বে অভেদপ্রতিভাসস্য প্রামাণ্যং তৎপ্রামাণ্যে চ ভেদপ্রতিভাসস্য ভ্রান্তত্বমিতি পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাচ্চ অবিসংবাদান্নীলতাদিকমেব সংবিদানা বাহ্যমেবোপাদদতে জগত্যুপেক্ষন্তেঽবান্তরমিতি ব্যবস্থাদর্শনাচ্চ। এবঞ্চায়মভেদসাধকো হেতুর্গোময়পায়সীয়ন্যায়বদাভাসতাং ভজেৎ

বাহ্যপদার্থের ন্যায় ভেদরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সেইস্থলে অহং শব্দের উল্লেখ নাই। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, এইরূপ বিভাগ পরিচ্ছেদান্তরের আদ্য, ইহা বাহ্যপদার্থের ন্যায় অবস্থিত আছে। অভেদজ্ঞানের যে ভেদ প্রতিভাস তাহা নির্দ্দুষ্ট নহে। আর জ্ঞানের যে আন্তরিকত্ব, তাহাও বাহ্যপদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে॥ ২১॥

আর বাহ্যপদার্থ স্বীকার না করিলে তাহাদিগের উৎপত্তিরহিতপ্রযুক্ত "বাহ্যপদার্থের ন্যায়" এই উপমানোপন্যাস অযুক্তিক হয়। ভেদজ্ঞান ভ্রান্ত হইলে অভেদ প্রতিভাসেরই প্রামাণ্য হইয়া উঠে, আর তাহার প্রামাণ্য হইলে ভেদপ্রতিভাসকে ভ্রান্ত বলা যায়; সুতরাং পরস্পরাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হয়, পরন্তু নীলত্বাদিবিষয়ে কোন বিবাদই নাই। এইরূপ হইলেই অভেদসাধক গোময়পায়সীন্যায়ের ন্যায় আভাসতাভাগী হইতে পারে। অতএব বাহ্যপদার্থের ন্যায় এই কারণ ইহা বলিয়াই বাহ্যপদার্থ

অতোবহির্ব্বদিতি বদতা বাহ্যং গ্রাহ্যমেবেতি ভাবনীয়মিতি ভবদীয় এব বাণো ভবন্তং প্রহরেৎ॥ ২২॥

ননু জ্ঞানাভিন্নকালস্যার্থস্য বাহ্যত্বমনুপপন্নমিতি চেৎ তদনুপপন্নম্ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টস্য বিষয়স্যোৎপাদ্যে জ্ঞানে স্বাকারসমর্পকতয়া সমর্পিতেন চাকারেণ তস্যার্থস্যানুমেয়তোপপত্তেঃ অতএব পর্য্যনুযোগপরিহারৌ সমগ্রাহিষাতাম্।

ভিন্নকালং কথং গ্রাহ্যমিতি চেৎ গ্রাহ্যতাং বিদুঃ।
হেতুত্বমেব চ ব্যক্তের্জ্ঞানাকারার্পণক্ষমমিতি॥

তথাচ যথা পুষ্ট্যা ভোজনমনুমীয়তে যথা চ ভাষয়া দেশঃ যথা বা সম্ভ্রমেণ স্নেহঃ তথা জ্ঞানাকারেণ জ্ঞেয়মনুমেয়ম্। তদুক্তম্—

অর্থেন ঘটয়ত্যেনাং ন হি মুক্ত্বার্থরূপতাম্।
তস্মাৎ প্রমেয়াধিগতেঃ প্রমাণং মেয়রূপতেতি॥ ২৩॥

গ্রাহ্য, ইহা ভাবনা করিতে হইবে, অতএব তোমাদিগের কথা রূপবান্ তোমাদিগকেই প্রহার করিতেছে॥ ২২॥

যদি বল,—জ্ঞানাভিন্ন কালার্থের বাহ্যত্ব অনুপপন্ন, ইহারও উপপত্তি নাই, ইন্দ্রের সন্নিকৃষ্টতা বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে স্বীয় আকারের সমর্পকতাপ্রযুক্ত সমর্পিত আকারে সেই অর্থের অনুমান হয়, অতএব পর্য্যনুযোগ ও পরিহার গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রাচীন উপদেশ আছে যে, ভিন্নকাল কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির হেতুত্বই জ্ঞানাকারসমর্পণে সক্ষম হয়। এইক্ষণে ইহাই জানা যাইতেছে যে, যেমন পুষ্টিদ্বারা ভোজন অনুমিত হয়, যেমন ভাষাদ্বারা দেশ অনুমিত হয় এবং সম্ভ্রমদ্বারা স্নেহ অনুমিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানাকারে জ্ঞেয় পদার্থের অনুমান হইয়া থাকে। এই বিষয়ে

ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ তাস্তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়িতুং ঘটয়েদিতি চ। তথাচ বাহ্যার্থসদ্ভাবে প্রয়োগঃ যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকাঃ তে সর্ব্বে তদতিরিক্তসাপেক্ষাঃ যথা অবিবক্ষতি অজিগমিষতি ময়ি বচনগমনপ্রতিভাসা সা বিবক্ষুজিগমিষু-পুরুষান্তরসন্তান-সাপেক্ষা তথাচ বিবাদাধ্যাসিতাঃ প্রবৃত্তিপ্রত্যয়াঃ সত্যপ্যালয়বিজ্ঞানে কদাচিদেব নীলাদ্যুল্লেখনা ইতি। তত্রালয়বিজ্ঞানং নামাহমাস্পদং বিজ্ঞানং নীলাদ্যুল্লেখি চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্। যথোক্তম্—

তৎ স্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদম্।
তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেদিতি ॥২৪॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, কখনও অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধদ্বারা কার্য্য ঘটনা হইতে পারে না, অতএব প্রমেয়রূপতাই প্রমেয়ের অধিগমবিষয়ে কারণ ॥ ২৩ ॥

আর জ্ঞানসত্তাই যে জ্ঞান, ইহাও যুক্ত হইতেছে না, যেহেতু জ্ঞানসত্তার সর্ব্বত্রই অবিশেষ দেখা যায়, ঐ জ্ঞানসত্তার সমানরূপতা প্রবেশ আছে, তাহাতেই সমানরূপতা ঘটনা করিতে পারে; সুতরাং জানা যায় যে, বাহ্যার্থসদ্ভাবেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে সকল পদার্থ যাহার সত্তাতে কদাচিৎ উপপন্ন হয়, সেই সকল পদার্থেই তদতিরিক্ত পদার্থের অপেক্ষা থাকে। যেমন "অবিবিক্ষতি" ও 'অজিগমিষতি" এই পদদ্বয়ে বচন ও গমন প্রতিষেধ প্রতীয়মান হয়। পরন্তু বচনেচ্ছু ও গমনেচ্ছু ব্যক্তি পুরুষান্তর অপেক্ষা করে; সুতরাং এইরূপ প্রবৃত্তি প্রত্যয় বিবাদাস্পদই হইল। আলয়-পরিজ্ঞানসত্ত্বেই কদাচিৎ নীলাদির উল্লেখ হইয়া থাকে। এইরূপ আলয়বিজ্ঞানই "অহং" ইত্যাকার জ্ঞানের আস্পদ এবং উহাও জ্ঞানস্বরূপ। আর প্রবৃত্তিবিজ্ঞানও নীলাদিকে উল্লেখ

তস্মাদালয়বিজ্ঞানসন্তানাতিরিক্তঃ কাদাচিৎকঃ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানহেতুর্ব্বাহ্যোঽর্থো গ্রাহ্য এব ন বাসনাপরিপাকপ্রত্যয়ঃ কাদাচিৎকত্বাৎ কদাচিদুৎপাদ ইতি বেদিতব্যম্। বিজ্ঞানবাদিনয়ে হি বাসনানামেকসন্তানবর্ত্তিনামালয়বিজ্ঞানানাং তত্তৎপ্রবৃত্তিজননশক্তিঃ তস্যাশ্চ স্বকার্য্যোৎপাদং প্রত্যাভিমুখ্যং পরিপাকঃ তস্য চ প্রত্যয়ঃ কারণং স্বসন্তানবর্ত্তিপূর্ব্বক্ষণঃ কক্ষীক্রিয়তে সন্তানান্তরনিবন্ধনত্বানঙ্গীকারাৎ। ততশ্চ প্রবৃত্তিজ্ঞানজননালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিবাসনাপরিপাকং প্রতি সর্ব্বেঽপ্যালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিনঃ ক্ষণাঃ সমর্থা এবেতি বক্তব্যম্। ন চেদেকোঽপি ন সমর্থঃ স্যাদালয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিত্বাবিশেষাৎ। সর্ব্বে সমর্থা ইতি

করিতে হয়। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, যাহা অহং জ্ঞানের আস্পদ, তাহাই আলয়বিজ্ঞান, আর তাহাই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, যাহাতে নীলাদিব উল্লেখ হয়॥ ২৪॥

পূর্ব্বোক্ত কারণে জানা যায় যে, আলয়বিজ্ঞানসমূহ ব্যতিরেকে যে কদাচিৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের হেতু, তাহাই বাহ্য অর্থ, কিন্তু উহা গ্রাহ্য হয় না, পরন্তু ঐ বাহ্যার্থবাসনা পরিপাকজন্য, যেহেতু ঐ বাহ্যার্থ কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, ইহাই জানিতে হইবে। বিজ্ঞানবাদীর মতে এক সন্তানবর্ত্তী বাসনাসমূহই আলয়বিজ্ঞান। তাহাদিগের সেই সেই প্রবৃত্তিজননশক্তি আছে এবং সেই শক্তির যে স্বকার্য্যোৎপাদনে আভিমুখ্য, তাহাই পরিপাক, প্রত্যয়ই এই পরিপাকের কারণ, ইহাতে স্বীয়প্রবাহবর্ত্তী পূর্ব্বক্ষণের রক্ষা করা যায়, যেহেতু স্বপ্রবাহানন্তর নিবন্ধনত্বের স্বীকার নাই। অতএব প্রবৃত্তি জ্ঞানজননহেতু তদালয়বিজ্ঞানবর্ত্তী বাসনা পরিপাকের প্রতি সকল আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তীক্ষণই সমর্থ, ইহা বলিতে হইবে। যদি বল,—একক্ষণও সমর্থ নহে, তাহা বলা যায় না,

পক্ষে কার্য্যক্ষেপানুপপত্তিঃ ততশ্চ কাদাচিৎকত্বনির্ব্বাহায় শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ সুখাদিবিষয়াঃ ষড়পি প্রত্যয়াশ্চতুরঃ প্রত্যয়ান্ প্রতীত্যোৎপদ্যন্তে ইতি চতুরেণানিচ্ছতাপ্যচ্ছমতিনা স্বানুভবমনাচ্ছাদ্য পরিচ্ছেত্তব্যম্। তে চত্বারঃ প্রত্যয়াঃ প্রসিদ্ধাঃ আলম্বনসমনন্তরসহকার্য্যধিপতিরূপাঃ। তত্র জ্ঞানপদবেদনীয়স্য নীলাদ্যবভাসস্য চিত্তস্য নীলালম্বনপ্রত্যয়াৎ নীলাকারতা ভবতি সমনন্তরপ্রত্যয়াৎ প্রাচীনজ্ঞানাদ্বোধরূপতা সহকারিপ্রত্যয়াদালোকাৎ চক্ষুষোঽধিপতিপ্রত্যয়াদ্বিষয়গ্রহণপ্রতিনিয়মঃ বিদিতস্য জ্ঞানস্য রসাদিসাধারণ্যপ্রাপ্তের্নিয়ামকং চক্ষুরধিপতির্ভবিতুমর্হতি লোকে নিয়ামকস্যাধিপতিত্বোপলম্ভাৎ। এবং চিত্তচৈত্তাত্মকানাং সুখাদীনাং চত্বারি

কারণ আলয়বিজ্ঞানপ্রবাহবর্ত্তিত্বে কোন বিশেষ নাই। সকল ক্ষণই সমর্থ, এই পক্ষেও কার্য্যক্ষেপের অনুপপত্তি হয়। এই নিমিত্তই জ্ঞানের কাদাচিৎকত্ব নির্ব্বাহার্থ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের বিষয় সকল, সুখাদির বিষয় এবং ষড়বিধ প্রত্যক্ষ এই সমুদায়ই চতুর্ব্বিধ প্রত্যয়ের অন্তর্গত হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহাই নির্ম্মলমতি পণ্ডিতগণ বলেন। উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রত্যয়ই প্রসিদ্ধ আছে, ইহারা অবলম্বন, সমনন্তর, সহকারী ও অধিপতিরূপ। উক্ত প্রত্যয় চতুষ্টয়ের মধ্যে অবলম্বন প্রত্যয় হইতে জ্ঞানপদ প্রতিপাদ্য নীলাদির অবভাসবিশিষ্ট চিত্তের নীলাবলম্বন প্রত্যয়হেতু নীলাকারতা হয়। সমনন্তর প্রত্যয় হইতে প্রাচীন জ্ঞানহেতু বোধরূপতা জন্মে, সহকারীপ্রত্যয় হইতে আলোকহেতু চক্ষুর কার্য্য হয় এবং অধিপতি প্রত্যয় হইতে বিষয়গ্রহণের নিয়ম হইয়া থাকে। জ্ঞানের রসাদিসাধারণ্য প্রাপ্তির নিয়ামক চক্ষুই অধিপতি হইতে পারে, যেহেতু

কারণানি দ্রষ্টব্যানি। এবং চিত্তচৈত্তাত্মকস্কন্ধঃ পঞ্চ-বিধঃ রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকঃ। তত্র রূপ্যন্ত এভির্ব্বিষয়া ইতি রূপ্যন্ত ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা সবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি রূপস্কন্ধঃ। আলয়বিজ্ঞানপ্রবৃত্তিবিজ্ঞান-প্রবাহো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। প্রাগুক্তস্কন্ধদ্বয়সম্বন্ধজন্যঃ সুখ-দুঃখাদিপ্রত্যয়প্রবাহো বেদনাস্কন্ধঃ। গৌরিত্যাদিশব্দো ল্লেখিসবিজ্ঞানপ্রবাহঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। বেদনাস্কন্ধবিনন্ধনা রাগদ্বেষাদয়ঃ ক্লেশা উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ো ধর্ম্মা-ধর্ম্মৌ চ সংস্কারস্কন্ধঃ॥ ২৫॥

তদিদং সর্ব্বং দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখসাধনঞ্চেতি ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ। অত এবোক্তং দুঃখসমুদায়নিরোধমার্গাশ্চত্বারঃ আর্য্যস্য বুদ্ধা-ভিমতানি তত্ত্বানি। তত্র দুঃখং প্রসিদ্ধং সমুদায়ো দুঃখ-

---

লোকে নিয়ামকেরই অধিপতিত্বোপলাভ আছে। এইরূপে চিত্তানুগত সুখাদির কারণচতুষ্টয় দেখা যায় এবং চিত্তসম্বন্ধীয় স্কন্ধ পঞ্চবিধ যথা,—রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার। যাহাদিগেরদ্বারা বিষয়গ্রহণ হয়, এই ব্যুৎপত্তি করিয়া সবিষয় ইন্দ্রিয়সকলকেই রূপস্কন্ধ বলিয়া জানা যান, আবার বিজ্ঞানপ্রবৃত্তিপ্রবাহই বিজ্ঞানস্কন্ধ, উক্ত স্কন্ধদ্বয়জন্য সুখ-দুঃখাদি প্রত্যয়প্রবাহই বেদনাস্কন্ধ, আর গো ইত্যাদি শব্দোল্লেখী সবি-জ্ঞানপ্রবাহই সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং বেদনাস্কন্ধনিবন্ধন রাগদ্বেষাদি ক্লেশ, উপ-ক্লেশ, মদমানাদি এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহারাই সংস্কারস্কন্ধ॥ ২৫॥

এই সংসারই দুঃখময়, দুঃখায়তন এবং দুঃখসাধন, এইরূপ চিন্তা করিয়া সংসার নিরোধের উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদনে যত্ন করিবে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, দুঃখসমুদায়নিরোধের চারি পন্থা

কারণং তদ্দ্বিবিধং প্রত্যয়োপনিবন্ধনো হেতূপনিবন্ধনশ্চ। তত্র প্রত্যয়োপনিবন্ধনস্য সংগ্রাহকং সূত্রম্ ইদং কার্য্যং যে অন্যে হেতবঃ প্রত্যয়ন্তি গচ্ছন্তি তেষামবমানানাং হেতূনাং ভাবঃ প্রত্যয়ত্বং কারণসমবায়ঃ তন্মাত্রস্য ফলং ন চেতনস্য কস্যচিদিতি সূত্রার্থং যথা বীজহেতুরঙ্কুরো ধাতূনাং ষণ্ণাং সমবায়াজ্জায়তে। তত্র পৃথিবীধাতুরঙ্কুরস্য কাঠিন্যং গন্ধঞ্চ জনয়তি অব্ধাতুঃ স্নেহং রসঞ্চ জনয়তি তেজোধাতূ রূপমৌষ্ণ্যঞ্চ বায়ুধাতুঃ স্পর্শনং চলনঞ্চ আকাশধাতুরবকাশং শব্দঞ্চ ঋতুধাতুর্যথাযোগং পৃথিব্যাদিকম্। হেতূপনিবন্ধনস্য চ সংগ্রাহকং সূত্রম্ উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা চ প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতেতি। তথাগতানাং বুদ্ধানাং মতে ধর্ম্মাণাং

আছে। আর্য্য বুদ্ধের অভিমতে তত্ত্বসকলই উক্ত দুঃখনিবোধের মার্গ। দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা প্রসিদ্ধ আছে, পরন্তু সমুদায় সংসারই দুঃখের কারণ, এই কারণ দ্বিবিধ, যথা—প্রত্যয়োপনিবন্ধন এবং হেতূপনিবন্ধন। ইহাতে প্রত্যয়োপনিবন্ধনকারণের সংগ্রাহক সূত্র এই,—কার্য্যের প্রতি যে সকল অন্যহেতু গমন করে, সেই সকল হেতুর ভাবই কারণ সমবায়, ইহাই তন্মাত্রের ফল, ইহা কোন চেতন পদার্থের সম্ভব হয় না। যেমন বীজের হেতুভূত অঙ্কুর ষড়বিধ ধাতুর সমবায়ে জন্মিয়া থাকে। পৃথিবী ধাতু অঙ্কুরের কাঠিন্য ও গন্ধ জন্মায়, জলধাতু স্নেহ ও রস উৎপাদন করে, তেজোধাতু রূপ ও উষ্ণতা, বায়ুধাতু স্পর্শ ও চাঞ্চল্য, আকাশধাতু অবকাশ ও শব্দ উৎপাদনকরে এবং ঋতুধাতু পৃথিব্যাদির যথাযোগসাধন করিয়া থাকে। আর হেতূপনিবন্ধন কারণের সূত্র এই, বুদ্ধদিগের মতে

কার্য্যকারণরূপাণাং যা ধর্ম্মতা কার্য্যকারণভাবরূপা এষোৎপাদাদনুৎপাদাদ্বা স্থিতা যস্মিন্ সতি যদুৎপদ্যতে তত্তস্য কারণস্য কার্য্যমিতি ধর্ম্মতেত্যস্য বিবরণং ধর্ম্মস্য কার্য্যস্য কারণানতিক্রমেণ স্থিতিঃ স্বার্থিকস্তলপ্রত্যয়ঃ। ধর্ম্মস্য কারণস্য কার্য্যং প্রতি নিয়ামকতা ॥ ২৬ ॥

নন্বয়ং কার্য্যকারণভাবশ্চেতনমন্তরেণ ন সম্ভবতীতি অত উক্তং কারণে সতি তৎপ্রতীত্য প্রাপ্য সমুৎপাদে অনুলোমতা অনুসারিতা যা সৈব ধর্ম্মতা উৎপাদাদনুৎপাদাদ্বা ধর্ম্মাণাং স্থিতা। ন চাত্র কশ্চিচ্চেতনোঽধিষ্ঠাতোপলভ্যত ইতি সূত্রার্থঃ। যথা প্রতীত্য সমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধঃ বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালো নালাদ্গর্ভস্ততঃ শূকং ততঃ পুষ্পং ততঃ ফলং ন চাত্র বাহ্যে

কার্য্যকারণরূপ ধর্ম্ম সকলের যে কার্য্যকারণ ভাবস্বরূপ ধর্ম্মতা আছে, এই ধর্ম্মতা উৎপাদ বা অনুৎপাদ হইতে স্থিত আছে। যাহার সত্তাতে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই সেই কারণের কার্য্য। ইহাই ধর্ম্মতা, এই শব্দের বিবরণ। কার্য্যরূপ ধর্ম্মের কারণের অতিক্রম না করিয়া যে স্থিতি, তাহাই কার্য্যের প্রতি কারণের নিয়ামকতা ॥ ২৬ ।

উক্তরূপ কার্য্যকারণভাব চেতনব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অতএব উক্ত হইয়াছে যে, কারণসত্ত্বেও সেই কারণকে আশ্রয় করিয়া সমুৎপাদন বিষয়ে যে অনুলোমতা, তাহাই ধর্ম্মতা, ইহা উৎপাদ বা অনুৎপাদ হইতে ধর্ম্মেতে স্থিত আছে। ইহাতে কোন চেতন অধিষ্ঠাতা উপলব্ধ হইতেছে না, ইহাই সূত্রার্থ জানিবে। যেমন, সমুৎপাদনের প্রতি হেতুপনিবন্ধন কারণ প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শুক, শুক হইতে পুষ্প এবং

সমুদায়ে কারণং বীজাদি কার্য্যমঙ্কুরাদি বা চেতীয়তে অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। এবমাধ্যাত্মিকেষ্বপি কারণদ্বয়মবগন্তব্যম্। পুরঃস্থিতে প্রমেয়াব্ধৌ গ্রন্থবিস্তরভীরুভিরুপরম্যতে ॥ ২৭ ॥

তদুভয়নিরোধঃ তদনন্তরং বিমলজ্ঞানোদয়ো বা মুক্তিঃ তন্নিরোধোপায়োমার্গঃ স চ তত্ত্বজ্ঞানং তচ্চ প্রাচীন-ভাবনাবলাদ্ভবতীতি পরমং রহস্যম্। সূত্রস্যান্তং পৃচ্ছতাং কথিতং ভবন্তশ্চ সূত্রস্যান্তং পৃষ্টবন্তঃ সৌত্রান্তিকা ভবন্তিতি ভগবতাভিহিততয়া সৌত্রান্তিকসংজ্ঞা সঞ্জাতেতি ॥ ২৮ ॥

কেচন বৌদ্ধা বাহ্যেষু গন্ধাদিষু আন্তরেষু রূপাদি-

পুষ্প হইতে ফল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বীজ ও অঙ্কুর ইত্যাদি কোন কারণই বাহ্যে চেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, অর্থাৎ কোন কারণই বলিতে পারে না যে, আমি অঙ্কুর সম্পাদন করি, কিম্বা আমি বীজদ্বারা সম্পাদিত। অধ্যাত্মিক বিষয়েও উক্তরূপ কারণদ্বয় জানিতে হইবে। গ্রন্থবিস্তারভয়ে এই স্থলে তাহার বিবরণ বিরত হইল। আধ্যাত্মিক বিষয়ের উক্তরূপ কারণদ্বয় বর্ণন করিতে গেলে গ্রন্থ গৌরব হইয়া পড়ে ॥ ২৭ ॥

উক্ত উভয় কারণের নিরোধ হইলেই তৎপর বিমলজ্ঞানোদয় অথব মুক্তি হয়। যিনি উক্ত কারণদ্বয়ের নিরোধ করিতে পারেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, প্রাচীনভাবনাবলেই উক্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ইহা অতি পরম রহস্য। যিনি সূত্রের অন্ত জিজ্ঞাসা করেন, তাহাকে বল যায়, তুমি যে সূত্রসন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিম্বা সৌত্রিক হইতেছ এই নিমিত্তই ভগবান বলিয়াছেন এবং সৌত্রান্তিক সংজ্ঞা জন্মিয়াছে ॥ ২৮

কোন কোন বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বাহ্য গন্ধাদিতে এবং আন্তরিক রূপাদি

স্কন্ধেষু সংস্বপি তত্রানাস্থামুৎপাদয়িতুং সর্ব্বং শূন্যমিতি প্রাথমিকান্ বিনেয়ানচীকথৎ ভগবান্ দ্বিতীয়াংস্তু বিজ্ঞান-মাত্রগ্রহাবিষ্টান্ বিজ্ঞানমেবৈকং সদিতি তৃতীয়ানুভবং সত্যমিত্যাস্থিতান্ বিজ্ঞেয়মনুমেয়মিতি সেয়ং বিরুদ্ধা ভাষেতি বর্ণয়ন্তো বৈভাষিথ্যয়া খ্যাতাঃ। এষা হি তেষাং পরিভাষা সমুন্মিষতি। বিজ্ঞেয়ানুমেয়ত্ববাদে প্রাত্যক্ষি-কস্য কস্যচিদপ্যর্থস্যাভাবেন ব্যাপ্তিসংবেদনস্থানাভাবে-নানুমানপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ সকললোকানুভববিরোধশ্চ। ততশ্চার্থো দ্বিবিধঃ গ্রাহ্যোঽধ্যবসেয়শ্চ তত্র গ্রহণং নির্ব্বিকল্পকরূপং প্রমাণং কল্পনাপোঢ়ত্বাৎ অধ্যবসায়ঃ সবিকল্পকরূপোঽপ্রমাণং কল্পনাজ্ঞানত্বাৎ।

তদুক্তম্—

কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকম্।

স্কন্ধ বিদ্যমানেই তাহাতে অনাস্থা উৎপাদনার্থ সকল শূন্য বলিয়া থাকেন। ভগবান্ বুদ্ধ প্রাথমিককল্পেই বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয়কল্পে বিজ্ঞানমাত্র গ্রহাবিষ্ট. বাস্তবিক বিজ্ঞানই সৎ। তৃতীয়কল্পে উভয়ই সত্য, ইহা আশ্রয় করিয়াও বিজ্ঞেয়মাত্র অনুমেয়, ইহাই স্বীকার করেন। সেইমত অতি বিরুদ্ধ, ইহা বর্ণনকরত তাঁহারা বৈভাষিকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহাদিগের এই ভাষাই প্রকাশিত হইতেছে, বিজ্ঞেয়ের অনু-মেয়ত্বকথনে প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন অর্থের অভাবহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনুমান প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় এবং সকল লোকের অনুভবেরও বিরোধ হইয়া উঠে। অতএব জানা যায় যে, অর্থ দ্বিবিধ, যথা,—গ্রাহ্য ও অধ্যবসেয়, ইহাতে নির্ব্বিকল্পকরূপ প্রমাণই গ্রহণ, আর সবিকল্পকরূপ প্রমাণই অধ্যবসায়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, কল্পনা

বিকল্পো বস্তুনির্ভাসাদসংবাদাদুপপ্লব ইতি ॥

গ্রাহ্যং বস্তুপ্রমাণং হি গ্রহণং যদিতোঽন্যথা।
ন তদ্বস্তু ন তন্মানং শব্দলিঙ্গেন্দ্রিয়াদিজমিতি চ ॥ ২৯ ॥

ননু সবিকল্পকস্যাপ্রামাণ্যে কথং ততঃ প্রবৃত্তস্যার্থ-প্রাপ্তিঃ সংবাদশ্চোপপদ্যেয়াতামিতি চেন্ন তদ্ভদ্রং মণি-প্রভাবিষয়মণিবিকল্পন্যায়েন পারম্পর্য্যেণার্থপ্রতিলম্ভ-সম্ভবেন তদুপপত্তেঃ। অবশিষ্টং সৌত্রান্তিকপ্রস্তাবৈঃ প্রপঞ্চিতমিতি নেহ প্রতন্যতে। ন চ বিনেয়াশয়ানু-রোধেনোপদেশভেদঃ সাম্প্রদায়িকো ন ভবতীতি ভণি-তব্যং যতো ভণিতং বোধচিত্তবিবরণে ॥ ৩০ ॥

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ কিল ॥ ৩১ ॥

কল্পিত অভ্রান্ত প্রত্যক্ষই নির্ব্বিকল্পক এবং বস্তুনির্ভাসহেতু অসংবাদ-প্রযুক্ত যে উপপ্লব, তাহাই বিকল্প। আর বস্তুপ্রমাণই গ্রাহ্য এবং যাহা তদ্ভিন্ন, তাহাই গ্রহণ। কেবল সেই বস্তু ও সেই মান গ্রাহ্য নহে, বাস্তবিক উহা শব্দ, লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয় জন্য। ২৯ ॥

এইক্ষণ যদি সবিকল্পকের অপ্রামাণ্য হইল, তাহা হইলে কিরূপে তাহাতে প্রবৃত্তির অর্থপ্রাপ্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু মণিতে প্রভাবিষয়ে বিকল্পন্যায়দ্বারা পরম্পরারূপে অর্থলাভ সম্ভবহেতু অর্থাপপত্তি আছে। ইহার অবশিষ্ট সৌত্রান্তিক প্রস্তাব প্রপ-ঞ্চিত আছে, অতএব এইস্থানে তাহার বিস্তার হইল না। আর বিনেয় ও আশয়ানুরোধে উপদেশ ভেদ নাই এবং এইমত সাম্প্রদায়িক নহে, ইহাও কথিত হইবে, যেহেতু বোধচিত্ত বিবরণেই উক্ত আছে ॥ ৩০ ॥

যাঁহারা লৌকিক ব্যবহারের প্রণেতা তাঁহারা নানাবিধ মতের বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন, ইহা লোকে

গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণাঃ।
ভিন্না হি দেশেনা ভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণেতি ॥ ৩২ ॥
দ্বাদশায়তনপূজা শ্রেয়স্করীতি বৌদ্ধনয়ে প্রসিদ্ধম্।
অর্থানুপার্জ্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনোবুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈরিতি ॥ ৩৪ ॥
বিবেকবিলাসে বৌদ্ধমতমিত্থমভ্যধায়ি।

ব্যবহারেও দৃষ্ট আছে যে, সকলেই বহু উপায়ে বিবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়া বিবিধমত আশ্রয় করিতেছে। এইরূপেই লোকে বহু বহু মত স্বীকার করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

গম্ভীর ও উত্তানভেদে কোন কোন স্থলে উভয় লক্ষণই স্বীকৃত আছে, সম্প্রদায়ভেদে সর্ব্বত্রই মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা অদ্বয়-বাদী ও যাহারা শূন্যবাদী তাহাদিগের নানাপ্রকার লক্ষণা পরিকল্পিত আছে ॥ ৩২ ॥

বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দ্বাদশ আয়তন পূজাই পরম-মঙ্গলকর, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহারা বলেন, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নানাপ্রকারে দ্বাদশ আয়-তনের অর্চ্চনা করিবে। এই দ্বাদশায়তনের পূজাই শ্রেয়স্কর অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাতে কোন ফল নাই ॥ ৩৩ ॥

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দ্বাদশকেই দ্বাদশ আয়তন বলে। উক্ত ইন্দ্রিয়াদির সন্তোষসাধনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অতএব দ্বাদশায়তন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সেবাই করিবে ॥ ৩৪ ॥

বিবেকবিলাসেও এইরূপ বৌদ্ধমত অবধারিত হইয়াছে যে, সুগতই বৌদ্ধগণের পরম দেবতা। আর এই বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর, অর্থাৎ অনিত্য।

বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আর্য্যসত্ত্বাখ্যয়া তত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ॥ ৩৫॥
দুঃখমায়তনঞ্চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।
মার্গশ্চেত্যস্য চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রূয়তামতঃ॥ ৩৬॥
দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ॥ ৩৭॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু॥ ৩৮॥
রাগাদীনাং গণোঽয়ং স্যাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি।
আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ॥ ৩৯॥

আর আর্য্যগণ বক্ষমাণ তত্ত্বচতুষ্টয়েরই সত্তা কহিয়া থাকেন। এইক্ষণ ক্রমত ঐ তত্ত্বচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছেন।—দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ, ইহারাই তত্ত্বচতুষ্টয় বলিয়া বিখ্যাত। অতঃপর ক্রমত উক্ত তত্ত্বচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা শ্রবণ কর॥ ৩৫-৩৬॥

সংসারিগণের দুঃখই স্কন্ধ, এই স্কন্ধ পঞ্চবিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছে। যথা—বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও রূপ-স্কন্ধ। এই পঞ্চবিধস্কন্ধ পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে, অতঃপরও উক্ত পঞ্চস্কন্ধের বিশেষ বিবরণ কথিত হইবে॥ ৩৭॥

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চবিষয়, মন ও ধর্ম্মায়তন, ইহারাও দ্বাদশ আয়তন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহারাই পূর্ব্বোক্ত আয়তন শব্দের প্রতিপাদ্য। এইরূপ দ্বাদশ আয়তন মতান্তরপ্রসিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, পরন্তু ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ নহে॥ ৩৮॥

মানবগণের হৃদয়ে রাগাদি উদয় হয়, পরন্তু কেবল আত্মাই আত্মীয়-স্বভাবস্থ, এইরূপ জ্ঞানকেই সমুদয় তত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। এই তত্ত্ব-

ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোঽভিধীয়তে ॥ ৪০ ॥
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণদ্বিতয়ং তথা।
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥ ৪১ ॥
অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্ম্মতঃ ॥ ৪২ ॥
আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সবিদং স্বস্থাং মন্যতে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

পর্য্যালোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। স্থানান্তরে ইহার বিশেষ বিবরণ উক্ত হইবে। ৩৯ ॥

সর্ব্ববিধ সংস্কারই ক্ষণিক, এইরূপ যে স্থিরবাসনা, তাহাকেই মার্গ বলিয়া জানা যায়, আর এই মার্গ মোক্ষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহারা উক্তরূপ জ্ঞানকে দৃঢ়ীভূত করিতে পারে, তাহারাই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইকে প্রমাণ বলা যায়। আর বৌদ্ধগণ চতুঃ-প্রস্থানিক, অর্থাৎ চারিপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকে। ইহারাই বৈভাষিক-নামে বিখ্যাত ॥ ৪১ ॥

বৈভাষিকেরা জ্ঞানান্বিত অর্থকে বহুজ্ঞান করিনা থাকে, নাস্তিকেরা কেবল প্রত্যক্ষ অর্থই গ্রহণ করে, তাহারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় না, এমন কোন পদার্থ মানে না। ইহাদিগের মতে অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকৃত নাই ॥ ৪২ ॥

যাঁহারা যোগাচারে রত, তাঁহারা আকার সহিত বুদ্ধি স্বীকার করেন, আর যাঁহারা মধ্যম, তাঁহারা কেবল সচেতন সূক্ষ্ম-পদার্থমাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। ৪৩ ॥

রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪৪॥
কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্ম্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্।
সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিরিতি॥ ৪৫॥

ইতি সায়নমাধবীয়ে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে
বৌদ্ধদর্শনম্ সমাপ্তং॥ ২॥

রাগাদিজ্ঞানপ্রবাহরূপ বাসনার উচ্ছেদ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে, ইহা চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধগণেরই মত বটে, কিন্তু চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধেরাই উক্তরূপ বাসনার উচ্ছেদকে মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হইতে পারে॥ ৪৪।

বৌদ্ধভিক্ষুকেরা চর্ম্ম ও কমুণ্ডলু ধারণ করে, তাহারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। চীর, অর্থাৎ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধানপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করিয়া থাকে, আর তাহারা অনেক সমবেত হইয়া বাস করে, ইহাই বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের মত বলিয়া কথিত হয়॥ ৪৫।

ইতি সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন সমাপ্ত॥ ২॥

অথ আর্হতদর্শনম্।

তদিত্থং মুক্তকচ্ছানাং মতমসহমানা বিবসনাঃ কথঞ্চিৎ স্থায়িত্বমাস্থায় ক্ষণিকত্বপক্ষং প্রতিক্ষিপন্তি। যদ্যাত্মা কশ্চিন্নাস্থীয়েত স্থায়ী তথাপীহ লৌকিকফলসাধনসম্পাদনং বিফলং ভবেৎ। ন হ্যেতৎ সম্ভবিষ্যতি অন্যঃ করোত্যন্যো ভুঙ্‌ক্ত ইতি। তস্মাদ্যোঽহং প্রাক্ কর্ম্মাকরবং সোঽহং সম্প্রতি তৎফলং ভুঞ্জে ইতি পূর্ব্বাপরকালানুযায়িনঃ স্থায়িনস্তস্য স্পষ্টপ্রমাণাবসিততয়া পূর্ব্বাপরভাগবিকলকালকলাবস্থিতিলক্ষণক্ষণিকতাপরীক্ষকৈরর্হদ্ভির্ন পরিগ্রহার্হা। অথমন্যেথাঃ প্রমাণবত্ত্বাদায়াতঃ প্রবাহঃ কেন বার্য্যত ইতি ন্যায়েন যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকমিত্যাদিনা প্রমাণেন ক্ষণিকতায়াঃ প্রমিততয়া তদনু-

---

মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদিগের মত সহ্য করিতে না পারিয়া বিবসন জৈনশিষ্যগণ আত্মার স্থায়িত্ব-স্থাপনার্থ ক্ষণিকমতের খণ্ডন করিতেছেন।—যদি আত্মা স্থায়ী না হইবেন, তাহাহইলে লৌকিক ফললাভসাধন বিফল হইয়া উঠে। লোকব্যবহারেও এইরূপ প্রতীতি সর্ব্বদাই হইতেছে যে অন্য ব্যক্তি কার্য্য করিতেছে এবং তাহা অপর ব্যক্তি ভোগ করিতেছে। আর আমি যে কর্ম্ম পূর্ব্বে করিয়াছিলাম, এইক্ষণ তাহার ফলভোগ করিতেছি। যদি আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার না কর, তাহাহইলে উক্তরূপে পূর্ব্বাপরকাল ব্যবহার হইতে পারে না। যখন আত্মার পূর্ব্বাপরকালবর্ত্তিত্ব দেখা যাইতেছে, তখন তাহার স্থায়িত্বের স্পষ্ট-প্রমাণই দেখা যায়; সুতরাং জৈনশিষ্যগণ ক্ষণিকত্বমত গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া ক্ষণিকত্ব মতের খণ্ডন করিয়াছে। আর ইহাও

সারেণ সমানসন্তানবর্ত্তিনামেব প্রাচীনঃ প্রত্যয়ঃ কর্ম্মকর্ত্তা উত্তরঃ প্রত্যয়ঃ ফলভোক্তা ॥ ১ ॥

ন চাতিপ্রসঙ্গঃ কার্য্যকারণভাবস্য নিয়ামকত্বাৎ। যথা মধুররসভাবিতানামাম্রবীজানাং পরিকর্ষিতায়াং ভূমা-বুপ্তানামঙ্কুরকাণ্ডস্কন্ধশাখাপল্লবাদিষু তদ্দ্বারা পরম্পরয়া ফলে মাধুর্য্যনিয়মঃ যথা বা লাক্ষারসাবসিক্তানাং কার্পাস-বীজাদীনামঙ্কুরাদিপারম্পর্য্যেণ কার্পাসাদৌ রক্তিমনিয়মঃ

যথোক্তম্—

যস্মিন্নেব হি সন্তানে আহিতা কর্ম্মবাসনা।
ফলং তত্রৈব বধ্নাতি কার্পাসে রক্ততা যথা ॥
কুসুমে বীজপূরাদের্যল্লাক্ষাদ্যপসিচ্যতে।
শক্তিরাধীয়তে তত্র কাচিত্তাং কিং ন পশ্যসীতি ॥
তদপি কাশকুশাবলম্বনকল্পং বিকল্পাসহত্বাৎ ॥ ২ ॥

অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা প্রমাণপরিপ্রাপ্ত, তাহা কে বারণ করিতে পারে? ন্যায়দ্বারা যাহা সৎ বলিয়া প্রত্যয় হয়, তাহাকে ক্ষণিক বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। সমানসন্তানবর্ত্তিদিগের মতেই প্রাচীন-প্রত্যয় কর্ম্মকর্ত্তা এবং উত্তরকালপ্রত্যয় ফলভোক্তা হয় ॥ ১ ॥

আর কার্য্যকারণভাবের নিয়মসত্তাহেতু অতি-প্রসঙ্গ নিবারিত হইতেছে। যেমন আম্রবীজ-সকল মধুর রসে ভাবিত করিয়া তাহা মাটিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলেই তাহা হইতে প্রথম অঙ্কুর, তৎপরে কাণ্ড, স্কন্ধ, শাখা, পল্লবাদি জন্মিলে তদ্দ্বারা পরম্পরারূপে ফলেতে মাধুর্য্য নিয়ম হয় এবং যেমন কার্পাসবীজ লাক্ষারসদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া তাহা কর্ষিত ভূমিতে রোপণ করিলে সেই বীজ হইতে অঙ্কুরাদি জন্মিয়া পরম্পরাপররূপে কার্পাসাদিতে রক্তিমানিয়ম হয়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে,

জলধরাদৌ দৃষ্টান্তে ক্ষণিকত্বমনেন প্রমাণেন প্রমিতং প্রমাণান্তরেণ বা। নাদ্যঃ ভবদভিমতস্য ক্ষণিকত্বস্য কচিদপ্যদৃষ্টচরত্বেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধাবস্যানুত্থানাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ তেনৈব ন্যায়েন সর্ব্বত্র ক্ষণিকত্বসিদ্ধৌ সত্ত্বানুমানবৈফল্যাপত্তেঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বং সত্ত্বমিত্যঙ্গীকারে মিথ্যাসর্পদংশাদেরপি অর্থক্রিয়াকারিত্বেন সত্ত্বাপাতাচ্চ। অতএবোক্তম্ উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সদিতি ॥ ৩ ॥

অথোচ্যতে সামর্থ্যাসামর্থ্যলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাত্তৎ-

যে সন্তানে কর্ম্মবাসনা স্থাপিত করা যায়, কার্পাসের রক্ততার ন্যায় তাহাতেই ফলবন্ধন করিয়া থাকে। আর বীজপূরাদির কুসুমে লাক্ষা রসাদি সিঞ্চন করিলে তাহাতে যে শক্তির আধার হয়, তাহা কি দেখিতেছ না? যেহেতু ইহাতেও কাশকুশাবলম্বনের ন্যায় উহার বিকল্প আছে। ২ ॥

পূর্ব্বে জলধরাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যে ক্ষণিকত্ব সাধিত হইয়াছে, তাহা কি উক্তরূপ প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন, অথবা প্রমাণন্তর সাধ্য? উক্ত প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন, ইহা বলা যায় না, কারণ তোমাদিগের অভিমত ক্ষণিকত্ব কখনও দেখা যায় নাই; সুতরাং দৃষ্টান্তাসিদ্ধিপ্রযুক্ত উক্তরূপ অনুমান হইতে পারেনা, আর প্রমাণান্তরসাধ্য ইহাও বলা যায় না, কারণ তাহাহইলে সেই ন্যায়ে সর্ব্বত্র ক্ষণিকত্বের সিদ্ধিসত্বে সত্ত্বানুমানের বৈফল্যাপত্তি হয়। অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব, এইরূপ স্বীকার করিলে মিথ্যা সর্পদংশনাদিরও অর্থক্রিয়াকারিত্বপ্রযুক্ত সত্ত্বাপাত হইতে পারে। অতএব উক্ত হইয়াছে যে, যাহা যাহা উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিরতাযুক্ত, তাহা তাহাই সৎ। ৩ ।

অনন্তর বলিতেছেন, সামর্থ্য ও অসামর্থ্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাধ্যাসেই তাহার সিদ্ধি আছে, এইরূপ যে উক্ত হইয়াছে, ইহা অসাধুমত বলিয়া প্রতীয়মান

সিদ্ধিরিতি তদসাধু স্যাৎ বাদিনামনৈকান্ততাবাদস্যেষ্টতয়া বিরোধাসিদ্ধেঃ। যদুক্তং কার্পাসাদিদৃষ্টান্ত ইতি তদুক্তিমাত্রং যুক্তেরনুক্তেঃ তত্রাপি নিরন্বয়নাশস্যানঙ্গীকারাচ্চ। ন চ সন্তানিয়তিরেকেণ সন্তানঃ প্রমাণপদবীমুপারোঢ়ুমর্হতি। তদুক্তম্—

সজাতীয়াঃ ক্রমোৎপন্নাঃ প্রত্যাসন্নাঃ পরস্পরম্।
ব্যক্তয়স্তাসু সন্তানঃ স চৈক ইতি গীয়ত ইতি ॥ ৪ ॥

ন চ কার্য্যকারণভাবনিয়মোঽতিপ্রসঙ্গং ভঙক্তুমর্হতি। তথাহি উপাধ্যায়বুদ্ধ্যনুভূতস্য শিষ্যবুদ্ধিঃ স্মরেৎ তদুপচিতকর্ম্মফলমনুভবেদ্বা তথাচ কৃতপ্রাণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ। তদুক্তং সিদ্ধসেনবাক্যকারেণ—

হইতেছে, যেহেতু বাদিদিগের অনৈকান্ততাবাদের ইষ্টতাপ্রযুক্ত বিরোধের অসিদ্ধি হইতেছে। আর যে কার্পাস দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, তাহাও কথামাত্র জানিবে। যেহেতু তাহাতে যুক্তির উল্লেখ নাই। বিশেষত তাহাতে নিরন্বয় নাশের অনঙ্গীকার আছে। আর সন্তান ব্যতিরেকে কখনও সন্তান প্রমাণপদবীতে আরোহণ করিতে পারে না। ইহাই যুক্ত, শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যাহারা সমান জাতীয়, তাহারা ক্রমোৎক্রম এবং পরস্পর প্রত্যাসন্ন, তাহাদিগের যে ব্যক্তি সকল তাহারাই সন্তান, কিন্তু সন্তান এক বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বে কার্য্যকারণভাবনিয়ম দেখাইয়া অতি-প্রসঙ্গদোষের নিবারণ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত নহে, কারণ কার্য্যকারণভাবনিয়ম কখনও অতি-প্রসঙ্গদোষ বারণ করিতে পারে না। এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, যাহা উপাধ্যায় বুদ্ধির অনুভূত, তাহাই শিষ্যবুদ্ধি স্মরণ করে, অথবা উপাধ্যায় বুদ্ধির উপচিত কর্ম্মফল অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা

কৃতপ্রণাশাকৃতকর্ম্মভোগভবপ্রমোক্ষস্মৃতিভঙ্গদোষান্।
উপেক্ষ্য সাক্ষাৎক্ষণভঙ্গমিচ্ছন্নহো মহাসাহসিকঃ পরোঽ-
সাবিতি। কিঞ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জ্ঞানকালে জ্ঞেয়স্যাসত্ত্বেন
জ্ঞেয়কালে জ্ঞানস্যাসত্ত্বেন চ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবানুপপত্তৌ
কললোককযাত্রাংস্তমিয়াৎ। ন চ সমসময়বর্ত্তিতা শঙ্ক-
ীয়া সব্যেতরবিষাণবৎ কার্য্যকারণভাবাসম্ভবেনাগ্রাহ্য-
ালম্বনপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। অথ ভিন্নকালস্যাপি তস্যা-
কারার্পকত্বেন গ্রাহ্যত্বং তদপ্যপেশলং ক্ষণিকস্য জ্ঞানস্যা-
কারার্পকতাশ্রয়তায়া দুর্ব্বচত্বেন সাকার জ্ঞানাবাদে প্রত্যা-
দেশেন নিরাকারজ্ঞানবাদেঽপি যোগ্যতাবশেন প্রতিকর্ম্ম-
ব্যবস্থায়াঃ স্থিতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

বা হইয়াছে, তাহা বিনাশ করিয়া অকৃতপদার্থের আশার ন্যায়
হইতেছে। সিদ্ধসেনবাক্যকার বলিয়াছেন যে, যাহারা কৃতপদার্থের নাশ
করিয়া অকৃতকর্ম্মের ফলভোগ আশা করে এবং সাক্ষাৎ বর্ত্তমান পদা-
র্থকে ক্ষণভঙ্গুরমনে করিয়া থাকে, তাহারা মহা সাহসিক। আর দেখ,
ক্ষণিকত্ববাদীর মতে জ্ঞানকালে জ্ঞেয় পদার্থের অসত্তাহেতু এবং জ্ঞেয়
সময়ে জ্ঞানের অবর্ত্তমানতাপ্রযুক্ত গ্রাহ্যগ্রাহকভাবের অনুপপত্তি হয়,
তাহাহইলে সকললোকযাত্রা অসিদ্ধ হইয়া উঠে। আর উক্ত জ্ঞানের
সমানসময়বর্ত্তিতাশঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ কার্য্যকারণভাবের
অসম্ভবহেতু অগ্রাহ্য পদার্থের গ্রহণপ্রত্যয়ের অনুপপত্তি আছে। যদি
ভিন্নকালের আকারার্পকত্বহেতু তাহার গ্রাহ্যত্ব স্বীকার কর, তাহাও যুক্তি-
যুক্ত হইতেছে না, যেহেতু ক্ষণিকজ্ঞানের আকারার্পকতা বলা যায় না;
অতএব সাকারজ্ঞানবাদের প্রত্যাদেশবশতঃ নিরাকারজ্ঞানবাদেও যোগ্যতা
যুক্ত প্রতিকর্ম্ম ব্যবস্থাই স্থিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

তথা হি প্রত্যক্ষেণ বিষয়াকাররহিতমেব জ্ঞানং প্রতি-পুরুষমহমিকয়া ঘটাদিজ্ঞানমনুভূয়তে ন তু দর্পণাদিবৎ প্রতিবিম্বক্রান্তম্। বিষয়াকারধারিতত্বেন চ জ্ঞানস্যার্থে দূরনিকটাদিব্যবহারায় জলাঞ্জলির্ব্বিতীর্য্যেত। ন চেদ-নিষ্টাপাদনমেষ্টব্যং দবীয়ান মহীধরো নেদীয়ান্ দীর্ঘো বহুরিতিব্যবহারস্য নিরাবাধং জাগরূকত্বাৎ। ন চাকারা-ধায়কস্য তস্য দবীয়স্ত্বাদিশালিতয়া তথা ব্যবহার ইতি কথনীয়ং দর্পণাদৌ তথানুপলম্ভাৎ। কিঞ্চার্থাদুপজায়-মানং জ্ঞানং যথা তস্য নীলাকারতামনুকরোতি তথা যদি জড়তামপি তর্হ্যর্থবৎ তদপি জড়ং স্যাৎ। তথাচ বৃদ্ধি-মিষ্টবতো মূলমপি তবেষ্টং স্যাদিতি মহৎকষ্টমাপ-ন্নম্॥ ৬॥

এইক্ষণ ইহাই জানা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণে বিষয়াকার রহিত জ্ঞান হয় এবং প্রতিপুরুষে অহঙ্কারদ্বারাই ঘটাদি অনুভূত হয় দর্পণাদিগত প্রতিবিম্বের ন্যায় হয় না, বাস্তবিক উক্ত জ্ঞানবিষয়াকা ধারণ করে বলিয়া সেই জ্ঞানের নিমিত্ত দূরনিকটাদি ব্যবহার হইতে পারে না। দূরবর্ত্তী পর্ব্বত নিকটস্থ, এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বথা অসিদ্ধ। আর ইহাও বলা যায় না যে, আকারধারী পর্ব্বতের দূরবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত উক্ত ব্যবহার হইতে পারে, যেহেতু দর্পণাদিতে উক্তরূপ উপলব্ধি হয় না। পক্ষান্তরে বলিতেছেন, অর্থাপপত্তিতেই জ্ঞান জন্মে, যেমন সেই জ্ঞা নীলাকারতার অনুকরণ করে, সেইরূপ যদি জড়তার ও অনুকরণ করিয়া থাকে, তাহাহইলে অর্থবানমাত্রই জড় হইতে পারে; সুতরাং মহাদো উপস্থিত হইল॥ ৬॥

অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া জ্ঞানং জড়তাং নানুকরোতীতি ব্রূষে হন্ত তর্হি তস্যাগ্রহণং ন স্যাদিত্যেকমনুসন্ধিৎসতোঽপরং প্রচ্যবত ইতি ন্যায়াপাতঃ। ননু মা ভূৎ জড়তায়া গ্রহণং কিং নশ্ছিন্নং তদগ্রহণেঽপি নীলাকারগ্রহণে চাগৃহীতা জড়তা কথং তস্যানুরূপং স্যাৎ অপরথা গৃহীতস্য স্তম্ভস্যাগৃহীতং ত্রৈলোক্যমপিরূপং ভবেৎ। তদেতৎ প্রমেয়জাতং প্রতাপচন্দ্রপ্রভৃতিভিরর্হন্মতানুসারিভিঃ প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডাদৌ প্রবন্ধে প্রপঞ্চিতমিতি গ্রন্থভূয়স্ত্বভয়ান্নোপন্যস্তম্। তস্মাৎ পুরুষার্থাভিলাষুকৈঃ পুরুষৈঃ সৌগতী গতির্নানুগন্তব্যা অপিত্বার্হেত্যেবার্হণীয়া। অর্হৎস্বরূপঞ্চ চন্দ্রসূরিভিরাপ্তনিশ্চয়ালঙ্কারে নিরটঙ্কি সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ। যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বর ইতি ॥ ৭ ॥

যদি উক্ত দোষের পরিহারবাসনায় জ্ঞান জড় নহে, ইহা বল, তাহা হইলে তাহার গ্রহণ হইতে পারে না; সুতরাং একের অনুসন্ধান করিতে গিয়া অন্য হারাইতে হইল। তথাপি যদি বল,—জড়তার গ্রহণ না হউক, তাহাহইলে তোমার কি ছিন্ন না হইল। নীলাকারের গ্রহণ হইলে তাহাদিগের ভেদ হয় না, পরন্ত নীলাকারের গ্রহণেও অগৃহীত জড়তা কিরূপে তাহার অনুরূপ হইতে পারে, অন্যথা ত্রৈলোক্যেই গৃহীতস্তম্ভের অগৃহীতরূপ হয়। অতএব আর্হতমতানুসারী প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতিরা প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডাদি প্রবন্ধে উক্তরূপ বিস্তার করিয়াছেন। এইস্থলে গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তাহা উপন্যস্ত হইল না। অতএব যাহারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের অভিলাষ করেন, তাহারা বুদ্ধমত স্বীকার করিবেন না, তাহাদিগের আর্হতমতের অনুশরণ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রসূরী প্রভৃতি আপ্তব্যক্তিরা নিশ্চয়ালঙ্কারে এই আর্হতমত নিঃশঙ্ক বলিয়া স্বীকার করিয়া-

ননু ন কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ সর্ব্বজ্ঞপদবেদনীয়ঃ প্রমাণপদ্ধতিমধ্যাস্তে সদ্ভাবগ্রাহকস্য প্রমাণপঞ্চকস্য তত্রানুপলম্ভাৎ তথাচোক্তং তৌতাতিতৈঃ—

সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ ॥৮॥
ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্ব্বজ্ঞবোধকঃ।
ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপর্য্যমপি কল্প্যতে ॥ ৯ ॥
ন চান্যার্থপ্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে।
ন চানুবদিতুং শক্যঃ পূর্ব্বমন্যৈরবোধিতঃ ॥ ১০ ॥

ছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, আর্হতদেব সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি রাগাদিদোষ সমূহ জয় করিয়াছেন, ত্রিভুবনেই তাঁহার অর্চ্চনা করে, তিনি যথার্থ স্থিতার্থবাদী এবং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ॥ ৭ ॥

এইক্ষণ বলিতেছেন যে, কোন এক পুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞপদপ্রতিপাদ্য, এমন কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু যে প্রমাণপঞ্চকের সদ্ভাবে জ্ঞান হয়, সেই পঞ্চ প্রমাণেও কোন পুরুষবিশেষের সর্ব্বজ্ঞপদপ্রতিপাদ্যত্ব উপলাভ হইতেছে না। এই বিষয়ে শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, আমরা ইদানীং কাহাকেও সর্ব্বজ্ঞ দেখিতেছি না এবং কখনও একদেশমাত্র দৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু এমন কোন কারণও নাই যে, তাহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে ॥ ৮ ॥

আর সর্ব্বজ্ঞবোধক কোন আগমবিধিও নাই, অর্থাৎ কোন আগমদ্বারাও প্রমাণীকৃত হয় নাই যে, কোন পুরুষবিশেষকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে, পরন্তু তাহাতে অর্থবাদেরও তাৎপর্য্য পরিকল্পনা হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

যাঁহারা অন্যর্থ স্বীকার করেন, তাঁহারাও সর্ব্বজ্ঞের অস্তিত্ববিধান করেন না এবং পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিরা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না ॥ ১০ ॥

অনাদেরাগমস্যার্থো ন চ সর্ব্বজ্ঞ আদিমান্।
কৃত্রিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১১ ॥
অথ তদ্বচনেনৈব সর্ব্বজ্ঞোঽন্যৈঃ প্রতীয়তে।
প্রকল্প্যেত কথং সিদ্ধিরন্যোন্যাশ্রয়য়োস্তয়োঃ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা।
কথং তদুভয়ং সিধ্যেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥ ১৩ ॥
অসর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাত্তু বচনান্মূলবর্জ্জিতাৎ।
সর্ব্বজ্ঞমবগচ্ছন্তস্তদ্বাক্যোক্তং ন জানতে ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বজ্ঞসদৃশং কিঞ্চিদ্যদি পশ্যেম সম্প্রতি।
উপমানেন সর্ব্বজ্ঞং জানীয়াম ততো বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

অনাদি আগমেরই অর্থ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বজ্ঞ আদিমান নহে; সুতরাং কোনরূপেও কৃত্রিম অসত্যপ্রমাণে সেই সর্ব্বজ্ঞ প্রতিপাদিত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

যদি সেই বাক্যমাত্রেই অন্যান্য ব্যক্তিরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারে, তাহাহইলে কিরূপে সেই পরস্পর আশ্রয়ীদ্বয়ের সিদ্ধি কল্পনা করা যাইতে পারে ॥ ১২ ॥

"সর্ব্বজ্ঞের উক্ত বাক্যই সত্য" এই প্রমাণেই সর্ব্বজ্ঞের অস্তিতা জানা যায়, কিন্তু সিদ্ধমূলান্তর ব্যতিরেকে কিরূপে উক্ত উভয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

আর যাহারা অসর্ব্বজ্ঞপ্রণীত মূলবর্জ্জিতবচনে সর্ব্বজ্ঞ স্বীকার করে, তাহারাও তদ্বাক্যোক্তি জানে না, অর্থাৎ যে বাক্যের কোন মূল নাই, সেই বাক্যে সর্ব্বজ্ঞ স্বীকৃত হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি সম্প্রতি কোন পদার্থও সর্ব্বজ্ঞের সদৃশ দেখিতে পাই, তাহাহইলে আমরা উপমানপ্রমাণে সর্ব্বজ্ঞকে জানিতে পারি, অর্থাৎ যদি এই বস্তু সর্ব্বজ্ঞের সদৃশ, এইরূপ দেখিতে পাইতাম্ তাহাহইলে সর্ব্বজ্ঞ আমা-

উপদেশোঽপি বুদ্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিগোচরঃ।
অন্যথা নোপপদ্যেত সার্ব্বজ্ঞ্যং যদি নাভবদিত্যাদি॥১৬॥

অত্র প্রতিবিধীয়তে যদভ্যধায়ি সদ্ভাবগ্রাহকস্য প্রমাণপঞ্চকস্য তত্রানুপলম্ভাদিতি তদযুক্তং তৎ সদ্ভাবাদেকস্যানুমানাদেঃ সদ্ভাবাৎ। তথাহি কশ্চিদাত্মা সকলপদার্থসাক্ষাৎকারী তদ্গ্রহণস্বভাবত্বে সতি প্রক্ষীণপ্রতিবন্ধপ্রত্যয়ং তৎ তৎসাক্ষাৎকারি যথা অপগততিমিরাদিপ্রতিবন্ধং রূপসাক্ষাৎকারি। তদ্গ্রহণস্বভাবত্বে সতি প্রক্ষীণপ্রতিবন্ধপ্রত্যয়শ্চ কশ্চিদাত্মা তস্মাৎ সকলপদার্থসাক্ষাৎকারীতি॥ ১৭ ॥

দিগের দৃষ্ট বস্তুর সদৃশ, এইরূপ জ্ঞানে তাহাকে জানা যাইতে পারিত। ১৫।

যদি সর্ব্বজ্ঞত্বই না থাকে, তাহাহইলে অন্য কোনরূপেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গোচর বুদ্ধের উপদেশ উপপন্ন হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ করিতে সমর্থ হয়? ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের প্রতিবিধান হইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সদ্ভাবগ্রাহক প্রমাণপঞ্চকের অনুপলব্ধিহেতু কোন বিশেষপুরুষও সর্ব্বপদের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না, ইহা যুক্ত নহে। কারণ এক অনুমান প্রমাণেই তাহা প্রতীয়মান হইতে পারে। এইক্ষণ এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, কোন এক আত্মাই সকল পদার্থের সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, যেহেতু আত্মার সকল পদার্থ গ্রহণের সামর্থ্য আছে এবং তাহার সকল প্রতিবন্ধক ক্ষয় পাইয়াছে, অর্থাৎ আত্মার কোনরূপ প্রতিবন্ধক নাই, আর ইহাতে এইরূপ ব্যাপ্তি স্থির আছে যে, যে যে পদার্থ গ্রহণস্বভাবশালী হইয়া ক্ষীণপ্রতিবন্ধ হয়, সেই সেই পদার্থই সাক্ষাৎকার করিতে পারে। যেমন অন্ধকারাদি প্রতিবন্ধ অপগত হইলেই চক্ষু রূপের

ন তাবদশেষার্থগ্রহণস্বভাবত্বমাত্মনোঽসিদ্ধং চোদনা-বলান্নিখিলার্থজ্ঞানাৎ নান্যথানুপপত্ত্যা সর্ব্বমনৈকান্তা-ত্মকং সত্ত্বাদিতি ব্যাপ্তিজ্ঞানোৎপত্তেশ্চ। চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়কমর্থমবগময়তীত্যেবং জাতীয়কৈরধ্বরমীমাংসা-গুরুভির্ব্বিধিপ্রতিষেধবিচারণানিবন্ধনং সকলার্থবিষয়-জ্ঞানং প্রতিপদ্যমানৈঃ সকলার্থগ্রহণস্বভাবকত্বমাত্মনো-ঽভ্যুপগতম্। ন চাখিলার্থপ্রতিবন্ধকাবরণপ্রক্ষয়ানুপ-পত্তিঃ সম্যগ্দর্শনাদিত্রয়লক্ষণস্যাবরণপ্রক্ষয়হেতুভূতস্য সামগ্রীবিশেষস্য প্রতীতত্বাৎ অনয়া মুদ্রয়াপি ক্ষুদ্রোপদ্রবা বিদ্রাব্যাঃ ॥ ১৮ ॥

সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। কোন আত্মাও বস্তুসাক্ষাৎকারস্বভাবশালী হইয়া প্রতিবন্ধবিহীন হইতে পারে, অতএব সেই আত্মাই সকল পদার্থের সাক্ষাৎকারী ॥ ১৭ ॥

বাস্তবিক আত্মার অশেষার্থগ্রহণস্বভাব অসিদ্ধ নহে, যেহেতু চোদনা-বলে নিখিলার্থ জ্ঞানপ্রযুক্ত অন্য কোনরূপেও উপপত্তি নাই। আত্মার চোদনাই অতীত, বর্ত্তন, ভবিষৎ বিষয়সকল এবং সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। অতএব যাহারা অধ্বর মীমাংসার গুরু এবং বিধি ও প্রতিষেধ বিচারনিবন্ধন সকলার্থবিজ্ঞান প্রতিপাদন করেন, তাঁহারাই আত্মার সকলার্থগ্রহণস্বভাব স্বীকার করেন। আত্মা যে সকলার্থ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ আবরণক্ষয়েরও অনুপপত্তি নাই, যেহেতু সম্যক্‌দর্শনাদি লক্ষণ এবং এবং আবরণক্ষয়ের হেতুভূত সামগ্রীবিশেষের প্রতীতি আছে ॥ ১৮ ॥

নম্বাবরণপ্রক্ষয়বশাদশেষবিষয়ং বিজ্ঞানবিশদং মুখ্য-প্রত্যক্ষং প্রভবতীত্যুক্তং তদযুক্তং তস্য সর্ব্বজ্ঞস্যানাদি-সক্তত্বেনাবরণস্যৈবাসম্ভবাদিতি চেন্ন অনাদিমুক্তত্বস্যৈ-বাসিদ্ধের্ন সর্ব্বজ্ঞোঽনাদিমুক্তঃ মুক্তত্বাদিতরমুক্তবৎ বন্ধা-পেক্ষয়া চ মুক্তব্যপদেশঃ তদ্রহিতে চাস্যাপ্যভাবঃ স্যাদা-কাশবৎ। নম্বনাদেঃ ক্ষিত্যাদিকার্য্যপরম্পরায়াঃ কর্ত্তৃ-ত্বেন তৎসিদ্ধিঃ তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বা-দ্ঘটবদিতি তদপ্যসমীচীনং কার্য্যত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। ন চ সাবয়বত্বেন তৎসাধনমিত্যভিধাতব্যং যস্মাদিদং বিকল্প-জালমবতরতি ॥ ১৯ ॥

সাবয়বত্বং কিমবয়বসংযোগিত্বম্ অবয়বসমবায়িত্বম্ অবয়বজন্যত্বং সমবেতদ্রব্যত্বং সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বং বা।

আর আবরণক্ষয়বশতঃ সমস্ত বিষয়ই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ সর্ব্বজ্ঞ আত্মা অনাদি ও অনন্ত, তাহার কোনরূপ আবরণ সম্ভব হয় না। ইহাও বলা যায় না, যেহেতু অনাদিরও মুক্তত্ব অসিদ্ধ। ইতর মুক্তের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ অনাদি ও মুক্ত নহেন, বন্ধাপেক্ষায়ই মুক্তের ব্যপদেশ হয়, যাহার বন্ধ নাই, তাহাকে মুক্ত বলা যায় না। এইক্ষণ যদি বলি, সর্ব্বজ্ঞ অনাদি হইলেও ক্ষিত্যাদি কার্য্য পদার্থসমূহের কর্ত্তৃত্বপ্রযুক্ত তাহার মুক্তত্ব সিদ্ধি আছে, ক্ষিত্যাদিপদার্থ সকলই সকর্ত্তৃক, যেহেতু উহারা ঘটাদির ন্যায় কার্য্য, ইহাও সমীচীন মত নহে, যেহেতু কার্য্যত্বেরই অসিদ্ধি আছে। আর সাবয়বত্ব প্রযুক্ত মুক্তত্বের সিদ্ধি আছে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু তিনি এই বিকল্প জ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ ॥ ১৯ ॥

এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, সাবয়বত্ব কি? উহা কি অবয়বসংযো-গত্ব, অবয়বসমবায়িত্ব, অবয়বজন্যত্ব, সমবেতদ্রব্যত্ব, অথবা সাবয়ব

ন প্রথমঃ আকাশাদাবনৈকান্ত্যাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ সামান্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। ন তৃতীয়ঃ সাধ্যাবিশিষ্টত্বাৎ। ন চতুর্থঃ বিকল্পযুগলার্গলগলগ্রহত্বাৎ সমবায়সম্বন্ধমাত্রবদ্দ্রব্যত্বং সমবেতদ্রব্যত্বং অন্যত্র সমবেতদ্রব্যত্বং বা বিবক্ষিতং হেতূ ক্রিয়তে। আদ্যে গগনাদৌ ব্যভিচারঃ তস্যাপি গুণাদি সমবায়বত্ত্বদ্রব্যত্বয়োঃ সম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে সাধ্যাবিশিষ্টতা অন্যশব্দার্থেষু সমবায়কারণভূতেষ্ববয়বেষু

[বু]দ্ধিবিষয়ত্ব? প্রথম অর্থাৎ অবয়বসংযোগিত্ব হইতে পারে না। [কে]ননা, অবয়বসংযোগিত্ব হইলে, আকাশাদিতে অনৈকান্তত্ব ঘটে। [অ]র্থাৎ আকাশ নিত্য পদার্থ। তাহা কিরূপে কার্য্য হইতে পারে? [দ্বি]তীয় অর্থাৎ অবয়বসমবায়িত্বও হইতে পারে না। কেননা, তাহা [হ]ইলে জাতি প্রভৃতিতে ব্যভিচার ঘটে। অর্থাৎ জাতি প্রভৃতিও [নি]ত্য পদার্থ। সুতরাং তাহাও কিরূপে কার্য্য হইতে পারে? [তৃ]তীয় অর্থাৎ অবয়বজন্যত্বও হইতে পারে না। কেননা, তাহা [হ]ইলে, সাধ্যের অবিশিষ্টত্ব হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ঈশ্বর নিরবয়ব। [ত]াহা হইতে আবার অবয়বী পদার্থের কিরূপে আবির্ভাব হইতে [প]ারে? চতুর্থ অর্থাৎ সমবেতদ্রব্যত্বও হইতে পারে না। কেননা, [স]মবেতদ্রব্যত্ব বলিলে, দুইটী সন্দেহ রূপ অর্গল গলগ্রহ হইয়া থাকে; [প্র]থম, সমবায়সম্বন্ধমাত্রবৎ দ্রব্যত্বই কি সমবেতদ্রব্যত্ব, না, অন্যত্র [স]মবেতদ্রব্যত্বকেই সমবেতদ্রব্যত্ব বলা হইয়াছে, এইরূপ হেতু [উ]পন্যস্ত হইতে পারে। আদ্য অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধমাত্রবৎ দ্রব্যত্ব [ব]লিলে, আকাশাদিতে ব্যভিচার ঘটে। কেননা, আকাশের গুণাদি-[স]মবায়বত্ত্ব ও দ্রব্যত্ব উভয়ই আছে। দ্বিতীয় বলিলে, সাধ্যের [অ]বিশিষ্টতা হয়। কেননা, সমবায়ের কারণভূত অবয়বসমূহে সম-[বা]য়ের সাধনীয়ত্ব হইয়া থাকে। এই সকল স্বীকার করিয়া বলা

সমবায়স্য সাধনীয়ত্বাৎ। অভ্যুপগম্যৈতদভাণি বস্তুতস্তু সমবায় এব ন সমস্তি প্রমাণাভাবাৎ। নাপি পঞ্চমঃ আত্মাদিনানৈকান্তাত্তস্য সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বেঽপি কার্য্যত্বাভাবাৎ ॥ ২০ ॥

ন চ নিরবয়বত্বেঽপ্যস্য সাবয়বার্থসম্বন্ধেন সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বমৌপচারিকমিত্যেষ্টব্যং নিরবয়বত্বে ব্যাপিত্ববিরোধাৎ পরমাণুবৎ। কিঞ্চ কিমেকঃ কর্ত্তা সাধ্যতে কিং বা স্বতন্ত্রঃ। প্রথমে প্রাসাদাদৌ ব্যভিচারঃ স্থপত্যাদীনাং বহূনাং পুরুষাণাং তত্র কর্তৃত্বোপলম্ভাদনেনৈব সকলজগজ্জননোৎপত্তাবিতরবৈয়র্থ্যঞ্চ ॥ ২১ ॥

হইয়াছে, বস্তুতঃ, সমবায়ই নাই। কেন না, ইহার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ নাই। পঞ্চম অর্থাৎ সাবয়ব-বুদ্ধি-বিষয়ত্বও হইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে, আত্মাদির সহিত অনৈকান্তত্ব-দোষ ঘটে। পক্ষান্তরে, আত্মাকে সাবয়ববুদ্ধিবিষয় বলিয়া স্বীকার করিলেও, তিনি কখন কার্য্য হইতে পারেন না ॥ ২০ ॥

আত্মা নিরবয়ব হইলেও, দেহের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ তাঁহার সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্ব ঔপচারিক, এইরূপও ইষ্ট হইতে পারে না। কেননা, নিরবয়ব পদার্থমাত্রেই পরমাণুর ন্যায় ব্যাপিত্ববিরোধী। অপিচ, কর্ত্তা একমাত্র, কি, স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছে? যদি একমাত্র কর্ত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, প্রাসাদিতে ব্যভিচার ঘটে। কেননা বহুপতি পুরুষ একত্র হইয়া, প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে ইহা দ্বারা অর্থাৎ একমাত্র কর্ত্তা স্বীকার করিলে, সমুদায় লোকের উৎপত্তি বিষয়ে অন্যান্য কর্ত্তার বৈয়র্থ্য ঘটিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তদুক্তং বীতরাগস্তুতৌ

কর্ত্তাস্তি নিত্যো জগতঃ স চৈকঃ
স সর্ব্বগঃ সন্ স্ববশঃ স সত্যঃ।
ইমাঃ কুহেয়াঃ কুবিড়ম্বনাঃ স্যু-
স্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বমিতি ॥ ২২ ॥

অন্যত্রাপি। কর্ত্তা ন তাবদিহ কোঽপি যথেচ্ছয়া বা
দৃষ্টোঽন্যথা কটকৃতাবপি তৎপ্রসঙ্গঃ।
কার্য্যং কিমত্র ভবতাপি চ তক্ষকাদ্যৈ-
রাহত্য চ ত্রিভুবনং পুরুষঃ করোতীতি ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ প্রাগুক্তকারণত্রিতয়বলাদাবরণপ্রক্ষয়ে সার্ব্বজ্ঞ্যং যুক্তম্। ন চাস্যোপদেষ্টন্তরাভাবাৎ সম্যগ্‌দর্শনাদিত্রিতয়ানুপপত্তিরিতি ভণনীয়ং পূর্ব্বসর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাগমপ্রভব-

---

বীতরাগস্তুতিতে তাহা বলিয়াছেন। যথা, জগতের যিনি কর্ত্তা, তিনি নিত্য ও এক। এবং তিনি সর্ব্বগ, স্ববশ ও সত্য স্বরূপ। এইরূপ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, অন্যান্য যে সকল কর্ত্তার অনুশাসকত্ব নাই, তাহাদের কুবিড়ম্বনা হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন, এই সংসারের কেহ যথেচ্ছায় কর্ত্তা নাই। কেননা, কুম্ভকারের কার্য্যে তৎপ্রসঙ্গের অন্যথাভাব দৃষ্ট হয়। আর, পুরুষ কি তোমাকে ও সূত্রধরাদিকে একত্র সমবেত করিয়া, এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি করিয়া থাকেন? ॥ ২৩ ॥

এই কারণে পূর্ব্বকথিত কারণত্রয়প্রভাবে, আবরণের এককালীন ক্ষয় হইলে, জীবের সর্ব্বজ্ঞতা যুক্ত হইয়া থাকে। এই জীবের অন্য কেহ উপদেষ্টা নাই। সুতরাং, তাহার সম্যগ্‌দর্শনাদিত্রিতয়ের অনুপপত্তি

ত্বাদমুষ্যাশেষার্থজ্ঞানস্য। ন চান্যোন্যাশ্রয়তাদিদোষঃ আগমসর্ব্বজ্ঞপরম্পরায়া বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাঙ্গীকারাদিত্যলম্॥ ২৪॥

রত্নত্রয়পদবেদনীয়তয়া প্রসিদ্ধং সম্যগ্দর্শনাদিত্রিতয়মর্হৎপ্রবচনসঙ্গ্রহপরে পরমাগমসারে প্ররূপিতং সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গ ইতি। বিবৃতঞ্চ যোগদেবেন যেন রূপেণ জীবাদ্যর্থো ব্যবস্থিতস্তেন রূপেণার্হতা প্রতিপাদিতে তত্ত্বার্থে বিপরীতাভিনিবেশরহিতত্বাদ্যপরপর্য্যায়ং শ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনং। তথা চ তত্ত্বার্থসূত্রং তত্ত্বার্থং শ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনমিতি॥ ২৫॥

হইতে পারে, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কেননা, যে জীব প্রথমে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিল, তাহার প্রণীত আগম হইতে ইহার ঐরূপ সর্ব্বজ্ঞত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। এবিষয়ে অন্যোন্যাশ্রয়তাদি দোষ হইতে পারে না। কেননা, বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায়, আগমসর্ব্বজ্ঞপরম্পরা অনাদি বলিয়া, পরিগৃহীত হইয়া থাকে॥ ২৪॥

যে সম্যগ্দর্শনাদিত্রিতয় রত্নত্রয়পদবেদনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অর্হৎপ্রচনসংগ্রহবিষয়ক পরমাগমসারনামক গ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, সম্যগ্দর্শন। জ্ঞান ও চারিত্র এই তিনটীই সাক্ষাৎ মোক্ষমার্গ। যোগদেব কর্ত্তৃক ইহাও বিবৃত হইয়াছে, যেরূপে জীবাদি বিষয় সকলের ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন, অর্হৎ কর্ত্তৃক সেইরূপেই তত্ত্বার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ তত্ত্বার্থে বিপরীত অভিনিবেশত্যাগাদি পূর্ব্বক শ্রদ্ধানকে সম্যগ্দর্শন বলে। তথাহি, তত্ত্বার্থ সূত্র, তত্ত্বার্থে শ্রদ্ধানই সম্যগ্দর্শন॥ ২৫॥

অন্যদপি

রুচির্জ্জিনোক্ততত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে।
জায়তে তন্নিসর্গেণ গুরোরধিগমেন বেতি ॥ ২৬ ॥

পরোপদেশনিরপেক্ষমাত্মস্বরূপং নিসর্গঃ ব্যাখ্যানাদিরূপপরোপদেশজনিতং জ্ঞানমধিগমঃ। যেন স্বভাবেন জীবাদয়ঃ পদার্থাঃ ব্যবস্থিতাঃ তেন স্বভাবেন মোহসংশয়রহিতত্বেনাবগমঃ সম্যগ্জ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

যথোক্তং

যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।
যোঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্জ্ঞানং মনীষিণ ইতি ॥২৮॥

তজ্জ্ঞানং পঞ্চবিধং মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্য্যায়কেবল-

অন্যরূপও বলিয়াছেন। যথা, জিন যে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে যে সম্যগ্‌রূপ রুচি, তাহারই নাম শ্রদ্ধান। নিসর্গ এবং গুরুর অধিগম, এই দ্বিবিধ উপায়ে উহা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তন্মধ্যে, পরের উপদেশনিরপেক্ষ আত্মস্বরূপকে নিসর্গ বলে। আর ব্যাখ্যানাদিরূপ পরোপদেশ জনিত জ্ঞানের নাম অধিগম। এবং যে স্বভাব দ্বারা জীবাদি পদার্থ সকল ব্যবস্থিত আছে, সেই স্বভাব বলে মোহ ও সংশয় রহিত হইলে, যে অবগম লাভ হয়, তাহার নাম সম্যগ্ জ্ঞান ॥ ২৭ ॥

তথাহি বলিয়াছেন। যথা, যথাবস্থিত তত্ত্ব সকলের সংক্ষেপ বা বিস্তার ক্রমে অববোধ, অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হওয়াকেই মনীষিগণ সম্যগ্ জ্ঞান নামে নির্দ্দেশ করেন ॥ ২৮ ॥

এই জ্ঞান পঞ্চবিধ, যথা, মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃপর্য্যায় ও কেবল।

ভেদেন। তদুক্তং মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্য্যায়কেবলানি জ্ঞানমিতি। অস্যার্থঃ জ্ঞানাবরণক্ষয়োপশমে সতি ইন্দ্রিয়-মনসো পুরস্কৃত্য ব্যাপৃতং মনঃ যথার্থং মনুতে সা মতিঃ। জ্ঞানাবরণক্ষয়োপশমে সতি মতিজনিতং স্পষ্টং জ্ঞানং শ্রুতম্। অসম্যগ্‌দর্শনাদিগণজনিতক্ষয়োপশমনিমিত্তং অবচ্ছিন্নবিষয়ং জ্ঞানমবধিঃ। ঈর্য্যান্তরায়জ্ঞানাবরণ-ক্ষয়োপশমে সতি পরমনোগতস্যার্থস্য স্ফুটং পরিচ্ছেদকং জ্ঞানং মনঃপর্য্যায়ঃ। তপঃক্রিয়াবিশেষান্ যদর্থং সেবন্তে তপস্বিনস্তজ্‌জ্ঞানমন্যজ্ঞানাসংস্পৃষ্টং কেবলম্। তত্রাদ্যং পরোক্ষং প্রত্যক্ষমন্যৎ। তদুক্তং

বিজ্ঞানং স্বপরাভাসি প্রমাণং বাধবর্জ্জিতম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ দ্বিধা মেয়বিনিশ্চয়াদিতি ॥ ২৯ ॥

তন্মধ্যে, জ্ঞানাবরণের অত্যধিক ক্ষয় হইলে, মন যে যথার্থ মনন করে তাহার নাম মতি। জ্ঞানাবরণের ক্ষয়োপশম হইলে, মতিজনিত স্পষ্ট জ্ঞানের নাম শ্রুতি। অসম্যগ্‌দর্শনাদিগণজনিত ক্ষয়োপশম নিমিত্ত যে অবচ্ছিন্নবিষয়ক জ্ঞান, তাহার নাম অবধি। ঈর্য্যান্তরায় জ্ঞানাবরণের চূড়ান্ত ক্ষয় হইলে, পরের মনোগত বিষয়ের যে সুস্পষ্ট পরিচ্ছেদক জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম মনঃপর্য্যায়। আর, তপস্বিরা যেজন্য তপঃক্রিয়াবিশে-ষের সেবা করেন, এবং যাহাতে অন্যবিধ জ্ঞানের সংস্পর্শমাত্র নাই, তাদৃশ জ্ঞানের নাম কেবল। তন্মধ্যে প্রথমকে পরোক্ষ ও অপরকে প্রত্যক্ষ বলে। তাহা বলিয়াছেন। যথা, যাহা আপনাকে ও অন্যকে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত করে, সেই বাধাবর্জ্জিত বিজ্ঞানই প্রমাণ। উহা দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ॥ ২৯ ॥

অন্তর্গণিকভেদস্তু সবিস্তরস্তত্রৈবাগমেঽবগন্তব্যঃ। সংসরণকর্ম্মোচ্ছিত্তাবুদ্যতস্য শ্রদ্দধানস্য জ্ঞানবতঃ পাপগমনকারণক্রিয়ানিবৃত্তিঃ সম্যক্‌চারিত্রম্। তদেতৎ সপ্রপঞ্চমুক্তমর্হতা ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বথাবদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।
কীর্ত্তিতং তদহিংসাদিব্রতভেদেন পঞ্চধা।
অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥
ন যৎপ্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্।
চরাণাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতম্ ॥ ৩২ ॥
প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃতং ব্রতমুচ্যতে।
তত্তথ্যমপি নো তথ্যমপ্রিয়ঞ্চাহিতঞ্চ যৎ ॥ ৩৩ ॥

ইহার মধ্যে যে অবান্তর ভেদ আছে, তাহা সেই আগমেই সবিস্তার অবগত হইবে। যাহা দ্বারা বারংবার যাতায়াত হইয়া থাকে; তাদৃশ কর্ম্মের উচ্ছেদনে সমুদ্যত, শ্রদ্ধাশীল, জ্ঞানবান্ পুরুষের পাপসঞ্চয়ের হেতুভূতক্রিয়ার নিবৃত্তিকে সম্যক্‌চারিত্র বলিয়া থাকে। অর্হৎ তাহা সবিস্তার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

যথা, বিগর্হিত বিষয়সংসর্গের সর্ব্বতোভাবে পরিহারকে চারিত্র বলা যায়। এই চারিত্র অহিংসাদি ব্রত ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা, অহিংসা, সূনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে, প্রমাদবশতও স্থাবর জঙ্গম পদার্থসমূহের জীবিতের হানি না করাকে অহিংসাব্রত বলে ॥ ৩২ ॥

প্রিয়, হিত ও তথ্য বাক্যের নাম সূনৃত ব্রত। যাহাতে লোকের অপ্রীতি ও অহিত জন্মে, তাদৃশ বাক্য তথ্য হইলেও, তথ্য নহে ॥ ৩৩ ॥

অনাদানমদত্তস্যাস্তেয়ব্রতমুদীরিতম্'॥ ৩৪ ॥
দিব্যৌদয়িককামাণাং কৃতাত্মমতকারিতৈঃ।
মনোবাক্কায়তস্ত্যাগো ব্রাহ্মাষ্টাদশধা মতম্ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বাভাবেষু মূর্চ্ছায়াস্ত্যাগঃ স্যাদপরিগ্রহঃ।
যদসৎস্বপি জায়েত মূর্চ্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ ॥ ৩৬ ॥
ভাবনাভির্ভাবিতানি পঞ্চভিঃ পঞ্চধা ক্রমাৎ।
মহাব্রতানি লোকস্য সাধয়ন্ত্যব্যয়ং পদমিতি ॥ ৩৭ ॥
ভাবনাপঞ্চকপ্রপঞ্চনঞ্চ প্ররূপিতম্
হাস্যলোভভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্।
আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাবয়েৎ সূনৃতং ব্রতমিত্যাদিনা ॥ ৩৮ ॥

কেহ কোন দ্রব্য না দিলে, তাহা না লওয়াকে অস্তেয় ব্রত বলিয়া থাকে। ৩৪।

মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা ও শরীর দ্বারা দিব্য ও ঔদয়িক কর্ম্ম সকলের ত্যাগ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য। উহা অষ্টাদশবিধ ॥ ৩৫ ॥

সকল বিষয়ের অভাব ঘটিলেও, তজ্জনিত মূর্চ্ছা অর্থাৎ মোহের কোনরূপে আবিষ্কার না হওয়াকে অপরিগ্রহব্রত বলে। ঐরূপ অভাব হইলে, মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া চিত্তবিপ্লব সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

উল্লিখিত মহাব্রত সকল যথাক্রমে পঞ্চবিধ ভাবনা দ্বারা ভাবিত হইলেই, লোকের অব্যয় পদ সংসাধিত করে ॥ ৩৭ ॥

সেই পঞ্চবিধ ভাবনা সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। যথা, হাস্য, লোভ, ভয় ও ক্রোধ, ইহাদের প্রত্যাখ্যান ও ভাষণ, ইত্যাদি সহায়ে আলোচনা করিয়া, নিরন্তর সূনৃতব্রতের ভাবনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

এতানি সম্যগ্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মিলিতানি মোক্ষ-কারণং ন প্রত্যেকং যথা রসায়নজ্ঞানং শ্রদ্ধানাবরণানি সম্ভূয় রসায়নফলং সাধয়ন্তি ন প্রত্যেকম্ ॥ ৩৯ ॥

অত্র সংক্ষেপতস্তাবজ্জীবাজীবাখ্যে দ্বে তত্ত্বে স্তঃ তত্র বোধাত্মকো জীবঃ অবোধাত্মকস্ত্বজীবঃ। তদুক্তং পদ্ম-নন্দিনা

চিদচিদ্‌দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ঞ্চ কুর্ব্বতঃ ॥ ৪০ ॥
হেয়ং হি কর্তৃরাগাদি তৎ কার্য্যমবিবেকিনঃ।
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরুপযোগৈকলক্ষণমিতি ॥৪১॥

উল্লিখিত সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যগ্‌চারিত্র পরস্পর মিলিত হইয়া, মোক্ষ সমুদ্ভাবন করে। মিলিত না হইলে, একাকী মোক্ষসাধনে সমর্থ হয় না। যেমন রসায়ন জ্ঞান, শ্রদ্ধান ও আবরণ ইহারা মিলিত হইয়া, রসায়নফল সাধন করে, প্রত্যেকে পারে না ॥ ৩৯ ॥

ইহাতে সংক্ষেপ বিধানে জীব ও অজীব নামক দ্বিবিধ তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বোধাত্মক জীব, আর অবোধাত্মক অজীব। পদ্মনন্দী তাহা বলিয়াছেন।

যথা, চিৎ ও অচিৎ ভেদে পরম তত্ত্ব দুইপ্রকার। যাহা উপাদেয়, তাহার গ্রহণ এবং যাহা হেয়, তাহার পরিহার পূর্ব্বক, উল্লিখিত দ্বিবিধ তত্ত্বের বিবেচনা অর্থাৎ সবিশেষ বিচার করাকেই বিবেক বলে ॥ ৪০ ॥

হেয়শব্দে কর্ত্তার রাগাদি বুঝিতে হইবে। এই রাগাদি অবি-বেকীর কার্য্য। যাহা উপাদেয়, তাহাই পরজ্যোতিঃ। উপযোগ ঐ জ্যোতির একমাত্র লক্ষণ ॥ ৪১ ॥

সহজচিদ্রূপপরিণতিং স্বীকুর্ব্বাণে জ্ঞানদর্শনে উপ-যোগঃ স পরস্পরপ্রদেশানু প্রদেশবন্ধাৎ কর্ম্মণৈকীভূতস্যাত্মনোঽন্যত্বপ্রতিপত্তিকারণং লক্ষণং ভবতি। সকল-জীবসাধারণং চৈতন্যমুপশমক্ষয়ক্ষয়োপশমবশাদৌপশমিকক্ষয়াত্মকক্ষয়োপশমিকভাবেন কর্ম্মোদয়বশাৎ কলুষান্যাকারেণ চ পরিণতজীবপর্য্যায়জীববিবক্ষায়াং স্বরূপং ভবতি॥ ৪২॥

যদবোচদ্বাচকাচার্য্যঃ ঔপশমিকক্ষায়িকৌ ভাবৌ মিশ্রশ্চ জীবস্য সত্ত্বমৌদয়িকপারিণামিকৌ চেতি। অনু-দয়প্রাপ্তিরূপে কর্ম্মণ উপশমে সতি জীবস্যোৎপদ্যমানো ভাবঃ ঔপশমিকঃ যথা পঙ্কে কলুষতাং কুর্ব্বতি কতকাদিদ্রব্যসম্বন্ধাদধঃপতিতে জলস্য স্বচ্ছতা। কর্ম্মণঃ ক্ষয়োপ-শমে সতি জায়মানো ভাবঃ ক্ষায়িকঃ যথা মোক্ষঃ।

তন্মধ্যে সহজ-চিদ্রূপ-পরিণতি স্বীকার করিলে, জ্ঞানদর্শনে যে উপ-যোগ অর্থাৎ অধিকার জন্মিয়া থাকে, তাহাকেই কর্ম্মের সহিত একীভূ আত্মার অন্যত্বপ্রতিপত্তির হেতুভূত লক্ষণ বলে। আর সকল-জীব সাধারণ চৈতন্যই উপশমক্ষয় ও ক্ষয়োপশমবশে উপশমকক্ষয়াত্মক ক্ষয়োপশমিক এই দ্বিবিধ ভাব সহায়ে কর্ম্মোদয়প্রযুক্ত কলুষরূপ অ আকারস্বরূপে পরিণত হয়॥ ৪২॥

বাচকাচার্য্য বলিয়াছেন, জীবের ঔপশমিক, ক্ষায়িক, মিশ্র, ঔদয়ি ও পারিণামিক, এই পঞ্চবিধ ভাবের নাম সত্ত্ব। তন্মধ্যে কর্ম্মের অনুদ প্রাপ্তিরূপ উপশম ঘটিলে, জীবের উৎপদ্যমান ভাবকে ঔপশমিক বলে যেমন, পঙ্ক কলুষত্বসম্পাদনপূর্ব্বক নির্ম্মাল্যাদি দ্রব্যসম্বন্ধবশতঃ অধঃপতি হইলে, জলের স্বচ্ছতা সংঘটিত হয়। কর্ম্মের ক্ষয়োপশম হইলে, জীবে

উভয়াত্মা ভাবো মিশ্রঃ যথা জলস্যার্দ্ধস্বচ্ছতা। কর্ম্মো-দয়ে সতি ভবন্ ভাব ঔদয়িকঃ। কর্ম্মোপশমাদ্যনপেক্ষঃ সহজো ভাবশ্চেতনত্বাদিঃ পারিণামিকঃ। তদেতৎ সত্ত্বং যথাসম্ভবং ভব্যস্যাভব্যস্য বা জীবস্য তত্ত্বং স্বরূপ-মিতি সূত্রার্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তদুক্তং স্বরূপসম্বোধনে

জ্ঞানাদ্ভিন্নো নচাভিন্নো ভিন্নাভিন্নঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানং পূর্ব্বাপরীভূতং সোঽয়মাত্মেতি কীর্ত্তিত ইতি ॥৪৪॥

নন্থ ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরপরিহারেণাবস্থানাদন্য-তরস্যৈব বাস্তবত্বাদুভয়াত্মকত্বমযুক্তমিতি চেত্তদযুক্তং বাধে প্রমাণাভাবাৎ। অনুপলম্ভো হি বাধকং প্রমাণং। ন

জায়মান ভাবকে ক্ষায়িক বলে। যেমন মোক্ষ। ঐরূপ উভয়াত্মক ভাবকে মিশ্র বলিয়া থাকে। যেমন, জলের অৰ্দ্ধস্বচ্ছতা। কর্ম্মের উদয় হইলে, যে ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম ঔদয়িক। আর কর্ম্মের উপশমাদির অপেক্ষা পরিহার করিয়া, যে সহজ ভাবের আবিষ্কার হয়, তাহার নাম পারিণামিক। চেতনত্বাদি এই ভাবের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহারই নাম সত্ত্ব। অর্থাৎ যথাসম্ভব ভব্য বা অভব্য জীবের তত্ত্ব, কি না স্বরূপ। ইহাই সূত্রের অর্থ ॥ ৪৩ ॥

স্বরূপসম্বোধনে তাহা বলিয়াছেন। যথা, যাহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে; অভিন্ন অথচ যাহা কথঞ্চিৎ ভিন্ন বা অভিন্নও বটে তাহাকে আত্মা বলে। এই আত্মা পূর্ব্বাপরীভূত জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৪৪ ॥

যদি বল, ভেদ ও অভেদ, ইহারা পরস্পর পরিহার করিয়া, অবস্থান করে, অতএব ইহাদের মধ্যে অন্যতরের বাস্তবত্ব বশতঃ উভয়াত্মকত্ব কথন সঙ্গত হইতে পারে না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু বাধ বিষয়ে প্রমাণাভাব

সোঽস্তি সমস্তেষু বস্তুষ্বনেকরসাত্মকত্বস্য স্যাদ্বাদিনো মতে সুপ্রসিদ্ধত্বাদিত্যলম্ ॥ ৪৫ ॥

অপরে পুনর্জীবাজীবয়োরপরং প্রপঞ্চমাচক্ষতে জীবাকাশধর্ম্মাধর্ম্মপুদ্গলাস্তিকায়ভেদাৎ। এতেষু পঞ্চসু তত্ত্বেষু কালত্রয়সম্বন্ধিতয়া স্থিতিব্যপদেশঃ অনেকপ্রদেশত্বেন শরীরবৎ কায়ব্যপদেশঃ। তত্র জীবা দ্বিবিধাঃ সংসারিণো মুক্তাশ্চ। ভবাদ্‌ভবান্তরপ্রাপ্তিমন্তঃ সংসারিণঃ। তে চ দ্বিবিধা সমনস্কা অমনস্কাশ্চ। তত্র সংজ্ঞিনঃ সমনস্কাঃ। শিক্ষাক্রিয়ালাপগ্রহণরূপা সংজ্ঞা তদ্বিধুরাস্তু-মনস্কাঃ। তে চামনস্কা দ্বিবিধাঃ ত্রয়স্থাবরভেদাৎ। তত্র

বশতঃ ইহা সর্ব্বথা অযুক্ত। অনুপলম্ভই বাধক প্রমাণ; এখানে তাহা নাই। সমস্ত বস্তুতেই অনেকরসাত্মকতার অনুপলম্ভ হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু-তেই অনেক রস থাকিলেও এককালে ঐ অনেক রসের প্রতীতি হয় না। আত্মাতেও তদ্রূপ ভেদাভেদ সত্ত্বেও তাহার প্রতীতি হইতেছে না। অতএব ঐ অনেকরস আত্মাতে জ্ঞানের ভেদাভেদ বাদীর মতেও প্রসিদ্ধই হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

কেহ কেহ জীব ও অজীব উভয়ের অন্যবিধ প্রপঞ্চ বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা, জীব, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্‌গল ও অস্তিকায়। এই পঞ্চবিধ তত্ত্ব কালত্রয়সম্বন্ধী। সুতরাং, ইহাদের যেমন স্থিতি আছে, বলা যায়, সেইরূপ অনেক প্রদেশ বিশিষ্ট বলিয়া, শরীরের ন্যায়, ইহাদের কায়ও আছে, বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে জীব দ্বিবিধ; সংসারী ও মুক্ত। যাহারা জন্মের পর জন্ম লাভ করে, তাহাদিগকে সংসারী বলে। সংসারী দ্বিবিধ, সমনস্ক ও অমনস্ক। তন্মধ্যে যাহারা সংজ্ঞাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে সমনস্ক বলে। এখানে সংজ্ঞা শব্দে শিক্ষা, ক্রিয়া, আলাপ ও গ্রহণ। যাহাদের সংজ্ঞা নাই, তাহাদিগকে অমনস্ক

দ্বীন্দ্রিয়াদয়ঃ শঙ্খগণ্ডোলকপ্রভৃতয়শ্চতুর্বিধাস্ত্রয়াঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুবনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ। তত্র মার্গগতধূলিঃ পৃথিবী ইষ্টকাদিঃ পৃথিবীকায়ঃ পৃথিবী কায়ত্বেন যেন গৃহীতা স পৃথিবীকায়কঃ পৃথিবীং কায়ত্বেন যো গ্রহীষ্যতি স পৃথিবীজীবঃ। এবমবাদিষ্বপি ভেদচতুষ্টয়ং যোজ্যম্। তত্র পৃথিব্যাদি কায়ত্বেন গৃহীতবন্তো গ্রহীষ্যন্তশ্চ স্থাবরা গৃহ্যন্তে ন পৃথিব্যাদিপৃথিবীকায়াদয়ঃ তেষাং জীবত্বাৎ। তে চ স্থাবরাঃ স্পর্শনৈকেন্দ্রিয়াশ্চ ভবান্তরপ্রাপ্তিবিধুরা মুক্তাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাকাশাস্তিকায়াস্তে একত্বশালিনো নিষ্ক্রিয়াশ্চ দ্রব্যস্য দেশান্তরপ্রাপ্তিহেতুঃ ॥ ৪৬ ॥

বলে। অমনস্ক আবার দ্বিবিধ। যথা, ত্রয ও স্থাবর। তন্মধ্যে, যাহাদের দুইটী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে, তাদৃশ শঙ্খ ও গণ্ডোলক প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রাণীকে ত্রয় বলে। আর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও বনস্পতি ইহারা স্থাবর নামে পরিগণিত। তন্মধ্যে, পথিমধ্যস্থ ধূলির নাম পৃথিবী, আর ইষ্টকাদি পৃথিবীর কায়। যাহা পৃথিবীকে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নাম পৃথিবীকায়ক। আর যাহা পৃথিবীকে কায়রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাকে পৃথিবীজীব বলে। জল প্রভৃতি অবশিষ্ট পদার্থ সকলেও, এইরূপ ভেদচতুষ্টয় যোজনা করা যাইতে পারে। যথা, জল, জলকায়, জলকায়ক ও জলজীব ইত্যাদি। তন্মধ্যে, যাহারা পৃথিব্যাদিকে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে ও যাহারা করিবে, তাহারা স্থাবর রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি ও পৃথিবীর কায়াদি জীব বলিয়া স্থাবর সকল স্পর্শন রূপ একমাত্র ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট। তাহাদের জন্মান্তরপ্রাপ্তি হয় না। এই কারণে তাহারা মুক্ত। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, আকাশ ও অস্তিকায় আছে। তাহারা একত্বসম্পন্ন ও ক্রিয়াহীন এবং দ্রব্যের দেশান্তরপ্রাপ্তির কারণ ॥ ৪৬ ॥

তত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রসিদ্ধৌ। আলোকেনাবিচ্ছিন্নে নভসি লোকাকাশপদবেদনীয়ে সর্ব্বত্রাবস্থিতিগতিস্থিত্যুপগ্রহো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরুপকারঃ অতএব ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ প্রবৃত্ত্যনুমেয়ঃ অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ স্থিত্যনুমেয়ঃ। অন্যবস্তুপ্রদেশমধ্যেঽন্যস্য বস্তুনঃ প্রবেশোঽবগাহঃ তদাকাশকৃত্যম্। স্পর্শরসবর্ণবন্তঃ পুদ্গলাঃ। তে চ দ্বিবিধাঃ অণবঃ স্কন্ধাশ্চ। ভোক্তুমশক্যা অণবঃ দ্ব্যণুকাদয়ঃ স্কন্ধাঃ। তত্র দ্ব্যণুকাদিস্কন্ধভেদাদণ্বাদিরুৎপদ্যতে অণ্বাদিসংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদিরুৎপদ্যতে ক্বচিদ্ভেদসংঘাতাভ্যাং স্কন্ধোৎপত্তিঃ অত-

---

তন্মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের অর্থ করিতে হইবে না; উহা প্রসিদ্ধই আছে। যাহা লৌকিক আকাশ শব্দে পরিজ্ঞাত, এবং যাহা আলোক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না, সেই নভোমণ্ডলে সর্ব্বত্র অবস্থিতি, গতি ও স্থিতি, এই ব্যাপারত্রয়ের সমাধান, ধর্ম্মাধর্ম্মের উপকার। অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা এই উপকার লাভ হয়, যে, ঐরূপে সর্ব্বত্র অবস্থানাদি করিতে পারা যায়। অতএব ধর্ম্মাস্তিকায় প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমেয়। অর্থাৎ যেখানে প্রবৃত্তি আছে, সেই খানেই ধর্ম্ম আছে, অনুমান করিতে হইবে। আর যেখানে স্থিতি আছে, অর্থাৎ প্রবৃত্তির অভাব, সেই খানেই অধর্ম্মাস্তিকায় অর্থাৎ অধর্ম্ম, কি না ধর্ম্মের অভাব, বুঝিতে হইবে। অন্য বস্তুর প্রদেশ মধ্যে অন্য বস্তুর প্রবেশকে অবগাহ বলে। ইহার নাম আকাশকৃত্য অর্থাৎ আকাশের কার্য্য। যাহাতে স্পর্শ, রস ও বর্ণ আছে, তাহাদিগকে পুদ্গল বলে। তাহারা দ্বিবিধ, অণু ও স্কন্ধ। তন্মধ্যে যাহাদিগকে ভোগ করিতে পারা যায় না, তাহাদের নাম অণু। আর, দ্ব্যণুকাদিকে স্কন্ধ বলিয়া থাকে। তন্মধ্যে, দ্ব্যণুকাদি স্কন্ধ ভেদ হইতে অণ্বাদির উৎপত্তি হয়। আর, অণ্বাদির সংঘাত হইতে দ্ব্যণুকাদির জন্ম হইয়া থাকে। কোথাও বা

এব পূরয়ন্তি গলন্তীতি পুদ্গলাঃ। কালস্যানেকপ্রদেশত্বাভাবেনাস্তিকায়ত্বাভাবেঽপি দ্রব্যত্বমস্তি তল্লক্ষণযোগাৎ ॥ ৪৭ ॥

তদুক্তং গুণপর্য্যায়বদ্দ্রব্যমিতি। দ্রব্যাশ্রয়া নির্গুণা গুণাঃ যথা জীবস্য জ্ঞানত্বাদিসামান্যরূপাঃ পুদ্গলস্য রূপত্বাদিসামান্যস্বভাবাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাকাশকায়ানাং যথাসম্ভবং গতিস্থিত্যবগাহহেতুত্বাদিসামান্যানি গুণাঃ। তস্য দ্রব্যস্যোক্তরূপেণ ভবনমুৎপাদঃ তদ্ভাবঃ পরিণামঃ পর্য্যায় ইতি পর্য্যায়াঃ যথা জীবস্য ঘটাদিজ্ঞানসুখক্লেশাদয়ঃ পুদ্গলস্য মৃৎপিণ্ডঘটাদয়ঃ ধর্ম্মাদীনাং গত্যাদিবিশেষাঃ অতএব ষট্‌দ্রব্যাণীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৮ ॥

ভেদ ও সংঘাত উভয়ের যোগে স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। এইজন্যই যাহা পূরণ করে ও গলিত হয়, তাহাকে পুদ্‌গল বলিয়া থাকে। কালের বহুপ্রদেশবিশিষ্টত্ব না থাকা প্রযুক্ত তাহার উল্লিখিত অস্তিকায়ত্ব না থাকিলেও, তাহাকে দ্রব্য নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেননা, তাহাতে দ্রব্যের লক্ষণ আছে ॥ ৪৭ ॥

তথাহি,—বলা হইয়াছে, যাহা গুণপর্য্যায়বিশিষ্ট, তাহার নাম দ্রব্য। তন্মধ্যে, যাহা দ্রব্যের আশ্রিত ও নির্গুণ, তাহার নাম গুণ। যেমন, জীবের জ্ঞানত্বাদি সামান্য রূপ গুণ, পুদ্‌গলের রূপত্বাদি সামান্য স্বভাব গুণ, আর ধর্ম্মাধর্ম্ম ও আকাশ ও কায়ের যথাসম্ভব গতি, স্থিতি ও অবগাহহেতুত্বাদি সামান্য গুণ। সেই দ্রব্যের উক্তরূপে উৎপাদন, পরিণাম ও পর্য্যায়কে পর্য্যায় বলে। যেমন, জীবের ঘটাদির জ্ঞান, সুখ ও ক্লেশাদি, পুদ্‌গলের মৃৎপিণ্ড ও ঘটাদি এবং ধর্ম্মাদির গত্যাদি বিশেষ, এই সকলকে পর্য্যায় বলে। এই কারণে দ্রব্য ষড়্‌বিধ বলিয়া, প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৪৮ ॥

কেচন সপ্ত তত্ত্বানীতি বর্ণয়ন্তি তদাহ জীবাজীবা-স্রববন্ধসম্বরনির্জ্জরমোক্ষাস্তত্ত্বানীতি। তত্র জীবাজীবৌ নিরূপিতৌ। আস্রবো নিরূপ্যতে ঔদয়িকাদিকায়াদিচলন-দ্বারেণাত্মনশ্চলনং যোগপদবেদনীয়মাস্রবঃ যথা সলিলাব-গাহি দ্বারং নদ্যাস্রবণং কারণত্বাদাস্রব ইতি নিগদ্যতে তথা যোগপ্রণাডিকয়া কর্ম্মাস্রবতীতি স যোগ আস্রবঃ। যথা আর্দ্রং বস্ত্রং সমন্তাদ্বাতানীতং রেণুজাতমুপাদত্তে তথা কষায়জলার্দ্র আত্মা যোগানীতং কর্ম্ম সর্ব্বপ্রদেশৈর্গৃহ্ণাতি যথা বা নিষ্টপ্তায়ঃপিণ্ডে জলে ক্ষিপ্তে অম্ভঃ সমন্তাদ্-গৃহ্ণাতি তথা কষায়োষ্ণো জীবো যোগানীতং কর্ম্ম সমন্তা-দাদত্তে। কষতি হিনস্ত্যাত্মানং কুগতিপ্রাপণাদিতি

কেহ কেহ সপ্ততত্ত্ব বলিয়া থাকেন। যথা,—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর ও মোক্ষ। তন্মধ্যে, জীব ও অজীবের স্বরূপ পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে আস্রবের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইতেছে। ঔদয়িকাদি কায়াদির চলন দ্বারা আত্মার যে চলন হয়, যাহা যোগশব্দে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহার নাম আস্রব। যেমন, জলের চলন দ্বারা নদীর চলন হয়। সেই চলনকে কারণত্ব বশতঃ আস্রব বলিয়া থাকে। সেইরূপ, যোগপ্রণাড়ী দ্বারা কর্ম্ম সকলের আস্রব অর্থাৎ স্খলন হইয়া থাকে। সেই যোগকেই আস্রব বলে। যেমন, আর্দ্রবস্ত্র চতুর্দ্দিক হইতে বায়ুবশে আনীত রেণুসমূহকে গ্রহণ করে, সেইরূপ কষায় জলে আর্দ্রীভূত আত্মা যোগবলে আনীত কর্ম্মকে সর্ব্বপ্রদেশ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা যেমন অতিশয় উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড জলে ক্ষিপ্ত হইলে, সমস্তাৎ শীকর সমস্ত গ্রহণ করে, সেইরূপ কষায়োষ্ণ জীব যোগানীত কর্ম্ম সমস্তাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে। কষ-

কষায়ঃ ক্রোধো মানো মায়া লোভশ্চ। স দ্বিবিধঃ শুভাশুভভেদাৎ। তত্রাহিংসাদিঃ শুভঃ কায়যোগঃ সত্যমিতহিতভাষণাদিঃ শুভো বাগ্যোগঃ। তদেতদাস্রবভেদপ্রভেদজাতং কায়বাঙ্মনঃকর্ম্মযোগঃ স আস্রবঃ শুভঃ পুণ্যস্য অশুভঃ পাপস্যেত্যাদিনা সূত্রসন্দর্ভেণ সসংরম্ভমভাণি। অপরে ত্বেবং মেনিরে আস্রবয়তি পুরুষং বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা হি পৌরুষং জ্যোতির্বিষয়ান্ স্পৃশদ্রূপাদিজ্ঞানরূপেণ পরিণমত ইতি ॥ ৪৯ ॥

মিথ্যাদর্শনাবিরতিপ্রমাদকষায়বশাদ্যোগবশাচ্চাত্মা সূক্ষ্মৈকক্ষেত্রাবগাহিনামনন্তানন্তপ্রদেশানাং পুদ্গলানাং কর্ম্মবন্ধযোগ্যানামাদানমুপশ্লেষণং যৎ করোতি স বন্ধঃ। তদুক্তং সকষায়ো জীবঃ কর্ম্মভাবযোগ্যান্ পুদ্গলানাদত্তে

অর্থাৎ কুগতি প্রাপ্ত করিয়া, আত্মাকে হীনভাবাপন্ন করে, এইজন্য ইহার নাম কষায়। ক্রোধ, লোভ, মায়া ও মান ইহাদিগকে কষায় বলে। কষায় দ্বিবিধ। যথা, শুভ ও অশুভ। তন্মধ্যে অহিংসাদি শুভ কায়যোগ এবং সত্য, মিত ও হিতভাষণাদি শুভ বাগ্যোগ। অন্যান্যেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন, আস্রব শব্দে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি। কেননা, ইহা পুরুষকে আস্রব অর্থাৎ বিষয়ে গাঢ় আসক্ত করিয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম আস্রব। তথাহি, পৌরুষ জ্যোতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয় সকল স্পর্শ করিয়া রূপাদি জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

আত্মা মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ ও কষায় বশে এবং যোগবশে অনন্তানন্তপ্রদেশবিশিষ্ট ও কর্ম্মবন্ধের উপযোগী পুদ্গল সকলের যে পরিগ্রহ ও পরিহার করেন, তাহার নাম বন্ধ। তাহা বলিয়াছেন, যথা, জীব কষায়বশে কর্ম্মভাবযোগ্য পুদ্গল সকলকে যে পরিগ্রহ করেন,

স বন্ধ ইতি। তত্র কষায়গ্রহণং সর্ব্ববন্ধহেতূপলক্ষণার্থম্। বন্ধহেতূন্ পপাঠ বাচকাচার্য্যঃ মিথ্যাদর্শনাবিরতিপ্রমাদ-কষায়া বন্ধহেতব ইতি।

মিথ্যাদর্শনং দ্বিবিধং মিথ্যাকর্ম্মোদয়াৎ পরোপদে-শানপেক্ষং তত্ত্বাশ্রদ্ধানং নৈসর্গিকমেকং অপরং পরোপ-দেশজম্। পৃথিব্যাদিষট্কোপাদানকং ষড়িন্দ্রিয়াসংযম-নঞ্চ অবিরতিঃ। পঞ্চসমিতিগুপ্তিষনুৎসাহঃ প্রমাদঃ। কষায়ঃ ক্রোধাদিঃ। তত্র কষায়ান্তাঃ স্থিত্যনুভাববন্ধ-হেতবঃ প্রকৃতিপ্রদেশবন্ধহেতুর্যোগ ইতি বিভাগঃ॥ ৫০॥

বন্ধশ্চতুর্বিধ ইত্যুক্তং প্রকৃতিস্থিত্যনুভাবপ্রদেশাস্ত তদ্বিধয় ইতি। যথা নিম্বগুড়াদেস্তিক্তমধুরত্বাদিস্বভাবঃ এব-মাবরণীয়স্য জ্ঞানদর্শনাবরণত্বমাদিত্যপ্রভোচ্ছেদকান্তো-

তাহাকে বন্ধ বলিয়া থাকে। এখানে কষায়শব্দে যাবতীয় বন্ধের হেতু বুঝিতে হইবে। বাচকাচার্য্য ঐরূপ বন্ধহেতু সমস্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা, মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ ও কষায় এই সকল বন্ধের হেতু।

মিথ্যাদর্শন দ্বিবিধ। প্রথম, মিথ্যাকর্ম্মের উদয়বশে পরের উপদেশ ব্যতিরেকে সমুদ্ভূত তত্ত্বাশ্রদ্ধান। ইহা নৈসর্গিক। দ্বিতীয় পরোপদেশ-জনিত। পৃথিবী প্রভৃতি ছয় উপাদেশাত্মক ছয় ইন্দ্রিয়ের সংযমন না করার নাম অবিরতি। পঞ্চবিধ সমিতি গুপ্তিতে যে উৎসাহবিরহ, তাহাকে প্রমাদ বলে। কষায়শব্দে ক্রোধাদি। তন্মধ্যে মিথ্যাদর্শন হইতে কষায় পর্য্যন্ত চারিটী স্থিতি ও অনুভবের বন্ধের কারণ। আর, যোগ প্রকৃতি ও প্রদেশের বন্ধের হেতু। ইহাই বিভাগ॥ ৫০॥

বন্ধ চতুর্ব্বিধ, যথা, প্রকৃতি, স্থিতি, অনুভাব ও প্রদেশ। নিম্ব ও গুড়া-দির তিক্তত্ব ও মধুরত্বাদি স্বভাব। এইরূপ, আবরণীয় বস্তুর জ্ঞানদর্শনের

ধরবৎ প্রদীপপ্রভাতিরোধায়ককুম্ভবচ্চ সদসদ্বেদনীয়স্য সুখদুঃখোৎপাদকত্বমসিধারামধুলেহনবদ্দর্শনমোহনীয়স্য তত্ত্বার্থাশ্রদ্ধানকারিত্বং দুর্জনসঙ্গবচ্চারিত্রে মোহনীয়স্যাসংযমহেতুত্বং মদ্যমদবদায়ুষো দেহবন্ধকর্তৃত্বং জলবৎ নাম্নো বিচিত্রনামকারিত্বং চিত্রকবদ্গোত্রস্যোচ্চনীচকারিত্বং কুম্ভকারবদ্দানাদীনাং বিঘ্ননিদানত্বমন্তরায়স্য স্বভাবঃ কোশাধ্যক্ষবৎ। সোঽয়ং প্রকৃতিবন্ধোঽষ্টবিধঃ দ্রব্যকর্ম্মাবান্তরভেদমূলপ্রকৃতিবেদনীয়ঃ। তথাবোচদুমাস্বামিবাচকাচার্য্যঃ আদ্যো জ্ঞানদর্শনাবরণবেদনীয়মোহনীয়ায়ুর্নামগোত্রান্তরায়া ইতি তদ্ভেদঞ্চ সমগৃহ্নাৎ পঞ্চনবাষ্টা-

াবরণ করাই স্বভাব। যেমন. মেঘ সূর্য্যের প্রভাব আবরক এবং কুম্ভ প্রদীপপ্রভার উচ্ছেদক। পুনশ্চ, সদসদ্‌বেদনীয় বস্তুর স্বভাব সুখ ও দুঃখের উৎপাদন করা। যেমন, অসিধারাতে মধু অর্পণ করিয়া লেহন করিলে, সুখ ও দুঃখ উভয়ই উৎপন্ন হয়। দর্শনমোহনীয় অর্থাৎ যাহা দেখিলেই মোহ জন্মে, তাদৃশ বস্তুর স্বভাব তত্ত্বার্থে অশ্রদ্ধানকারিত্ব; যেমন দুর্জ্জন সঙ্গে তত্ত্বার্থে অশ্রদ্ধান জন্মাইয়া দেয়। পবিত্রমোহনীয় বস্তুর স্বভাব অসংযম সমুৎপাদন করা; যেমন মদ্যমদ অসংযমের হেতু। দেহে বন্ধের সংঘটন করা আয়ুর স্বভাব; যেমন জল। নামের স্বভাব, চিত্রকরের ন্যায় বিচিত্রনামকারিত্ব। গোত্রের স্বভাব, কুম্ভকারের ন্যায় উচ্চনীচকারিত্ব। অন্তরায়ের স্বভাব, কোষাধ্যক্ষের ন্যায় দানাদি ব্যাপারপরম্পরার বিঘ্ন সমুৎপাদন করা। এই প্রকৃতিবন্ধ অষ্টবিধ। তাহা দ্রব্য, কর্ম্ম, অবান্তর ভেদ ও মূল প্রকৃতি দ্বারা বেদনীয় অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। তথাহি, উমাস্বামী বাচকাচার্য্য বলিয়াছেন, জ্ঞানদর্শন, আবরণ, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র ও অন্তরায়,

বিংশতিচতুর্দ্বিচত্বারিংশদ্দ্বিপঞ্চদশভেদা যথাক্রমমিতি। এতচ্চ সর্ব্বং বিদ্যানন্দাদিভির্বিবৃতমিতি বিস্তরভয়ান্ন প্রস্তূয়তে ॥ ৫১ ॥

যথা অজাগোমহিষ্যাদিক্ষীরাণামেতাবন্তমনেহসং মাধুর্য্যস্বভাবাদপ্রচ্যুতিঃ স্থিতিঃ তথা জ্ঞানাবরণাদীনাং মূলপ্রকৃতীনামাদিতস্তিসৃণামন্তরায়স্য চ ত্রিংশৎসাগরোপমকোটিকোট্যঃ পরা স্থিতিরিত্যাদ্যুক্তং কালমুদ্ধানবং স্বীয়স্বভাবাদপ্রচ্যুতিঃ স্থিতিঃ ॥ ৫২ ॥

যথা অজাগোমহিষ্যাদিক্ষীরাণাং তীব্রমন্দাদিভাবেন স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষোঽনুভাবঃ তথা কর্ম্মপুদ্গলানাং স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষোঽনুভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

এই অষ্টবিধ প্রকৃতি বন্ধ। এতদ্ভিন্ন, পঞ্চ, নব, অষ্টাবিংশতি, দুই চারি দ্বিচত্বারিংশৎ এবং দ্বিপঞ্চদশবিধ ভেদও পরিকল্পিত হইয়াছে। বিদ্যানন্দ প্রভৃতিও এই সকল ভেদ বিবৃত করিয়াছেন, বিস্তরভয়ে সে সকল প্রস্তাবিত করা হইল না ॥ ৫১ ॥

যেমন, অজা, গো ও মহিষী প্রভৃতির ক্ষীররাশির এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মাধুর্য্যস্বভাব হইতে অপ্রচ্যুতিকে স্থিতি বলে, সেইরূপ জ্ঞানাবরণাদি, মূলপ্রকৃতি ও অন্তরায়, ইহারা স্বীয় স্বভাব হইতে কখনই প্রচ্যুত হয় না। ঐরূপে প্রচ্যুত না হওয়াকেই স্থিতি বলে ॥ ৫২ ॥

যেমন, অজা, গো ও মহিষী প্রভৃতির ক্ষীররাশির তীব্র মন্দাদিভাবে স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষকে অনুভাব বলে, সেইরূপ কর্ম্ম পুদ্গল সকলের স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষের নাম অনুভাব ॥ ৫৩ ॥

কর্ম্মভাবপরিণতপুদ্গলস্কন্ধানামনন্তানন্তপ্রদেশানাং আত্মপ্রদেশানুপ্রবেশঃ প্রদেশবন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

আস্রবনিরোধঃ সম্বরঃ যেনাত্মনি প্রবিশৎ কর্ম্ম প্রতিষিধ্যতে স গুপ্তিসমিত্যাদিঃ সম্বরঃ। সঞ্চারকারণাদ্যোগাদাত্মনো গোপনং গুপ্তিঃ। সা ত্রিবিধা কায়বাঙ্মনোনিগ্রহভেদাৎ। প্রাণিপীড়াপরিহারেণ সম্যগয়নং সমিতিঃ। সা ঈর্য্যাভাষাদিভেদাৎ পঞ্চধা ॥ ৫৫ ॥

প্রপঞ্চিতঞ্চ হেমচন্দ্রাচার্য্যৈঃ

লোকাতিবাহিতে মার্গে চুম্বিতে ভাস্বদংশুভিঃ।
জন্তুরক্ষার্থমালোক্য গতিরীর্য্যা মতা সতাম্ ॥ ৫৬ ॥

কর্ম্মভাবপ্রাপ্ত, অনন্তানন্তপ্রদেশবিশিষ্ট পুদ্গল স্কন্ধ সকলের আত্মপ্রদেশে অনুপ্রবেশকে প্রদেশবন্ধ বলে ॥ ৫৪ ॥

আস্রবনিরোধের নাম সংবর। যাহা দ্বারা আত্মাতে প্রবেশোদ্যত কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহার নাম গুপ্তিসমিত্যাদি সংবর। সঞ্চারের হেতুভূত যোগ হইতে আত্মার গোপন করাকে গুপ্তি বলে। গুপ্তি তিন-প্রকার। যথা, কায়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ ও বাক্যনিগ্রহ। প্রাণিগণের যাহাতে পীড়া অর্থাৎ ক্লেশ উপস্থিত না হইতে পারে, তদনুরূপে অয়ন অর্থাৎ সঞ্চরণ করার নাম সমিতি। এই সমিতি ঈর্ষা ও ভাষাদি ভেদে পঞ্চবিধ। অর্থাৎ ঈর্য্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণাসমিতি, আদান-সমিতি ও উৎসর্গসমিতি ॥ ৫৫ ॥

হেমচন্দ্রাচার্য্য ইহার যথাক্রমে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। যথা, সূর্য্যের কিরণে প্রকাশিত, লোক সকলের যাতায়াতপথে প্রাণিগণের রক্ষার্থ বিশেষরূপে দর্শন করিয়া, গমন করার নাম ঈর্য্যাসমিতি ॥ ৫৬ ॥

আপদ্যত্যাগতঃ সর্ব্বজনীনং মিতভাষণম্।
প্রিয়া বাচংযমানাং সা ভাষাসমিতিরুচ্যতে ॥ ৫৭ ॥
দ্বিচত্বারিংশতা ভিক্ষাদোষৈর্নিত্যমদূষিতম্।
মুনির্যদন্নমাদত্তে সেষণাসমিতির্ম্মতা ॥ ৫৮ ॥
আসনাদীনি সম্বীক্ষ্য প্রতিলঙ্ঘ্য চ যত্নতঃ।
গৃহ্ণীয়ান্নিক্ষিপেদ্ধ্যায়েৎ সাদানসমিতিঃ স্মৃতা ॥ ৫৯ ॥
কফমূত্রমলপ্রায়ৈর্নির্জন্তুজগতীতলে।
যত্নাদ্যদুৎসৃজেৎ সাধুঃ সোৎসর্গসমিতির্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

অত এবাস্রবঃ স্রোতসো দ্বারং সংবৃণোতীতি সম্বর ইতি নিরাহুঃ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ

যাহাতে সকল লোকের মনঃপ্রীতি জন্মিতে পারে, এরূপ মিতবাক্য প্রয়োগ করার নাম ভাষাসমিতি। যাঁহারা বাক্যসংযম করিয়াছেন, এই ভাষাসমিতি তাঁহাদের প্রিয় ॥ ৫৭ ॥

যে বিয়াল্লিশপ্রকার ভিক্ষাদোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাহাতে সেই সকলের কোনরূপ সংস্পর্শ নাই, তাদৃশ অন্ন গ্রহণ করার নাম সেষণাসমিতি ॥ ৫৮ ॥

আসনাদি সমুদায় সম্যক্‌রূপে দর্শন ও যত্নপূর্ব্বক প্রতিলঙ্ঘন করিয়া, গ্রহণ, নিক্ষেপ ও ধ্যান করিবে। ইহার নাম সাদানসমিতি ॥ ৫৯ ॥

কফ, মূত্র ও মলবাহুল্যে জগতীতল জন্তুহীন হইতে পারে। এইজন্য সাধুগণ যত্নপূর্ব্বক সে সকল বিসর্জ্জন করিবেন। ইহার নাম সোৎসর্গসমিতি ॥ ৬০ ॥

এই কারণে, আস্রব স্রোতঃ অর্থাৎ উৎপত্তির সংবরণ করে বলিয়া, উহার নাম সংবর হইয়াছে। ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরাও

আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সম্বরো মোহকারণম্।
ইতীয়মার্হতী মুষ্টিরন্যদস্যাঃ প্রপঞ্চনম্ ॥ ৬১ ॥

অর্জিতস্য কর্ম্মণস্তপঃপ্রভৃতিভির্নির্জরণং নির্জরাখ্যং তত্ত্বং চিরকালপ্রবৃত্তকষায়কলাপং পুণ্যং সুখদুঃখে চ দেহেন জরয়তি নাশয়তি কেশোল্লুঞ্চনাদিকং তপ উচ্যতে ॥ ৬২ ॥

সা নির্জরা দ্বিবিধা যথা কালোপক্রমিকভেদাৎ তত্র প্রথমা যস্মিন্ কালে যৎ কর্ম্ম ফলপ্রদত্বেনাভিমতং তস্মিন্নেব কালে ফলদানাদ্ভবতি নির্জরা কামাদিপাকজেতি চ জেগীয়তে। যৎ কর্ম্ম তপোবলাৎ স্বকামনয়োদয়াবলিং প্রবেশ্য প্রপদ্যতে তৎ কর্ম্ম নির্জরা ॥ ৬৩ ॥

তাহাই বলিয়াছেন। যথা, আস্রব উৎপত্তির হেতু; এবং সংবর মোহের কারণ। অর্হৎ এইরূপই মীমাংসা করিয়াছেন। অন্যরূপেও ইহার প্রপঞ্চন করা হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

অর্জ্জিত অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মের তপঃ প্রভৃতির দ্বারা নির্জ্জরণ অর্থাৎ ক্ষয় করার নাম নির্জ্জরা নামক তত্ত্ব। যাহার দ্বারা বহুকালের সঞ্চিত কষায়কলাপ, পুণ্য সুখ ও দুঃখ দেহের সহিত জরিত অর্থাৎ বিনাশিত হয় তাহাকে তপ বলে। কেশলুঞ্চনাদি এই তপের স্বরূপ ॥ ৬২ ॥

এই নির্জ্জরা দ্বিবিধ। যেমন কালনির্জ্জরা ও ঔপক্রমিক নির্জ্জরা। তন্মধ্যে, যে কালে যে কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া অভিমত হয়, সেই কালেই ফলদান করে; এই হেতু কালনির্জ্জরা হইয়া থাকে। এই কালনির্জ্জরাকে কামাদি-পাকজাও বলে। যে কর্ম্ম তপোবলে কর্ত্তার স্বকীয় কামনা-সহায়ে উদয় পরম্পরা, লাভ করিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম কর্ম্ম নির্জ্জরা ॥ ৬৩ ॥

যদাহ

সংসারবীজভূতানাং কর্ম্মণাং জরণাদিহ।
নির্জরা সম্মতা দ্বেধা সকামা কামনির্জরা॥
স্মৃতা সকামা যমিনামকামা ত্বন্যদেহিনামিতি॥ ৬৪॥

মিথ্যাদর্শনাদীনাং বন্ধহেতূনাং নিরোধঃ অভিনব কর্ম্মাভাবাৎ নির্জরাহেতুসন্নিধানেনার্জ্জিতস্য কর্ম্মণো নিরসনাদাত্যন্তিককর্ম্মমোক্ষণং মোক্ষঃ বন্ধহেতুভবহেতুনির্জরাভ্যাং কৃৎস্নকর্ম্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষ ইতি তদনন্তরমূর্দ্ধং গচ্ছত্যালোকান্তাৎ যথা হস্তদণ্ডাদিভ্রমিপ্রেরিত কুলালচক্রমুপরতেঽপি তস্মিন্ তদ্বলাদেবাসংস্কারক্ষয়াদ্ভ্রমতি তথা ভবস্থেনাত্মনা অপবর্গপ্রাপ্তয়ে বহুশো যৎ

তথাহি, বলিয়াছেন, সংসারের বীজভূত কর্ম্ম সকলের জর অর্থাৎ ক্ষয় করে, বলিয়া, নির্জ্জরা নাম হইয়াছে। ইহা দ্বিবিধ সকামা ও কামনির্জ্জরা। তন্মধ্যে যমীদিগের পক্ষে সকামা ও অন্যদেহিদিগের পক্ষে অকামা প্রশস্তা॥ ৬৪॥

উল্লিখিত মিথ্যাদর্শনাদি যে সকল বন্ধের কারণ বলিয়া পরিগণিত তাহাদের নিরোধের নাম মোক্ষ। অথবা অভিনব কর্ম্মের অভাব এবং নির্জ্জরা হেতুর সন্নিধান দ্বারা অর্জ্জিত কর্ম্মের নিরসন এই উভয়বিধ উপায়ে আত্যন্তিক অর্থাৎ একবারেই যে কর্ম্মের মোক্ষণ অর্থাৎ পরিহার সংঘটিত হয়, তাহাকে মোক্ষ বলে। অথবা, বন্ধের কারণ এবং উৎপত্তির হেতু, এই দ্বিবিধ নির্জ্জরা সহায়ে সমুদায় কর্ম্মের নিঃশেষে বর্জ্জন করার নাম মোক্ষ। এই মোক্ষের পর আলোকান্ত হইতে ঊর্দ্ধে গমন হইয়া থাকে। যেমন, হস্তদণ্ডাদি দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া চালাইয়া দিলে, কুম্ভকারের চক্র তাহার নিবৃত্তিতেও, তৎপ্রভাবে, যাব

কৃতং প্রণিধানং মুক্তস্য তদভাবেঽপি পূর্ব্বসংস্কারাদালোকান্তং গমনমুপপদ্যতে যথা বা মৃত্তিকালেপকৃতমলাবুদ্রব্যং জলেঽধঃপততি পুনরপেতমৃত্তিকাবন্ধমূর্দ্ধং গচ্ছতি তথা কর্ম্মরহিত আত্মা অসঙ্গত্বাদূর্দ্ধং গচ্ছতি বন্ধচ্ছেদাদেরণ্ডবীজবচ্চোর্দ্ধগতিস্বভাবাচ্চাগ্নিশিখাবৎ ॥ ৬৫ ॥

অন্যোন্যং প্রদেশানুপ্রবেশে সত্যবিভাগেনাবস্থানং বন্ধঃ পরস্পরপ্রাপ্তিমাত্রং সঙ্গঃ। তদুক্তং পূর্ব্বপ্রযোগাদসঙ্গত্বাদ্বন্ধচ্ছেদাত্তথা গতিপরিণামাচ্চাবিরুদ্ধং কুলালচক্রবদ্ব্যপগতলেপালাবুবদেরণ্ডবীজবদগ্নিশিখাবচ্চেতি ॥ ৬৬ ॥

বগের ক্ষয় না হয়, তাবৎ গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ, ভবস্থ আত্মা দ্বারা অপবর্গ প্রাপ্তির জন্য বারম্বার যে প্রণিধান সমাহিত হয়, মুক্তাবস্থায় তাহার অভাব হইলেও, পূর্ব্বসংস্কারবলে আলোকান্তগমন উপপন্ন হইয়া থাকে। অথবা, যেমন মৃত্তিকালিপ্ত অলাবু জলে নিমগ্ন হয়, এবং মৃত্তিকালেপ পরিশূন্য হইলে, পুনরায় উন্মগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ, কর্ম্মরহিত আত্মা অসঙ্গবশতঃ উর্দ্ধ গমন করে। এরণ্ডবীজ ও অগ্নিশিখা, ইহাদের যেমন উর্দ্ধগমন করা স্বভাব, আত্মাও সেইরূপ স্বভাবতঃ উর্দ্ধগমনশীল। সেইজন্য বন্ধের উচ্ছেদ হইলে, তাহার ঐরূপ উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

পরস্পরপ্রদেশানুপ্রবেশ হইলে, যে অবিভাগক্রমে অবস্থান ঘটে, তাহার নাম বন্ধ। আর, পরস্পরপ্রাপ্তিমাত্রকে সঙ্গ বলে। এইজন্য বলিয়াছেন, পূর্ব্বপ্রয়োগ, সঙ্গহীনতা, বন্ধচ্ছেদ, গতি, পরিণাম, এই সকল উপায়ে কুলালচক্রের ন্যায়, মৃত্তিকালেপবিরহিত অলাবুর ন্যায়, এরণ্ডবীজের ন্যায় ও অগ্নিশিখার ন্যায় ইত্যাদি ॥ ৬৬ ॥

অতএব পঠন্তি

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।

অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশমাগতা ইতি ॥৬৭॥

অন্যে তু গতসমস্তক্লেশতদ্বাসনস্যানাবরণজ্ঞানস্য সুখৈকতানস্যাত্মন উপরিদেশাবস্থানং মুক্তিরিত্যাস্থিষত। এবমুক্তানি সুখদুঃখসাধনাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং সহিতানি নব পদার্থান্ কেচনাঙ্গীচক্রুঃ। তদুক্তং সিদ্ধান্তে। জীবাজীবৌ পুণ্যপাপযুতাবাস্রবঃ সম্বরো নির্জরণং বন্ধো মোক্ষশ্চ নব তত্ত্বানীতি। সংগ্রহে প্রবৃত্তা বয়মুপরতাঃ স্ম ॥ ৬৮ ॥

অত্র সর্ব্বত্র সপ্তভঙ্গিনয়াখ্যং ন্যায়মবতারয়ন্তি জৈনাঃ স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি স্যাদস্তি চ নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তি

এই কারণেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ বারম্বার গমন করিয়া, নিবৃত্ত হয়; কিন্তু যাঁহারা আলোকাকাশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা আজিও আর ফিরিলেন না। ৬৭ ॥

অন্যান্যেরা বলিয়া থাকেন, সমস্তক্লেশহীন, সমুদায়বাসনাবিহীন ও অনাবরণজ্ঞানসম্পন্ন হইলে, আত্মা সুখমাত্রের প্রাপ্তিতেই মুক্তভাবাপন্ন হইয়া, যে উপরি দেশে অবস্থান করেন, তাহার নাম মুক্তি। এইরূপে কেহ কেহ সুখ-দুঃখের সাধনস্বরূপ পুণ্যপাপসহিত নব পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। সিদ্ধান্তে তাহা বলা হইয়াছে। যথা, জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জরণ, বন্ধ, মোক্ষ, এই নয়টী তত্ত্ব। আমরা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি; সুতরাং এই স্থানেই নিবৃত্ত হইলাম।

জৈনেরা সর্ব্বত্র সপ্তভঙ্গিনয়নামক ন্যায়ের অবতারণা করিয়া থাকেন। যথা, স্যাদস্তি, অর্থাৎ কোন রূপে আছে; স্যান্নাস্তি অর্থাৎ কোনরূপে নাই;

চাবক্তব্যঃ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যঃ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য ইতি ॥ ৬৯ ॥

তৎসর্ব্বমনন্তবীর্য্যঃ প্রত্যপীপদৎ
তদ্বিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতি গতির্ভবেৎ।
স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যাত্তন্নিষেধে বিবক্ষিতে ॥ ৭০ ॥
ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভাক্।
যুগপত্তদ্বিবক্ষায়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ ॥ ৭১ ॥
আদ্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইষ্যতে।
অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ ॥
সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যত ইতি ॥ ৭২ ॥

স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অর্থাৎ কোনরূপে আছে ও নাই। স্যাদস্তি চাবক্তব্য, অর্থাৎ কোনরূপে আছে, বলা যায় না। স্যান্নাস্তি চাবক্তব্য, অর্থাৎ কোনরূপে নাই, বলাও যায় না। স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য অর্থাৎ কোনরূপে আছে ও নাই, বলা যায় না। এই সাতটী সপ্তভঙ্গিনয়নামক ন্যায় ॥ ৬৯ ॥

অনন্তবীর্য্য এই সকলের এইরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যেখানে বিধান বিবক্ষিত হয়, সেইখানেই প্রথম ন্যায়ের অবতারণা হইয়া থাকে। যেখানে ঐ প্রথমের নিষেধ বিবক্ষিত হয়, সেখানে দ্বিতীয় ন্যায়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

যথাক্রমে উভয়ের বাসনায় যুগপৎ বিবক্ষা হইলে, সমুদায়ের প্রয়োগ করা হয়। যেখানে অশক্তি অর্থাৎ ঐরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, সেইখানেই অবাচ্য হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

প্রথম ন্যায়ের অবাচ্যবিবক্ষা হইলে, পঞ্চম ন্যায়ের প্রয়োগ বিহিত হয়। অন্ত্যের অবাচ্য বিবক্ষা হইলে, ষষ্ঠ ন্যায়ের সমুদ্ভব হইয়া থাকে। আর একবারে সমুদায়ের প্রয়োগ হইলে, সপ্তম ন্যায় কথিত হয় ॥ ৭২ ॥

স্যাচ্ছব্দঃ খল্বয়ং নিপাতঃ তিঙন্তপ্রতিরূপকোঽনেকান্তদ্যোতকঃ। যথোক্তং

বাক্যেষ্বনেকান্তদ্যোতিগম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাত্তিঙন্তপ্রতিরূপক ইতি ॥৭৩॥

যদি পুনরেকান্তদ্যোতকঃ স্যাচ্ছব্দোঽয়ং স্যাত্তদা স্যাদস্তীতি বাক্যে স্যাৎপদমনর্থকং স্যাৎ অনেকান্তদ্যোতকত্বে তু স্যাদস্তি কথঞ্চিদস্তীতি স্যাৎপদাৎ কথঞ্চিদিতি অয়মর্থো লভ্যত ইতি নানর্থক্যম্ ॥ ৭৪ ॥

তদাহ

স্যাদ্বাদঃ সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিং বৃততদ্বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গিনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকৃদিতি ॥ ৭৫ ॥

এখানে স্যাৎশব্দ নিশ্চয়ই অব্যয়; তিঙন্তের প্রতিরূপে প্রযোজিত হইয়াছে। যেহেতু ইহা অনেকান্তের প্রকাশক। প্রমাণ যথা, বাক্যের মধ্যে প্রযোজিত অব্যয় শব্দ প্রতিবিশেষণে অতীব বিশদরূপে অনেকান্তের দ্যোতক হইলে, অর্থযোগবশতঃ তিঙন্তের প্রতিরূপক হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

যদি বল, উল্লিখিত স্যাৎশব্দ একান্তমাত্রের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে, স্যাদস্তি এই বাক্যে যে স্যাৎ শব্দ আছে, তাহা অনর্থক হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকান্তের দ্যোতক হইলে, স্যাদস্তি পদে কথঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে, এইরূপ অর্থের প্রতীতি হয়। ফলতঃ, স্যাৎ এই শব্দে কথঞ্চিৎ, এইরূপ অর্থই লব্ধ হইয়া থাকে। ইহার কখন অনর্থকতা নাই ॥ ৭৪ ॥

প্রমাণ যথা, যেখানে সর্ব্বতোভাবে একান্তের ত্যাগ হয়, সেইখানেই স্যাদ্বাদ প্রযোজিত হইয়া থাকে। এই স্যাদ্বাদ সপ্তভঙ্গিনয়সাপেক্ষ এবং হেয় ও উপাদেয়, এই উভয়ের পার্থক্য বিধান করিয়া দেয় ॥ ৭৫ ॥

যদি বস্তুন্যেকান্ততঃ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনাস্তীতি ন উপাদিৎসাজিহাসাভ্যাং ক্বচিৎ কদা কেনচিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা প্রাপ্তপ্রাপণীয়ত্বহেয়হানানুপপত্তেশ্চ। অনেকান্তপক্ষে তু কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কেনচিৎ সত্ত্বেন হানোপাদানে প্রেক্ষাবতামুপপদ্যেতে। কিঞ্চ বস্তুনঃ সত্ত্বং স্বভাবঃ অসত্ত্বং বেত্যাদি প্রষ্টব্যং ন তাবদস্তিত্বং বস্তুনঃ স্বভাব ইতি সমস্তি ঘটোঽস্তীত্যনয়োঃ পর্য্যায়তয়া যুগপৎপ্রয়োগাযোগাৎ নাস্তীতি প্রয়োগবিরোধাচ্চ এবমন্যত্রাপি যোজ্যম্ ॥ ৭৬ ॥

যথোক্তং

ঘটোঽস্তীতি ন বক্তব্যং সন্নেব হি যতো ঘটঃ।

যদি বস্তু একান্তই থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মবে থাকে। পরিগ্রহ ও পরিহার, এই উভয়ের ইচ্ছাক্রমে ক্বচিৎ কদাচিৎ কাহা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও আবার নিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কেন না, প্রাপ্ত, প্রাপনীয়ত্ব, হেয় ও হান এই সকলের অনুপপত্তি হইয়া থাকে। অনেকান্ত পক্ষে, কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কাহা কর্ত্তৃক পরিগ্রহ ও প্রত্যাখ্যান উপপাদিত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সত্ত্ব কিম্বা অসত্ত্ব বস্তুর স্বভাব? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, অস্তিত্ব বস্তুর স্বভাব নহে। কেন না, আছে এবং ঘট আছে; এই উভয় এক পর্য্যায়বিশিষ্ট, যুগপৎ ইহাদের প্রয়োগ হইতে পারে না। বিশেষতঃ নাস্তি অর্থাৎ নাই; এইরূপ প্রয়োগের সহিত বিরোধ সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যত্রও যোজনা করা যাইতে পারে ॥ ৭৬ ॥

এই জন্যই, বলিয়াছেন, ঘট আছে, বলিতে পার না; কারণ,

নাস্তীত্যপি ন বক্তব্যং বিরোধাৎ সদসত্ত্বয়োরিত্যাদি॥ ৭৭ ॥

তস্মাদিত্থং বক্তব্যং সদসৎসদসদনির্ব্বচনীয়বাদভেদেন প্রতিবাদিনশ্চতুর্ব্বিধাঃ পুনরপ্যনির্ব্বচনীয়মতেনামিশ্রিতানি সদসদাদিমতানীতি ত্রিবিধাঃ তান্ প্রতি কিং বস্ত্বস্তীত্যাদিপর্য্যনুযোগে কথঞ্চিদস্তীত্যাদিপ্রতিবচনসম্ভবেন তে বাদিনঃ সর্ব্বে নির্ব্বিন্নাঃ সন্তঃ তূষ্ণীমাসত ইতি সম্পূর্ণার্থবিনিশ্চায়িনঃ স্যাদ্বাদমঙ্গীকুর্ব্বতস্তত্র তত্র বিজয় ইতি সর্ব্বমুপপন্নম্ ॥ ৭৮ ॥

যদবোচদাচার্য্যঃ স্যাদ্বাদমঞ্জর্য্যাং

অনেকান্তাত্মকং বস্তু গোচরঃ সর্ব্বসম্বিদাম্।
একদেশবিশিষ্টোঽর্থো ন যস্য বিষয়ো মতঃ ॥ ৭৯ ॥

ঘটই সৎস্বরূপ আবার, নাইও, বলিতে পার না। কেন না, নাই বলিলে, সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বিরোধ ঘটে। অর্থাৎ এক বস্তু আছে, আবার নাই, কখনও এরূপ হইতে পারে না॥ ৭৭ ॥

এই কারণে এইরূপ বলা যাইতে পারে, সৎ, অসৎ, সদসৎ ও অনির্ব্বচনীয় মত ভেদে প্রতিবাদী চতুর্ব্বিধ। পুনশ্চ, অনির্ব্বচনীয় মত ছাড়িয়া দিলে, সৎ, অসৎ ও সদসৎ, তিনপ্রকার হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বস্তু আছে কি? তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ আছে, ইত্যাদি প্রতিবচন সম্ভাবনায় তাহারা সকলেই নির্ব্বিন্ন হই চুপ করিয়া থাকে। এইরূপে স্যাদবাদ স্বীকার করিলে, সম্পূর্ণরূপে অর্থ বিনির্ণীত ও তন্নিবন্ধন সর্ব্বত্রই জয়লাভ হয়। ইহা সর্ব্বতোভাবেই উপপন্ন॥ ৭৮ ॥

আচার্য্য স্যাদ্‌বাদমঞ্জরীতে বলিয়াছেন, যে বস্তু অনেকান্তাত্মক

ন্যায়ানামেকনিষ্ঠানাং প্রবৃত্তৌ শ্রুতবর্ত্মনি।
সম্পূর্ণার্থবিনিশ্চায়ি স্যাদ্বস্তু শ্রুতমুচ্যত ইতি॥ ৮০॥

অন্যোন্যপক্ষপ্রতিপক্ষভাবাদ্যথাপরে মৎসরিণঃ প্রবাদাঃ। নয়ানশেষানবিশেষমিচ্ছন্নপক্ষপাতী সময়স্তথার্হত ইতি॥ ৮১॥

জিনদত্তসূরিণা জৈনং মতমিত্থমুক্তম্।
বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দানলাভয়োঃ।
অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ভীরজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্॥ ৮২॥
হিংসা রত্যরতী রাগদ্বেষৌ রতিরতিস্মরঃ।
শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা নয়স্য সঃ॥৮৩॥
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।
জ্ঞানদর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্তিনি॥ ৮৪॥

তাহাই সকলসর্ব্বদেব বিষয়ীভূত। যাহা একদেশবিশিষ্ট, তাহা কাহারই বিষয়ীভূত নহে। একদেশবিশিষ্ট ন্যায় সকল প্রবৃত্ত হইলে, যাহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্থ বিনিশ্চিত হয়, তাহাকেই শ্রুতমার্গে শ্রুত বলে॥ ৭৯-৮০॥

পরস্পরের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভাব উপস্থিত হইলে, অপরে যেমন মাৎসর্য্য প্রকাশ করে, অর্হৎ সেরূপ কিছুই করেন না। ইনি অপক্ষপাতী, মত সকলের পরস্পর বিরোধ অপনয়নার্থই ইহাঁর উদ্যম॥ ৮১॥

জিনদত্ত সূরি জৈনমত এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা, বল, ভোগ, উপভোগ এবং দান ও লাভ এই সকলের অন্তরায়ভূত নিদ্রা, ভয়, অজ্ঞান ও জুগুপ্সিত॥ ৮২॥

হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ রতি, রতিস্মর শোক ও মিথ্যা এই অষ্টাদশ নয়-দোষ॥ ৮৩॥

জিন দেবই গুরু ও সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টা। জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রই অপবর্গের প্রকাশক॥ ৮৪॥

স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষমনুমাপি চ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা ॥ ৮৫ ॥
জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাস্রবঃ সম্বরোঽপি চ।
বন্ধো নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে ॥ ৮৬ ॥
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।
সৎকর্ম্ম পুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
আস্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বিয়োজনম্।
অষ্টকর্ম্মক্ষয়ান্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন।
পুণ্যস্য সংস্রবে পাপস্যাস্রবে ক্রিয়তে পুনঃ ॥ ৮৮ ॥
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকাগূঢ়স্য চাত্মনঃ।
ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নির্ব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা ॥ ৮৯ ॥

স্যাদ্‌বাদের দুইটী প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সমুদায় বস্তুই নিত্যানিত্যাত্মক। তত্ত্ব নয়টি বা সাতটি ॥ ৮৫ ॥

ইহাদের নাম যথা, জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরণ ও মুক্তি। অধুনা ইহাদের ব্যাখ্যা করা হইতেছে ॥ ৮৬ ॥

জীবের স্বরূপ চেতনা। অজীব তদ্বিপরীত-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। সৎকর্ম্ম পুদ্গলের নাম পুণ্য; পাপ তাহার বিপরীত ॥ ৮৭ ॥

আস্রব শব্দে কর্ম্মবন্ধ। নির্জর শব্দে তদ্বিয়োজন। অষ্টকর্ম্মের ক্ষয় হইতে মোক্ষ হয়। কেহ কেহ ইহাকে অন্তর্ভাব বলে। পুণ্যের সংস্রবে ও পাপের আস্রবে অর্থাৎ বিনাশে মোক্ষ বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

আত্মা অনন্ত চতুষ্ক লাভ করিয়া অষ্টবিধ কর্ম্মের ক্ষয় যোগ প্রাপ্ত হইলে, তাহার মুক্তি সংঘটন হয়। জিনের মতে ইহার নাম নিব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ঐরূপ মুক্তি লাভ হইলে, আর তাহাকে কখনই সংসারে ফিরিতে হইবে না ॥ ৮৯ ॥

সরজোহরণা ভৈক্ষভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃ নিঃশঙ্কা জৈনসাধবঃ॥ ৯০॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ॥ ৯১॥
ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে আর্হতদর্শনম্।

রামানুজদর্শনম্।

তদেতদার্হতমতং প্রামাণিকগর্হণমর্হতি ন হ্যেকস্মিন্ বস্তুনি পরমার্থে সতি পরমার্থসতাং যুগপৎ সদসত্ত্বাদি-ধর্ম্মাণাং সমাবেশঃ সম্ভবতি। ন চ সদসত্ত্বয়োঃ পরস্পর-

---

জৈন সাধুগণ ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন, শ্বেত বস্ত্র ধারণ করেন, ক্ষমাশীল ও সর্ব্বথা নির্লিপ্ত হয়েন॥ ৯০॥

দ্বিতীয়প্রকার জৈন সাধু আছেন, ইহাদের নাম জিনর্ষি; ইহাঁরা মুণ্ডিতমস্তক, পিচ্ছিকাহস্ত, পাণিপাত্র, দিগম্বর এবং ইহাঁরা দাতার গৃহেও ভোজন করেন না॥ ৯১॥ আর্হতদর্শন সমাপ্ত।

রামানুজদর্শনম্।

আর্হত যাহা বলিয়াছেন, তাহার সর্ব্বথা প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন হইয়া থাকে। যাহা পরমার্থ-সৎ, তাদৃশ এক বস্তুতে পরমার্থসৎ সদসত্ত্বাদি ধর্ম্ম সকলের যুগপৎ সমাবেশ সম্ভবপর হইতে পারে না। সূর্য্য আলোক আছে, আবার অন্ধকার আছে, ইহা কখন বলা যায় না। অথবা ঘট আছে, আবার নাই যুগপৎ এরূপ বলাও সঙ্গত হইতে পারে না।

বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে বিকল্পঃ কিং ন স্যাদিতি বদি-তব্যং ক্রিয়া হি বিকল্প্যতে ন বস্ত্বিতি ন্যায়াৎ ॥ ১ ॥

ন চানেকান্তং জগৎ সর্ব্বং হেরম্বনরসিংহবদিতি দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভবশাদেষ্টব্যং একস্মিন্ দেশে গজত্বং সিংহত্বং বা অপরস্মিন্ নরত্বমিতি দেশভেদেন বিরোধাভাবেন তস্যৈকস্মিন্ দেশ এব সত্ত্বাসত্ত্বাদিনা অনেকান্তত্বাভিধানে দৃষ্টান্তানুপপত্তেঃ। ননু দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বং পর্য্যায়াত্মনা তদভাব ইত্যুভয়মপ্যুপপন্নমিতি চেন্মৈবং কালভেদেন

যদি বল, সত্ত্ব অসত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং, তাহাদের সমুচ্চয় অর্থাৎ একতা অসম্ভব বটে; কিন্তু বিকল্পে এরূপ একতা হইবার অসম্ভাবনা কি? এরূপ বলিতে পারিবে না। কেন না, ক্রিয়ারই বিকল্প হয়, বস্তুর কথন হয় না। এইরূপ ন্যায় প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১ ॥

হেরম্ব ও নরসিংহের ন্যায়, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের আশ্রয়বশতঃ, জগৎকে অনেকান্ত বলিতে পার না। একদেশে গজত্ব ও সিংহত্ব এবং অপর দেশে নরত্ব; এইরূপ দেশভেদে বিরোধের অভাববশতঃ কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু এরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই, যাহা দ্বারা একদেশেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দ্বারা জগৎকে ঐরূপ অনেকান্ত বলা যাইতে পারে। ইহার ভাবার্থ এই নরসিংহ বলিলে, ইহাই বুঝাইয়া থাকে, শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সিংহের ন্যায় এবং পরভাগ মনুষ্যের ন্যায়। ইহাতে দেশভেদ বলা হইল। সেইজন্য কোনরূপ বিরোধ হইল না। এক-দেশ বলিলে বিরোধ হইত। কিন্তু জগতের পক্ষে তাহা নাই। একদেশ বলা হইয়াছে। এইজন্য বিরোধ হইল। যদি বল, বস্তু দ্রব্যরূপে আছে এবং সংজ্ঞারূপে নাই। এস্থলে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ই উপপন্ন হইল। এরূপও বলিতে পার না। কেন না, কালভেদেই কোন বস্তু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব

হি কস্যচিৎ সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ স্বভাব ইতি ন কশ্চিদ্দোষঃ ॥ ২ ॥

ন চৈকস্য হ্রস্বত্বদীর্ঘত্ববদনেকান্তত্বং জগতঃ স্যাদিতি বাচ্যং প্রতিযোগিভেদেন বিরোধাভাবাৎ। তস্মাৎ প্রমাণাভাবাৎ যুগপৎ সত্ত্বাসত্ত্বে পরস্পরবিরুদ্ধে নৈকস্মিন্বস্তুনি বস্তুং যুক্তে। এবমন্যাসামপি ভঙ্গীনাং ভঙ্গোঽবগন্তব্যঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বস্যাস্য মূলভূতঃ সপ্তভঙ্গিনয়ঃ স্বয়মেকান্তঃ অনেকান্তো বা আদ্যে সর্ব্বমনেকান্তমিতি প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতঃ দ্বিতীয়ে বিবক্ষিতার্থাসিদ্ধিঃ অনেকান্তত্বেনা-

---

ভাব, এইরূপ বলিলে দোষ হইতে পারে না। ফলতঃ, কালেতেই স্তুর সত্ত্ব ও অসত্ত্ব (থাকা ও না থাকা) হয়; স্থানে বা নামে নহে ॥ ২ ॥

আবার, এক ব্যক্তির হ্রসত্ব ও দীর্ঘত্বের ন্যায়, জগৎকে অনেকান্ত লিতে পার না। কেন না, ইহাতে প্রতিযোগী ভেদে বিরোধের অভাব টে। ইহার ভাবার্থ এই, হ্রস্বের কখন হ্রস্বত্বের অভাব হয় না; তাহার ির্ঘত্বের অভাব হইয়া থাকে। ফলতঃ, যে ব্যক্তি হ্রস্ব, তাহাকে কখনও র্ঘও বলিতে পার না। এইরূপে প্রমাণের অভাববশতঃ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব রস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, যুগপৎ এক বস্তুতে থাকিতে পারে না। এই পে অন্যান্য ভঙ্গি সকলেরও ভঙ্গ অর্থাৎ খণ্ডন হইয়া থাকে, ানিবে ॥ ৩ ॥

পুনশ্চ, এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ হইতে পারে, সকলের মূলস্বরূপ উল্লিাত সপ্তভঙ্গিনয় একান্ত কি অনেকান্ত? একান্ত বলিলে, সমুদায়ই নেকান্ত, এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত । আর, অনেকান্ত বলিলে, বিবক্ষিত অর্থের অসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধকত্বাৎ তথা চেয়মুভয়তঃ পাশরজ্জুঃ স্যাদ্বাদিন স্যাৎ ॥ ৪ ॥

অপি চ নবত্বসপ্তত্বাদিনির্দ্ধারণস্য ফলস্য তন্নির্দ্ধারয়িতুঃ প্রমাতুশ্চ তৎকরণস্য প্রমাণস্য প্রমেয়স্য নবত্বাদেরনিয়মে সাধু সমর্থিতমাত্মনস্তীর্থকরত্বং দেবানাং প্রিয়েণার্হতমত-প্রবর্ত্তকেন। তথা জীবস্য দেহানুরূপপরিমাণত্বাঙ্গীকারে যোগবলাদনেকপরিগ্রাহকযোগিজীবেষু প্রতিশরীরং জীব-বিচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত মনুজশরীরপরিমাণো জীবো মতঙ্গজ-দেহং কৃৎস্নং প্রবেষ্টুং ন প্রভবেৎ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ গজাদিশরীরং পরিত্যজ্য পিপীলিকাশরীরং

কেন না, উহাতে কখন সাধকত্ব হইতে পারে না। এইরূপে স্যাদ্বাদীর উভয় দিকেই বদ্ধ হইয়া পড়েন ॥ ৪ ॥

অপিচ একবার নবতত্ত্ব ও পুনরায় সপ্ততত্ত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং উহার নির্দ্ধারণ ফলের যেমন কোনরূপ নিয়ম নাই, সেইরূপ তাহার নির্দ্ধারণকর্ত্তা প্রমাতা, তাহার করণ প্রমাণ ও প্রমেয় নবত্বাদিরও কোনরূপ স্থিরতা নাই বা হয় না। সুতরাং দেবগণের প্রিয় আর্হতমতপ্রবর্ত্তক আপনার তীর্থকরত্ব বেশই সমর্থিত করিয়াছেন। আর্হত মতে লিখিত আছে, দেহের পরিমাণানুসারে জীবের পরিমাণ হইয়া থাকে। ইহা স্বীকার করিলে, যোগবলে যোগী জীব যখন অনেক শরীর পরিগ্রহ করেন, তখন তাঁহার প্রতি শরীরে জীব বিচ্ছেদপ্রসক্তির সম্ভাবনা ঘটে। কেন না, মানুষ-শরীর-পরিমিত জীব হস্তীর শরীরে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

আবার, গজাদি শরীর পরিত্যাগ করিয়া, পিপীলিকাশরীরে

বিশতঃ প্রাচীনশরীরসন্নিবেশবিনাশোঽপি প্রাপ্নুয়াৎ। ন চ যথা প্রদীপপ্রভাবিশেষঃ প্রপাপ্রাসাদাদ্যুদরবর্ত্তিসঙ্কোচবিকাশবান্ তথা জীবোঽপি মনুজমতঙ্গজাদিশরীরেষু স্যাদিত্যেষিতব্যং প্রদীপবদেব সবিকারত্বেনানিত্যত্বপ্রাপ্তৌ কৃতপ্রণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ॥ ৬॥

এবং প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েন জীবপদার্থদূষণাভিধানদিশান্যত্রাপি দূষণমুৎপ্রেক্ষণীয়ম্। তস্মান্নিত্যনির্দোষশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদিদমুপাদেয়ং ন ভবতি। তদুক্তং ভগবতা ব্যাসেন নৈকস্মিন্নসম্ভবাদিতি রামানুজেন চ জৈনমতনিরা-

---

প্রবেশ করিবার সময় পূর্ব্ব শরীরসন্নিবেশের বিনাশ হইতে পারে। এস্থলে এরূপ সম্ভাবনা করিও না, যে, প্রদীপের প্রভাবিশেষ যেমন প্রপা ও প্রাসাদাদির অভ্যন্তরবর্ত্তী হইলে, তত্তৎ পরিমাণানুসারে যথাক্রমে সঙ্কোচ ও বিকাশ উভয়ই প্রাপ্ত হয়; মনুষ্য ও হস্তী প্রভৃতি শরীরে প্রবেশসময়ে জীবেরও তদ্বৎ সঙ্কোচ বিকাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। এরূপ হইলে, প্রদীপের ন্যায়, বিকারী পদার্থ, বলিয়া, জীবের অনিত্যত্ব-দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং অনিত্যত্ব হইলে, কৃতপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম এই দ্বিবিধ দোষও উপস্থিত হয়। জীব কিন্তু অনিত্য ও বিকারী নহেন॥ ৬॥

এইরূপে, যেমন প্রধান মল্লের পরাজয়ে অন্যান্য মল্লেরও পরাজয় সম্ভাবনা করা যায়, সেইরূপ আর্হত মতের প্রধান অঙ্গভূত জীব পদার্থ যখন সর্ব্বথা দোষযুক্ত ও ভ্রমপূর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন অন্যত্রও ঐরূপে দোষ ও ভ্রম প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেইজন্য এই আর্হতমত নিত্য-নির্দ্দোষ-শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ভগবান্ ব্যাসদেবও বলিয়াছেন, একপদার্থে সম্ভব হইতে পারে

করণপরত্বেন তদিদং সূত্রং ব্যাকারি। এষ হি তস্য সিদ্ধান্তঃ চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তৃভোগ্যনিয়ামকভেদেন ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি ॥ ৭ ॥

তদুক্তং

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।

ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি ॥৮॥

অপরে পুনরশেষবিশেষপ্রত্যনীকং চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ তচ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবমপি তত্ত্বমস্যাদি-সামানাধিকরণ্যাধিগতজীবৈক্যং বধ্যতে মুচ্যতে চ। তদ-তিরিক্তনানাবিধভোক্তৃভোক্তব্যাদিভেদপ্রপঞ্চঃ সর্ব্বোঽপি তস্মিন্নবিদ্যয়া পরিকল্পিতঃ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী-

---

না। রামানুজ জৈনমত নিরাকরণবিষয়ে এই সূত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত, যে, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরভেদে ভোক্তা, ভোগ ও নিয়ামকভেদ সংঘটিত হয়। তদনুসারে পদার্থ তিন প্রকার হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

প্রমাণ যথা, ভগবান্ হরিই ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ ভেদে পদার্থ ত্রিতয়। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীবকে চিৎপদার্থ বলে। আর, পরিদৃশ্যমান জগৎই অচিৎপদার্থ ॥ ৮ ॥

অন্যান্য ব্যক্তিরা ব্রহ্মমাত্রই স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, সেই ব্রহ্ম অশেষ, বিশেষ ও ব্যাপকস্বরূপ এবং চিন্মাত্র ও অদ্বিতীয়। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব হইলেও, তত্ত্বমস্যাদি সামানাধি-করণ্য দ্বারা প্রতিপাদিত জীবের সহিত একতাবশতঃ, যথাক্রমে বদ্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত, ভোক্তা ও ভোক্তব্য ইত্যাদি বিধানে যে বিবিধ ভেদ বিস্তারিত হইয়াছে, সমস্তই অবিদ্যাবলে পরিকল্পিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তিনিই সৎস্বরূপ,

দেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিবচননিচয়প্রামাণ্যাদিতি ব্রুবাণা-স্তরতি শোকমাত্মবিদিত্যাদিশ্রুতিশিরঃশতবশেন নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যয়া অনাদ্যবিদ্যানিবৃত্তিমঙ্গীকুর্ব্বাণাঃ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতীতি ভেদ-নিন্দাশ্রবণেন পারমার্থিকং ভেদং নিরাচক্ষাণাঃ বিচক্ষণ-ম্মন্যাস্তমিমং বিভাগং ন সহন্তে ॥ ৯॥

তত্রায়ং সমাধিরভিধীয়তে ভবেদেতদেবং যদ্য-বিদ্যায়াং প্রমাণং বিদ্যেত ন চৈবমনাদিভাবরূপং জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যমজ্ঞানমহমজ্ঞো মামন্যচ্চ ন জানামীতি প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

তিনিই অগ্রে ছিলেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, ইত্যাদি বচননিচয় দ্বারাই উক্ত অভেদ প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন, আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, ইত্যাদি শত শত উপনিষদ বচনানুসারে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাদ্বারা ঐ অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পুনশ্চ, যে ব্যক্তি নানাত্বদর্শন করে, সে মৃত্যু হইতেও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি বিধানক্রমে যে ভেদনিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে তাঁহারা পারমার্থিক ভেদের নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইত্যাদি কারণে সেই বিচক্ষণত্বাভিমানী পুরুষগণ উপরিলিখিত ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ এইরূপ ভেদে ত্রিবিধ বিভাগ স্বীকার করেন না ॥ ৯ ॥

এবিষয়ের এইরূপে সমাধান বা মীমাংসা হইতে পারে, যদি অভাব-রূপ অবিদ্যার প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে, এইরূপ অভেদকল্পনা হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। কেন না, অনাদিভাবস্বরূপ অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আমি অজ্ঞ, আমাকে বা অন্যকে জানি না। এইরূপে অজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তদুক্তং

অনাদিভাবরূপং যদ্বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।

তদজ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সম্প্রচক্ষত ইতি ॥১১॥

ন চৈতৎ জ্ঞানাভাববিষয়মিত্যাশঙ্কনীয়ং কো হি কং ব্রূয়াৎ প্রভাকরকরাবলম্বী ভট্টদত্তহস্তো বা নাদ্যঃ।

স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে।

বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ কৈশ্চিদ্রূপং কদাচনেতি ॥১২॥

ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।

ভাবান্তরমভাবোঽন্যো ন কৈশ্চিদনিরূপণাৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি বদতা ভাবব্যতিরিক্তস্যাভাবস্যানভ্যুপগমাৎ। অভাবস্য ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বেন জ্ঞানস্য নিত্যানুমেয়ত্বেন

শাস্ত্রান্তরে জ্ঞানের উদয় হইলে, যে অনাদিভাব-স্বরূপ বস্তুর বিনাশ হয়, তাহার নাম অজ্ঞান, অজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১১ ॥

এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, ইহা জ্ঞানের অভাবকেই বুঝাইতেছে; কেন না, কে কাহাকে বলিবে? যাহারা প্রভাকরের মতাবলম্বী তাহারা বলিবে, না, ভট্টদত্তের মতাবলম্বীরা বলিবে? প্রথমেরা কখনই নহে। কেন না, স্বরূপ ও পররূপ দ্বারা নিত্য সদসদাত্মক বস্তুতে কোনপ্রকার কিছু কদাচ জানা যাইতে পারে ॥ ১২ ॥

কেন না কোনরূপ বিধানে অভাব পদার্থ ভাবপদার্থেরই অন্তভূত। কেন না, অভাবপদার্থ ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু স্বরূপ, ইহা নিরূপণই করা যাইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

এইরূপ নির্দ্দেশ থাকাতে, অভাব পদার্থ যে ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন, তাহার অভ্যুপগমই হইল না। অভাব পদার্থ ষষ্ঠপ্রমাণের গোচর

চ তদভাবস্য প্রত্যক্ষবিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। যদি পুনঃ প্রত্যক্ষভাববাদী কশ্চিদেবমাচক্ষীত তং প্রত্যাচক্ষীত অহমজ্ঞ ইত্যস্মিন্নমনুভবে অহমিত্যাত্মনোঽভাবধর্ম্মিতয়া জ্ঞানস্য প্রতিযোগিতয়া চাবগতিরস্তি নবা অস্তি চেদ্বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

ন চেদ্ধর্ম্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষো জ্ঞানাভাবানুভবঃ সুতরাং ন সম্ভবতি তস্যাজ্ঞানস্য ভাবরূপত্বে প্রাগুক্তদূষণাভাবাদয়মনুভবো ভাবরূপাজ্ঞানগোচর এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি। তদেতৎ গগনরোমন্থায়িতং ভাবরূপস্যাজ্ঞানস্য জ্ঞানাভাবসমানযোগক্ষেমত্বাৎ। তথাহি বিষয়ত্বেনাশ্রয়-

---

আর জ্ঞান নিত্যানুমেয়। সেইজন্য, সেই অভাবের প্রত্যক্ষবিষয়তা অনুপপন্ন হইয়া থাকে। ইহাও এস্থলে একটী হেতু। যদি কোন প্রত্যক্ষভাববাদী ইহা না বলে, তাহাকে বলিতে পার, আমি অজ্ঞ, এইরূপ অনুভবস্থলে, আমি, এই আত্মার অভাবধর্ম্মিত্ব ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য জ্ঞানের প্রতিযোগিতার অবগতি হয়, কি না, হয়? যদি অবগতি হয়, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে বিরোধবশতঃ জ্ঞানের অভাবের অনুভব সম্ভব হয় না ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানের অভাবের অনুভব যদি ধর্ম্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ না হয়, তাহা হইলে, তাহার অনুভবই হইতে পারে না। আবার ঐ অজ্ঞান যদি অভাবরূপ না হইয়া ভাবরূপই হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত দূষণের অভাব হেতু ঐ অনুভবকে ভাবরূপ অথচ অজ্ঞানগোচর বলিয়া স্বীকার করিতে পারা গেল। কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞানের জ্ঞানাভাব-সমানযোগক্ষেমত্বহেতু গগনরোমন্থায়িত্বের ন্যায় মিথ্যাত্বই হইল। এইরূপে বিষয়ত্ব ও আশ্রয়ত্ব দ্বারা জ্ঞানের ব্যাকর্ত্তৃকতা

স্তেন চ জ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নো ন বা প্রতিপন্নশ্চেৎ স্বরূপজ্ঞাননিবর্ত্ত্যং যদজ্ঞানমিতি তস্মিন্ প্রতিপন্নে কথঙ্কারমবতিষ্ঠেত অপ্রতিপন্নশ্চেদ্ব্যাবর্ত্তকাশ্রয়-বিষয়শূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥ ১৫ ॥

অথ বিশদঃ স্বরূপাবভাস এবাজ্ঞানবিরোধিনা জ্ঞানে-নাভাসিত ইতি আশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি হন্ত তর্হি জ্ঞানাভাবেঽপি সমানমেতৎ অন্য-ত্রাভিনিবেশাৎ। তস্মাদুভয়াভ্যুপগতজ্ঞানাভাব এবাহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামীত্যনুভবগোচর ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্ ॥১৬॥

অস্তু তর্হ্যনুমানং বিবাদাস্পদং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগ-ভাবব্যতিরিক্তস্ববিষয়াবরণস্বনিবর্ত্যস্বদেশগতবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্

হেতু ব্যাপক অর্থ প্রতিপন্ন হইল বা হইল না? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে, ঐ অজ্ঞান স্বরূপজ্ঞানসাধ্য এইরূপ প্রতিপত্তি স্থিরতার পর, প্রতিপন্ন হইল না, এরূপ আশঙ্কাই হইতে পারে না। বিশেষ, অপ্রতিপন্ন হইলে, ব্যাবর্ত্তক আশ্রয়শূন্য বিষয়শূন্য অজ্ঞানের অনুভবই হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

পরিস্ফুট-স্বরূপাভাসই অজ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা আভাসিত, এই-রূপ আশ্রয়বিজ্ঞান ঘটিলে, আর অজ্ঞানানুভবের বিরোধ হইতেছে না; সুতরাং অন্যত্রাভিনিবেশ হেতু জ্ঞানাভাবেও সমানই হইল। অতএব উভয়াভ্যুপগত জ্ঞানাভাবই, 'আমি অজ্ঞ, আমাকেও মদন্যকে জানি না,' এইরূপ অনুভবের বিষয়, ইহাই অভ্যুপগত হইল ॥ ১৬ ॥

অতএব প্রমাণজ্ঞান, অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশকত্ব হেতু অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভার ন্যায় স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত স্ববিষয়ের আব-রণভূত স্বসাধ্য স্বদেশগত বস্ত্বন্তর পূর্ব্বক হওয়াতে অনুমান বিবাদের

অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপ-প্রভাবদিতি তদপি ন ক্ষোদক্ষমম্ অজ্ঞানেঽপ্যনভিমত-জ্ঞানান্তরসাধনে অপসিদ্ধান্তাপাতাৎ তদসাধনে অনৈকা-ন্তিকত্বাৎ দৃষ্টান্তস্য সাধনবিকলত্বাচ্চ ন হি প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বং সম্ভবতি জ্ঞানস্যৈব প্রকাশকত্বাৎ সত্যপি প্রদীপে জ্ঞানেন বিষয়প্রকাশসম্ভবাৎ প্রভায়াস্তু চক্ষু-রিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানং সমুৎপাদয়তো বিরোধিসন্তমসনিরসন-দ্বারেণোপকারকত্বমাত্রমেবেত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥

প্রতিপ্রয়োগশ্চ বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রিতং অজ্ঞানত্বাচ্ছুক্তিকাদ্যজ্ঞানবদিতি। নন্ু শুক্তি-কাদ্যজ্ঞানস্যাশ্রয়স্য প্রত্যগর্থস্য জ্ঞানমাত্রস্বভাবত্বমেবেতি

াস্পদ হউক, এইরূপ বিচার, যোগ্য হইতেছে না। কারণ, তাহা হইলে, অনভিমত জ্ঞানান্তরের সাধন হওয়াতে অজ্ঞানে অপসিদ্ধান্ত আপতিত হইতেছে এবং তদ্রূপ জ্ঞানান্তরের অসাধনে অনৈকান্তিকত্ব হইতেছে। বিশেষতঃ দৃষ্টান্তও সাধনবিকল হইতেছে। প্রদীপপ্রভার অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশকত্ব সম্ভব হয় না। জ্ঞানই প্রকাশক বস্তু। যদি বল, প্রদীপ থাকিলেই জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে, নতুবা রে না, তাহাতেও কোন ক্ষতি হইতেছে না; কারণ, প্রদীপপ্রভা, কাশবিরোধী অন্ধকারের নিরসন দ্বারা জ্ঞানোৎপাদক দর্শনেন্দ্রিয়ের পিকারক হয় মাত্র। এসম্বন্ধে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন াই ॥ ১৭ ॥

বিবাদাধ্যাসিত অজ্ঞান নিজের অজ্ঞানত্বহেতু শুক্তিকাদিনিষ্ঠ জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রিত নহে, এইরূপ প্রতিপ্রয়োগ করা য়। আশ্রয়ভূত ব্যাপক শুক্তিকাদিনিষ্ঠ অজ্ঞান জ্ঞানমাত্রস্বভাব কি

চেন্নৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ অনুভূতির্হি স্বসত্তাবেনৈব কস্যচিদ্বস্তুনো ব্যবহারানুগুণত্বাপাদকস্বভাবা জ্ঞানাবগতিসঙ্গতিবিদাদ্যপরনামা সকর্ম্মকানুভবিতুরাত্মত্বং জ্ঞানত্বমিত্যাশ্রয়ণাৎ ॥ ১৮ ॥

ননু জ্ঞানরূপস্যাত্মনঃ কথং জ্ঞানগুণকত্বমিতি চেত্তদসারং যদা হি মণিদ্যুমণিপ্রভৃতি তেজোদ্রব্যং প্রভাবদ্রূপেণাবতিষ্ঠমানং প্রভারূপগুণাশ্রয়ঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্ত্তমানত্বেন রূপত্বেন চ প্রভা দ্রব্যরূপাপি তচ্ছেষত্বনিবন্ধনগুণব্যবহারা এবময়মাত্মা স্বপ্রকাশচিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণঃ ॥ ১৯ ॥

না, এরূপ আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, অনুভূতি স্বকীয় সত্তাব দ্বারাই যে কোন বস্তুর ব্যবহারানুকূলতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ঐরূপ সম্পাদন করাই উহার স্বভাব। উহার অপর নাম জ্ঞান অবগতি, সঙ্গতি ও বিৎ ইত্যাদি। উহা এবং উহার সকর্ম্মক অনুভবিতার আত্মত্ব ও জ্ঞানত্ব স্বীকৃত হয়, এই কারণেই উক্তরূপ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

যদি বল, জ্ঞানরূপ আত্মা কিরূপে জ্ঞানজনক হইতে পারে? একথাও নিতান্ত অসার। কেন না, মণি ও দ্যুমণি (সূর্য্য) প্রভৃতি তেজঃপদার্থ সকল যখন প্রভাশালীরূপে অবস্থিতি করে, তখন প্রভারূপে গুণাশ্রয় হইয়া থাকে। প্রভাও আপনার আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র বর্ত্তমান ও রূপ স্বরূপ হইয়া থাকে। এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ প্রভা দ্রব্যরূপ ও তৎশেষত্ব নিবন্ধন গুণ-ব্যবহার-বিশিষ্ট হয়। এইরূপ, আত্মা প্রভাশালিচিদ্রূপ হইয়াই চৈতন্যগুণ হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তথা চ শ্রুতিঃ। সদা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নরসঘনএব এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণোতি স আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃপুরুষ এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইত্যাদিকা শ্রুতিরপি ন চানৃতেন হি প্রত্যূঢ়া ইতি শ্রুতিরপি বিদ্যাপর্ব্বপ্রমাণমিত্যাশ্রয়িতুং শক্যম্ ঋতেতরবিষয়ো হ্যনৃতশব্দঃ ঋতশব্দশ্চ কর্ম্মবচনঃ ঋতং পিবন্তাবিতি বচনাৎ ঋতং কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতং পরমপুরুষারাধনৈয়েব তৎপ্রাপ্তি-

---

তথাচ, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, সেই আত্মা সর্ব্বদা সৈন্ধবের ন্যায় ঘন স্বরূপ। তাঁহার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই। তিনি কৃৎস্ন অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ। রসঘন অর্থাৎ সকল রসের পরিপূর্ণ আধারস্বরূপ। পুনশ্চ, বলিয়াছেন, এই আত্মা অন্তরশূন্য, বহিঃশূন্য, সর্ব্বস্বরূপই বিজ্ঞানঘন (বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ,) পুনশ্চ বলিয়াছেন, এই পুরুষ (আত্মা) স্বয়ং জ্যোতিঃ; বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতির লোপ নাই বা হয় না, যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি প্রাণ সকলে বিরাজ করেন; যিনি হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা। এই আত্মাই দর্শন করেন, শ্রবণ করেন, রস অনুভব করেন, ঘ্রাণ করেন, মনন করেন, বোধ করেন, কার্য্য করেন; বিজ্ঞানই তাঁহার আত্মা। ইত্যাদি শ্রুতি এবং অনৃত দ্বারা প্রত্যূঢ় ইত্যাদি শ্রুতিও বিদ্যাপর্ব্বের প্রমাণ, এইরূপ স্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। আর অনৃতশব্দ ঋতেতর বিষয় অর্থাৎ মিথ্যা ও ঋতকর্ম্মবচন। কর্ম্মফলের অভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক পরম পুরুষের আরাধনা করিয়াই, তাহার যে

ফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকাল্পফলং কর্ম্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়া ইতি বচনাৎ॥ ২০॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিত্যাদৌ মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকত্রিগুণাত্মকপ্রকৃত্যভিধায়কো নানির্ব্বচনীয়াজ্ঞানবচনঃ॥

তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকং শ্যেনসূদিতম্॥ ২১॥

ইত্যাদৌ বিচিত্রার্থসর্গসমর্থস্য পারমার্থিকস্যৈবাসুরাদ্যস্ত্রবিশেষস্যৈব মায়াশব্দাভিধেয়ত্বোপলম্ভাৎ অতো ন কদাচিদপি শ্রুত্যানির্ব্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনং নাপ্যৈক্যোপদেশানুপপত্ত্যা তত্ত্বম্পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধেয়-

---

ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহাকেই ঋত বলে। এস্থলে, তদ্ব্যতিরিক্ত, সাংসারিক অল্পফলজনক কর্ম্মের নাম অনৃত। উহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিরোধী। কেন না, এইরূপ লিখিত আছে, যাহারা এই ব্রহ্মলোককে জানেন, তাঁহারা অমৃতদ্বারা প্রত্যূঢ়॥ ২০॥

মায়াকে প্রকৃতি জানিবে। ইত্যাদি স্থলেও মায়াশব্দ বিচিত্রার্থের প্রযোজক, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বাচক, অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানবচন নহে।

শবরের শর বালকের দেহরক্ষা করিয়া, শ্যামকে সংহার করিয়াছিল। এই ঘটনা মায়াসহস্রস্বরূপ॥ ২১॥

ইত্যাদি স্থলে অসুরাদির যে বাস্তবস্বরূপ অস্ত্রবিশেষ বিচিত্র অর্থের সংঘটন সমর্থ, তাহাকেই মায়াশব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রুতিদ্বারা কখন অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের প্রতিপাদন করা হয় নাই। ঐরূপ প্রতিপাদিত হইলে, তৎ এবং ত্বং এই পদদ্বয়কে

ত্বেন বিরুদ্ধয়োর্জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যস্য প্রতিপত্তুমশক্য-তয়া অর্থাপত্তেরনুদয়দোষদূষিতত্বাৎ। তথা হি তৎপদং নিরস্তসমস্তদোষমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণাস্পদং জগদুদয়বিভবলয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ সমানাধি-করণং ত্বম্পদং বা চিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকারদ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য ॥ ২২ ॥

নন্বু সোঽয়ং দেবদত্ত ইতিবৎ তত্ত্বমিতিপদয়োর্বিরুদ্ধ-ভাগত্যাগলক্ষণয়োর্নির্ব্বিশেষস্বরূপমাত্রৈক্যং সামানাধি-করণ্যার্থঃ কিং ন স্যাৎ যথা সোঽয়মিত্যত্র তচ্ছব্দেন

সবিশেষ ব্রহ্মনামে নির্দ্দেশ করিয়া, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের যে পরস্পর একত্ব উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারও অনুপপত্তি হয়। পুনশ্চ, ঐরূপ হইলে, পরস্পর বিরুদ্ধ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপৈক্যও প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। তজ্জন্য, অর্থাপত্তির অনুদয় দোষে দূষিত হইয়া থাকে।

তথাহি, যাঁহাতে সমস্ত দোষ নিরস্ত হইয়াছে, যিনি অবধিহীন ও অতি-শয় অসংখ্যেয় গুণের আস্পদ, যাঁহাতে জগতের উদয়, বিভব ও লয় লীলা সমাহিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই তৎপদের প্রতিপাদ্য। তিনি দেখিলেন; আমি বহু হইয়া জন্মিব, ইত্যাদি বাক্য পরম্পরায় তাঁহারই প্রকৃতত্ববশতঃ সমানাধিকরণ ত্বং পদকে অথবা চিদ্‌বিশিষ্ট জীবশরীর-কেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। কেন না, যাহা প্রকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুর নিকট, তাহাকেই সমানাধিকরণ বলে ॥ ২২ ॥

যদি বল, সেই এই দেবদত্ত, ইত্যাদি বাক্যের ন্যায়, বিরুদ্ধভাগ-ত্যাগলক্ষণবিশিষ্ট তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের যে নির্ব্বিশেষস্বরূপ মাত্রৈক্য, তাহারই অর্থে সামানাধিকরণ্য না হইবে কেন? যেমন,

দেশান্তরকালান্তরসম্বন্ধী পুরুষঃ প্রতীয়তে ইদং শব্দেন চ সন্নিহিতদেশবর্ত্তমানকালসম্বন্ধী তয়োঃ সামানাধিকরণ্যে-নৈক্যমবগম্যতে তত্রৈকস্য যুগপদ্বিরুদ্ধদেশকালপ্রতীতি-র্নসম্ভবতীতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বরূপপরত্বে স্বরূপস্য চৈক্যং প্রতিপত্তুং শক্যমেবমত্রাপি কিঞ্চিজ্জত্বসর্ব্বজ্ঞ-ত্বাদিবিরুদ্ধাংশপ্রহাণেনাখণ্ডস্বরূপং লক্ষ্যত ইতি চেৎ বিষমোঽয়মুপন্যাসঃ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্টান্তেঽপি বিরোধবৈধুর্য্যেণ লক্ষণাগন্ধাসম্ভবা-দেকস্য তাবদ্ ভূতবর্ত্তমানকালদ্বয়সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ। দেশান্তরস্থিতির্ভূতা সন্নিহিতদেশস্থিতির্বর্ত্তত ইতি দেশ-ভেদসম্বন্ধবিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহরণীয়ঃ। লক্ষণা-

---

সেই এই, ইত্যাদি স্থলে সেই শব্দে দেশান্তর ও কালান্তর সম্বন্ধবিশিষ্ট পুরুষের প্রতীতি হয়, এবং এই শব্দে, সন্নিহিত দেশ ও বর্ত্তমান কাল এই উভয়ের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ আছে, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন, সামানাধিকরণ্যদ্বারা উভয়ের একতা অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে, একের কথন যুগপৎ বিরুদ্ধ দেশকাল প্রতীতি সম্ভবপর হয় না। এই কারণে উভয় শব্দ স্বরূপপর হইলে, স্বরূপের একতা প্রতিপাদন করা শক্য হইয়া থাকে। তেমনি এখানেও কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধ অংশের পরিত্যাগ দ্বারা অখণ্ড স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা বিষম সমস্যাবাক্য ॥ ২৩ ॥

দৃষ্টান্ত পক্ষে বিরোধের সম্ভাবনা এবং লক্ষণার সম্পর্কমাত্র নাই। এই কারণে এক বস্তুর অতীত ও বর্ত্তমানরূপ কালদ্বয়সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বে দেশান্তরে স্থিতি ছিল, এক্ষণে সন্নিহিত দেশে স্থিতি হইয়াছে, এইরূপে দেশ-ভেদ-সম্বন্ধ-বিরোধ পরিহার করা যাইতে

পক্ষেঽপ্যেকস্যৈব পদস্য লক্ষকত্বাশ্রয়ণেন বিরোধপরিহারে পদদ্বয়স্য লাক্ষণিকত্বস্বীকারো ন সঙ্গচ্ছতে। ইতরথা একস্য বস্তুনস্তত্তেদন্তাবিশিষ্টত্বাবগাহনেন প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ প্রামাণ্যানঙ্গীকারে স্থায়িত্বাসিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধো বিজয়েত ॥ ২৪ ॥

এবমত্রাপি জীবপরমাত্মনোঃ শরীরাত্মভাবেন তাদাত্ম্যং ন বিরুদ্ধমিতি প্রতিপাদিতং জীবাত্মা হি ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারত্বাৎ ব্রহ্মাত্মকঃ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ য আত্মানং বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ ইতি শ্রুত্যন্তরাদত্যল্পমিদমুচ্যতে সর্ব্বে শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ। ন চ পর্য্যায়ত্বং দ্বারভেদসম্ভবাৎ তথাহি জীবস্য শরীরতয়া

পারে। লক্ষণাপক্ষেও, এক শব্দের লক্ষকত্ব সংঘটন বশে বিরোধের পরিহার হওয়াতে, উভয় শব্দের লাক্ষণিকত্ব স্বীকার করা সঙ্গত হইতে পারে না। অন্যথা, এক বস্তুকে সেই এই বলিয়া জ্ঞান না করিলে, প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য অঙ্গীকার হয় না। ঐরূপ অঙ্গীকার না করিলে, স্থায়িত্বের অসিদ্ধিবশতঃ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধেরই বিজয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

এইরূপ, এখানেও জীব ও পরমাত্মা পরস্পর শরীরগুণভাববশতঃ অপৃথক্স্বরূপ, বলিলেও বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। কেন না, জীবাত্মা ব্রহ্মের শরীর। তজ্জন্য, প্রকারত্বে ব্রহ্মাত্মক। যিনি আত্মাতে থাকিয়া, আত্মা হইতে অন্তর, যিনি আত্মাকে জানেন, যাঁহার আত্মাই শরীর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিবাক্যানুসারে বলা যাইতে পারে, সমুদায় শব্দ পরমাত্মারই বাচক। কোন শব্দেরই পর্য্যায়ত্ব নাই। তাহা হইলে ব্যাপারভেদ সংঘটিত হয়। তথাহি

প্রকারভূতানি দেবমনুষ্যাদিসংস্থানানীব সর্ব্বাণি বস্তূনীতি ব্রহ্মাত্মকানি তানি সর্ব্বাণি ॥ ২৫ ॥

অতো

দেবো মনুষ্যো যক্ষো বা পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
পক্ষী বৃক্ষো লতা কাষ্ঠং শিলা তৃণং ঘটঃ পটঃ ॥ ২৬ ॥

ইত্যাদয়ঃ সর্ব্বে শব্দাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগেনাভিধায়কতয়া প্রসিদ্ধা লোকে তদ্বাচ্যতয়া প্রতীয়মানতত্তৎসংস্থানবদ্বস্তুমুখেন তদভিমানিজীবতদন্তর্যামিপরমাত্মপর্য্যন্তসংস্থানস্য বাচকাঃ। দেবাদিশব্দানাং পরমাত্মপর্য্যন্তত্বমুক্তং তত্ত্বমুক্তাবল্যাং চতুরন্তরে চ ॥ ২৭ ॥

জীবং দেবাদিশব্দো বদতি তদপৃথক্‌সিদ্ধভাবাভিধানং
নিষ্কর্ষাকূতযুক্তো বহুরিহ চ দৃঢ়ো লোকবেদপ্রয়োগঃ।

জীবের শরীরস্থ প্রযুক্ত দেবমনুষ্যাদি সংস্থানের ন্যায়, সমুদায় বস্তুই ব্রহ্মাত্মক ॥ ২৫ ॥

এইজন্যই, দেব, মনুষ্য, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, কাষ্ঠ, শিলা, তৃণ, ঘট ও পট ইত্যাদি যে সকল শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের যোগে অভিধায়ক বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই তদ্‌বাচ্যতায় প্রতীয়মান তত্তৎসংস্থানবিশিষ্ট বস্তু সহায়ে তদভিমানী জীব ও তদন্তর্যামী পরমাত্মা পর্য্যন্ত সংস্থানের বাচক হইয়া থাকে। তত্ত্বমুক্তাবলী ও চতুরন্তর নামক গ্রন্থে দেবাদি শব্দ সকলের পরমাত্মা পর্য্যন্তত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

দেবাদি শব্দ জীবের বাচক। আর, নিষ্কর্ষ অভিপ্রায়যুক্ত সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগ, জীব হইতে অপৃথক্ সিদ্ধভাবাভিধান

আত্মাসম্বন্ধকালে স্থিতিরনবগতা দেবমর্ত্ত্যাদিমূর্ত্তি-
জীবাত্মানুপ্রবেশাজ্জগতি বিভুরপি ব্যাকরোন্নামরূপে ॥

ইত্যনেন দেবাদিশব্দানাং শরীরপর্য্যন্তত্বং প্রতিপাদ্য সংস্থানৈক্যাদ্যভাবইত্যাদিনা শরীরলক্ষণং দর্শয়িত্বা শব্দৈস্তত্ত্বস্বরূপপ্রতিকৃতিভিরিত্যাদিনা বিশ্বেশ্বরাদপৃথক্‌সিদ্ধত্বমুপপাদ্য নিষ্কর্ষাকূতেত্যাদিনা পদ্যেন সর্ব্বেষাং শব্দানাং পরমাত্মপর্য্যন্তত্বং প্রতিপাদিতং তৎ সর্ব্বং তত এবাবধার্য্যম্। অয়মেবার্থঃ সমর্থিতো বেদার্থসংগ্রহে নামরূপশ্রুতিব্যাকরণসময়ে রামানুজেন ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণস্য সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি নির্ব্বিকল্পপ্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষ-

---

অর্থাৎ পরমাত্মার বাচক হইয়া থাকে। আত্মসম্বন্ধ সময়ে দেব ও মনুষ্যাদি মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া যে অবস্থিতি করেন, তাহা জানা যায় না। সেই জীবাত্মাই জগতে অনুপ্রবেশ করিয়া, নাম ও রূপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

এখানে দেবাদি শব্দ সকলের শরীর পর্য্যন্তত্ব প্রতিপাদন করিয়া, পরে নিষ্কর্ষ অভিপ্রায় ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগদ্বারা সমুদায় শব্দের পরমাত্মা পর্য্যন্তত্ব যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সে সমস্তই সেই পরমাত্মা, এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে। রামানুজ বেদার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থে নাম রূপ শ্রুতির ব্যাকরণের সময় এই প্রকার অর্থই সমর্থন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

পুনশ্চ, সমুদায় প্রমাণ সবিশেষ বলিয়া ব্রহ্মরূপ নির্ব্বিশেষ বস্তুতে কোন প্রমাণই স্থান প্রাপ্ত হয় না। যে বস্তু সবিশেষ; তাহাই নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষে প্রতীত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে,

মেব বস্তু প্রতীয়তে। অন্যথা সবিকল্পকে সোঽয়মিতি পূর্ব্বপ্রতিপন্নপ্রকারবিশিষ্টপ্রতীত্যনুপপত্তেঃ ॥ ২৯ ॥

কিঞ্চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং ন প্রপঞ্চস্য বাধকং ভ্রান্তিমূলকত্বাৎ ভ্রান্তিপ্রযুক্তরজ্জুসর্পবাক্যবৎ নাপি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানং নিবর্ত্তকং তত্র প্রমাণাভাবস্য প্রাগেবোপপাদনাৎ। ন চ প্রপঞ্চস্য সত্যত্বপ্রতিষ্ঠাপনপক্ষে একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপঃ প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কারতন্মাত্রভূতেন্দ্রিয়চতুর্দ্দশভুবনাত্মকব্রহ্মাণ্ডতদন্তর্ব্বর্ত্তিদেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাদিসর্ব্বপ্রকারসংস্থানসংস্থিতং কার্য্যমপি সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি কারণভূতব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতীত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যোপপন্নতরত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

সবিকল্পক বস্তুতে, সেই এই ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রতিপন্ন প্রকারবিশিষ্ট প্রতীতির অনুপপত্তি সম্ভবিত হয় ॥ ২৯ ॥

পুনশ্চ, তত্ত্বমস্যাদি বাক্য প্রপঞ্চের বাধক হইতে পারে না। কেন না, তাহা ভ্রান্তিপ্রযুক্ত রজ্জুসর্প বাক্যের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানও নিবর্ত্তক নহে। কেন না, উহা যে প্রমাণের বহির্ভূত, তাহা পূর্ব্বেই উপপাদিত হইয়াছে। আর, একবিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলে, সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সমুদায়ই জানা হয়। এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া স্থাপন করিলে, তাহারও কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। কেন না, প্রকৃতি, পুরুষ, মহান, অহঙ্কার, তন্মাত্র, ভূত, ইন্দ্রিয়, চতুর্দ্দশ ভুবন, এই সকল সমেত ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী দেব, মনুষ্য ও স্থাবরাদি সর্ব্ববিধ সংস্থান সংস্থিত কার্য্য ইত্যাদি সমুদায়ই ব্রহ্ম, এইরূপ কারণভূত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইতেই উল্লিখিত সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভবিত হইয়া থাকে। এইরূপে একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে উপপন্ন হয় ॥ ৩০ ॥

অপিচ ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বে সর্ব্বস্যাসত্ত্বাদেবৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং বাধ্যেত নামরূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থং জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ নামরূপবিভাগবিভক্তস্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থং ব্রহ্মণস্তথাবিধস্থূলভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩১ ॥

এবঞ্চ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমপ্যারম্ভণাধিকরণে প্রতিপাদিতমুপপন্নতরং ভবতি নির্গুণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ নানাত্বনিষেধবাদাশ্চ একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্ব্বং চেতনাচেতনাত্মকং বস্তিতি সর্ব্বস্যাত্মতয়া সর্ব্বপ্রকারং ব্রহ্মৈবাবস্থিত-

---

পুনশ্চ, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বস্তুই মিথ্যা এবং সমুদায়ই সত্ত্বহীন। এইরূপে একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া থাকে। নামরূপ বিভাগের অনুপযুক্ত সূক্ষ্মদশাবিশিষ্ট প্রকৃতি-পুরুষ-শরীর ব্রহ্মকারণে অবস্থিতি করে। তদাপত্তিকেই জগতের প্রলয় বলে। আর, নামরূপ-বিভাগ-বিভক্ত, স্থূলস্বরূপ চিদ্বস্তুশরীর ব্রহ্ম কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মের তথাবিধস্থূলভাবকেই সৃষ্টি বলিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

এইরূপে, আরম্ভণাধিকরণে কার্য্য-কারণ উভয়ের যে অনন্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে উপপন্ন হইতেছে। পুনশ্চ, প্রাকৃত হেয় গুণের নিষেধ বিষয়তাবশতঃ যে নির্গুণবাদ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহাও প্রতিপাদিত হইল। এইরূপ সমুদায় চেতনাচেতনাত্মক বস্তু একমাত্র ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ বলিয়া, তাঁহারই প্রকারভূত এবং ব্রহ্মই সকলের আত্মা বলিয়া, সর্ব্বপ্রকারে অবস্থিত আছেন, ইত্যাদি

মিতি সর্ব্বাত্মকব্রহ্মপৃথগ্‌ভূতবস্তুসদভাবনিষেধপরত্বাভ্যুগমেন প্রতিপাদিতাঃ ॥ ৩২ ॥

কিমত্র তত্ত্বং ভেদঃ অভেদঃ উভয়াত্মকং বা সর্ব্বং তত্ত্বং তত্র সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বপ্রকারং ব্রহ্মৈবাবস্থিতমিত্য-ভেদোঽভ্যুপেয়তে একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকার-ত্বান্নানাত্বেনাবস্থিতমিতি ভেদাভেদৌ চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপস্বভাববৈলক্ষণ্যাদসঙ্করাচ্চ ভেদঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র চিদ্রূপাণাং জীবাত্মনামসঙ্কুচিতাপরিচ্ছিন্ননির্ম্মল-জ্ঞানরূপাণামনাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিতানাং তত্তৎ কর্ম্মানু-রূপজ্ঞানসঙ্কোচবিকাশৌ ভোগ্যভূতা চিৎ ভোক্তা সংসর্গঃ তদনুগুণসুখদুঃখোপভোগদ্বয়বৎ কৃতা ভগবৎপ্রতিপত্তিঃ

বিধানে সর্ব্বজনক ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভূত বস্তুর নিষেধপরত্ব স্বীকার দ্বার ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব উপপাদিত হইতেছে॥ ৩২ ॥

এক্ষণে এবিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব কি? ভেদ, না অভেদ, অথবা ভেদাভেদ উভয়ই, কিংবা সমুদায়ই প্রকৃত তত্ত্ব? তন্মধ্যে, সর্ব্বাত্মকতা-বশতঃ ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকারে অবস্থিত আছেন, ইহা দ্বারা অভেদ অভ্যুপেত হইতেছে। পুনশ্চ, একমাত্র ব্রহ্মই নানাভূত ও চিৎ ও অচিৎ প্রকারে নানাত্ববশতঃ বিরাজমান হইতেছেন, ইহা দ্বারা ভেদাভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর, এই সকলের স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য এবং অসঙ্করত্ববশতঃ ভেদ প্রসিদ্ধ॥ ৩৩ ॥

তন্মধ্যে, যিনি অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন ও নিখিলজ্ঞানস্বরূপ, এবং অনাদিকর্ম্মরূপ অবিদ্যায় বেষ্টিত, সেই চিদ্রূপ জীবাত্মার তত্তৎ কর্ম্মানুসারে জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ ভোগ্যভূতা চিৎ ভোক্তা, সংসর্গ এবং তাহাদের অনুগুণ সুখদুঃখোপভোগদ্বয়ের বিহিত ভগবৎ-

ভগবৎপদপ্রাপ্তিরিত্যাদয়ঃ স্বভাবাঃ। অচিদ্বস্তূনাস্তু ভোগ্যভূতানামচেতনত্বমপুরুষার্থত্বং বিকারাস্পদত্বমিত্যাদয়ঃ পরস্যেশ্বরস্য ভোক্তৃভোগ্যয়োরন্তর্যামিরূপেণাবস্থানমপরিচ্ছেদ্যজ্ঞানৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যনবস্থিতিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণতা স্বসঙ্কল্পপ্রবৃত্তস্বেতরসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতনা স্বাভিমতস্বানুরূপৈকরূপদিব্যরূপনিরতিশয়বিবিধানন্তভূষণতেত্যাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বেঙ্কটনাথেন স্থিত্থং নিরাটঙ্কি পদার্থবিভাগঃ
দ্রব্যাদ্রব্যপ্রভেদায়িতমুভয়বিধং তদ্বিধং তত্ত্বমাহুঃ
দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতিপ্রাচ্যমব্যক্তকালৌ।
অন্ত্যং প্রত্যক্পরাক্ চ প্রথমমুভয়থা তত্র জীবেশভেদাঃ
নিত্যা ভূতির্মতিশ্চেত্যপরমিহজড়ামাদিমাং কেচিদাহুঃ॥৩৫॥

প্রাপ্তি ও তদীয় পদপ্রাপ্তি এই সকল স্বভাব বলিয়া পরিগণিত। ভোগ্যভূত অচিদ্বস্তুগণের অচেতনত্ব অপুরুষার্থত্ব ও বিকারাস্পদীভূতত্ব ইত্যাদি স্বভাব। ভোক্তা ও ভোগ্য এই উভয়ের অন্তর্যামী রূপে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি অতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণগণবিশিষ্টতা, স্বকীয় সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত আত্ম ভিন্ন সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তু সকলের অধিষ্ঠাতৃতা এবং স্বাভিমত, স্বানুরূপ, একরূপ, দিব্যরূপ, নিরতিশয়, নানাবিধ ও অনন্ত ভূষণে অলঙ্কৃতত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের স্বভাব ॥ ৩৪ ॥

বেঙ্কটনাথ এইরূপে পদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, দ্রব্য ও অদ্রব্য প্রভেদবশতঃ তদ্বিধ তত্ত্ব দ্বিবিধ। দ্রব্য আবার ভাগদ্বয়ে বিচ্ছিন্ন। যথা, জড় ও অজড়। প্রাক্ ও পরাক্ এবং জীব ও ঈশ্বর ভেদে ঐ উভয়ই আবার যথাক্রমে দুই প্রকার। কেহ কেহ নিত্যা ভূতি ও মতি এই দুই বিভাগ নির্দ্দেশ করেন ॥ ৩৫ ॥

তত্র

দ্রব্যং নানাদশাবৎ প্রকৃতিরিহ গুণৈঃ সত্ত্বপূর্ব্বৈরুপেতা
কালোঽব্দাদ্যাকৃতিঃ স্যাদণুরবগতিমান্ জীবঈশোঽন্য আত্মা।
সম্প্রোক্তা নিত্যাভূতিস্ত্রিগুণসমধিকা সত্ত্বযুক্তা তথৈব
জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়াবভাসা মতিরিতি কথিতং সংগ্রহাদ্দ্রব্যলক্ষ্ম

ইত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥

তত্র চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মানঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ভিন্নাঃ নিত্যাশ্চ তথাচ শ্রুতিঃ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়েত্যাদিকা। অতএবোক্তং নানাত্মানো ব্যবস্থাত ইতি। তন্নিত্যত্বমপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ইতি ॥ ৩৭ ॥

তন্মধ্যে, দ্রব্য বিবিধ দশাযুক্ত বিশিষ্ট, প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণ সকলে অলঙ্কৃত; কাল অব্দ প্রভৃতি আকৃতিসম্পন্ন; জীব ও ঈশ্বর আত্মা, তন্মধ্যে জীব অণুস্বরূপ ও অনুভবস্বরূপ। যাহাতে তিন গুণেরই আধিক্য আছে, তাহার নাম নিত্যাভূতি এবং যাহাতে জ্ঞাতার জ্ঞেয়বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে, তাহার নাম মতি। এই সংগ্রহকেই সত্ত্ব বলিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

তন্মধ্যে চিচ্ছব্দের বাচ্য জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও নিত্যস্বরূপ। শ্রুতিতেও ইহা বলিয়াছেন, দুইটী পক্ষী পরস্পর সমান ও সখা ইত্যাদি। তাহার নিত্যত্বও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যথা,—

ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি কখন হইয়া আবার হন না। ইনি জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণস্বরূপ। শরীরের হন্যমানত্বেও, ইনি হত হন না ॥ ৩৭ ॥

অপরথা কৃতপ্রাণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ । অতএবোক্তং বীতরাগজন্মাদর্শনাদিতি । তদণুত্বমপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি ।
আরাগ্রমাত্রঃ পুরুষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ ॥ ৩৮ ॥

অচিচ্ছব্দবাচ্যং দৃশ্যং জড়ং জগৎ ত্রিবিধং ভোগ্যভোগোপকরণভোগায়তনভেদাৎ । তস্য জগতঃ কর্ত্তোপাদানং চেশ্বরপদার্থঃ পুরুষোত্তমো বাসুদেবাদিপদবেদনীয়ঃ ।

তদপ্যুক্তম্

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামক ইতি ॥ ৩৯ ॥

ফলতঃ, নিত্যত্ব প্রভৃতি গুণের সন্নিবেশ না হইলে, কৃতপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহার অণুত্বও শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। যথা,

একটী কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া পুনরায় তাহার শতভাগ কল্পনা করিলে, তাহাই তাঁহার স্বরূপ। এইরূপে সেই অণু-স্বরূপ, পুরুষরূপী আত্মা একমাত্র চিত্তেরই বেদনীয় ॥ ৩৮ ॥

অচিৎ শব্দবাচ্য দৃশ্যমান জড়জগৎ ভাগত্রয়ে বিচ্ছিন্ন যথা, ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। আদিপদ বেদনীয় ঈশ্বররূপী পুরুষোত্তম বাসুদেবই এই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান। তথাপি বলিয়াছেন,—সমুদায় কল্যাণগুণসম্পন্ন বাসুদেবই পরব্রহ্ম। কেন না, যিনি সমুদায় ভুবনের উপাদান, কর্ত্তা ও সকল জীবের নিয়ামক ॥ ৩৯ ॥

স এব বাসুদেবঃ পরমকারুণিকো ভক্তবৎসলঃ পরমপুরুষস্তদুপাসকানুগুণতত্তৎফলপ্রদানায় স্বলীলাবশা-দর্চাবিভবব্যূহসূক্ষ্মান্তর্যামিভেদেন পঞ্চধাবতিষ্ঠতে। তত্রার্চা নাম প্রতিমাদয়ঃ। রামাদ্যবতারো বিভবঃ। ব্যূহশ্চতু-র্বিধঃ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসংজ্ঞকঃ। সূক্ষ্মং সম্পূর্ণং ষড়্গুণং বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম। গুণা অপহত-পাপ্মত্বাদয়ঃ সোঽপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি শ্রুতেঃ। অন্ত-র্যামী সকলজীবনিয়ামকঃ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো-যময়তীতিশ্রুতেঃ। তত্র পূর্ব্বপূর্ব্বমূর্ত্ত্যুপাসনয়া পুরুষার্থ-পরিপন্থিদুরিতনিচয়ক্ষয়ে সত্যুত্তরোত্তরমূর্ত্ত্যুপাস্ত্যধিকারঃ।

সেই পরম কারুণিক ও পরম পুরুষরূপী ভক্তবৎসল বাসুদেব স্বকীয় উপাসকমণ্ডলীর পরম অভীপ্সিত তত্তৎ ফল প্রদান বাসনায় অনন্যসাধারণ লীলারসে অর্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম, অন্তর্যামী ভেদে পঞ্চধা অধিষ্ঠিত আছেন। তন্মধ্যে, অর্চা শব্দে প্রতিমাদি। বিভব শব্দে রামাদিরূপে অবতরণ। ব্যূহ চতুর্ব্বিধ, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। সূক্ষ্ম শব্দে ষড়্গুণপূর্ণ বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম। এখানে গুণশব্দে অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি। যথা শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনিই অপহতপাপ্মা, শোকহীন, রজোহীন, মৃত্যুহীন ইত্যাদি। এইরূপ, অন্তর্যামীশব্দে সকল জীবের নিয়ামকরূপে যিনি আত্মাতে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যিনি আত্মাতে অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া, আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন ইত্যাদি। তন্মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনা দ্বারা পুরুষার্থপ্রাপ্তির প্রতিকূল দুরিত রাশি দূরিত হইলে, উত্তরোত্তর মূর্ত্তি সকলের উপাসনায় অধিকার জন্মে। তথাহি বলিয়াছেন, —

তদুক্তং

বাসুদেবঃ স্বভক্তেষু বাৎসল্যাৎ তত্তদীহিতম্।
অধিকার্য্যানুগুণ্যেন প্রযচ্ছতি ফলং বহু॥ ৪০॥
তদর্থং লীলয়া স্বীয়াঃ পঞ্চ মূর্ত্তীঃ করোতি বৈ।
প্রতিমাদিকমর্চ্চা স্যাদবতারাস্তু বৈভবাঃ॥ ৪১॥
সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
ব্যূহশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মং সম্পূর্ণষড়্গুণম্।
তদেব বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিগদ্যতে॥ ৪২॥
অন্তর্যামী জীবসংস্থো জীবপ্রেরক ঈরিতঃ।
য আত্মনীতিবেদান্তবাক্যজালৈর্নিরূপিতঃ॥ ৪৩॥
অর্চ্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেঽধিকৃতো ভবেৎ।

ভগবান্ বাসুদেব স্বকীয় ভক্তগণের বাৎসল্যবশতঃ অধিকারীর আনুগুণ্যক্রমে সমুদায় অভীষ্ট ফল প্রদান করেন॥ ৪০॥

সেইজন্য যিনি লীলারসে আপনার পঞ্চমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রতিমাদির নাম অর্চ্চা ও রামাদির অবতার বৈভব নামে পরিগণিত॥ ৪১॥

সঙ্কর্ষন, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্বিধ ব্যূহ। সূক্ষ্ম, সম্পূর্ণ ষড়্গুণবিশিষ্ট সেই বস্তুই বাসুদেব পরম ব্রহ্ম বলিয়া পরিগণিত হয়েন॥ ৪২॥

যিনি জীবের অন্তরে থাকিয়া, তাহাদের প্রেরণ করেন, তাঁহার নাম অন্তর্যামী। বেদান্তের কথা পরম্পরায় যিনি ঐ রূপে নিরূপিত হইয়াছেন॥ ৪৩॥

তন্মধ্যে অর্চ্চা বা প্রতিমাদির উপাসনা করিলে, দুরিত রাশি

বিভবোপাসনে পশ্চাদ্‌ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্।
সূক্ষ্মে তদনুশক্তঃ স্যাদন্তর্যামিণমীক্ষিতুমিতি ॥ ৪৪ ॥

তদুপাসনঞ্চ পঞ্চবিধম্ অভিগমনমুপাদানমিজ্যা স্বাধ্যায়ো যোগ ইতি শ্রীপঞ্চরাত্রেঽভিহিতম্। তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্গস্য সংমার্জনোপলেপনাদি। উপাদানং গন্ধপুষ্পাদিপূজাসাধনসম্পাদনম্। ইজ্যা নাম দেবতাপূজনম্। স্বাধ্যায়ো নাম অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকো মন্ত্রজপো বৈষ্ণবসূক্তস্তোত্রপাঠো নামসঙ্কীর্ত্তনং তত্ত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ। যোগো নাম দেবতানুসন্ধানম্। এবমুপাসনাকর্ম্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগবদ্ভক্তস্য তন্নিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরম-

---

বিনিবৃত্ত ও তৎসহকারে বিভবোপাসনায় অধিকার সঙ্ঘটন হয়। পশ্চাৎ ব্যূহের উপাসনার অধিকারী হওয়া যায়। তদনন্তর সূক্ষ্মের উপাসনার সামর্থ্য জন্মে। পরে অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ করণের শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

তাঁহার উপাসনা পাঁচ প্রকার। যথা, অভিগমন উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, ও যোগ। শ্রীপঞ্চরাত্রে ঐ প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, দেবতার স্থান ও মার্গ এই উভয়ের সংমার্জ্জন ও উপলেপনাদির নাম অভিগমন। গন্ধপুষ্পাদি পূজা সাধন দ্রব্যের আহরণাদিকে উপাদান বলে। ইজ্যা অর্থাৎ দেবতার পূজন। স্বাধ্যায় শব্দে অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক মন্ত্র জপ, বৈষ্ণবসূক্ত স্তোত্র পাঠ, নাম সংকীর্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের অভ্যাস। এবং যোগ অর্থাৎ দেবতার অনুসন্ধান।—এই প্রকার উপাসনা কর্ম্ম বলে সমুদ্ভাবিত বিজ্ঞান যোগ সহকারে দ্রষ্টৃ দর্শন নিবৃত্ত হইলে, ভক্তবৎসল

কারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বযাথাত্ম্যানুভবানুগুণনিরবধি-কানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি।

তথা চ স্মৃতিঃ,

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতা ইতি ॥ ৪৪ ॥
স্বভক্তং বাসুদেবোঽপি সম্প্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি ॥ ৪৫ ॥

তদেতৎ সর্ব্বং হৃদি নিধায় মহোপনিষন্মতাবলম্বনেন ভগবদ্বোধায়নাচার্য্যকৃতাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং বিস্তীর্ণামালক্ষ্য রামানুজঃ শারীরকমীমাংসাভাষ্যমকার্ষীৎ। তত্রাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি প্রথমসূত্রস্যায়মর্থঃ। অত্র অথ-

---

পরম কারুণিক পুরুষোত্তম বাসুদেব আপনার যাথাত্ম্য স্বরূপানুভবের অনুকূল, সর্ব্বপ্রকার সীমা-বিভাগ-বিরহিত, অনন্তস্বরূপ এবং পুনর্জন্ম-বিবর্জ্জিত স্বকীয় পদ ভগবদ্ভক্ত ও তদেকসংসক্ত পুরুষদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন।

তথাচ, বলিয়াছেন, আমার শরণাগত হইলে, মহাজনগণ পরম সংসিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক, দুঃখের নিলয়স্বরূপ ভঙ্গুরভাবাপন্ন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৪৪ ॥

বাসুদেব স্বকীয় ভক্তকে অক্ষয় আনন্দ এবং পুনরাবৃত্তি বিরহিত স্বীয় ধাম প্রদান করেন ॥ ৪৫ ॥

এই সমস্ত হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে স্থাপন ও তৎসহকারে মহোপনিষন্মতের অনুসরণ পূর্ব্বক রামানুজ ভগবান্ বোধায়নাচার্য্যের প্রণীত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি আলোড়ন করিয়া, শারীরক মীমাংসার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে, অনন্তর এই কারণে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা, ইত্যাদি প্রথম সূত্রের অর্থ এই,—

শব্দঃ পূর্ব্বপ্রবৃত্তকর্ম্মাধিগমনানন্তর্য্যার্থঃ। তদুক্তং বৃত্তিকারেণ বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম বিবিদিষতীতি। অতঃশব্দো হেত্বর্থঃ অধীতসাঙ্গবেদস্যাধিগততদর্থস্য বিনশ্বরফলাৎ কর্ম্মণো বিরক্তত্বাদ্ধেতোঃ স্থিরমোক্ষাভিলাষুকস্য তদুপায়-ভূতব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভবতি ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্ত-সমস্তদোষানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণঃ পুরুষোত্ত-মোঽভিধীয়তে ॥ ৪৬ ॥

এবঞ্চ কর্ম্মজ্ঞানস্য তদনুষ্ঠানস্য চ বৈরাগ্যোৎপাদন-দ্বারা চিত্তকল্মষাপনয়নদ্বারা চ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রতি সাধনত্বেন তয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন পূর্ব্বোত্তরমীমাংসয়োরেকশাস্ত্রত্বম্।

পূর্ব্বপ্রবৃত্ত কর্ম্মাধিগমনের আনন্তর্য্য বুঝাইবার জন্য এখানে অথ-শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। বৃত্তিকারও তাহাই বলিয়াছেন। যথা, প্রবৃত্ত কর্ম্মাধিগমনের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে অভিলাষ হইয়া থাকে। এই কারণে শব্দ প্রয়োগের ভাবার্থ এই, সমুদায় সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থ সম্যক্‌রূপে প্রতিগমন করিয়া, বিনশ্বর ফল বিশিষ্ট কর্ম্মে বিরক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য স্থিরপদ লাভে অভিলাষ হইলে, তাহার উপায় স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্ম শব্দে স্বভাবতঃ সমস্ত দোষবিহীন, সর্ব্বপ্রকার অবধিশূন্য, অতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণ বিশিষ্ট পুরুষোত্তমকে বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে, কর্ম্মজ্ঞান ও তাহার অনুসন্ধান এই উভয় বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদন ও তৎসহকারে চিত্তকলুষ নিঃশেষে নিরাকরণ করিবার পর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিসাধন হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন, উভয়ে কার্য্যকারণ ভাবে বদ্ধ হওয়াতে, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা উভয়ের

অতএব বৃত্তিকারা একমেবেদং শাস্ত্রং জৈমিনীয়েন ষোড়ষলক্ষণেনেত্যাহুঃ। কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং ব্রহ্মজ্ঞান-ফলস্য চাক্ষয়িত্বং পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম্মচিতান্‌ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেত্যাদিশ্রুতিভিরনুমানার্থা-পত্ত্যপবৃংহিতাভিঃ প্রত্যপাদি। একৈকনিন্দয়া কর্ম্মবিশি-ষ্টস্য জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽবিদ্যামুপাসতে ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ অবিদ্যয়া মৃত্যু তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ইত্যাদি॥ ৪৭॥

তদুক্তং পাঞ্চরাত্ররহস্যে

স এব করুণাসিন্ধুর্ভগবান্‌ ভক্তবৎসলঃ।
উপাসকানুরোধেন ভজতে মূর্ত্তিপঞ্চকম্‌॥ ৪৮॥

একশাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয়। এই কারণে বৃত্তিকারগণ বলিয়াছেন, একই শাস্ত্র জৈমিনি প্রোক্ত ষোড়শ লক্ষণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। কর্ম্মফলের ক্ষয়শীলত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান ফলের অক্ষয়িত্ব পরীক্ষা করিয়া, শ্রুতিতে একৈক নিন্দাক্রমে কর্ম্ম বিশিষ্ট জ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, যাহারা অবিদ্যার উপাসক, তাহারা অন্ধতমেতে প্রবেশ করে, যাহারা বিদ্যায় সংসক্ত, তাহারাও ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয় অবগত আছে, সে অবিদ্যার সহিত মৃত্যু উত্তরণ করিয়া, বিদ্যাবলে অমৃত ভোগ করে, ইত্যাদি॥ ৪৭॥

পাঞ্চরাত্ররহস্যেও তাহাই বলিয়াছেন,

সেই করুণার সাগর ভক্তবৎসল ভগবান্‌ উপাসকগণের অনুরোধে মূর্ত্তিপঞ্চক ধারণ করিয়া থাকেন॥ ৪৮॥

তদর্চ্চাবিভবব্যূহসূক্ষ্মান্তর্যামিসংজ্ঞকম্।
তদাশ্রিত্যৈব চিদ্বর্গস্তত্তজ্জ্ঞেয়ং প্রপদ্যতে ॥ ৪৯ ॥
পূর্ব্বপূর্ব্বোদিতোপাস্তিবিশেষক্ষীণকল্মষঃ।
উত্তরোত্তরমূর্ত্তীনামুপাস্ত্যধিকৃতো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥
এবং হ্যহরহঃ শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মানুসারতঃ।
উক্তোপাসনয়া পুংসাং বাসুদেবঃ প্রসীদতি ॥ ৫১ ॥
প্রসন্নাত্মা হরির্ভক্ত্যা নিদিধ্যাসনরূপয়া।
অবিদ্যাং কর্ম্মসঙ্ঘাতরূপাং সদ্যো নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৫২ ॥
ততঃ স্বাভাবিকাঃ পুংসাং তে সংসারতিরোহিতাঃ।
আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ ॥ ৫৩ ॥

ঐ মূর্ত্তিপঞ্চকের নাম যথা, অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী। চিন্ময়বিগ্রহ ভগবান্ তত্তৎ মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া, সকলের অগোচরে আবির্ভূত হন ॥ ৪৯ ॥

তন্মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনা করিলে, তৎ প্রভাবে অশেষ কলুষের নিরাস হইয়া, উত্তরোত্তর মূর্ত্তি সকলের উপাসনার অধিকার জন্মে ॥ ৫০ ॥

এইরূপে, অহরহ শ্রৌতস্মার্ত্ত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক উক্ত বিধানে উপাসনা করিলে, বাসুদেব প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

ভগবান্ হরি নিদিধ্যাসনরূপে ভক্তি সহকারে প্রসন্নচিত্ত হইয়া, ক্রমে কর্ম্মসংঘাতরূপ অবিদ্যার সদ্য ধ্বংস করেন ॥ ৫২ ॥

তখন, পুরুষের সংসার তিরোহিত ও স্বভাবসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণ পরম্পরার আবির্ভাব হয় ॥ ৫৩ ॥

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্ম্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবো বিশিষ্যতে ॥৫৪॥
মুক্তাস্তু শেষিণি ব্রহ্মণ্যশেষে শেষরূপিণঃ।
সর্ব্বানশ্নুবতে কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতেতি ॥৫৫॥

তস্মাত্তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় পুরুষোত্তমাদিপদবেদ-
নীয়ং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। প্রকৃতি-
প্রত্যয়ৈঃ প্রত্যয়ার্থং প্রাধান্যেন সহ ব্রূত ইতঃ স নোহন্য-
ত্রেতিবচনবলাদিচ্ছায়া ইষ্যমাণপ্রধানত্বাদিষ্যমাণং জ্ঞান-
মিহ বিধেয়ং তচ্চ ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং বেদনং ন
তু বাক্যজন্যমাপাতজ্ঞানং পদসন্দর্ভশ্রাবিণো ব্যুৎপন্নস্য
বিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্তত্বাৎ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ আত্মেত্যেবোপাসীত

এইরূপে, ঈশ্বর ও ভক্তগণ উভয়েরই সমান গুণের সমাবেশ হয়। তন্মধ্যে, ঈশ্বর একমাত্র সর্ব্বকর্তৃত্ব দ্বারা তাঁহাদের অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥

শেষরূপী ভক্তগণ মুক্তিলাভ করিয়া, সেই শেষরূপী ব্রহ্মে লীন হইয়া, সমুদায় অভীপ্সিত সিদ্ধি সম্ভোগ করেন ॥ ৫৫ ॥

এই জন্য, তাপত্রয়ে আতুর পুরুষগণ অমৃতত্ব লাভের নিমিত্ত পুরুষোত্তম প্রভৃতি পদবেদনীয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রবাক্যানুসারে ইচ্ছার ইষ্যমাণপ্রধানত্ব বশতঃ ইষ্যমাণ জ্ঞান অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ঐ জ্ঞান, ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দবাচ্য বেদনস্বরূপ, বাক্যজন্য আপাতজ্ঞান নহে। কেন না, পদসন্দর্ভ শ্রবণপরায়ণ পুরুষের বিধান ব্যতিরেকেও উহা প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, অরে আত্মার দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন

বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত অনুবিদ্যং বিজানাতীত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। অত্র শ্রোতব্য ইত্যনুবাদঃ অধ্যয়নবিধিনা সাঙ্গস্য স্বাধ্যায়স্য গ্রহণে অধীতবেদস্য পুরুষস্য প্রয়োজনবদর্থদর্শনাত্তন্নির্ণয়ায় স্বরসত এব শ্রবণে প্রবর্ত্তমানতয় তস্য প্রাপ্তত্বাৎ। মন্তব্য ইতি চানুবাদঃ শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বেন মননস্যাপি প্রাপ্তত্বাদপ্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবদিতি ন্যায়াৎ ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা বা স্মৃতিঃ স্মৃতিপ্রতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরেব মোক্ষোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা ॥ ৫৬ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৫৭ ॥

করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে ও উপাসনা করিবে; ইত্যাদি।—এখানে শ্রবণশব্দের অনুবাদ এই, অধ্যয়ন বিধি দ্বারা সাঙ্গ বেদে গ্রহণ হইলে, বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষ প্রয়োজন সহিত অর্থ দর্শনবশে আত্মার নির্ণয়ার্থ স্বতই তদীয় শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মন্তব্যের অনুবাদ এই,—শ্রবণপ্রতিষ্ঠাতৃত্ব বশতঃ মননেরও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহাতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে শাস্ত্রের অর্থবত্তা স্ফূর্তি হয়। ধ্যানের অনুবাদ এই,—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপরম্পরারূপে স্মৃতির আবির্ভাব হয়। স্মৃতির আবির্ভাবে সমুদয় হৃদয়গ্রন্থি পরিহার হইয়া থাকে। এইরূপে, অবিচলিত স্মৃতির মোক্ষোপায়ত্ব প্রসিদ্ধ আছে। এই স্মৃতি সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায়; কেন না ॥ ৫৬ ॥

সেই পরমাত্মার স্বরূপ ভগবান্ দৃষ্ট হইলে, সমুদায় হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন সমুদায় সংশয় বিশীর্ণ, এবং সমুদায় কর্ম্ম ক্ষীণভাবাপন্ন হয় ॥ ৫৭ ॥

ইত্যনেনৈকত্বাৎ। তথা চ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যনেনাস্যা দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ ভাবনাপ্রকর্ষাৎ স্মৃতের্দ্দর্শনরূপত্বম্। বাক্যকারেণৈতৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বেদনমুপাসনং স্যাদিত্যাদিনা। তদেব ধ্যানং বিশিনষ্টি শ্রুতিঃ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি যথায়ং প্রিয়তমমাত্মানং প্রাপ্নোতি তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রিয়তম ইতি ভগবতৈবাভিহিতম্॥ ৫৮॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ইতি॥ ৫৯॥

ইত্যাদির সহিত ঐ স্মৃতির একতা আছে। তথাচ, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আত্মার দর্শন করিবে, ইত্যাদি বাক্যানুসারে ইহার দর্শন স্বরূপতা বিহিত হইয়াছে। ভাবনার প্রকর্ষবলে স্মৃতির দর্শনরূপত্ব ঘটিয়া থাকে। বাক্যকার এসমস্তই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, যথা, বেদনই উপাসনা, ইত্যাদি। শ্রুতিতে এই ধ্যানের বিশেষরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, এই আত্মাকে প্রবচন দ্বারা পাওয়া যায় না; মেধা দ্বারাও পাওয়া যায় না; এবং বহুবিধ শ্রুত দ্বারাও পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইহাকে বরণ করে, সেই ইহাকে পাইয়া থাকে। আত্মা তাহারই নিকট স্বকীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন, ইত্যাদি। পুনশ্চ, স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন, আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সুতরাং তাঁহারই বরণ করিবে, ইত্যাদি॥ ৫৮॥

গীতা প্রভৃতিতে বলিয়াছেন, যাহারা যে মতে যোগানুষ্ঠান সহকারে প্রীতিভরে আমারে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি; যৎপ্রভাবে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়॥ ৫৯॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়েতি চ ॥ ৬০ ॥

ভক্তিস্তু নিরতিশয়ানন্দপ্রিয়ানন্যপ্রয়োজনসকলেতর-বৈতৃষ্ণ্যবজ্জ্ঞানবিশেষ এব তৎসিদ্ধিশ্চ বিবেকাদিভ্যো ভবতীতি বাক্যকারেণোক্তং তল্লব্ধির্বিবেকবিমোকা-ভ্যাসক্রিয়াঙ্কনকল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ সম্ভবান্নির্ব্বচনা-চ্চেতি। তত্র বিবেকো নামাত্মাদুষ্টাদন্নাৎ সত্ত্ব-শুদ্ধিঃ। অত্র নির্ব্বচনম্। আহারশুদ্ধেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যা ধ্রুবা স্মৃতিরিতি। বিমোকঃ কামানভি-ষঙ্গঃ শান্ত উপাসীতেতি নির্ব্বচনম্। পুনঃ পুনঃ সংশীলনমভ্যাসঃ। নির্ব্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহৃতং ভাষ্য-কারেণ। সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি। শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মা-

---

হে পার্থ, সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা একমাত্র অনন্য ভক্তিরই লভ্য হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

যাহাতে নিরতিশয় আনন্দ আছে, যাহা সকলেরই প্রিয়, যাহা অনন্য-প্রয়োজন-বিশিষ্ট, এবং যৎপ্রভাবে সমুদায় ইতরবস্তুতে বিতৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে, তাদৃশ জ্ঞানবিশেষই ভক্তি। বিবেকাদির সহায়তায় তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা বাক্যকার বলিয়াছেন। যথা বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, অঙ্কন, কল্যাণ, অনবসাদ, ও অনুদ্ধর্ষ এবং নির্ব্বচন, এই সকল উপায়ে ভক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, আত্মা-দুষ্ট অন্ন হইতে সত্ত্বশুদ্ধির নাম বিবেক। এবিষয়ে নির্ব্বচন এই, আহার-শুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি এবং সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধ্রুবা স্মৃতির উদয় হয়। বিবেকশব্দে কামসঙ্গশূন্যতা। নির্ব্বচন যথা, শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। পুনঃ পুনঃ সংশীলনের নাম অভ্যাস। এবিষয়ে নির্ব্বচন এই, ভাষ্যকার বলিয়াছেন, সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হইয়া, ইত্যাদি। শক্তি

নুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়া। ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ ইতি নির্ব্বচনম্‌। সত্যার্জ্জবদয়াদানাদীনি কল্যাণানি। সত্যেন লভ্যত ইত্যাদিনির্ব্বচনম্‌। দৈন্যবিপর্য্যয়োঽনবসাদঃ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যত ইতি নির্ব্বচনম্‌। তদ্বিপর্য্যয়জা তুষ্টিরনুদ্ধর্ষং। শান্তোদান্ত ইতি নির্ব্বচনম্‌॥ ৬১॥

তদেবমেবংবিধনিয়মবিশেষসমাসাদিতপুরুষোত্তমপ্রসাদবিধ্বস্ততমঃস্বান্তস্য অনন্যপ্রয়োজনানবরতনিরতিশয়প্রিয়বদাত্মপ্রত্যয়াবভাসতাপন্নধ্যানরূপয়া ভক্ত্যা পুরুষোত্তমপদং লভ্যত ইতি সিদ্ধম্‌। তদুক্তং যামুনেন উভয়পরিকর্ম্মিতস্বান্তস্যৈকান্তিকাত্যন্তিকভক্তির্যোগলভ্য ইতি জ্ঞানকর্ম্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণস্যেত্যর্থঃ॥ ৬২॥

অনুসারে শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম ক্রিয়া। এই ক্রিয়াবান্‌ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরিষ্ঠ, ইহাই নির্ব্বচন। সত্য, ঋজুতা, দয়া, ও দানাদির নাম কল্যাণ। নির্ব্বচন যথা, সত্য দ্বারা লাভ করা যায়। দৈন্যবিপর্য্যয়ের নাম অনবসাদ। নির্ব্বচন যথা, বলহীন ব্যক্তি এই আত্মলাভে সমর্থ হয় না। তদ্‌বিপর্য্যয়জনিত তুষ্টির নাম অনুদ্ধর্ষ। নির্ব্বচন যথা, শান্ত, দান্ত, ইত্যাদি॥ ৬১॥

এবংবিধ নিয়মবিশেষ সাহচর্য্যে পুরুষোত্তমপ্রসাদ প্রাপ্তি হইলে, লোকের অন্তরস্থ তমোরাশির ধ্বংস হয়। তখন, অনন্যপ্রয়োজন সমেত নিরবচ্ছিন্ন নিরতিশয় প্রিয়বৎ আত্মপ্রভাবের অবভাস দ্বারা যে ধ্যানরূপ ভক্তি উদয় হয়, তাহাতেই সেই পুরুষোত্তমপদ লাভ হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল। স্বয়ং যামুন ইহা বলিয়াছেন, যাহার অন্তঃকরণ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ সহায়ে সবিশেষ মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করিয়া থাকে, ইত্যাদি॥ ৬২॥

কিং পুনর্ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যপেক্ষায়াং লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। জন্মাদীতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ং তদ্গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। অস্যাচিন্ত্যবিবিধরচনারচ্যস্য নিয়তদেশকালভোগব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রস্য জগতঃ যতো যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদ্যনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি সূত্রার্থঃ॥ ৬৩॥

ইত্থম্ভূতে ব্রহ্মণি কিং প্রমাণমিতি জিজ্ঞাসায়াং শাস্ত্রমেব প্রমাণমিত্যুক্তং শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণং যস্য তচ্ছাস্ত্রযোনি তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদ্ব্রহ্মজ্ঞানকারণাত্মজ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য তদ্‌যোনিত্বং ব্রহ্মণইত্যর্থঃ। ন চ ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরগম্যত্বং শঙ্কিতুং

কি জন্য ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই পরমেশ্বর, নিখিল হেয় বস্তুর প্রতিপক্ষ স্বরূপ, সত্যসংকল্প প্রভৃতি অবধিশূন্য অতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণের আধার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট পুরুষ হইতে এই অচিন্ত্য বিবিধরচনারচ্য, নিয়ত-দেশ-কাল ভোগ-ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজ্ঞসমেত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রবর্ত্তিত হয়, ইত্যাদি॥ ৬৩॥

ব্রহ্ম যে এবংবিধগুণবিষয়, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। ফলতঃ, শাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উভয়ই বিনিষ্পাদিত হয়। তজ্জন্য, শাস্ত্রই ব্রহ্মের যোনি, কি না, প্রমাণ। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মের অন্যবিধ প্রমাণ শঙ্কা করিতে পারা যায় না।

শক্যমনীন্দ্রিয়ত্বেন· প্রত্যক্ষস্য তত্র প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ নাপি মহার্ণবাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানস্য পূতিকুষ্মাণ্ডায়মানত্বাৎ তল্লক্ষণং ব্রহ্ম যতো বা ইমানি ভূতানীত্যাদি বাক্যং প্রতিপাদয়তীতি স্থিতম্॥ ৬৪॥

যদ্যপি ব্রহ্ম প্রমাণান্তরগোচরতাং নাবতরতি তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরত্বাভাবসিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়িতুং প্রভবতীতি এতৎপর্য্যনুযোগপরিহারায়োক্তং তত্তু সমন্বয়াদিতি। তুশব্দঃ প্রসক্তাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ তচ্ছাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব কুতঃ সমন্বয়াৎ পরমপুরুষার্থভূতস্যৈব ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়ান্বয়াদিত্যর্থঃ। ন চ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরন্যতরবিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং।

কেন না তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন। তজ্জন্য তাঁহাতে প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে না। পুনশ্চ, কার্য্যত্ব বশতঃ ঘটের ন্যায়, মহার্ণবাদিও কর্তৃবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি অনুমান পূতিকুষ্মাণ্ডবৎ সর্ব্বদা হেয়ভাবাপন্ন তজ্জন্য তাহাতে এইরূপ অনুমানেরও কোন প্রকার অবসর নাই। এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই, যাহা হইতে এই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ জন্মিয়াছে, ইত্যাদি॥ ৬৪॥

যদ্যপি ব্রহ্ম প্রমাণান্তরগোচর নহেন, তথাপি, শাস্ত্র কথন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অপরতন্ত্রতা সিদ্ধরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারে না। এইরূপ প্রশ্নের পরিহারার্থ বলিতেছেন, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সম্ভব হইয়াই থাকে। কেন না, ব্রহ্ম পরমপুরুষার্থ স্বরূপ। সুতরাং অভিধেয়তা বশতঃ তাহার শাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধতা আছে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর অভাব সত্ত্বেও প্রয়োজনের অভাব

স্বরূপপরেষ্বপি পুত্রস্তে জাতঃ নায়ং সর্পইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টমেবেতি ন কিঞ্চিদনুপ-পন্নম্। দিঙ্মাত্রমত্র প্রদর্শিতং বিস্তারস্ত্বাকরাদেবাবগন্তব্য ইতি বিস্তরভীরুণোদাস্যত ইতি সর্ব্বমনাকুলম্॥ ৬৫॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্।

তদেতদ্রামানুজমতং জীবাণুত্বদাসত্ববেদাপৌরুষেয়-ত্ব-সিদ্ধার্থবোধকত্ব-স্বতঃপ্রমাণত্ব-প্রমাণত্রিত্ব-পাঞ্চরাত্রোপজী-ব্যত্বপ্রপঞ্চভেদসত্যত্বাদিসাম্যেঽপি পরস্পরবিরুদ্ধভেদাদি-পক্ষত্রয়কক্ষীকারেণ ক্ষপণকপক্ষনিক্ষিপ্তমিত্যুপেক্ষমানঃ

হয় না। তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; ইহা সর্প নহে, ইত্যাদি স্থলে হর্ষ ও ভয় নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবত্তা দৃষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং, কিছুই অনুপপন্ন নহে। এস্থলে দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। আকর হইতেই সবিস্তার দর্শন করিবে॥ ৬৫॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্।

জীবের অণুত্ব, দাসত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, সিদ্ধার্থবোধকত্ব ও স্বতঃপ্রমাণত্ব, প্রমাণত্রিত্ব, পাঞ্চরাত্রোপজীব্যত্ব এবং প্রপঞ্চভেদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে রামানুজের এই মতের সহিত ঐক্য থাকিলেও, উহাকে পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদাদি পক্ষত্রয়ের স্বীকার করা হইয়াছে, এই কারণে ঐ মত ক্ষপণক পক্ষ-নিক্ষিপ্ত ভাবিয়া তাহাতে উপেক্ষা

স আত্মা তত্ত্বমসীত্যাদের্বেদান্তবাক্যজাতস্য ভঙ্গ্যন্তরেণার্থান্তরপরত্বমুপপাদ্য ব্রহ্মমীমাংসাবিবরণব্যাজেন নন্দতীর্থঃ প্রস্থানান্তরমাস্থিত। তন্মতে হি দ্বিবিধং তত্ত্বং স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রভেদাৎ।

তদুক্তং তত্ত্ববিবেকে

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষোঽশেষসদ্গুণ ইতি ॥১॥

নন্বু স্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতনানাত্বশূন্যং ব্রহ্মতত্ত্বমিতি প্রতিপাদকেষু বেদান্তেষু জাগরূকেষু কথমশেষসদ্গুণত্বং তস্য কথ্যত ইতি চেন্মৈবং ভেদপ্রমাপকবহুপ্রমাণবিরোধেন তেষাং তত্র প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ তথাহি প্রত্যক্ষং তাবদিদমস্মাদ্ভিন্নমিতি নীলপীতাদের্ভেদমধ্যক্ষয়তি। অথ মন্যেথাঃ কিং প্রত্যক্ষভেদমেবাবগাহতে

করিয়া, আনন্দতীর্থ তত্ত্বমাস প্রভৃতি বেদান্ত বাক্যপরম্পরার ভঙ্গ্যন্তর ক্রমে অর্থান্তরপরতা উপপাদিত করত, ব্রহ্মমীমাংসা বিবরণ স্থলে প্রস্থানান্তর ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র ভেদে তত্ত্ব দ্বিবিধ। তত্ত্ববিবেকেও কথিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র এই দ্বিবিধ তত্ত্ব। তন্মধ্যে সকল দোষলেশপরিশূন্য, অশেষসদ্গুণনিলয় ভগবান্ বিষ্ণু অস্বতন্ত্র নামে পরিগণিত ॥ ১॥

যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্ব সজাতীয়, বিজাতীয় স্বগত ও নানাত্বশূন্য। সমুদায় বেদান্তেই এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তৎসমস্ত বেদান্ত জাগরূক থাকিতে, কিরূপে তাহার অশেষসদ্গুণত্ব কথিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ভেদপ্রমাপক বহুবিধ প্রমাণবিরোধ বশতঃ ঐ সমুদয় বেদান্তের তদ্বিষয়ে প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। তথাহি, ইহা হইতে ইহা ভিন্ন, ইত্যাদি বিধানে নীলপীতাদির ভেদ নির্দ্দিষ্ট

কিং বা ধর্ম্মিপ্রতিযোগিঘটিতম্। ন প্রথমঃ ধর্ম্মিপ্রতি-যোগিপ্রতিপত্তিমন্তরেণ তৎসাপেক্ষস্য ভেদস্যাশক্যাধ্যব-সায়ত্বাৎ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়োঽপি ধর্ম্মিপ্রতিযোগিগ্রহণপুরঃসরং ভেদ-গ্রহণমথবা যুগপৎ তৎসৰ্ব্বগ্রহণম্। ন পূর্ব্বঃ বুদ্ধেৰ্বিরম্য ব্যাপারাভাবাৎ অন্যোন্যাশ্রয়প্রসঙ্গাচ্চ। নাপি চরমঃ কার্য্যকারণবুদ্ধ্যোর্যৌগপদ্যাভাবাৎ ধর্ম্মিপ্রতীতির্হি ভেদ-প্রত্যয়স্য কারণং সন্নিহিতেঽপি ধর্ম্মিণি ব্যবহিতপ্রতিযোগি-জ্ঞানমন্তরেণ ভেদস্যাজ্ঞাতত্বেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কার্য্য-কারণভাবাবগমাৎ ॥ ৩ ॥

তস্মান্ন ভেদপ্রত্যক্ষং সুপ্রসরমিতি চেৎ কিং বস্তু-

হইয়াছে। এস্থলে, প্রত্যক্ষ ভেদ, কি ধর্ম্মিপ্রতিযোগিঘটিত ভেদ কল্পিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রত্যক্ষ ভেদ কল্পিত হয় নাই। কেন না, ধর্ম্মিপ্রতিযোগির প্রতিপত্তি ব্যতিরেকে তৎসাপেক্ষ ভেদের অধ্যবসায় সুসাধ্য হয় না ॥ ২ ॥

পুনশ্চ, যদি বল, দ্বিতীয়ের অর্থ, ধর্ম্মপ্রতিযোগি গ্রহণপূৰ্ব্বক ভেদগ্রহণ, অথবা একবারে তৎসমস্তের গ্রহণ? প্রথম পক্ষ নহে। ইহার কারণ এই, বুদ্ধি কখন বিরত হইয়া, স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং পরস্পর আশ্রয় করিয়াই, প্রসক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষও নহে। কেন না, কার্য্যকারণ বুদ্ধির কখন যুগপৎ উদয় হয় না। ধর্ম্মিপ্রতীতিই ভেদের কারণ হইয়া থাকে। ধর্ম্মী সন্নিহিত হইলেও, ব্যবহিত প্রতিযোগি পদার্থের জ্ঞান ব্যতিরেকে ভেদ পরিজ্ঞাত হয় না। তৎসহকারে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা কার্য্যকারণভাব অবগত হওয়া যায় ॥ ৩ ॥

এই কারণে, যদি বল, ভেদপ্রত্যক্ষ সুপ্রসর নহে; ইহার উত্তরে

স্বরূপভেদবাদিনং প্রতি ইমানি দূষণান্যুদঘ্যষ্যন্তে কিং ধর্ম্মিভেদবাদিনং প্রতি। প্রথমে চোরাপরাধান্মাণ্ডব্যনিগ্রহন্যায়াপাতঃ ভবদভিধীয়মানদূষণানাং তদবিষয়ত্বাৎ। ননু বস্তুস্বরূপস্যৈব ভেদত্বে প্রতিযোগিসাপেক্ষত্বং ন ঘটতে ঘটবৎ প্রতিযোগিসাপেক্ষ এব সর্ব্বত্র ভেদঃ প্রথিত ইতি চেন্ন প্রথমং সর্ব্বতোবিলক্ষণতয়া বস্তুস্বরূপে জ্ঞায়মাণে প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টব্যবহারোপপত্তেঃ তথাহি পরিমাণঘটিতং বস্তুস্বরূপং প্রথমমবগম্যতে পশ্চাৎ প্রতিযোগিবিশেষাপেক্ষয়া হ্রস্বং দীর্ঘমিতি তদেব বিশিষ্য ব্যবহারভাজনং ভবতি ॥ ৪ ॥

তদুক্তং বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে

নচ বিশেষণবিশেষ্যতয়া ভেদসিদ্ধিঃ বিশেষণ-

বলা যাউক, বস্তুস্বরূপভেদবাদীকে না, ধর্ম্মিভেদবাদীকে দূষিত করিতেছ? যদি প্রথম হয়, তাহাহইলে, চৌরাপরাধে মাণ্ডব্য নিগ্রহ ন্যায়ে সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই, তোমার প্রযোজিত দূষণ সমস্ত সর্ব্বথা তাহার অবিষয়ীভূত। যদি বল, বস্তুস্বরূপেরই ভেদে ঘটের ন্যায়, প্রতিযোগিসাপেক্ষপক্ষত্ব সংঘটিত হয় না। সর্ব্বত্র প্রতিযোগিসাক্ষেপ ভেদই প্রথিত আছে। ইহার উত্তর এই, প্রথমে সর্ব্বতোভাবে বৈলক্ষণ্য বশতঃ বস্তুস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, প্রতিযোগীর অপেক্ষায় বিশিষ্ট ব্যবহারের উপপত্তি হইয়া থাকে। তথাহি, পরিমাণ ঘটিত বস্তুস্বরূপই প্রথমে অবগত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ প্রতিযোগিবিশেষের অপেক্ষায়, হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যবহারের সংঘটন হয় ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয়ে তাহা বলিয়াছেন, যথা, বিশেষণ-বিশেষ্যতাদ্বারা

বিশেষ্যভাবশ্চ ভেদাপেক্ষঃ ধর্ম্মিপ্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভেদ-সিদ্ধিঃ ভেদাপেক্ষঞ্চ ধর্ম্মিপ্রতিযোগিত্বমিত্যন্যোন্যাশ্রয়তয়া ভেদস্য যুক্তিঃ পদার্থস্বরূপত্বাদ্ভেদস্যেত্যাদিনা। অত এব গবার্থিনো গবয়দর্শনায় প্রবর্ত্তন্তে গোশব্দঞ্চ ন স্মরন্তি। ন চ নীরক্ষীরাদৌ স্বরূপে গৃহ্যমাণে ভেদপ্রতিভাসোঽপি স্যাদিতি ভণনীয়ং সমানাভিহারাদিপ্রতিবন্ধকবলাদ্ভেদ-ভানব্যবহারাভাবোপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

তদুক্তং

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চেতি ॥ ৬ ॥

অতিদূরাদ্গিরিশিখরবর্ত্তিতর্বাদৌ অতিসামীপ্যাল্লো-

ভেদ সিদ্ধি হয় না। কেন না, বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ভেদসাপেক্ষ। ধর্ম্মির প্রতিযোগীর অপেক্ষায় যেমন ভেদের অসিদ্ধি হয়, ধর্ম্মের প্রতিযোগিত্ব তদ্রূপ একমাত্র ভেদসাপেক্ষ। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব গবার্থী কখন গবয়দর্শনে প্রবৃত্ত হয় না; এবং গোশব্দও স্মরণ করে না। নীরক্ষীরাদিতে স্বরূপ গৃহ্যমাণ হইলে, ভেদ প্রতিভাত হইয়া থাকে, এরূপও বলা যাইতে পারে না। কেন না, সমানাভিহারাদি প্রতিবন্ধকবলে ভেদজ্ঞানের ব্যবহারাভাব উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তথাহি, কথিত হইয়াছে, অতি দূর, সামীপ্য, ইন্দ্রিয়বিঘাত, অনবস্থিতচিত্ততা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, ও সমানাভিহার, এই সকল কারণবশতঃ যথাবৎ গ্রহণের ব্যভিচার হইয়া থাকে। যেমন, অতিদূরবশতঃ গিরিশিখরবর্ত্তী বৃক্ষ প্রভৃতিতে, অতি সামীপ্যপ্রযুক্ত

চনাঞ্জনাদৌ ইন্দ্রিয়ঘাতাদ্বিদ্যুদাদৌ মনোঽনবস্থানাৎ কামাদ্যুপপ্লুতমনস্কস্য স্ফীতালোকবর্ত্তিনি ঘটাদৌ সৌক্ষ্ম্যাৎ পরমাণ্বাদৌ ব্যবধানাৎ কুড্যাদ্যন্তর্হিতে অভিভবাৎ দিবা প্রদীপপ্রভাদৌ সমানাভিহারাৎ নীরক্ষীরাদৌ যথাবদ্‌গ্রহণং নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৭॥

ভবতু বা ধর্ম্মভেদবাদস্তথাপি ন কশ্চিদ্দোষঃ ধর্ম্মি-প্রতিযোগিগ্রহণে সতি ধর্ম্মভেদভানসম্ভবাৎ। ন চ ধর্ম্ম-ভেদবাদে তস্য তস্য ভেদস্য ভেদান্তরভেদ্যত্বেনানবস্থা দুর-বস্থা স্যাদিত্যাস্থেয়ং ভেদান্তরপ্রসক্তৌ 'মূলাভাবাৎ ভেদ-ভেদিনৌ ভিন্নাবিতি ব্যবহারদর্শনাৎ। ন চৈকভেদবলে-নান্যভেদানুমানং দৃষ্টান্তভেদাবিঘাতেনোত্থানং দোষা-

---

লোচনাঞ্জনাদিতে, ইন্দ্রিয়বিঘাতবশতঃ বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে, চিত্তের অনব-স্থিততা বশতঃ স্ফীতালোকবর্ত্তী ঘটাদিতে, সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত পরমাণু প্রভৃতিতে, ব্যবধানবশতঃ কুড্যাদিদ্বারা অন্তর্হিত বস্তুতে, অভিভব প্রযুক্ত দিবসে দীপপ্রভা প্রভৃতিতে এবং সমানাভিহারবশতঃ নীর ও ক্ষীরাদিতে যথাযথ বস্তুগ্রহ হয় না॥ ৭॥

অথবা, ধর্ম্মভেদবাদ স্বীকার করিলে, যদি ধর্ম্মিপ্রতিযোগী গ্রহণ করা যায়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না। কেন না, উহাতে ধর্ম্মভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। ধর্ম্মভেদবাদে সেই সেই ভেদের ভেদান্তর-ভেদ্যতাবশতঃ অনবস্থা বা দুরবস্থাও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কেন না, ভেদান্তর প্রসঙ্গে মূলের অভাববশতঃ ভেদ ও ভেদী উভয়ে ভিন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এক ভেদ দ্বারা অন্য ভেদের অনুমান হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের দোষের অভাব

ভাবাৎ। সোঽয়ং পিণ্যাকযাচনার্থং গতস্য খারিকা-তৈলদাতৃত্বাভ্যুপগম ইব। দৃষ্টান্তভেদবিমর্দে ত্বনুত্থানমেব। নহি বরবিঘাতায় কন্যোদ্বাহঃ। তস্মান্মূলক্ষয়াভাবাদনবস্থা ন দোষায় ॥ ৮ ॥

অনুমানেনাপি ভেদোঽবসীয়তে পরমেশ্বরো জীবাদ্ভিন্নঃ তং প্রতি সেব্যত্বাৎ যো যং প্রতি সেব্যঃ স তস্মাদ্ভিন্নঃ যথা ভৃত্যাদ্রাজা নহি সুখং মে স্যাৎ দুঃখং মে ন মনাগপি ইতি পুরুষার্থমর্থয়মানাঃ পুরুষাঃ স্বপতিপদং কাময়মানাঃ সৎকারভাজো ভবেয়ুঃ প্রত্যুত সর্ব্বানর্থভাজনং ভবন্তি। যঃ স্বস্যাত্মনো হীনত্বং পরস্য গুণোৎকর্ষঞ্চ কথয়তি স স্তুত্যঃ প্রীতঃ স্তাবকস্য তস্যাভীষ্টং প্রযচ্ছতি।

হেতু দৃষ্টান্ত ভেদের অবিঘাত দ্বারা উত্থান হইতে পারে না। পিণ্যাক প্রার্থনা করিতে গিয়া, খারিকাতৈল দান স্বীকার করার ন্যায়,দৃষ্টান্তভেদে বিমর্দ্দনবশতঃ অনুত্থানই হইয়া থাকে। পুনশ্চ, বরের বিঘাত জন্য কন্যার উদ্বাহ নহে। অতএব মূলক্ষয়ের অভাববশতঃ অনবস্থা ঘটিলে, তাহ দোষাবহ হয় না ॥ ৮ ॥

অনুমান দ্বারাও ভেদের অবগাদ ঘটিয়া থাকে। যেমন, পরমেশ্বর জীব হইতে ভিন্ন। কেন না, তিনি জীবের সেব্য। যে যাহার সেব্য, সে তাহা হইতে ভিন্ন। যেমন রাজা ভৃত্য হইতে ভিন্ন। পুরুষার্থ প্রার্থনা করিতে গিয়া, স্বপতিপদ কামনা করিলে, কেহ কখন সৎকার লাভে সমর্থ হয় না। প্রত্যুত, সর্ব্ববিধ অনর্থভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনার হীনতা ও অপরের গুণোৎকর্ষ প্রখ্যাপন করে, সেই স্তুত্য ব্যক্তি প্রীত হইয়া, উল্লিখিত স্তবকারীর অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে।

তদাহ

ঘাতয়ন্তি হি রাজানো রাজাহমিতি বাদিনঃ।
দদত্যখিলমিষ্টঞ্চ স্বগণোৎকর্ষবাদিনামিতি ॥ ৯ ॥

এবঞ্চ পরমেশ্বরাভেদতৃষ্ণয়া বিষ্ণোর্গুণোৎকর্ষস্য মৃগতৃষ্ণিকাসমত্বাভিধানং বিপুলকদলীফললিপ্সয়া জিহ্বাচ্ছেদনরতিবত্তাদৃশবিষ্ণুবিদ্বেষণাদন্ধতমসপ্রবেশপ্রসঙ্গাৎতচ্চ প্রতিপাদিতং মধ্যমন্দিরেণ মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ে

অনাদিদ্বেষিণো দৈত্যা বিষ্ণোর্দ্বেষো বিবর্দ্ধিতঃ।
তমস্যন্ধে পাতয়তি দৈত্যানন্ধে বিনিশ্চয়াদিতি ॥ ১০ ॥

সা চ সেবা অঙ্কননামকরণভজনভেদাৎ ত্রিবিধা। তত্রাঙ্কনং নারায়ণায়ুধাদীনাং তদ্রূপস্মরণার্থমপেক্ষিতার্থসিদ্ধ্যর্থঞ্চ। তথা চ শাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টম্

তথাহি, বলিয়াছেন,—

আমি রাজা, এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে নরপতিগণ বধ করেন। কিন্তু স্বীয় গুণের উৎকর্ষবাদীদিগকে অখিল অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

এইরূপ, পরমেশ্বরের অভেদ বাসনায় বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষকে মৃগতৃষ্ণিকার সমান বলিলে, তাঁহার প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ প্রকাশজনিত অন্ধতমস নরকে প্রবেশ করিতে হয়। মধ্যমন্দির, মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে এবিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন ; যথা,

দৈত্যগণ চিরকালই দ্বেষভাবে আবিষ্ট। বিষ্ণুর প্রতি তাহাদের দ্বেষ বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাহাদের অন্ধতমস নরক লাভ হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনভেদে বিষ্ণুর সেবা তিন প্রকার। তন্মধ্যে নারায়ণের রূপ স্মরণ ও অভীপ্সিত বিষয়ের সিদ্ধি সংঘটনার্থ তদীয়

চক্রং বিভর্ত্তি পুরুষোঽভিতপ্তং বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ।
স যাতি নাকং দুরিতাবধূয় বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ॥১১॥

দেবাসো যেন বিধৃতেন বাহুনা
সুদর্শনেন প্রয়াতাস্তমায়ন্‌ ।
যেনাঙ্কিতা মনবো লোকসৃষ্টিং
বিতন্বন্তি ব্রাহ্মণাস্তদ্বহন্তি ॥ ১২ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যেন গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ।
উরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবাম ইতি ॥১৩॥

অতপ্ততনূর্নতদামো অশ্নুতেশ্রিতাস ইদ্বহন্তস্তৎসমাসতেতি তৈত্তিরীয়কোপনিষচ্চ। স্থানবিশেষশ্চাগ্নেয়পুরাণে দর্শিতঃ।

চক্রাদি আয়ুধ সকলের অঙ্কন বা চিহ্নধারণ করার নাম অঙ্কন। শাকল্য সংহিতা পরিশিষ্টে বলিয়াছেন,

যে ব্যক্তি অমৃতস্বরূপ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র অভিতপ্ত করিয়া, ধারণ করে, সে যাবতীয় দুরিত দূরে পরিহৃত করিয়া, স্বর্গে সমাগত হয়, যেখানে যজ্ঞকারিগণ বিষয়সঙ্গ পরিহার পুরঃসর প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

পুনশ্চ বলিয়াছেন, সুদর্শনচক্র বাহুতে ধারণ করিলে, মনুষ্যজন্ম নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বলিতে কি, মনুগণ এই চক্রের অঙ্কন সহায়ে লোকসৃষ্টি করিল ॥ ১২ ॥

এই চক্রে চিহ্নিত হইলে, বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তদীয় চিহ্নসমূহে অঙ্কিত হইলে, সংসারে পরম সৌভাগ্যশালী হইব ॥ ১৩ ॥

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদেও নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহার চক্রাদিদ্বারা শরীর ঐ রূপে অভিতপ্ত করিয়া, চিহ্নিত না করিলে, তদীয় তেজঃস্ফূর্ত্তি হয় না।

দক্ষিণে তু করে বিপ্রো বিভৃয়াদং সুদর্শনম্।
সব্যেন শঙ্খং বিভৃয়াদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুরিতি ॥১৪॥
অন্যত্র, চক্রধারণে মন্ত্রবিশেষশ্চ দর্শিতঃ।
সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞানান্ধস্য মে নিত্যং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয় ॥ ১৫ ॥
ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ইতি॥১৬

নামকরণং পুত্রাদীনাং কেশবাদিনাম্না ব্যবহারঃ সর্ব্বদা তন্নামানুস্মরণার্থম্। ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং

কোন্ স্থানে কিরূপে তত্তৎচিহ্নাদি অঙ্কিত করিতে হয়, অগ্নিপুরাণে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,—

ব্রাহ্মণ দক্ষিণাকরে সুদর্শন ও বামহস্তে শঙ্খধারণ করিবে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকার বিধি বিদিত আছে ॥ ১৪ ॥

অন্যত্র চক্রধারণে মন্ত্রবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

হে সুদর্শন! তুমি প্রবল জ্বালাপরম্পরায় পরিবেষ্টিত। এবং কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায়, তোমার প্রভা। আমি অজ্ঞানান্ধ। অতএব আমাকে বিষ্ণুর সেই অবিনাশী পদবী প্রদর্শিত কর ॥ ১৫ ॥

হে পাঞ্চজন্য! তুমি পূর্ব্বে সাগর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন। সমুদয় দেবতা তোমাকে নমস্কার করেন। তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৬ ॥

নামকরণ শব্দে পুত্রাদির কেশবাদি নাম ব্যবহার। ইহার উদ্দেশ্য এই, সর্ব্বদা তদীয় নাম স্মৃতিপথে সমুদিত হইবে।

ভজন দশবিধ। তন্মধ্যে বাক্‌দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়

মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্।

তদুক্তং

অঙ্কনং নামকরণং ভজনং দশধা চ তদিতি ॥ ১৭ ॥

এবং জ্ঞেয়ত্বাদিনাপি ভেদোঽনুমাতব্যঃ তথা শ্রুত্যাপি ভেদোঽপগন্তব্যঃ সত্যমেতমনুবিশ্বে মদন্তিরাতিং দেবস্য গৃণতোমঘোনঃ সত্যাসো অস্য মহিমাগৃণে শবোয়-জ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা ময়ি বারুণ্যো ময়ি বারুণ্যো ময়ি বারুণ্য ইতি মোক্ষানন্দভেদপ্রতিপাদকশ্রুতিভ্যঃ।

এই চারিপ্রকার। অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, হিতকথা বলিবে, প্রিয়কথা বলিবে ও বেদপাঠ করিবে। ইহার নাম বাচিক ভজনা। কেন না, ভগবান্ সত্য প্রভৃতির দাস। এইরূপ, দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ ভেদে কায়িক ভজন তিন প্রকার। দরিদ্রের দুঃখমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার ও শরণাগতের রক্ষা, ইত্যাদি সদনুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ অবশ্যই প্রীত হন। ইহাই কায়িক ভজনের উদ্দেশ্য। এইরূপ, মানসিক ভজনও তিন প্রকার। যথা, দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। এখানে স্পৃহাশব্দে বিষয়-স্পৃহা নহে; ভগবানের দাস্যে ঐকান্তিক অভিলাষ। এই সকলের একৈকক্রমে নিষ্পাদন করিয়া, নারায়ণে সমর্পণ করার নাম ভজন। তথাহি, বলিয়াছেন, অঙ্কন, নামকরণ ও দশবিধ ভজন ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

এইরূপ জ্ঞেয়ত্বাদিদ্বারা যেমন ভেদ অনুমান করিতে হয়, শ্রুত্যাদি দ্বারাও তদ্রূপ ভেদ অবগত হইবে। মোক্ষানন্দ-ভেদ-প্রতিপাদক শ্রুতিতে ইহার সবিশেষ নির্দ্দেশ আছে। যথা, আত্মা সত্য, জীব সত্য, তাহাদের পরস্পরের ভেদ সত্য, তজ্জন্য আমাতেও ভেদ সত্য, ইত্যাদি।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১৮॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রভুকরণাসন্নিহিতত্বাচ্চেত্যাদিভ্যশ্চ। ন চ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতিবলাজ্জীবস্য পারমৈশ্বর্য্যং শক্যশঙ্কং সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেদিতিবৎ বৃংহিতো ভবতীত্যর্থপরত্বাৎ। ননু

প্রপঞ্চো যদি বর্ত্তেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥ ১৯॥

ইতি বচনাৎ দ্বৈতস্য কল্পিতত্বমবগম্যত ইতি চেৎ সত্যং ভাবমনভিসন্ধায়াভিধানাৎ তথাহি যদ্যয়মুৎপদ্যেত

তথাহি, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, এই জ্ঞানের আশ্রয় করিলে, লোকে মদীয় সামর্থ্যে অনুপ্রাণিত হয়। তখন সৃষ্টিসময়েও যেমন তাহার জন্ম হয় না; প্রলয়েও তেমন তাহার বিনাশ হয় না॥ ১৮॥

প্রভুকরণের অসান্নিধ্যবশতঃ তাহারা কেবল জগতের সৃষ্টি করিতে পারে না। ব্রহ্মকে জানিলে, ব্রহ্ম হইয়া থাকে, ইত্যাদি শ্রুতিবলে জীবের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি রূপ উক্তবিধ পারমৈশ্বর্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে, এরূপ শঙ্কা করা যাইতে পারে না। তবে, ব্রাহ্মণকে ভক্তিসহকারে বিশিষ্ট বিধানে পূজা করিলে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, ইত্যাদিবৎ জীবের কেবল বৃংহিতভাব সম্পন্ন হয়।

যদি বল, এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইলে, অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। এই দ্বৈত মায়ামাত্র, পরমার্থতঃ অদ্বৈত॥ ১৯॥

ইত্যাদি বাক্যে দ্বৈতকে কল্পিত বলিয়া, জানাইতেছে। ইহার উত্তর এই, সত্যভাবের অনভিসন্ধানপূর্ব্বক ঐরূপ বলা হইয়াছে। তথাহি,

তর্হি নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। তস্মাদনাদিরেবায়ং প্রকৃষ্টঃ পঞ্চবিধো ভেদপ্রপঞ্চঃ। ন চায়মবিদ্যমানঃ মায়ামাত্রত্বান্মায়েতি ভগবদিচ্ছোচ্যতে।

মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তির্ম্মোহিনীতি চ।
প্রকৃতির্ব্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে ॥ ২০ ॥
প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টকরণাদ্বাসনা বাসয়েদ্‌যতঃ।
অ ইত্যুক্তে হরিস্তস্য মায়াঽবিদ্যেতি সংজ্ঞিতা ॥২১॥
মায়েত্যুক্তা প্রকৃষ্টত্বাৎ প্রকৃষ্টে হি ময়াভিধা।
বিষ্ণোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দেরেতৈরুদীর্য্যতে।
প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ স্বানন্দলক্ষণা ॥ ২২ ॥

যদি এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, নিবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই। এইজন্য এই প্রকৃষ্ট পঞ্চবিধ ভেদে প্রপঞ্চ অনাদিস্বরূপ। ইহা কখন মায়ামাত্র বলিয়া অবিদ্যমান নহে। কেন না, মায়াশব্দে ভগবানের ইচ্ছা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

মহামায়া, অবিদ্যা, সর্ব্বলোকমোহিনী নিয়তি, প্রকৃতি ও বাসনা, হে অনন্ত! সমস্তই তোমার ইচ্ছা বলিয়া, কথিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

প্রকৃষ্টরূপে করেন, বলিয়া প্রকৃতি; সকলকে বাসিত অর্থাৎ সংসারে লিপ্ত ও আসক্ত করে, এই কারণে ইহার নাম বাসনা। অশব্দে হরি। তদীয় মায়া বলিয়া, ইহার নাম অবিদ্যা ॥ ২১ ॥

প্রকৃষ্টত্ব বশতঃ মায়ানাম হইয়াছে। কেন না, প্রকৃষ্টের নাম ময়। বিষ্ণুর একমাত্র প্রজ্ঞপ্তিই মায়া প্রভৃতি উল্লিখিত শব্দ সকলের বাচ্য হইয়া থাকে। কেন না, তিনি সাক্ষাৎ প্রজ্ঞপ্তিস্বরূপ। আত্মানন্দই এই প্রজ্ঞপ্তির লক্ষণ ॥ ২২ ॥

ইত্যাদিবচননিচয়প্রামাণ্যবলাৎ সৈব প্রজ্ঞা মানত্রাণকর্ত্রী চ যস্য তন্মায়ামাত্রং ততশ্চ পরমেশ্বরেণ জ্ঞাতত্বাদ্রক্ষিতত্বাচ্চ ন দ্বৈতং ভ্রান্তিকল্পিতং ন হীশ্বরে সর্ব্বস্য ভ্রান্তিঃ সম্ভবতি বিশেষাদর্শননিবন্ধনত্বাদ্‌ভ্রান্তেস্তর্হি তদ্ব্যপদেশঃ কথমিত্যত্রোত্তরং অদ্বৈতং পরমার্থত ইতি। পরমার্থত ইতি পরমার্থাপেক্ষয়া তেন সর্ব্বস্মাদুত্তমস্য সমাভ্যধিকশূন্যত্বমুক্তং ভবতি। তথাচ পরমা শ্রুতিঃ।

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা ॥ ২৩ ॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥

ইত্যাদি বচননিচয়ের প্রামাণ্য বলে সেই প্রজ্ঞাই যাহার মানত্রাণকর্ত্রী, তাহা মায়ামাত্র। সেই জন্য, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পরিজ্ঞাত বলিয়া, দ্বৈত কখন ভ্রান্তিকল্পিত নহে। যেহেতু, ঈশ্বরে কখন সকলের ভ্রান্তি সম্ভব নহে। ইহার কারণ, তাহাতে ভ্রান্তির কোন প্রকার বিশেষ দর্শন হয় না। তবে, তাহার ব্যপদেশ কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে। ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, পরমার্থতঃ অদ্বৈত। ইহার অর্থ এই, পরমার্থের অপেক্ষায় অর্থাৎ পরমার্থ সাপেক্ষ বলিয়া, এই কারণে বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কেন না, সংসারে ইহার সমানও নাই; আবার ইহা অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্টও নাই। তথাচ, পরমাশ্রুতিতে বলিয়াছেন,

জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জীবভেদ, জড়জীবভেদ, ও জড়ভেদ, এই পঞ্চবিধ ভেদপ্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি। অনাদি না হইলে, বিনাশপ্রাপ্ত হইত ॥ ২৪ ॥

ন চ নাশং প্রয়াত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
কল্পিতশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে॥ ২৫ ॥
দ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি তস্মাদজ্ঞানিনাং মতম্।
মতং হি জ্ঞানিনামেতন্মিতং ত্রাতং হি বিষ্ণুনা।
তস্মান্মাত্রমিতিপ্রোক্তং পরমো হরিরেব ত্বিত্যাদি ॥২৬॥

তস্মাদ্বিষ্ণোঃ সর্ব্বোৎকর্ষ এব তাৎপর্য্যং সর্ব্বাগমানাম্। এতদেবাভিসন্ধায়াভিহিতং ভগবতা,

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ২৭ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

কিন্তু ইহার কখন বিনাশ হয় না, এবং ইহা কোনরূপে ভ্রান্তিকল্পিতও নহে। যদি কল্পিত হইত, তাহা হইলে, ইহার নিবৃত্তিও হইত ॥ ২৫ ॥

যাহারা বলে, দ্বৈত বিদ্যমান নাই, তাহারা অজ্ঞানী; ইহা জ্ঞানিগণের মত। স্বয়ং বিষ্ণু ইহার মান ও ত্রাণ বিধান করিয়াছেন ॥২৬॥

ইত্যাদি কারণে, বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই প্রকার অভিসন্ধান করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ইহ সংসারে এই দুই পুরুষ; ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত ভূত ক্ষর শব্দের বাচ্য। আর, স্বয়ং কূটস্থকে অক্ষর বলে ॥ ২৭ ॥

এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন উত্তম পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়া থাকে। তিনি অব্যয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। লোকত্রয়ে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৯॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ৩০ ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেতি ॥ ৩১ ॥

মহাবরাহেঽপি,

মুখ্যঞ্চ সর্ব্ববেদানাং তাৎপর্য্যং শ্রীপতৌ পরে ।
উৎকর্ষে তু তদন্যত্র তাৎপর্য্যং স্যাদবান্তরমিতি ॥ ৩২ ॥

যুক্তঞ্চ বিষ্ণোঃ সর্ব্বোৎকর্ষে মহাতাৎপর্য্যম্ । মোক্ষো

যেহেতু, আমি ক্ষরের অতীত ও অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম। এই হেতু লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া, প্রথিত আছে ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বথা মোহের বহিষ্কৃত এবং তজ্জন্য আমাকে উত্তম পুরুষ বলিয়া অবগত আছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই সর্ব্বতোভাবে আমারে ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

তুমি সর্ব্বথা নিষ্পাপী, এই জন্য তোমার নিকট অতীব গোপনীয় এই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম। ইহা জানিলেই লোকে বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে, এবং কৃতকৃত্যতাও লাভ করে ॥ ৩১ ॥

মহাবরাহ পুরাণেও বলিয়াছেন,—

পরমাত্মরূপী শ্রীপতিতেই একমাত্র বেদ সকলের মুখ্য তাৎপর্য্য। তদ্ভিন্ন, উৎকর্ষে অবান্তর অর্থাৎ গৌণ তাৎপর্য্য ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষে মহাতাৎপর্য্যই সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। মোক্ষই

হি সর্ব্বপুরুষার্থোত্তমঃ ধর্ম্মার্থকামাস্ত্বনিত্যাঃ মোক্ষ এব নিত্যঃ তস্মান্নিত্যং তদর্থায় যতেত মতিমান্নর ইতি ভাল্লবেয়শ্রুতেঃ। মোক্ষশ্চ বিষ্ণুপ্রসাদমন্তরেণ ন লভ্যতে। যস্য প্রসাদাৎ পরমা যৎস্বরূপাৎ তস্মাৎ সংসারান্মুচ্যতে নাবরে স্বরানারাধয়ন্তোঽহসৌ পরমো বিচিন্ত্যো মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মপাশাদমুষ্মাদিতি নারায়ণশ্রুতেঃ।

তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
সর্ব্বার্থকামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাদ্ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ
নিঃসংশয়ং মুক্তিফলং প্রযাত ইতি ॥ ৩৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণোক্তেশ্চ। প্রসাদশ্চ গুণোৎকর্ষজ্ঞানা-

সমুদায় পুরুষার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা অনিত্য; মোক্ষ নিত্য। সেই জন্য নিত্য তদর্থ যত্ন করিবে। ইহাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ভাল্লবেয়া শ্রুতিতে ঐরূপ কথিত হইয়াছে। এই মোক্ষ বিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না।

নারায়ণ শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যাহার প্রসাদে মুক্তিলাভ হয়, এবং যাহা হইতে সংসারনিবৃত্তি সংঘটিত হয়, এই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিকাম পুরুষগণ সেই পরমস্বরূপ বিষ্ণুরই চিন্তা করিবে।

তিনি প্রসন্ন হইলে, এই সংসারে আর কি অলভ্য হইতে পারে? সর্ব্ববিধ অর্থকাম ত সামান্য কথা। সুতরাং, তাহাদের আর প্রয়োজনই বা কি? অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মরূপ গুরুর আশ্রয় লইলে, মুক্তিফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ॥ ৩৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে। ফলতঃ, তদীয় গুণোৎকর্ষের

দেব নাভেদজ্ঞানাদিত্যুক্তম্‌। ন চ তত্ত্বমস্যাদিতাদাত্ম্য-ব্যাকোপঃ শ্রুতিতাৎপর্য্যাপরিজ্ঞানবিজৃম্ভণাৎ।

আহ নিত্যপরোক্ষস্তু তচ্ছব্দো হ্যবিশেষতঃ।
ত্বং শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

আদিত্যো যূপ ইতিবৎ সাদৃশ্যার্থা তু সা শ্রুতিরিতি। তথাচ পরমা শ্রুতিঃ।

জীবস্য পরমৈক্যঞ্চ বুদ্ধিসারূপ্যমেব বা।
একস্থাননিবশো বা ব্যক্তিস্থানমপেক্ষ্য বা ॥ ৩৫ ॥
ন স্বরূপৈকতা তস্য মুক্তস্যাপি নিরূপতঃ।
স্বাতন্ত্র্যপূর্ণতেঽল্পত্বপারতন্ত্র্যে নিরূপতেতি ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞান হইলেই, তাঁহার প্রসাদ সংগ্রহে সমর্থ হওয়া যায়। অভেদজ্ঞান দ্বারা কখন সেই প্রসাদ লাভ হয় না ; ইহা কথিত হইয়াছে। শ্রুতি তাৎপর্য্যের অপরিজ্ঞান বিজৃম্ভণ দ্বারা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের তাদাত্ম্যের কখন বৈয়র্থ্য হয় না।

তৎশব্দ নিত্যপরোক্ষার্থ এবং ত্বংশব্দে নিত্য অপরোক্ষ। সুতরাং, কিরূপে উভয়ের ঐক্য হইতে পারে ? ৩৪ ॥

আদিত্য যূপ, এই প্রকার সাদৃশ্যার্থেই ঐ শ্রুতি প্রযোজিত হইয়াছে। তথাচ, পরমা শ্রুতিতে বলিয়াছেন,

জীবের আত্যন্তিক একতা, বুদ্ধিসারূপ্য, একস্থাননিবেশ, ব্যক্তি স্থানের অপেক্ষ্যতা ॥ ৩৫ ॥

এবং মুক্তি হইলেও, স্বরূপৈকতা সম্পন্ন হয় না। নীরূপতাই ইহার কারণ। স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতা এবং অল্পত্ব ও পরতন্ত্রতা ইহারই নাম নীরূপতা। তন্মধ্যে ঈশ্বরের নীরূপতা স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতা এবং জীবের নীরূপতা অল্পত্ব অর্থাৎ অপূর্ণতা এবং পরতন্ত্রতা ॥ ৩৬ ॥

অথবা তত্ত্বমসীত্যত্র স এবাত্মা স্বাতন্ত্র্যাদিগুণোপেতত্বাৎ অতত্ত্বমসি ত্বং তন্ন ভবসি তদ্রহিতত্বাদিত্যেকত্বমতিশয়েন নিরাকৃতম্। তদাহ।

অতত্ত্বমিতি বা চ্ছেদস্তেনৈক্যং সুনিরাকৃতমিতি ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদ্দৃষ্টান্তনবকেঽপি স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ বদ্ধ ইত্যাদিনা ভেদ এব দৃষ্টান্তাভিধানায় অয়মভেদোপদেশ ইতি তত্ত্ববাদরহস্যম্। তথা চ মহোপনিষৎ।

যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানাবৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা ॥ ৩৮ ॥
চৌরাপহার্য্যৌ চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ ॥ ৩৯ ॥
তথাপি সূক্ষ্মরূপত্বান্ন জীবাৎ পরমো হরিঃ।

অথবা, তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যে, জ্ঞানই আত্মা, স্বাতন্ত্র্যাদিগুণযুক্ততা বশতঃ তুমি সেই নহ, এই প্রকার অর্থযোগদ্বারা তদ্বিরহিতত্বপ্রযুক্ত, একত্ব একবারেই নিরাকৃত হইয়াছে। তথাহি, বলিয়াছেন, অথবা, অতত্ত্ব, এই প্রকার ছেদবশতঃ, সর্ব্বতোভাবেই একতার পরিহার করা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তথাচ, মহোপনিষদে নির্দ্দিষ্ট আছে, অথবা পক্ষী ও সূত্র যেমন পরস্পর ভিন্ন; বিবিধ বৃক্ষ ও রস যেমন পরস্পর পৃথক্; অথবা নদী ও সমুদ্রে যেমন বিশেষিতা, অথবা শুদ্ধ জল ও লবণজল এই উভয়ে যেমন পার্থক্য ॥ ৩৮ ॥

অথবা চৌর ও অপহার্য্য বস্তু, এবং পুরুষ ও বিষয় ইহারা পরস্পর যেমন পৃথক্, জীব ও ঈশ্বর তেমন সর্ব্বদাই ভিন্ন ও বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন ॥ ৩৯ ॥

তথাপি, পরমাত্মা হরি সকলের প্রযোজক কর্ত্তা হইলেও অব্যক্ত-

ভেদেন মন্দদৃষ্টীনাং দৃশ্যতে প্রেরকোঽপি সন্ ॥ ৪০ ॥
বৈলক্ষণ্যং তয়োর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বধ্যতেঽন্যথেতি।
ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরাঃ।
লক্ষ্মীরক্ষরদেহত্বাদক্ষরাতঃ পরো হরিঃ ॥ ৪১ ॥
স্বাতন্ত্র্যশক্তিবিজ্ঞানসুখাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
নিঃসীমত্বেন তে সর্ব্বে তদ্বশাঃ সর্ব্বদেবতা ইতি ॥ ৪২॥
বিষ্ণুং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জ্জিতঃ।
নির্দুঃখানন্দভুক্ নিত্যং তৎসমীপে স মোদতে ॥৪৩॥
মুক্তানাঞ্চাশ্রয়ো বিষ্ণুরধিকাধিপতিস্তথা।
তদ্বশা এব তে সর্ব্বে সর্ব্বদৈব স ঈশ্বর ইতি চ ॥ ৪৪ ॥

স্বরূপ বলিয়া, মন্দদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভিন্নরূপে অবলোকন করে ॥ ৪০ ॥

জীব ও ঈশ্বররূপী হরি, এই উভয়ের পরস্পর পৃথক্‌ভাব পরিজ্ঞাত হইলেই, লোকে মুক্ত হয়, নতুবা বদ্ধ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা, শিব ও সুরাদি যাবতীয় পদার্থজাত শরীরের ক্ষরণবশতঃ ক্ষরনামে প্রসিদ্ধ। কেবল, লক্ষ্মীর দেহের ক্ষরণ হয় না, এইজন্য তিনি অক্ষরশব্দের বাচ্য। ভগবান্ হরি আবার ইহা অপেক্ষাও অক্ষর স্বভাব ॥৪১॥

তিনি স্বতন্ত্রতা, সর্ব্বকর্ত্তৃকতা, বিজ্ঞান ও সুখাদি নিখিল গুণের আধার। তাঁহার ঐ সকল গুণের সীমা নাই। সমুদায় দেবতাই তাঁহার বশীভূত ॥ ৪২ ॥

এবংবিধ সর্ব্বগুণপূর্ণ বিষ্ণুকে বিদিত হইলে, সংসার বিনিবৃত্ত হয়; সমুদায় দুঃখের এককালীন নিরাস হয়; নিত্য পরমানন্দ ভোগ হয়; এবং তদীয় সামীপ্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

সেই বিষ্ণু মুক্তগণের আশ্রয় এবং সকলের অদ্বিতীয় অধিপতি। তাহারা সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার বশীভূত হইয়া আছে। তিনিই সকলের ঈশ্বর ॥৪৪॥

একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানঞ্চ প্রধানত্বকারণত্বাদিনা যুজ্যতে ন তু সর্ব্বমিথ্যাত্বেন। ন হি সত্তাজ্ঞানেন মিথ্যা-জ্ঞানং সম্ভবতি যথা প্রধানপুরুষাণাং জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং গ্রামো জ্ঞাতঃ অজ্ঞাত ইত্যেবমাদিব্যপদেশো দৃষ্ট এব। যথা চ কারণে পিতরি জ্ঞাতে জ্ঞানাত্যস্য পুত্রমিতি। অন্যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞায়তেত্যে-তাবতৈব বাক্যস্য পূর্ণত্বাৎ॥ ৪৫॥

ন চ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যেতৎ কার্য্যস্য মিথ্যাত্বমাচষ্টে ইত্যেষ্টব্যং বাচারম্ভণং বিকারো যস্য তৎ অবিকৃতং নিত্যং নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যাদিকমিত্যেতদ্বচনং সত্যমিতি তথ্যস্য স্বীকা-

---

প্রধানত্ব ও কারণত্ব প্রভৃতি বশতঃ একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সর্ব্বথা সঙ্গত হইয়া থাকে; কিন্তু সকলের মিথ্যাত্ব দ্বারা নহে। আবার, সত্তাজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সম্ভব হয় না, যেমন প্রধান পুরুষের জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা গ্রাম জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইত্যাকার ব্যপদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুনশ্চ, কারণস্বরূপ পিতাকে জানিলে, তদীয় পুত্রকে জানা যায়। তাহা না হইলে, হে সৌম্য! এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান দ্বারা সমুদায় মৃণ্ময় পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এস্থলে এক ও পিণ্ড শব্দ বৃথা প্রযোজিত হইয়া থাকে। কেন না, এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান দ্বারা, এইরূপ না বলিয়া, মৃত্তিকার জ্ঞান দ্বারা, এইরূপ বলিলেই, বাক্য পূর্ণ হইত॥ ৪৫॥

অন্যথা, নামধেয়াদি শব্দের বৈয়র্থ্যদোষোপত্তি হয়। এই কারণে কুত্রাপি জগতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি সম্ভবিত নহে। অধিক কি, প্রপঞ্চ মিথ্যা, এই বাক্যে মিথ্যা শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা তথ্য, কি,

রাৎ।। অপরথা নামধেয়মেবেতি শব্দয়োর্বৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। অতো ন কুত্রাপি জগতো মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ প্রপঞ্চো মিথ্যেত্যত্র মিথ্যাত্বং তথ্যমতথ্যং বা। প্রথমে সত্যাদ্বৈতভঙ্গপ্রসঙ্গঃ চরমে প্রপঞ্চসত্যত্বাপাতঃ। নন্বনিত্যত্বং নিত্যমনিত্যং বা উভয়থাপ্যনুপপত্তিরিত্যাক্ষেপবদয়মপি নিত্যসমজাতিভেদঃ স্যাৎ তদুক্তং ন্যায়নির্বাণবেধসা নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যনিত্যত্বোপপত্তের্নিত্যসম ইতি ॥ ৪৬ ॥

তার্কিকরক্ষায়াঞ্চ

ধর্ম্মস্য তদতদ্রূপবিকল্পানুপপত্তিতঃ।
ধর্ম্মিণস্তদ্বিশিষ্টত্বভঙ্গো নিত্যসমো ভবেদিতি ॥ ৪৭ ॥

অস্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ উপলক্ষণত্বমভিপ্রেত্যাভিহিতং প্রবোধসিদ্ধৌ অন্বর্থিত্বাত্ত্বপরঞ্জকধর্ম্মসমেতি। তস্মাৎ

অতথ্য? তথ্য হইলে, সত্যাদ্বৈতের ভঙ্গপ্রসক্তি সংঘটিত হয়। অতথ্য হইলে, প্রপঞ্চের সত্যতাপাত হইয়া থাকে। অনিত্য, নিত্য কি অনিত্য? উভয় প্রকারেই অনুপপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ বাক্য বিন্যাসের ন্যায়, এখানেও নিত্যসমজাতিভেদ সংঘটিত হয়। ন্যায়নির্ব্বাণবেধা তাহা বলিয়াছেন। যথা, অনিত্যভাব প্রযুক্ত অনিত্য নিত্যত্বের উপপত্তি হওয়াতে নিত্যসম হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

তার্কিকরক্ষাতেও বলিয়াছেন, ধর্ম্মের তৎ তৎ রূপ বিকল্পের অনুপপত্তিবশতঃ ধর্ম্মের তদ্বিশিষ্টত্বের যে ভঙ্গ হইয়া থাকে, তাহার নাম নিত্যসম ॥ ৪৭ ॥

এই সংজ্ঞার উপলক্ষণত্ব অভিপ্রায় করিয়াই, প্রবোধসিদ্ধিতে বলিয়াছেন, অর্থের আনুগুণ্যবশতঃ প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহা স্বীকার করা যায়, কিন্তু উহা অসত্য ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। একথার উত্তরে,

সদুত্তরমেতদিতি চেৎ অশিক্ষিতত্রাসনমেতৎ দুষ্টত্বস্য নিরূপণাৎ। তদ্দ্বিবিধং সাধারণমসাধারণঞ্চ তত্রাদ্যং স্বব্যাঘাতকং দ্বিতীয়ং ত্রিবিধং যুক্তাঙ্গহীনত্বমযুক্তাঙ্গাধিকত্বমবিষয়বৃত্তিত্বঞ্চেতি। তত্র সাধারণমসম্ভাবিতমেব উক্তস্যাক্ষেপস্য স্বাত্মব্যাপনানুপলম্ভাৎ। এবমসাধারণমপি ঘটস্য নাস্তিতায়াং নাস্তিতোক্তাবিব প্রকৃতেঽপ্যুপপত্তেঃ। ননু প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমভ্যুপেয়তে নাসত্ত্বমিতি চেৎ তদেতৎ সোঽয়ং শিরশ্ছেদেঽপি শতং ন দদাতি বিংশতিপঞ্চকন্তু প্রযচ্ছতীতি শাকটিকবৃত্তান্তমনুহরেৎ মিথ্যাত্বাসত্ত্বয়োঃ পর্য্যায়ত্বাদিত্যলমতিপ্রপঞ্চেন ॥ ৪৮ ॥

তত্রাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি প্রথমসূত্রস্যায়মর্থঃ তত্রাথশব্দো মঙ্গলার্থোঽধিকারানন্তর্য্যার্থশ্চ স্বীক্রিয়তে। অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ তদুক্তং গারুড়ে।

অথাতঃ শব্দপূর্ব্বাণি সূত্রাণি নিখিলান্যপি।
প্রারভেত নিয়ত্যৈব তৎকিমত্র নিয়ামকম্ ॥ ৪৯ ॥

মাথা কাটিয়া ফেলিলেও, সে ব্যক্তি একশত দিবে না, বিংশতিপঞ্চক প্রদান করিবে, এই প্রকার শাকটিক বৃত্তান্তের অনুহার করা যাইতে পারে। কেন না, উহাতে মিথ্যাত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ের পর্য্যায় আছে। যাহা হউক, অতি বিস্তারে আর আবশ্যকতা নাই ॥ ৪৮ ॥

অধুনা, অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, এই প্রথম সূত্রের অর্থ করা যাইতেছে। অথ শব্দে মঙ্গল এবং অধিকারের আনন্তর্য্য বুঝাইয়া থাকে আর, অতঃ শব্দের অর্থ হেতু। গরুড় পুরাণে বলিয়াছেন,—

সমুদায় সূত্রই নিয়মানুসারে অথ ও অতঃ এই উভয় শব্দ বিন্যা সহকারে আরম্ভ করিতে হয়। এবিষয়ে নিয়ামক কি? ৪৯ ॥

কশ্চার্থস্তু তয়োর্বিদ্বান্ কথমুক্তমতা তয়োঃ।
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ যথা জ্ঞাস্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫০ ॥
এবমুক্তো নারদেন ব্রহ্মা প্রোবাচ সত্তমঃ।
আনন্তর্য্যাধিকারে চ মঙ্গলার্থে তথৈব চ ॥
অথ শব্দস্তুতঃ শব্দো হেত্বর্থে সমুদীরিত ইতি ॥ ৫১ ॥

যতো নারায়ণপ্রসাদমন্তরেণ ন মোক্ষো লভ্যতে প্রসাদশ্চ জ্ঞানমন্তরেণ অতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি সিদ্ধম্। জিজ্ঞাস্যব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। সৃষ্টি-স্থিত্যাদি যতো ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্যার্থঃ। তথাচ স্কান্দং বচঃ।

উৎপত্তিস্থিতিসংহারা নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্‌যস্মাৎ স হরিরেকরাড়িতি ॥ ৫২॥

এই উভয়ের অর্থ কি? কি রূপে বা কি জন্য ইহাদের এরূপ উৎকর্ষ সম্পন্ন হইয়াছে? ব্রহ্মন্! যাহাতে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে অবগত হইতে পারি, এরূপে এবিষয় কীর্ত্তন করুন ॥ ৫০ ॥

নারদ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, অথশব্দ মঙ্গলার্থে ও অধিকারের আনন্তর্য্যার্থে এবং অতঃ শব্দ হেত্বর্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

যেহেতু, শ্রীনারায়ণের প্রসাদ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না, এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রসাদলাভে সমর্থ হওয়া যায় না, সেই হেতু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, ইহা সিদ্ধ হইল। জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণও বলিয়াছেন, জন্মাদ্যস্য যত ইতি। ইহার অর্থ এই, যাহা হইতে সৃষ্টি-স্থিত্যাদি সংঘটিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন,—

যে পুরুষ হইতে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, নিয়তি, জ্ঞান, আবৃতি, বন্ধ ও মুক্তি সমুদ্ভাবিত হয়, তিনিই হরি। সেই হরিই সকলের একমাত্র নিয়ন্তা ও প্রভু॥৫২

যতো বা ইমানীত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তত্র প্রমাণমপ্যুক্তং শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং তত্ত্বোপনিষদমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ তস্যানুমানিকত্বং নিরাক্রিয়তো ন চানুমানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রামাণ্যমস্তি। তদুক্তং কৌর্ম্মে

শ্রুতিসাহায্যরহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।
নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণান্তরমেব চ ॥ ৫৩ ॥
শ্রুতিস্মৃতিসহায়ং যৎ প্রমাণান্তরমুত্তমম্।
প্রমাণপদবীং গচ্ছেন্নাত্র কার্য্যা বিচারণেতি ॥ ৫৪ ॥

শাস্ত্রস্বরূপমুক্তং স্কান্দে

ঋগ্‌যজুঃসামথর্ব্বা চ ভারতং পাঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যাহা হইতে এই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইত্যাদি। এবিষয়ের প্রমাণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ইতি। যে ব্যক্তি বেদ জানে না, সে সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরিকলনে সমর্থ হয় না। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাঁহার আনুমানিকত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। অনুমান স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া, কোন বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। তথাহি, কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

শ্রুতিসাহার্য্যনিরপেক্ষ অনুমান কুত্রাপি নিয়মসহকারে অর্থসাধনে সমর্থ এবং প্রমাণান্তর রূপে পরিগণিত হয় না ॥ ৫৩ ॥

যাহা শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্য সমন্বিত, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রমাণান্তর এবং তাহাই প্রমাণপদবীরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে বিচারণা করিবার আবশ্যকতা ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃত শাস্ত্র কাহাকে বলে, স্কন্দপুরাণে তাহা বলিয়াছেন। যথা, ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, মহাভারত, পাঞ্চরাত্র, মূল রামায়ণ, এই সকলকেই শাস্ত্র বলে ॥ ৫৫ ॥

যন্নানুকূলমেতস্য তন্ন শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তদিতি ॥৫৬॥

তদনেনানন্যলভ্যঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ন্যায়েন ভেদস্য প্রাপ্তত্বেন তত্র ন তাৎপর্য্যং কিন্তু দ্বৈত এব বেদবাক্যানাং তাৎপর্য্যমিতি অদ্বৈতপ্রত্যাশা প্রতিক্ষিপ্তা অনুমানাদীশ্বরস্য সিদ্ধ্যভাবেন তদ্ভেদস্যাপি ততঃ সিদ্ধ্যভাবাৎ। তস্মান্ন ভেদানুবাদকত্বমিতি তৎপরত্বমবগম্যতে অত এবোক্তম্

সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্।
নারায়ণং সদা বন্দে নির্দ্দোষাশেষসদ্গুণমিতি ॥৫৭॥

শাস্ত্রস্য তত্র প্রামাণ্যমুপপাদিতং তত্তু সমন্বয়াদিতি।

যাহা ইহাদের অনুকূল, তাহাও শাস্ত্রনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব, অন্যবিধ গ্রন্থবিস্তারকে শাস্ত্র বলা যায় না। তাহা কুবর্ত্ম মাত্র ॥ ৫৬ ॥

উক্ত বাক্যানুসারে শাস্ত্রার্থ অনন্যলভ্য, এই প্রকার ন্যায়ানুসারে ভেদপ্রাপ্তিবশতঃ তাহাতে তাৎপর্য্য নাই; কিন্তু অদ্বৈতেই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য, এইরূপে অদ্বৈত প্রত্যাশার প্রতিক্ষেপ করা হইয়াছে। কেন না, অনুমান দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধির অভাববশতঃ তদ্ভেদসিদ্ধিরও অভাব হইয়া থাকে। সেই জন্য, ভেদানুবাদকত্ব, তৎপরত্ব বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই কারণেই বলিয়াছেন,—

একমাত্র আগমদ্বারাই যাহাকে সর্ব্বকাল জানিতে পারা যায়, যিনি ক্ষর ও অক্ষর সকলেরই অতীত, যিনি সমস্ত দোষের বহিষ্কৃত, যাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সদ্গুণসমূহের অন্ত হয় না; সেই নারায়ণকে সর্ব্বদা বন্দনা করি ॥ ৫৭ ॥

সেই স্থলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপপাদিত হইয়াছে। যথা, তত্তু

সমন্বয় উপক্রমাদিলিঙ্গম্। উক্তং বৃহৎসংহিতায়াম্

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয় ইতি ॥ ৫৮ ॥

এবং বেদান্ততাৎপর্য্যবশাৎ তদেব ব্রহ্ম শাস্ত্রগম্যমিত্যুক্তং ভবতি। দিঙ্মাত্রমত্র প্রাদর্শি শিষ্টমানন্দতীর্থভাষ্যব্যাখ্যানাদৌ দ্রষ্টব্যং গ্রন্থবহুত্বভিয়োপরম্যত ইতি। এতচ্চ রহস্যং পূর্ণপ্রজ্ঞেন মধ্যমন্দিরেণ বায়োস্তৃতীয়াবতারম্মন্যেন নিরূপিতমিতি।

প্রথমস্তু হনূমান্ স্যাৎ দ্বিতীয়ো ভীম এব চ।
পূর্ণপ্রজ্ঞস্তৃতীয়শ্চ ভগবৎকার্য্যসাধক ইতি ॥ ৫৯ ॥

সমন্বয়াদিতি। এখানে সমন্বয়শব্দে উপক্রমাদি লিঙ্গ। বৃহস্পতিসংহিতায় বলিয়াছেন, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি, এই সকল তাৎপর্য্যের নির্ণয়ে লিঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয় ॥ ৫৮ ॥

এইরূপে বেদান্তের তাৎপর্য্যবশতঃ সেই ব্রহ্ম শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হইয়া থাকেন, ইহা বলা হইয়াছে। ফলতঃ, প্রসঙ্গতঃ দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করা হইল। অবশিষ্ট আনন্দতীর্থের ভাষ্য ও ব্যাখ্যান প্রভৃতিতে দর্শন করিবেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এই খানেই নিবৃত্ত হওয়া গেল। পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্যমন্দির আপনাকে বায়ুর তৃতীয়াবতার মনে করিয়া থাকেন। তিনি এই রহস্য নিরূপণ করিয়াছেন। যথা,—

প্রথম হনুমান্, দ্বিতীয় ভীম, এবং তৃতীয় পূর্ণপ্রজ্ঞ ভগবানের কার্য্যসাধক ॥ ৫৯ ॥

এতদেবাভিপ্রেত্য তত্র তত্র গ্রন্থসমাপ্তাবিদং পদ্যং লিখ্যতে ।

যস্য ত্রীণ্যুদিতানি বেদবচনে দিব্যানি রূপাণ্যলং
হ্যেতদ্দর্শিতমিত্থমেতদখিলং বেদস্য গর্ভে মহঃ ।
বায়ো রামবচোনতং প্রথমকং বৃক্ষো দ্বিতীয়ং বপু-
র্মধ্বো যস্তু তৃতীয়মেতদমুনা গ্রন্থঃ কৃতঃ কেশবে ॥ ৬০ ॥

এতৎপদ্যার্থস্তু বলিত্থাতদ্বপুলিয়াধিদর্শিতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনীত্যাদিশ্রুতিপর্য্যালোচনয়াবগম্যত ইতি । তস্মাৎ সর্ব্বস্য শাস্ত্রস্য বিষ্ণুতত্ত্বং সর্ব্বোত্তমমিত্যত্র তাৎপর্য্যমিতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ।

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়া, সর্ব্বত্রই গ্রন্থসমাপ্তিতে নিম্নলিখিত পদ্য লিখিত হইয়াছে । যথা,—

বেদবচনে তাঁহার ত্রিবিধ দিব্যরূপ সবিশেষ সমুদিত হইয়াছে, রামভক্ত হনুমান তন্মধ্যে প্রথম, বৃকোদর দ্বিতীয় এবং মধ্যমন্দির তৃতীয় । সেই মধ্যমন্দিরই কেশবের উদ্দেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

যাহা হউক, উল্লিখিত কারণে বিষ্ণুতত্ত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । সেই জন্যই, ঐ তত্ত্বই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ইহা সর্ব্বথা প্রতিপাদিত হইল ॥ ৬১ ॥

অথ নকুলীশপাশুপতদর্শনম্।

তদেতদ্বৈষ্ণবমতং দাসত্বাদিপদবেদনীয়ং পরতন্ত্র-দুঃখাবহত্বান্ন দুঃখান্তাদীপ্সিতাস্পদমিত্যরোচয়মানাঃ পার-মৈশ্বর্য্যং কাময়মানাঃ পরাভিতা মুক্তা ন ভবন্তি পরতন্ত্রত্বাৎ পারমৈশ্বর্য্যরহিতত্বাদস্মদাদিবৎ মুক্তাত্মানশ্চ পরমেশ্বর-গুণসম্বন্ধিনঃ পুরুষত্বে সতি সমস্তদুঃখবীজবিধুরত্বাৎ পরমেশ্বরবদিত্যাদ্যনুমানং প্রমাণং প্রতিপদ্যমানাঃ কেচন মাহেশ্বরাঃ পরমপুরুষার্থসাধনপঞ্চার্থপ্রপঞ্চনপরং পাশুপত-শাস্ত্রমাশ্রয়ন্তে। তত্রেদমাদিসূত্রম্ অথাতঃ পশুপতেঃ পাশুপতযোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি। অস্যার্থঃ। অত্রাথ-

---

নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন।

উল্লিখিত বৈষ্ণবমতে ভগবানের দাসত্বাদি করিতে হয়। সুতরাং উহা পরতন্ত্র বলিয়া দুঃখ জনক; উহাতে দুঃখের অন্ত হয না; এই কারণে উহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইত্যাকার বিবেচনায়, উহাতে রুচি না হওয়ায়, বিশেষতঃ, যাহারা অস্মদাদিবৎ পারমৈশ্বর্য্য বিরহিত ও পরতন্ত্র, তাহারা কখন মুক্ত হইতে পারে না, পক্ষান্তরে মুক্তাত্মা পুরুষ পরমেশ্বরের গুণসম্বন্ধিতাবশতঃ পুরুষত্ব লাভ পুবঃসর সমস্ত দুঃখবীজ বিধুবিত করিয়া, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের ন্যায় হইয়া থাকেন, এই প্রকার অনুমান প্রমাণ প্রতিপাদন পূর্ব্বক কোন কোন মহেশ্বরোপাসক ব্যক্তিগণ পারমৈশ্বর্য্য কামনায় বশংবদ হইয়া, পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ পঞ্চার্থ প্রপঞ্চনপর পাশু-পত শাস্ত্রের আশ্রয় করিয়া থাকেন।

ইহার প্রথমসূত্র এই, অথাতঃ ইত্যাদি। এখানে অথ শব্দ

শব্দঃ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষঃ। পূর্ব্বপ্রকৃতশ্চ গুরুং প্রতি শিষ্যস্য প্রশ্নঃ। গুরুস্বরূপং গণকারিকায়াং নিরূপিতম্।

পঞ্চকাস্ত্বষ্ট বিজ্ঞেয়া গণশ্চৈকত্রিকাত্মকঃ।
বেত্তা নবগণস্যাস্য সংস্কর্ত্তা গুরুরুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥
লাভা মলা উপায়াশ্চ দেশাবস্থাবিশুদ্ধয়ঃ।
দীক্ষাকারিবলান্যষ্টৌ পঞ্চকাস্ত্রীণি বৃত্তয়ঃ ইতি ॥ ২ ॥

তিস্রো বৃত্তয় ইতি প্রয়োক্তব্যে ত্রীণি বৃত্তয় ইতি ছান্দসঃ প্রয়োগঃ। তত্র বিধীয়মানমুপায়ফলং লাভঃ জ্ঞানতপোদেবনিত্যত্বস্থিতিশুদ্ধিভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। তদাহ হরদত্তাচার্য্যঃ।

জ্ঞানং তপোঽথ নিত্যত্বং স্থিতিঃ শুদ্ধিশ্চ পঞ্চমমিতি ॥৩॥

পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষ। পূর্ব্বপ্রকৃত শব্দে গুরুর প্রতি শিষ্যের প্রশ্ন। অর্থাৎ শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করার পর, গুরুদেব পাশুপত যানবিধির ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইত্যাদি—

গুরু কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কিরূপ, তদ্বিষয় গণকারিকায় নিরূপিত হইয়াছে। যথা,—

অষ্ট ও বৃত্তিত্রয়, ইহাদিগকে পঞ্চক বলে। যিনি নবগণের বিশেষজ্ঞ ও সংস্কার করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া থাকে ॥ ১ ॥

লাভ, মল, উপায়, দেশ, অবস্থা, বিশুদ্ধি, দীক্ষাকারিক ও বল এই আট এবং তিন বৃত্তি ইহাদিগকে পঞ্চক বলে ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে বিধীয়মান উপায় ফলের নাম লাভ। উহা জ্ঞান তপস্যা, নিত্যত্ব, স্থিতি ও শুদ্ধি ভেদে পঞ্চবিধ।

হরদত্তাচার্য্য বলিয়াছেন, জ্ঞান, তপস্যা, নিত্যত্ব, স্থিতি ও শুদ্ধি এই পাঁচটী ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

আত্মাশ্রিতো দুষ্টভাবো মলঃ স মিথ্যাজ্ঞানাদি-ভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। তদপ্যাহ।

মিথ্যাজ্ঞানমধর্ম্মশ্চ শক্তির্হেতুশ্চ্যুতিস্তথা।
পশুত্বমূলং পঞ্চৈতে তন্ত্রে হেয়া বিবিক্তিত ইতি ॥ ৪ ॥

সাধকস্য শুদ্ধিহেতুরুপায়ঃ বাসচর্য্যাদিভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। তদপ্যাহ

বাসচর্য্যা জপো ধ্যানং সদা রুদ্রস্মৃতিস্তথা।
প্রতিপত্তিশ্চ লাভানামুপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিতা ইতি ॥৫॥

যেনার্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং জ্ঞানতপোবৃদ্ধী প্রাপ্নোতি স দেশো গুরুজনাদিঃ। যদাহ

গুরুর্জনো গুহাদেশঃ শ্মশানং রুদ্র এব চেতি ॥ ৬ ॥

আত্মাশ্রিত দুষ্ট ভাবের নাম মল। এই মলও মিথ্যাজ্ঞানাদি ভেদে পঞ্চবিধ। যথা, বলিয়াছেন,

মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম্ম, শক্তি, হেতু, চ্যুতি, পশুত্বমূল, এই পাঁচটী তন্ত্রে হেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৪ ॥

সাধকের শুদ্ধিহেতুকে উপায় বলে। তাহাও বাসচর্য্যাদিভেদে পঞ্চবিধ। যথা,

বাসচর্য্যা, জপ, সর্ব্বদা রুদ্রস্মরণ, প্রতিপত্তি, এই পাঁচটীকে লাভের উপায় বলিয়া থাকে॥ ৫ ॥

যাহা দ্বারা অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক জ্ঞান ও তপস্যার বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম দেশ। যেমন, গুরুজনাদি। তথাহি, বলিয়াছেন,

গুরুজন, গুহা, শ্মশান ও রুদ্র, ইহাদিগকে দেশ বলে॥ ৬ ॥

আলাভপ্রাপ্তেরেকতমাদৌ যদবস্থানং সাবস্থা ব্যক্তাদিবিশেষেণ বিশিষ্টা। তদুক্তম্।

ব্যক্তাব্যক্তাজপাদানং নিষ্ঠা চৈব হি পঞ্চমমিতি ॥ ৭ ॥

মিথ্যাজ্ঞানাদীনামত্যন্তব্যপোহো বিশুদ্ধিঃ। সা প্রতিযোগিভেদাৎ পঞ্চবিধা। তদুক্তম্

অজ্ঞানস্যাপ্যসঙ্গস্য হানিঃ সঙ্গকরস্য চ।

চ্যুতির্হানিঃ পশুত্বস্য শুদ্ধিঃ পঞ্চবিধা স্মৃতেতি ॥ ৮ ॥

দীক্ষাকারিকপঞ্চকঞ্চোক্তম্।

দ্রব্যং কালঃ ক্রিয়া মূর্ত্তির্গুরুশ্চৈব হি পঞ্চম ইতি ॥ ৯ ॥

বলপঞ্চকঞ্চ

গুরুভক্তিঃ প্রসাদশ্চ মতের্দ্বন্দ্বজয়স্তথা।

ধর্ম্মশ্চৈবাপ্রমাদশ্চ বলং পঞ্চবিধং স্মৃতমিতি ॥ ১০ ॥

যাবৎ লাভ প্রাপ্তি না হয়, তাবৎ, ঐ সকলের একতমাদিতে যে অবস্থান, তাহার নাম অবস্থা। এই অবস্থা ব্যক্তাদিভেদ বিশিষ্ট। যথা,

ব্যক্ত, অব্যক্ত, জপ, আদান ও নিষ্ঠা ॥ ৬ ॥

মিথ্যাজ্ঞানাদির আত্যন্তিক বিনাশের নাম বিশুদ্ধি, উহা প্রতিযোগি ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা,—

অজ্ঞানহানি, অসঙ্গচ্যুতি, সঙ্গবিনাশ, পশুত্বস্খলন এবং করচ্যুতি ॥ ৭ ॥

দীক্ষাকারিকপঞ্চকও নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, মূর্ত্তি ও গুরু এই পাঁচটীর নাম দীক্ষাকারিকপঞ্চক ॥ ৮ ॥

বলপঞ্চক যথা, গুরুভক্তি, মনঃপ্রসত্তি, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বজয়, ধর্ম্ম ও অপ্রমাদ এই পাঁচটীর নাম বল। ১০ ॥

পঞ্চমললঘূকরণার্থং মানামানবিরোধিনোঽন্নার্জনোপায়া বৃত্তয়ঃ ভৈক্ষ্যোৎসৃষ্টযথালব্ধাভিধা ইতি॥ শেষমশেষমাকর এবাবগন্তব্যম্॥ ১১॥

অত্রাথশব্দেন দুঃখান্তস্য প্রতিপাদনম্ আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখব্যপোহপ্রশ্নার্থত্বাত্তস্য পশুশব্দেন কার্য্যস্য পরতন্ত্র-বচনত্বাত্তস্য পতিশব্দেন কারণস্যেশ্বরঃ পতিরীশিতেতি জগৎকারণীভূতেশ্বরবচনত্বাত্তস্য যোগবিধী তু প্রসিদ্ধৌ। তত্র দুঃখান্তো দ্বিবিধঃ অনাত্মকঃ সাত্মকশ্চেতি তত্রানাত্মকঃ সর্ব্বদুঃখানামত্যন্তোচ্ছেদরূপঃ সাত্মকস্তু দৃক্‌ক্রিয়া-শক্তিলক্ষণমৈশ্বর্য্যম্। যত্র দৃক্‌শক্তিরেকাপি বিষয়ভেদাৎ পঞ্চবিধোপচর্য্যতে দর্শনং শ্রবণং মননং বিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চেতি॥ ১২॥

পঞ্চবিধ মল লঘূকরণার্থ মানামানবিরোধী অন্নার্জ্জনোপায়ের নাম বৃত্তি। তত্তৎবৃত্তি ভৈক্ষ্য উৎসৃষ্ট ও যথালব্ধ নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ ভিক্ষা দ্বারা, উৎসৃষ্টসংগ্রহ দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন করিবে। তজ্জন্য, অন্য কোনরূপ আয়াস বা যত্ন করিবে না॥ ১১॥

এখানে অথ শব্দে দুঃখপর্য্যবসান প্রতিপাদন। কেন না, আধ্যাত্মিক দুঃখবিনাশের প্রশ্ন করা হইয়াছে।

যোগ ও বিধি উভয়প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে দুঃখপর্য্যবসান দ্বিবিধ, অনাত্মক ও সাত্মক। সর্ব্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদের নাম অনাত্মক। আর, সাত্মক শব্দে দৃক্‌ক্রিয়াশক্তির লক্ষণ ঐশ্বর্য্য। দৃক্‌শক্তি এক হইলেও, বিষয় ভেদে পঞ্চবিধ। যথা,—দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞত্ব॥ ১২॥

তত্র সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাশেষচাক্ষুষস্পার্শাদিবিষয়ং জ্ঞানং দর্শনম্। অশেষশব্দবিষয়ং সিদ্ধিজ্ঞানং শ্রবণম্। সমস্তচিন্তাবিষয়ং সিদ্ধিজ্ঞানং মননম্। নিরবশেষশাস্ত্রবিষয়ং গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ সিদ্ধিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্। উক্তানুক্তাশেষার্থেষু সমাসবিস্তরবিভাগবিশেষতশ্চ তত্ত্বব্যাপ্ত-সদোদিতসিদ্ধিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বম্ ইত্যেষা ধীশক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

ক্রিয়াশক্তিরেকাপি ত্রিবিধোপচর্য্যতে মনোজবিত্বং কামরূপিত্বং বিক্রমণধর্ম্মিত্বঞ্চেতি। তত্র নিরতিশয়শীঘ্রকারিত্বং মনোজবিত্বম্। কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্য স্বেচ্ছয়ৈবানন্তসলক্ষণবিলক্ষণসরূপকারণাধিষ্ঠাতৃত্বং কামরূপিত্বম্। উপসংহৃতকরণস্যাপি নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যসম্বন্ধিত্বং বিক্রমধর্ম্মিত্বমিত্যেষা ক্রিয়াশক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

তন্মধ্যে সূক্ষ্ম,ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট প্রভৃতি অশেষ চাক্ষুষ স্পার্শাদিবিষয়ক জ্ঞানের নাম দর্শন। এইরূপ অশেষ শব্দবিষয়ক সিদ্ধিজ্ঞান শ্রবণ,সমস্ত চিন্তাবিষয়ক সিদ্ধিজ্ঞান মনন,গ্রন্থতঃ ও অর্থতঃ সমুদায়শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান, এবং সংক্ষেপ, বিস্তার, বিভাগ ও বিশেষরূপে উক্ত অনুক্ত যাবতীয় বিষয়ে যে তত্ত্বব্যাপ্ত সার্ব্বকালিক সিদ্ধিজ্ঞান, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞত্ব বলে। এই সমুদায় ধীশক্তি ॥ ১৩ ॥

ক্রিয়াশক্তি এক হইলেও, তিনপ্রকার। যথা, মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিক্রমণধর্ম্মিত্ব। তন্মধ্যে নিরতিশয় শীঘ্রকারিত্বকে মনোজবিত্ব বলে। কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ হইলে, স্বেচ্ছাক্রমেই অনন্ত প্রকারে সলক্ষণ ও বিলক্ষণ সরূপকরণেতে যে অধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহার নাম কামরূপিত্ব। করণসমুদায় উপসংহৃত হইলেও, যে নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ সংঘটন হইয়া থাকে,তাহাকে বিক্রমণধর্ম্মিত্ব বলে। এই কয়টী ক্রিয়াশক্তি ॥১৪॥

যদস্বতন্ত্রং সর্ব্বং কার্য্যং ত্রিবিধং বিদ্যা কলা পশু-শ্চেতি। তত্র পশুগণো বিদ্যা সাপি দ্বিবিধা। বোধা-বোধস্বভাবভেদাৎ বোধস্বভাবা বিবেকাবিবেকপ্রবৃত্তি-ভেদাৎ দ্বিবিধা তত্র যা বিবেকপ্রবৃত্তিঃ প্রমাণমাত্রব্যঙ্গ্যা চিত্তেত্যুচ্যতে। চিত্তেন হি সর্ব্বঃ প্রাণী বাহ্যার্থাত্মক-প্রকাশানুগৃহীতং সামান্যেন বিবেচিতমবিবেচিতশ্চার্থ-শ্চেতয়তে ইতি। পশ্বর্থধর্ম্মাধর্ম্মিকাপুনরবোধাত্মিকা বিদ্যা স্বশাস্ত্রং যেনোচ্যতে চেতনপরতন্ত্রত্বে সত্যচেতনা কলা। সাপি দ্বিবিধা কার্য্যাখ্যা কারণাখ্যা চেতি। তত্র কার্য্যাখ্যা দশবিধা পৃথিব্যাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি রূপাদয়ঃ পঞ্চগুণাশ্চেতি। কারণাখ্যা ত্রয়োদশবিধা জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং অধ্যবসায়াভিমানসঙ্কল্পাভিধ-বৃত্তিভেদাৎ বুদ্ধ্যহঙ্কারমনোলক্ষণমন্তঃকরণত্রয়ঞ্চেতি।

যাবতীয় অস্বতন্ত্র কার্য্য ত্রিবিধ, বিদ্যা, কলা ও পশু। তন্মধ্যে পশুগণবিদ্যা দ্বিবিধ, বোধস্বভাবাও অবোধস্বভাবা। বোধস্বভাবা আবার দ্বিবিধ। যথা, বিবেকপ্রবৃত্তি ও অবিবেকপ্রবৃত্তি। তন্মধ্যে যাহা বিবেক-প্রবৃত্তি, তাহাকে চিত্ত বলিয়া থাকে। কেন না, চিত্ত দ্বারাই সমুদয় প্রাণী সামান্যতঃ বিবেচিত ও অবিবেচিত বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে॥ ১৫॥

কলা দ্বিবিধা, কার্য্যাখ্যা ও কারণাখ্যা। তন্মধ্যে, কার্য্যাখ্যা দশবিধ। যথা, পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, এবং রূপাদি পঞ্চগুণ। কারণাখ্যা কলা ত্রয়োদশবিধ। যথা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অধ্যবসায়, অভিমান ও সঙ্কল্প নামক বৃত্তিভেদে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনোরূপ অন্তঃকরণ।

পশুত্বসম্বন্ধী পশুঃ সোঽপি দ্বিবিধঃ সাঞ্জনো নিরঞ্জনশ্চেতি। তত্র সাঞ্জনঃ শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধী নিরঞ্জনস্তু তদ্রহিতঃ। তৎপ্রপঞ্চস্তু পঞ্চার্থভাষ্যদীপিকাদৌ দ্রষ্টব্যঃ। সমস্তসৃষ্টিসংহারানুগ্রহকারিকারণং তস্যৈকস্যাপি গুণকর্ম্মভেদাপেক্ষয়া বিভাগ উক্তঃ পতিঃ সাদ্য ইত্যাদিনা। তত্র পতিত্বং নিরতিশয়দৃক্‌ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বং তেনৈশ্বর্য্যেণ নিত্যসম্বন্ধিত্বম্ আদ্যত্বমনাগন্তুকৈশ্বর্য্যসম্বন্ধিত্বম্ ইত্যাদর্শকারাদিভিস্তীর্থকরৈর্নিরূপিতং ॥ ১৫ ॥

চিত্তদ্বারেণাত্মেশ্বরসম্বন্ধো যোগঃ স চ দ্বিবিধঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ ক্রিয়োপরমলক্ষণশ্চেতি তত্র জপধ্যানাদিরূপঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ ক্রিয়োপরমলক্ষণস্তু সংবিদ্গত্যাদিসংজ্ঞিতঃ। ধর্ম্মার্থসাধকব্যাপারো বিধিঃ। সচ দ্বিবিধঃ প্রধানভূতো

পশুত্বসম্বন্ধী পশু দ্বিবিধ, সাঞ্জন ও নিরঞ্জন। তন্মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিশিষ্টের নাম সাঞ্জন এবং তদ্রহিতের নাম নিরঞ্জন। পঞ্চার্থভাষ্যদীপিকায় এ বিষয়ের সবিস্তার দেখিবে।

সমস্ত সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা সেই এক কারণই গুণকর্ম্মভেদাপেক্ষাবশতঃ বহুরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা, পতিঃ সাদ্য ইত্যাদি। এখানে পতি শব্দে নিরতিশয় দৃক্‌ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট এবং আদ্য শব্দে বর্ত্তমান ও আগন্তুক ঐশ্বর্য্যের সহিত নিজসম্বন্ধসম্পন্ন॥ ১৫ ॥

চিত্তদ্বারা আত্মেশ্বর সম্বন্ধের নাম যোগ। উহা দ্বিবিধ, ক্রিয়ালক্ষণ ও ক্রিয়োপরমলক্ষণ। তন্মধ্যে জপ ও ধ্যানাদি রূপের নাম ক্রিয়ালক্ষণ আর সংবিদ্গতি প্রভৃতির নাম ক্রিয়োপরম লক্ষণ।

ধর্ম্মার্থসাধক ব্যাপারের নাম বিধি। বিধিও দ্বিবিধ; প্রধানভূত ও

গুণভূতশ্চ তত্র প্রধানভূতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মহেতুঃ চর্য্যা। সা দ্বিবিধা ব্রতং দ্বারাণি চেতি। তত্র ভস্মস্নানশয্যাপহার-জপপ্রদক্ষিণানি ব্রতম্। তদুক্তম্ ভগবতা নকুলীশেন ভস্মনা ত্রিসবনং স্নায়ীত ভস্মনি শয়ীতেতি ॥ ১৬ ॥

অত্রোপহারো নিয়মঃ স চ ষড়ঙ্গঃ। তদুক্তং সূত্রকারেণ হসিতগীতনৃত্যহুড়ুক্কারনমস্কারজপ্যষড়ঙ্গোপ-হারেণ উপতিষ্ঠেতেতি। তত্র হসিতং নাম কণ্ঠৌষ্ঠপুট-বিস্ফূর্জবপুরঃসরমহহহেত্যট্টহাসঃ। গীতং গান্ধর্ব্বশাস্ত্র-সময়ানুসারেণ মহেশ্বরসম্বন্ধিগুণধর্ম্মাদিনিমিত্তানাং চিন্ত-নম্। নাট্যমপি নাট্যশাস্ত্রানুসারেণ হস্তপাদাদীনাং সংক্ষেপণাদিকমঙ্গপ্রত্যঙ্গোপাঙ্গসহিতং ভাবাভাবসমেতঞ্চ প্রয়োক্তব্যম্। হুড়ুক্কারো নাম জিহ্বাতালুসংযোগান্নিষ্পা-

---

গুণভূত। তন্মধ্যে, সাক্ষাৎ ধর্ম্মহেতু চর্য্যার নাম প্রধানভূত। তাহা দ্বিবিধ, ব্রত ও দ্বার সমস্ত। তন্মধ্যে, ভস্মস্নান, ভস্মশয়ন, উপহার, জপ ও প্রদক্ষিণ, এই কয়টীর নাম ব্রত। স্বয়ং ভগবান্ নকুলীশ বলিয়াছেন, ভস্ম দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও ভস্মেই শয়ন করিবে ॥ ১৬ ॥

এখানে উপহার শব্দে নিয়ম। তাহার ছয়টী অঙ্গ। সূত্রকার বলিয়াছেন, হসিত, গীত, নৃত্য, হুড়ুক্কার, নমস্কার, জপ, এই ষড়ঙ্গ উপহার সহকারে উপাসনা করিবে। তন্মধ্যে হসিত শব্দে কণ্ঠৌষ্ঠ পুটের বিস্ফূর্জ্জিত পুরঃসর অহহ শব্দে অট্টহাস। গীত শব্দে গান্ধর্ব্ব শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মহেশ্বরের গুণ ও ধর্ম্মাদি নিমিত্ত সকলের চিন্তা করা। নৃত্য শব্দেও নাট্যশাস্ত্রের অনুসারে হস্তপদাদির সংক্ষেপণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত ভাবাভাব সমেত প্রয়োগ করিবে। হুড়ুক্কার শব্দে জিহ্বা ও তালু এই উভয়ের সংযোগে নিষ্পাদ্যমান পরম পবিত্র

দ্যমানঃ পুণ্যো বৃষনাদসদৃশো নাদঃ। হুড়ুগিতি শব্দানুকারো বষড়িতিবৎ। যত্র লৌকিকা ভবন্তি তত্রৈতৎ সর্ব্বং গূঢ়ং প্রয়োক্তব্যম্। শিষ্টং প্রসিদ্ধম্। দ্বারাণি তু ক্রাথনস্পন্দনমন্দনশৃঙ্গারণাবিতৎকরণাবিতদ্ভাষণানি। তত্রাসুপ্তস্যৈব সুপ্তলিঙ্গবদ্দর্শনং ক্রাথনম্। বায্বভিভূতস্যেব শরীরাবয়বানাং স্পন্দনং কম্পনং। উপহতপাদেন্দ্রিয়স্যেব গমনং মন্দনম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কামিনীমবলোক্যাত্মানং কামুকমিব যৈর্বিলাসৈঃ প্রদর্শতি তৎ শৃঙ্গারণম্। কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিকলস্যেব লোকনিন্দিতকর্ম্মকরণমবিতৎকরণম্। ব্যাহতাপার্থকাদিশব্দোচ্চারণমবিতদ্ভাষণমিতি। গুণভূতস্তু চর্য্যা। অনুগ্রাহকোঽনুস্নানাদিঃ ভৈক্ষো-

---

বৃষনাদসদৃশ শব্দ। যেথানে লোক সকলের সঞ্চার, সেথানে এই সকল অতি গোপনে প্রয়োগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, জপ ও প্রদক্ষিণের অর্থ সকলেই অবগত আছেন, তজ্জন্য স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

দ্বার শব্দে ক্রাথন, স্পন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ ও অবিতদ্ভাষণ। তন্মধ্যে, অসুপ্তের সুপ্ত লিঙ্গবৎ দর্শনকে ক্রাথন বলে। এইরূপ বায়ু কর্ত্তৃক অভিভূতের ন্যায়, শরীরাবয়ব সকলের স্পন্দনের নাম কম্পন। পাদেন্দ্রিয় বিকলের ন্যায় গমন করাকে মন্দন, রূপযৌবনশালিনী কামিনীকে অবলোকন করিয়া, আত্মাকে যে বিলাস সহকারে কামুকের ন্যায় প্রদর্শন করা তাহাকে শৃঙ্গারণ, কার্য্যাকার্য্যবিবেক বিরহিতের ন্যায় লোকনিন্দিত কর্ম্ম করাকে অবিতৎকরণ এবং অর্থহীন ও ব্যাহত শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্ভাষণ বলিয়া থাকে। গুণভূতচর্য্যা শব্দে অনুগ্রাহক অনুস্নান, ভৈষজ্য ও উচ্ছিষ্টাদিসংগ্রহ। উহার উদ্দেশ্য যোগ্যতা প্রত্যয়

চ্ছিষ্টাদিনির্ম্মিতা যোগ্যতাপ্রত্যয়নিবৃত্ত্যর্থঃ। তদপ্যুক্তং সূত্রকারেণ অনুস্নাননির্মাল্যলিঙ্গধারীতি ॥ ১৭ ॥

তত্র সমাসো নাম ধর্ম্মিমাত্রাভিধানং তচ্চ প্রথমসূত্র এব কৃতং পঞ্চানাং পদার্থানাং প্রমাণতঃ পঞ্চাভিধানং বিস্তরঃ। স খলু রাশীকরভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ। এতেষাং যথাসম্ভবং লক্ষণতোঽসঙ্করেণাভিধানং বিভাগঃ স তু বিহিতশাস্ত্রান্তরেভ্যোঽমীষাং গুণাতিশয়েন কথনং বিশেষঃ। তথা হি অন্যত্র দুঃখনিবৃত্তিরেব দুঃখান্তঃ ইহ তু পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিশ্চ। অন্যত্রাভূত্বা ভাবি কার্য্যমিহ তু নিত্যং পশ্বাদি। অন্যত্র সাপেক্ষং কারণং ইহ তু নিরপেক্ষো ভগবানেব। অন্যত্র কৈবল্যাদিফলকো যোগঃ ইহ তু

নিবৃত্তি। তথাহি সুত্রকার বলিয়াছেন, অনুস্নান, নির্ম্মাল্য ও লিঙ্গধারী ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বে যে সমাস ও বিস্তারাদির কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তের অর্থ এই, সমাস শব্দে অর্থ ধর্ম্মিমাত্রাভিধান। তাহা প্রথম সূত্রেই বিহিত হইয়াছে। বিস্তর শব্দে পঞ্চপদার্থের প্রমাণ অনুসারে পঞ্চবিধান। রাশীকরভাষ্যে ইহা দেখিবে। যথাসম্ভব লক্ষণ অনুসারে কোনরূপে সঙ্কর না করিয়া, এই সকলের অভিধান করণকে বিভাগ বলে এবং বিহিতশাস্ত্রান্তর হইতে এই সকলের গুণাতিশয় সহকারে কথনের নাম বিশেষ। অন্যত্র দুঃখনিবৃত্তিকেই দুঃখান্ত বলা হইয়াছে; অন্যত্র, হয় নাই, এরূপ ভাবী কার্য্যের বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহাতে নিত্য পশ্বাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যত্র, অপেক্ষ্যকারণ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নিরপেক্ষ ভগবানই, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যত্র যোগকে কৈবল্যাদিফলক বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে পারমৈশ্বর্য্য দুঃখান্ত-

পারমৈশ্বর্য্যদুঃখান্তফলকঃ। অন্যত্র পুনরবৃত্তিঃ স্বর্গাদিঃ ইহ পুনরপুনরাবৃত্তিরূপঃ সামীপ্যাদিফলকঃ ॥ ১৮ ॥

নন্বু মহদেতদিন্দ্রজালং যন্নিরপেক্ষং পরমেশ্বরকারণমিতি তথাত্বে কর্ম্মবৈফল্যং সর্ব্বকার্য্যাণাং সমসময়সমুৎপাদশ্চেতি দোষদ্বয়ং প্রাদুঃষ্যাৎ। মৈবং মন্যেথাঃ ব্যধিকরণত্বাৎ। যদি নিরপেক্ষস্য ভগবতঃ কারণত্বং স্যাত্তর্হি কর্ম্মণো বৈফল্যে কিমায়াতম্, প্রয়োজনাভাব ইতি চেৎ কস্য প্রয়োজনাভাবঃ। কর্ম্মবৈফল্যে কারণং কিং কর্ম্মিণঃ কিংবা ভগবতঃ। নাদ্যং ঈশ্বরেচ্ছানুগৃহীতস্য কর্ম্মণঃ সফলত্বোপপত্তেঃ তদনুগৃহীতস্য যযাতিপ্রভৃতিকর্ম্মবৎ কদাচিৎ নিষ্ফলত্বসম্ভবাচ্চ। ন চৈতাবতা কর্ম্মম্বপ্রবৃত্তিঃ

কেই যোগের ফলরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। অন্যত্র পুনরায় অবৃত্তিকে স্বর্গাদি বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অপুনরাবৃত্তিরূপ ও সামীপ্যাদি ফলে পরিণত হয়, নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

যদি বল, ইহা অপেক্ষা ইন্দ্রজাল কি হইতে পারে, যে পরমেশ্বর কারণ নিরপেক্ষ। তাহা হইলে কর্ম্মের বৈফল্য এবং সমুদায় কার্য্য সমসময়েই সমুৎপন্ন হয়। এরূপ বলিতে পার না; কেন না, ব্যধিকরণত্ব হইয়া থাকে। যদি নিরপেক্ষ ভগবানই কারণ হন, তাহা হইলে, কর্ম্মের বৈফল্যে কি আসিতে পারে? যদি বল, তাহা হইলে প্রয়োজনের অভাব হয়। কাহার প্রয়োজনের অভাব? কর্ম্ম বৈফল্যে কারণ হইয়া থাকে, কর্ম্মীর, না, ভগবানের? কর্ম্মীর বলিতে পার না। কর্ম্মমাত্রই ঈশ্বরেচ্ছানুগৃহীত। অতএব কর্ম্মের সফলত্ব উপপন্ন হয়। তদীয় অনুগৃহীত কর্ম্মের যযাতি প্রভৃতির কর্ম্মের ন্যায় কদাচিৎ নিষ্ফলত্ব হইয়া থাকে। ঈশ্বরেচ্ছার আয়ত্তাধীন বলিয়াই, পশুগণের প্রবৃত্তি

কর্ষকাদিবদুপপত্তেঃ। ঈশ্বরেচ্ছায়ত্তত্বাচ্চ পশূনাং প্রবৃত্তেঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরস্য পর্য্যাপ্তকামত্বেন কর্ম্মসাধ্য-প্রয়োজনাপেক্ষায়া অভাবাৎ। যদুক্তং সমসময়সমুৎপাদ ইতি তদপ্যযুক্তম্ অচিন্ত্যশক্তিকস্য পরমেশ্বরস্যেচ্ছানু-বিধায়িন্যা অব্যাহতক্রিয়াশক্ত্যা কার্য্যকারিত্বাভ্যুপগমাৎ। তদুক্তং সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ।

কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ম্।
ততঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্ব্বকারণকারণমিতি ॥ ১৯ ॥

ননু দর্শনান্তরেঽপীশ্বরজ্ঞানান্মোক্ষো লভ্যত এবেতি কুতোঽস্য বিশেষ ইতি চেন্মৈবং বাদীঃ বিকল্পানুপপত্তেঃ কিমীশ্বরবিষয়জ্ঞানমাত্রং নির্ব্বাণকারণং কিং বা সাক্ষাৎ-

---

সঞ্চারিত হয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় অর্থাৎ ভগবানের ও বলিতে পার না। কেন না, তিনি সর্ব্বথা আপ্তকাম। সুতরাং তাঁহার কর্ম্মসাধ্য প্রয়োজনাপেক্ষার সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে, সমসময়সমুৎপাদের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের ইচ্ছানুবিধায়িনী অব্যাহত ক্রিয়াশক্তি দ্বারা কার্য্যকারিত্ব অভ্যুপগত হইয়া থাকে। সম্প্রদায়বিদ্ব্যক্তিগণ তাহা বলিয়াছেন। যথা,—

যে হেতু, তিনি কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ ও স্বেচ্ছাচারী ; সেই হেতু, শাস্ত্রে তাহাকে সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

যদি বল, দর্শনান্তরে বলিয়াছেন, ঈশ্বরজ্ঞান হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। এরূপ পৃথক্ বাদের কারণ কি, এরূপ বলিতে পার না। কেন না, ইহাকে এই প্রকার বিকল্পের অনুপপত্তি হইয়া থাকে, ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান জীবের নির্ব্বাণের কারণ বা তদীয় সাক্ষাৎকারই কারণ;

কারঃ অথবা যথাবত্তত্ত্বনিশ্চয়ঃ। নাদ্যঃ শাস্ত্রমন্তরেণাপি প্রাকৃতজনবদ্দেবানামধিপো মহাদেব ইতি জ্ঞানোৎপত্তি-মাত্রেণ মোক্ষসিদ্ধৌ শাস্ত্রাভ্যাসবৈফল্যপ্রসঙ্গাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ অনেকমলপ্রচয়োপচিতানাং পিশিতলোচনানাং পশূনাং পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারানুপপত্তেঃ। তৃতীয়েঽস্মন্মতা-পাতঃ পাশুপতশাস্ত্রমন্তরেণ যথাবৎ তত্ত্বনিশ্চয়ানুপপত্তেঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ

জ্ঞানমাত্রে যথাশাস্ত্রং সাক্ষাদ্দৃষ্টিস্তু দুর্লভা।
পঞ্চার্থাদন্যতো নাস্তি যথাবত্তত্ত্বনিশ্চয় ইতি ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ পুরুষার্থকামৈঃ পুরুষধৌরেয়ৈঃ পঞ্চার্থ-প্রতিপাদনপরং পাশুপতশাস্ত্রমাশ্রয়ণীয়ম্।

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নকুলীশপাশুপতদর্শনম্।

অথবা, তদীয় তত্ত্ব যথাবৎজ্ঞান হইলেই, ঐরূপে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে? প্রথম অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই মুক্তির কারণ বলিতে পার না। কেন না, শাস্ত্র-নিরপেক্ষ হইয়াও, প্রাকৃত জনের ন্যায় মহাদেব দেবগণের অধিপতি, এই প্রকার জ্ঞানোপপত্তি মাত্রই মোক্ষসিদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রাভ্যাসের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। দ্বিতীয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎকারও নির্ব্বাণের কারণ বলিতে পার না। কেন না, বহুবিধ মলপ্রচয়ে উপচিত পিশিতলোচন পশুগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না। তৃতীয় পক্ষও আমাদের অভিমত নহে। কেন না, পাশুপতশাস্ত্র ব্যতিরেকে যথাবৎ তত্ত্ব নিশ্চয়েরও সম্ভাবনা নাই। আচার্য্যগণ তাহা বলিয়া-ছেন। যথা, যেসে শাস্ত্র দেখিয়া, তাহার জ্ঞানমাত্র পরমেশ্বর সাক্ষাৎকরণ সহজ নহে। পঞ্চার্থ ব্যতিরেকে অন্য উপায়েও যথাযথ তত্ত্বনির্ণয় করা সম্ভব হয় না॥২০

এই জন্য পুরুষার্থকাম পুরুষপ্রবরবর্গ পঞ্চার্থের প্রতিপাদনপর পাশু-পতশাস্ত্র আশ্রয় করিবে॥

অথ শৈবদর্শনম্।

তমিমং পরমেশ্বরঃ কর্ম্মাদিনিরপেক্ষঃ কারণমিতি পক্ষং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষদূষিতত্বাৎ প্রতিক্ষিপন্তঃ কেচন মাহেশ্বরাঃ শৈবাগমসিদ্ধান্ততত্ত্বং যথাবদীক্ষমাণাঃ কর্ম্মাদি-সাপেক্ষঃ পরমেশ্বরঃ কারণমিতি পক্ষং কক্ষীকুর্ব্বাণাঃ পক্ষান্তরমুপক্ষিপন্তি পতিপশুপাশভেদাৎ ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি। তদুক্তং তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈঃ।

ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্গুরুঃ।
সূত্রেণৈকেন সংক্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ পুনরিতি॥ ১॥

অস্যার্থঃ। উক্তাস্ত্রয়ঃ পদার্থা যস্মিন্ সন্তি তত্ত্রিপদার্থং বিদ্যাক্রিয়াযোগচর্য্যাখ্যাশ্চত্বারঃ পাদা যস্মিন্ তচ্চতুশ্চরণং

শৈবদর্শন।

পরমেশ্বর কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ কারণ, এই প্রকার পক্ষ বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষে দূষিত। তজ্জন্য কোন কোন মাহেশ্বর সম্প্রদায় ঐ মত-বাদকে প্রতিক্ষেপ করেন। শৈবাগমপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ততত্ত্ব যথাযথ পর্য্যালোচন পূর্ব্বক, কর্ম্মাদিসাপেক্ষ পরমেশ্বর কারণ, ইত্যাদি পক্ষ আশ্রয় ও তৎসহকারে পক্ষান্তর উৎক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে, পতি, পশু ও পাশভেদে পদার্থ তিন প্রকার। তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞেরা ঐরূপ বলিয়াছেন, জগদীশ্বর পদার্থত্রয় বিচ্ছিন্ন ও পাদ চতুষ্টয় সম্পন্ন মহাতন্ত্র সংক্ষেপ করিয়া একমাত্র সূত্রেই বিস্তারক্রমে বর্ণন করিয়াছেন॥ ১॥

ইহার অর্থ এই, পদার্থত্রয় শব্দে উল্লিখিত পতি ও পশু প্রভৃতি তিন প্রকার পদার্থ এবং পাদচতুষ্টয় শব্দে বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ

মহাতন্ত্রমিতি। তত্র পশূনামস্বতন্ত্রত্বাৎ পাশানামচৈতন্যাৎ তদ্বিলক্ষণস্য পত্যুঃ প্রথমমুদ্দেশঃ; চেতনত্বসাধর্ম্যাৎ পশূনাং তদানন্তর্য্যম্‌। অবশিষ্টানাং পাশানামন্তে বিনিবেশ ইতি ক্রমনিয়মঃ॥ ২॥

দীক্ষায়াঃ পরমপুরুষার্থহেতুত্বাত্তস্যাশ্চ পশুপাশেশ্বরস্বরূপনির্ণয়োপায়ভূতেন মন্ত্রমন্ত্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যনিশ্চায়কেন জ্ঞানেন বিনা নিষ্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ তদববোধকস্য বিদ্যাপাদস্য প্রাথম্যম্‌। অনেকবিধসাঙ্গদীক্ষাবিধিপ্রদর্শকস্য ক্রিয়াপাদস্য তদানন্তর্য্যম্‌। যোগেন বিনা নাভিমতপ্রাপ্তিরিতি সাঙ্গযোগজ্ঞাপকস্য যোগপাদস্য

ও চর্য্যা এই চারি প্রকার বিষয়, যাহাতে আছে, ও সেই চতুশ্চরণ মহাতন্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

তন্মধ্যে পশুগণের অস্বতন্ত্রতা ও পাশ সকলের অচেতনতা বশতঃ তাহাদের উভয় হইতে সর্ব্বথা পৃথক্‌ ভাবাপন্ন পতি শব্দের প্রথমেই উল্লেখ করা হইতেছে। চেতনত্ব সাদৃশ্য বশতঃ পশুগণের তাহার পরেই উল্লেখ এবং অবশিষ্ট পাশ সমুদয়ের অন্তে বিনিবেশ, এই প্রকার ক্রমনিয়ম অবলম্বিত হইয়াছে॥ ২॥

দীক্ষা দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়। যাহার সহায়তায় পশু, পাশ ও ঈশ্বরাদির মাহাত্ম্য বিনির্ণীত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান বিনা দীক্ষা কখন নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য জ্ঞানাববোধক বিদ্যাপাদ প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনেকবিধ সাঙ্গ দীক্ষা বিধির প্রদর্শক ক্রিয়াপাদ তাহার পরেই উল্লিখিত হইয়াছে। যোগ ব্যতিরেকে অভিমত প্রাপ্তি হয় না। এই জন্য সাঙ্গ যোগজ্ঞাপক যোগপাদ ক্রিয়াপাদের পরেই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিহিত অনুষ্ঠান ও

তদুত্তরত্বম্। বিহিতাচরণনিষিদ্ধবর্জ্জনরূপাং চর্য্যাং বিনা যোগোঽপি ন নির্ব্বহতীতি তৎপ্রতিপাদকস্য চর্য্যাপাদস্য চরমত্বমিতি বিবেকঃ॥ ৩॥

তত্র পতিপদার্থং শিবোঽভিমতঃ। মুক্তাত্মনাং বিদ্যেশ্বরাদীনাঞ্চ যদ্যপি শিবত্বমস্তি তথাপি পরমেশ্বর-পারতন্ত্র্যাৎ স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি। ততশ্চ তদনুকরণভুবনাদীনাং ভাবানাং সন্নিবেশবিশিষ্টত্বেন কার্য্যত্বমবগম্যতে। তেন চ কার্য্যত্বেনৈষাং বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকত্বমনুমীয়ত ইত্যনুমানবশাৎ পরমেশ্বরপ্রসিদ্ধিরুপপদ্যতে॥ ৪॥

নিষিদ্ধ ত্যাগরূপ চর্য্যা ব্যতিরেকে যোগ কখন বিনির্ব্বাহিত হয় না, সেই জন্য, তৎপ্রতিপাদক চর্য্যাপাদ চরমে উল্লেখ করিয়াছেন॥ ৩॥

তন্মধ্যে প্রতিপদার্থেই শিব অভিমত হইয়াছেন। যদিও বিদ্যেশ্বরাদি মুক্তাত্মাগণের শিবত্ব আছে, তথাপি, পরমেশ্বরের পারতন্ত্রতা বশতঃ তাহাদের স্বতন্ত্রতা নাই। তদনুকরণ ভুবনাদি ভাব সমূহ সন্নিবেশ বিশিষ্ট বলিয়া, তাহাদের কার্য্যত্ব অবগত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার কার্য্যত্ব বশতঃ তাহাদের বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব অনুমিত হয়। এই প্রকার অনুমান বশেই পরমেশ্বর প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ সকলের উপর একজন যে ঈশ্বর আছেন, তাহা কার্য্য দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। কেন না, এই বিশ্বাদি কার্য্য কখনই আপনা হইতে হয় নাই। আপনা হইতে হইলে, এরূপ সুশৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইত না। আবার, ঐ সকল সুশৃঙ্খলা যে একজন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমানের রচিত, যে সে বুদ্ধির কর্ম্ম নহে, তাহা প্রতিপদেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে॥ ৪॥

নন্বু দেহস্যৈব তাবৎ কার্য্যত্বমসিদ্ধং ন হি ক্বচিৎ কেনচিৎ কদাচিৎ দেহঃ ক্রিয়মাণো দৃষ্টচরঃ। সত্যং তথাপি ন কেনচিৎ ক্রিয়মাণত্বং দেহস্য দৃষ্টমিতি কর্ত্তৃদর্শনাপহ্নবো ন যুজ্যতে তস্যানুমেয়ত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। দেহাদিকং কার্য্যং ভবিতুমর্হতি সন্নিবেশবিশিষ্টত্বাৎ বিনশ্বরত্বাদ্বা ঘটাদিবৎ তেন চ কার্য্যত্বেন বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকত্ব-মনুমাতুং সুকরমেব। বিমতং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ যদুক্তসাধনং তদুক্তসাধ্যং ন যদেবং ন তদেবং যথাত্মাদি। পরমেশ্বরানুমানপ্রামাণ্যসাধনানুমানমন্যত্রা-কারীত্যুপরম্যতে॥ ৫॥

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥ ৬॥

যদি বল, দেহের কার্য্যত্ব অসিদ্ধ। কেন না, কেহই কোন কালে কোন দেশে দেহকে করিতে দেখে নাই। একথা সত্য বটে। তথাপি, কেহ কখন করিতে দেখেন নাই, এই প্রকার কল্পনা করিয়া, কর্ত্তৃদর্শনের অপহ্নব করা যুক্তিযুক্ত হয় না। কেন না, একজন, কর্ত্তা আছেন, অনু-মান দ্বারা তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে। দেহাদির কার্য্যত্ব হওয়াই উচিত। কেন না, উহা ঘটাদিবৎ সন্নিবেশবিশিষ্ট ও বিনশ্বর। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকত্বও অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়। অন্যত্রও বলিয়াছেন, এইরূপ অনুমান প্রমাণেই ঈশ্বর সিদ্ধ হইয়া থাকেন॥ ৫॥

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, জন্তুমাত্রই জ্ঞানশূন্য এবং তাহাদিগের সুখ দুঃখ সর্ব্বথা স্বাধীনতাবর্জ্জিত। ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই, তাহারা স্বর্গ বা নরক গমন করিয়া থাকে॥ ৬॥

ইতি ন্যায়েন প্রাণিকৃতকর্ম্মানুপেক্ষয়া পরমেশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বোপপত্তেঃ। ন চ স্বাতন্ত্র্যাবিহতিরিতি বাচ্যং করণাপেক্ষয়া কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যবিহতেরনুপলম্ভাৎ কোষাধ্যক্ষাপেক্ষস্য রাজ্ঞপ্রসাদাদীনাং দানবৎ। তথোক্তং সিদ্ধগুরুভিঃ।

স্বতন্ত্রস্যাপ্রযোজ্যত্বং করণাদিপ্রযোজ্যতা।
কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যমেতদ্ধি ন কর্ম্মাদ্যনপেক্ষতেতি ॥ ৭ ॥

তথাচ তত্তৎকর্ম্মাশয়বশাদ্ভোগতৎসাধনতদুপাদানাদিবিশেষজ্ঞঃ কর্ত্তা অনুমানাদিসিদ্ধ ইতি সিদ্ধম্। তদিদমুক্তং তত্র ভবদ্ভির্বৃহস্পতিভিঃ।

এই প্রকার, ন্যায়ানুসারে প্রাণিকৃতকর্ম্মানুপেক্ষায় পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার কর্ম্মসাপেক্ষতা বশতঃ স্বাতন্ত্র্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, করণাপেক্ষা বশতঃ কর্ত্তার কখন স্বাতন্ত্র্য ব্যাঘাত উপলব্ধ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, রাজা যদিও কোষাধ্যক্ষের সাপেক্ষভাবাপন্ন, কিন্তু তাহার প্রসাদাদি দ্বারাই দানাদিব্যাপার সম্পন্ন হয়। তদ্বিষয়ে কোষাধ্যক্ষের অপেক্ষা বশতঃ রাজার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ লক্ষিত হয় না। সিদ্ধ গুরুজনেরাও বলিয়াছেন, করণাদিই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। স্বতন্ত্রের প্রযোজ্যতা নাই। কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্যই এইরূপ। তাহা কখন কর্ম্মাদির অপেক্ষক নহে ॥ ৭ ॥

যাহা হউক, তত্তৎকর্ম্মাশার বশে ভোগ, তাহার সাধন ও তাহার উপাদান প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ কর্ত্তা অনুমানাদি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকেন, ইহা সিদ্ধ হইল। তত্র ভবান্ বৃহস্পতি এসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,

ইহ ভোগ্যভোগসাধনতদুপাদানাদি যো বিজানাতি।
তমৃতে ভূতমহীদং পুংস্কর্ম্মাশয়বিপাকজ্ঞমিতি ॥ ৮ ॥

অন্যত্রাপি।

বিবাদাধ্যাসিতং সর্ব্বং বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকর্ত্তৃকম্।
কার্য্যত্বাদাবয়োঃ সিদ্ধং কার্য্যং কুম্ভাদিকং যথেতি ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাত্মকত্বাদেবাস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সিদ্ধম্ অজ্ঞস্য করণাসম্ভবাৎ। উক্তঞ্চ শ্রীমন্মৃগেন্দ্রৈঃ।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ সাধনাঙ্গফলৈঃ সহ।
যো যজ্জানাতি কুরুতে স তদেবেতি সুস্থিতমিতি ॥ ১০ ॥

অস্তু তর্হি স্বতন্ত্র ঈশ্বরঃ কর্ত্তা স তু তাবদশরীরঃ ঘটাদিকার্য্যস্য শরীরবতা কুলালাদিনা ক্রিয়মাণত্বদর্শনাৎ

যিনি ভোগ, ভোগ্য, তাহার সাধন ও উপাদানাদি বিশেষরূপে জানেন, তিনি ব্যতিরেকে পুরুষের কর্ম্মাশয়বিপাকবিষয়ে আর কাহারও অভিজ্ঞান নাই ॥ ৮ ॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন, বিপদাস্পদীভূত সর্ব্ববিধ বস্তুই বুদ্ধিমৎপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বের আয়ত্তীকৃত। কুম্ভাদি কার্য্যের ন্যায়, কার্য্যত্ব বশতঃ আমাদের উভয়ের কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাত্মক বলিয়া, ইহার সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বভাবসিদ্ধ। কেন না, অজ্ঞো করণ সম্ভাবনা নাই। শ্রীমান্ মৃগেন্দ্র বলিয়াছেন, সাধন অঙ্গ ও ফলের সহিত সকলের কর্ত্তা বলিয়া, তাহাকে জ্ঞ বলে। যে ব্যক্তি যাহা জানে সে তাহা করিয়া থাকে, ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত বাক্য ॥ ১০ ॥

আচ্ছা, স্বীকার করা গেল, স্বতন্ত্র ঈশ্বর কর্ত্তা; কিন্তু তিনি শরীরহীন। শরীরবিশিষ্ট কুম্ভকারাদি দ্বারা ঘটাদি কার্য্যের ক্রিয়মাণত্ব দর্শন করিয়া, শরীরবিশিষ্টতা স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে অস্ম-

শরীরবত্ত্বে চাস্মদাদিবদীশ্বরঃ ক্লেশযুক্তোঽসর্ব্বজ্ঞঃ পরিমিতশক্তিং প্রাপ্নুয়াদিতি চেন্মৈবং মংস্থাঃ অশরীরস্যাপ্যাত্মনঃ স্বশরীরস্পন্দাদৌ কর্ত্তৃত্বদর্শনাদভ্যুপগম্যাপি ক্রমহে শরীরবত্ত্বেঽপি ভগবতো ন প্রাগুক্তদোষানুষঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

পরমেশ্বরস্য হি মলকর্ম্মাদিপাশজালাসম্ভবেন প্রাকৃতং শরীরং ন ভবতি কিন্তু শাক্তং শক্তিরূপৈরীশানাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মস্তকাদিকল্পনায়ামীশানমস্তকস্তৎপুরুষবক্ত্রোঽঘোরহৃদয়ো বামদেবগুহ্যঃ সদ্যোজাতপাদঃ ঈশ্বর ইতি প্রসিদ্ধ্যা যথাক্রমানুগ্রহতিরোভাবাদানলক্ষণ-স্থিতিলক্ষণোদ্ভবলক্ষণকৃত্যপঞ্চককারণং স্বেচ্ছানির্ম্মিতং তচ্ছ-

---

দাদিবৎ ক্লেশযুক্ত ও অসর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বথা পরিমিতশক্তিসম্পন্ন বলিতে হয়। কিন্তু একথা বলিতে পার না। কেন না, আত্মা অশরীরী। তথাপি, স্বশরীরাস্পন্দনাদিতে কর্তৃত্ব দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীরবত্তা স্বীকার করিলেও, তিনি ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণে পরম পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে কখন অস্মদাদিবৎ ক্লেশাদি উল্লিখিত দোষের বিষয়ীভূত হইতে হয় না ॥১১॥

মলকর্ম্মাদি পাশজালের অসদ্ভাব বশতঃ পরমেশ্বরের প্রাকৃত শরীর নাই। কিন্তু তাঁহার শাক্ত শরীর আছে। ঐ শরীর শক্তিরূপ ঈশানাদি পঞ্চদ্বারা মস্তকাদি কল্পনা সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ, ঈশান তাহার মস্তক, তৎপুরুষ তাঁহার মুখমণ্ডল, অঘোর তাঁহার হৃদয়, বামদেব তাঁহার গুহ্য, এবং সদ্যোজাত তাঁহার পাদ। এইরূপ, যথাক্রমে অনুগ্রহ, তিরোভাব, আদান, স্থিতি ও উদ্ভব রূপ কার্য্য পঞ্চক কর্তৃত্বে তদীয় শরীর স্বেচ্ছা বশে নির্মিত হইয়াছে। সুতরাং, সেই শরীর অস্মদাদি সদৃশ নহে। শ্রীমান্ মৃগেন্দ্রও বলিয়াছেন,

রীরং নচাস্মৎশরীরসদৃশম্। তদুক্তং শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেণ মলাদ্যসম্ভবাচ্ছাক্তং বপুর্নৈতাদৃশং প্রভোরিতি ॥ ১২ ॥

অন্যত্রাপি।

তদ্বপুঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ পঞ্চকৃত্যোপযোগিভিঃ।
ঈশতৎপুরুষাঘোরবামাদ্যৈর্মস্তকাদিমদিতি ॥ ১৩ ॥

নন্থ পঞ্চবক্ত্রস্ত্রিপঞ্চদৃগিত্যাদিনা আগমেষু পরমেশ্বরস্য মুখ্যত এব শরীরেন্দ্রিয়াদিযোগঃ শ্রূয়ত ইতি চেৎ সত্যং নিরাকারে ধ্যানপূজাদ্যসম্ভবেন ভক্তানুগ্রহকরণায় তত্তদাকারগ্রহণাবিরোধাৎ। তদুক্তং শ্রীমতপৌষ্করে।

সাধকস্য তু রক্ষার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতমিতি ॥ ১৪ ॥

মলাদি-সম্পর্ক-পরিশূন্য বলিয়া, সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বরের শরীর অস্মদাদির শরীরের সদৃশ নহে। উহা শক্তি সহায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, এই জন্য উহার নাম শাক্ত ॥ ১২ ॥

অন্যত্র উল্লেখ আছে,

পঞ্চকৃত্যোপযোগী পঞ্চবিধ মন্ত্র দ্বারা তদীয় শরীব কল্পিত হইয়াছে। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, ও বামাদি ঐ দেহের মস্তকাদি। ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

যদি বল, আগমসমূহে উল্লিখিত আছে, তিনি পঞ্চমুখ ও ত্রিপঞ্চদৃক্। ইত্যাদি বাক্যানুসারে প্রধানতঃ ঈশ্বরেব শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিযোগ শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু নিরাকারের ধ্যানপূজাদির অসম্ভাবনাবশতঃ, ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহবিতরণার্থ তত্তৎ আকার স্বীকারে কোনপ্রকার বিরোধ সম্ভবিত নহে। শ্রীমৎ পৌষ্করে তাহা বলিয়াছেন, সাধকের রক্ষণার্থই তাঁহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অন্যত্রাপি

আকারবাংস্ত্বং নিয়মাদুপাস্যো।

ন বস্তুনাকারমুপৈতি বুদ্ধিরিতি ॥ ১৫ ॥

কৃত্যপঞ্চকং চ প্রপঞ্চিতং ভোজরাজেন।

পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহারতিরোভাবাঃ।

তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্যেতি ॥১৬॥

এতচ্চ কৃত্যপঞ্চকং শুদ্ধাধ্ববিষয়ে সাক্ষাচ্ছিবকর্ত্তৃকং কৃচ্ছ্রাধ্ববিষয়ে ত্বনন্তাদিদ্বারেণেতি বিবেকঃ। তদুক্তং শ্রীমৎকরণে।

শুদ্ধেঽধ্বনি শিবঃ কর্ত্তা প্রোক্তোঽনন্তোঽহিতে প্রভোরিতি ॥ ১৭ ॥

এবঞ্চ শিবশব্দেন শিবত্বযোগিনাং মন্ত্রেশ্বরমহেশ্বর-মুক্তাত্মশিবানাং সবাচকানাং শিবত্বপ্রাপ্তিসাধনেন দীক্ষা-

---

অন্যত্রও বলিয়াছেন, তুমি আকারবান্ বলিয়াই নিয়মানুসারে উপাস্য হইয়া থাক। যাহার আকার নাই, তাদৃশ বস্তুতে কোন মতে বুদ্ধির প্রবেশ হয় না ॥ ১৫ ॥

ভোজরাজকর্ত্তৃক উল্লিখিত কৃত্যপঞ্চক বিবৃত হইয়াছে। যথা, তদীয় কৃত্য পঞ্চবিধ; যথা, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং অনুগ্রহকরণ। সেই ঈশ্বর এইরূপ সর্ব্বকালেই উদিত অর্থাৎ প্রকট হইয়া আছেন ॥ ১৬ ॥

এই পঞ্চবিধ কৃত্য শুদ্ধাধ্ববিষয়ে সাক্ষাৎ শিবের কর্ত্তৃত্বে বিনির্ব্বাহিত হয়। আর কৃচ্ছ্রাধ্ব বিষয়ে অনন্তাদি দ্বারা বিনিষ্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

এইরূপে শিবশব্দে শিবত্বযোগবিশিষ্ট মন্ত্রেশ্বর, মহেশ্বর ও মুক্তাত্মা শিবগণের শিবত্বপ্রাপ্তিসাধন দীক্ষাদি উপায় সমূহ সহিত পতিপদার্থেই

দিনোপায়কলাপেন সহ পতিপদার্থে সংগ্রহঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্ । তদিত্থং পতিপদার্থো নিরূপিতঃ ।

সম্প্রতি পশুপদার্থো নিরূপ্যতে । অনণুক্ষেত্রজ্ঞাদিপদবেদনীয়ো জীবাত্মা পশুঃ ন তু চার্ব্বাকাদিবদ্দেহাদিরূপঃ নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্য ইতি ন্যায়েন প্রতিসন্ধানানুপপত্তেঃ । নাপি নৈয়ায়িকাদিবৎ প্রকাশ্যঃ অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ । তদুক্তম্

আত্মা যদি ভবেন্মেয়স্তস্য মাতা ভবেৎ পর ইতি ।
পর আত্মা তদানীং স্যাৎ স পরো যদি দৃশ্যত ইতি ॥১৮॥

ন চ জৈনবদব্যাপকঃ নাপি বৌদ্ধবৎ ক্ষণিকঃ দেশকালাভ্যামনবচ্ছিন্নত্বাৎ । তদপ্যুক্তম্ ।

অনবচ্ছিন্নসদ্ভাবং বস্তু যদ্দেশকালতঃ ।
তন্নিত্যং বিভু চেচ্ছন্তীত্যাত্মনো বিভুনিত্যতেতি ॥১৯॥

সংগ্রহ বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, পতিপদার্থের স্বরূপাদি নিরূপিত হইল।

অধুনা পশুপদার্থের নিরূপণ করা যাইতেছে। অনণুস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞাদিপদপ্রতিপাদ্য জীবাত্মা পশুশব্দের বাচ্য। চার্ব্বাকাদির উল্লিখিতবৎ দেহাদি স্বরূপ জীবকে পশু বলে না। কেন না, উহার প্রতিসন্ধান নাই। নৈয়ায়িকগণের উল্লিখিতবৎ প্রকাশ্যও নহেন। কেন না, উহাতে অনবস্থার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। তথাহি, বলিয়াছেন,—

আত্মা যদি মেয় হন, তাহা হইলে পর তাহার মাতা হইবে ॥ ১৮ ॥

জৈনদিগের উল্লিখিত জীবের ন্যায় অব্যাপকও নহে।

বৌদ্ধগণের ন্যায় ক্ষণিকও নহে। কেন না, কোন দেশে কোন কালেই তাহা অবিচ্ছিন্ন হয় না। তথাহি বলিয়াছেন,—

নাপ্যদ্বৈতবাদিনামিবৈকঃ, ভোগপ্রতিনিয়মস্য পুরুষ-বহুত্বজ্ঞাপকস্য সম্ভবাৎ নাপি সাংখ্যানামিবাকর্ত্তা পাশজা-লাপোহনে নিত্যনিরতিশয়দৃক্ক্রিয়ারূপচৈতন্যাত্মকশিবত্ব-শ্রবণাৎ। তদুক্তং শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেণ।

পাশান্তে শিবতাশ্রুতেরিতি।
চৈতন্যং দৃক্ক্রিয়ারূপং তদস্ত্যাত্মনি সর্ব্বদা।
সর্ব্বতশ্চ যতো মুক্তৌ শ্রূয়তে সর্ব্বতোমুখমিতি ॥২০॥

তত্ত্বপ্রকাশেঽপি

মুক্তাত্মানোঽপি শিবাঃ কিন্তৈতে তৎপ্রসাদতো মুক্তাঃ।
সোঽনাদিমুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ত্রতনুরিতি ॥ ২১ ॥

দেশ বা কাল কিছুতেই যাহার সদ্ভাবের অবচ্ছেদ হয় না, তাদৃশ বিভবশালী বস্তুই নিত্য। কেন না, আত্মার বিভু নিত্যতা স্বভাবসিদ্ধ।

অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় একও নহে। কেন না, বহুপুরুষজ্ঞাপক ভোগপ্রতিনিয়মের সম্পর্ক আছে। সাংখ্যগণের ন্যায় অকর্ত্তাও নহে। কেন না, নিত্য নিরতিশয় দৃক্ক্রিয়ারূপ চৈতন্যময় শিবস্বরূপ বলিয়া, পাশজালের নিরাকরণ করিয়া থাকে। শ্রীমান্ মৃগেন্দ্র বলিয়াছেন,

পাশান্তে শিবস্বরূপতাপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

পুনশ্চ বলিয়াছেন, দৃক্ক্রিয়ারূপ চৈতন্য আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কেন না, মুক্তিতে উহা সর্ব্বতোভাবে শ্রুত হওয়া যায় ॥ ২০ ॥

তত্ত্বপ্রকাশেও বলিয়াছেন,মুক্তাত্মা ব্যক্তিরাও শিবস্বরূপ হইয়া থাকে। শিবের প্রসাদেই মুক্তিলাভ হয়। সেই পরমেশ্বর এক, অনাদিমুক্ত এবং পঞ্চমন্ত্ররূপ শরীরবিশিষ্ট। ২১ ॥

পশুস্ত্রিবিধঃ বিজ্ঞানাকলপ্রলয়াকলসকলভেদাৎ তত্র প্রথমো বিজ্ঞানযোগসংন্যাসৈর্ভোগেন বা কর্ম্মক্ষয়ে সতি কর্ম্মক্ষয়ার্থস্য ফলাদিভোগবন্ধস্যাভাবাৎ কেবলমলমাত্রযুক্তো বিজ্ঞানাকল ইতি ব্যপদিশ্যতে। দ্বিতীয়স্তু প্রলয়েন কলাদেরুপসংহারাৎ মলকর্ম্মযুক্তঃ প্রলয়াকলইতি ব্যবহ্রিয়তে তৃতীয়স্তু মলমায়াকর্ম্মাত্মকবন্ধত্রয়সহিতঃ সকল ইতি সংলপ্যতে। তত্র প্রথমো দ্বিপ্রকারো ভবতি সমাপ্তকলুষাসমাপ্তকলুষভেদাৎ। তত্রাদ্যান্ কালুষ্যপরিপাকবতঃ পুরুষধৌরেয়ান্ অধিকারযোগ্যাননুগৃহ্যানন্তাদিবিদ্যেশ্বরাষ্টপদং প্রাপয়তি। তদ্বিদ্যেশ্বরাষ্টকং বহুদৈবত্যে।

অনন্তশ্চৈব সূক্ষ্মশ্চ তথৈব চ শিবোত্তমঃ।
একনেত্রস্তথৈবৈকরুদ্রশ্চাপি ত্রিমূর্ত্তিকঃ॥
শ্রীকণ্ঠশ্চ শিখণ্ডী চ প্রোক্তা বিদ্যেশ্বরা ইমে॥ ২২॥

পশু ত্রিবিধ, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। তন্মধ্যে বিজ্ঞান, যোগ, সংন্যাস অথবা ভোগ দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, কর্ম্মক্ষয়ার্থ ফলাদি ভোগবন্ধের অভাবপ্রযুক্ত কেবলমাত্র মুক্তকে বিজ্ঞানাকল বলে।

দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রলয়াকলের অর্থ এই,প্রলয়ে কলাদি উপসংহরণপ্রযুক্ত মল কর্ম্মযুক্ত হওয়া।

তৃতীয়,অর্থাৎ মলমায়াকর্ম্মরূপ বন্ধত্রয় যুক্তকে সকল বলিয়া থাকে।

তন্মধ্যে বিজ্ঞানাকল দ্বিপ্রকার,সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্তকলুষ। তন্মধ্যে সমাপ্তকলুষ পুরুষপ্রধানগণ কালুষ্যের পরিপাকপ্রযুক্ত অধিকারযোগ হইলে, অনুগত গৃহ্য অনন্তাদি বিদ্যেশ্বরাষ্টপদ প্রাপ্ত হয়েন। বহুদৈবত্যে এই বিদ্যেশ্বরাষ্টপদ নির্দ্দিষ্ট আছে। অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তক, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্ত্তিক, শ্রীখণ্ড, শিখণ্ডী ইহাদিগকে বিদ্যেশ্বর বলিয়া থাকে॥ ২২॥

অন্যান্ সপ্তকোটিসংখ্যাতান্ মন্ত্রানুগ্রহকরণান্ বিধত্তে। তদুক্তং তত্ত্বপ্রকাশে।

পশবস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা বিজ্ঞানপ্রলয়কেবলৌ সকলঃ।
মলযুক্তস্তত্রাদ্যো মলকর্ম্মযুতো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ ॥ ২৩ ॥
মলমায়াকর্ম্মযুতঃ সকলস্তেষু দ্বিধা ভবেদাদ্যঃ।
আদ্যঃ সমাপ্তকলুষোঽসমাপ্তকলুষো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ ॥২৪॥
আদ্যাননুগৃহ্য শিবো বিদ্যেশত্বে নিযোজয়ত্যষ্টৌ।
মন্ত্রাংশ্চ করোত্যপরান্ তে চোক্তাঃ কোটয়ঃ সপ্তেতি॥২৫॥

সোমশম্ভুনাপ্যভিহিতম্।

বিজ্ঞানাকলনামৈকো দ্বিতীয়ঃ প্রলয়াকলঃ।
তৃতীয়ঃ সকলঃ শাস্ত্রেঽনুগ্রাহ্যস্ত্রিবিধো মতঃ ॥ ২৬ ॥

অবশেষে সপ্তকোটিসংখ্যক অনুগ্রহকরণ মন্ত্রবিধান করেন। তত্ত্বপ্রকাশে তাহা বলিয়াছেন,—

পশু তিন প্রকার, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল। তন্মধ্যে প্রথম মলযুক্ত ও দ্বিতীয় মলকর্ম্মযুক্ত ॥ ২৩॥

অবশিষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় মলমায়াকর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে। আদ্য আবার দুই প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম সমাপ্তকলুষ ও দ্বিতীয় অসমাপ্তকলুষ ॥ ২৪ ॥

শিব অনুগ্রহ করিয়া সমাপ্তকলুষ পুরুষদিগকে অষ্টবিধ বিদ্যেশ্বরত্বে নিয়োজিত করেন এবং সপ্তকোটি মন্ত্রও বিধান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

সোমশম্ভুও বলিয়াছেন, একের নাম বিজ্ঞানাকল, দ্বিতীয়ের নাম প্রলয়াকল এবং তৃতীয়ের নাম সকল। শাস্ত্রে এই তিনটিকেই অনুগ্রাহ্য বলিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তত্রাদ্যো মলমাত্রেণ যুক্তোঽন্যে মলকর্ম্মভিঃ।
কলাদিভূমিপর্য্যন্ততত্ত্বৈস্তু সকলো যুত ইতি ॥ ২৭ ॥

প্রলয়াকলোঽপি দ্বিবিধঃ পক্বপাশদ্বয়ঃ তদ্বিলক্ষণশ্চ তত্র প্রথমো মোক্ষং প্রাপ্নোতি দ্বিতীয়স্তু পুর্য্যষ্টকযুতঃ কর্ম্মবশান্নানাবিধজন্মভাগ্‌ ভবতি। তদপ্যুক্তং তত্ত্বঃ প্রকাশে।

প্রলয়কালেষু যেষামপক্বমলকর্ম্মণী ব্রজন্ত্যেতে।
পুর্য্যষ্টকদেহযুতা যোনিষু নিখিলাসু কর্ম্মবশাদিতি ॥২৮॥
পুর্য্যষ্টকমপি তত্রৈব নির্দিষ্টম্‌।
স্যাৎ পুর্য্যষ্টমন্তঃকরণং ধীঃ কর্ম্ম করণানীতি ॥ ২৯ ॥

তন্মধ্যে মলমাত্রযুক্তের নাম প্রথম, মলকর্ম্মযুক্তের নাম দ্বিতীয় এবং কলাদিভূমিপর্য্যন্ত তত্ত্বযুক্তের নাম তৃতীয় অর্থাৎ সকল বলিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

প্রলয়কালও আবার দ্বিবিধ, পক্বপাশদ্বয় ও তদ্বিলক্ষণ। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ পক্বপাশদ্বয় মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় অর্থাৎ সকল পুর্য্যষ্টক-যুক্ত হইয়া কর্ম্মবশে নানাবিধ জন্ম লাভ করে। তত্ত্বপ্রকাশেও তাহা বলিয়াছেন,—

যাহাদের মল ও কর্ম্ম পরিপাকপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা প্রলয়কালে পুর্য্যষ্টকরূপ দেহযুক্ত হইয়া কর্ম্মবশে নিখিল যোনিতে সংক্রমণ করে ॥ ২৮ ॥

পুর্য্যষ্টক কাহাকে বলে, তাহাও তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা,—বুদ্ধি, কর্ম্ম, অন্তঃকরণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই আটকে পুর্য্যষ্টক বলিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

বিবৃতং চাঘোরশিবাচার্য্যেণ পুর্য্যষ্টকং নাম প্রতি-পুরুষনিয়তঃ সর্গাদারভ্য কল্পান্তং মোক্ষান্তং বা স্থিতঃ পৃথিব্যাদিকলাপর্য্যন্তস্ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মকঃ সূক্ষ্মো দেহঃ। তথা চোক্তং তত্ত্বসংগ্রহে।

বসুধাদ্যস্তত্ত্বগণঃ প্রতিপুর্নিয়তঃ কলান্তোঽয়ম্।
পর্য্যটতি কর্ম্মবশাদ্ভুবনজদেহেষ্বয়ঞ্চ সর্ব্বেষ্বিতি ॥ ৩০ ॥

তথা চায়মর্থঃ সমপদ্যত অন্তঃকরণশব্দেন মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তবাচিনা অন্যান্যপি পুংসো ভোগক্রিয়ায়ামন্তরঙ্গাণি কলাকালনিয়তিবিদ্যারাগপ্রকৃতিগুণাখ্যানি সপ্ততত্ত্বানি উপলক্ষ্যন্তে ধীকর্ম্মশব্দেন জ্ঞেয়ানি পঞ্চভূতানি তৎকরণানি চ তন্মাত্রাণি বিবক্ষ্যন্তে করণশব্দেন জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়দর্শকং সংগৃহ্যেতি ॥ ৩১ ॥

অঘোরশিবাচার্য্যও ইহার সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—পৃথিব্যাদি কলাপর্য্যন্ত ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মক যে সূক্ষ্মদেহ প্রতিপুরুষে নিরত হইয়া আছে এবং সৃষ্টি হইতে কল্লান্ত বা মোক্ষপর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাহার নাম পুর্য্যষ্টক।

তথাহি, তত্ত্বসংগ্রহে বলিয়াছেন, বসুধাদি তত্ত্বগণ প্রতিপুরুষেই নিয়ত হইয়া আছে এবং কর্ম্মবশে তত্তৎ ভুবনজ দেহে পর্য্যটন করিয়া থাকে ॥৩০॥

ইহার অর্থ এইরূপে মীমাংসিত হইয়াছে, অন্তঃকরণ শব্দে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এবং পুরুষের ভোগক্রিয়ার অন্তরঙ্গস্বরূপ কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ, প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ত তত্ত্ব উপলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ ধীকর্ম্মশব্দে পঞ্চভূত ও তাহাদের করণ সমস্ত এবং তন্মাত্র সকল। এখানে করণ শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম বসুধাদি তত্ত্বগণ ॥ ৩১ ॥

নমু শ্রীমৎকালোত্তরে।

শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধশ্চ পঞ্চকম্।

বুদ্ধির্মনস্ত্বহঙ্কারঃ পুর্য্যষ্টকমুদাহৃতমিতি।

শ্রূয়তে তৎকথমন্যথা কথ্যতে অদ্ধা অতএব চ তত্রভবতা রামকণ্ঠেন তৎ সূত্রং শক্তত্বপরতয়া ব্যাখ্যাগীত্যলমতিপ্রপঞ্চেন। তথাপি কথং পুনরস্য পুর্য্যষ্টকত্বং ভূততন্মাত্রবুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়ান্তঃকরণসংজ্ঞৈঃ পঞ্চভির্ব্বর্গৈস্তৎকরণেন প্রধানেন কলাদিপঞ্চকাত্মনা বর্গেণ চারব্ধত্বাদিত্যবিরোধঃ ॥ ৩২॥

তত্র পুর্য্যষ্টকযুতান্ বিশিষ্টপুণ্যসম্পন্নান্ কাংশ্চিদনুগৃহ্য ভুবনপতিত্বমত্র মহেশ্বরোঽনন্তঃ প্রযচ্ছতি। তদুক্তম্।

কাংশ্চিদনুগৃহ্য বিতরতি ভুবনপতিত্বং মহেশ্বরস্তেষামিতি।

যদি বল, শ্রীমৎ কালোত্তরে বলিয়াছেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ এবং বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার এই তিন, সমুদায়ে আটটীকে পুর্য্যষ্টক বলে। ইত্যাদি বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই কারণেই তত্র ভগবান্ রামকণ্ঠ এই সূত্রকে শক্তত্বপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাপি, কিরূপে ইহার পুর্য্যষ্টকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে? ইহার সমন্বয় এই, ভূত, তন্মাত্র, বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ নামক পঞ্চবর্গ এবং তৎকরণ, প্রধান ও কলাদি পঞ্চাত্মক এবং এই তিন, এই সমুদায় লইয়া পুর্য্যষ্টক হইল। সুতরাং কোনরূপ বিরোধেরই আর অপেক্ষা রহিল না॥৩২॥

অনন্তরূপ মহেশ্বর তন্মধ্যে পুর্য্যষ্টকযুক্ত ও বিশিষ্টপুণ্যসম্পন্ন কোন কোন পুরুষকে অনুগ্রহ করিয়া ভুবনপতিত্ব প্রদান করেন। তথাহি বলিয়াছেন,—মহেশ্বর তাহাদের মধ্যে কাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া ভুবনপতিত্ব প্রদান করেন।

সকলোঽপি দ্বিবিধঃ পক্ককলুষাপক্ককলুষভেদাৎ। তত্রা-দ্যান্ পরমেশ্বরস্তৎপরিপাকপরিপাট্যা তদনুগুণশক্তি-পাতেন মণ্ডল্যাদ্যষ্টাদশোত্তরশতং মন্ত্রেশ্বরপদং প্রাপয়তি। তদুক্তম্।

শেষা ভবন্তি সকলাঃ কলাদিযোগাদহর্ম্মুখে কালে।
শতমষ্টাদশ তেষাং কুরুতে স্বয়মেব মন্ত্রেশান্ ॥ ৩৩ ॥
তত্রাষ্টৌ মণ্ডলিনঃ ক্রোধাদ্যাস্তৎসমাশ্চ বীরেশঃ।
শ্রীকণ্ঠঃ শতরুদ্রাঃ শতমিত্যষ্টাদশাভ্যধিকমিতি ॥৩৪॥

তৎপরিপাকাধিক্যনিরোধেন শক্ত্যুপসংহারেণ দীক্ষাকরণেন মোক্ষপ্রদো ভবত্যাচার্য্যমূর্ত্তিমাস্থায় পরমেশ্বরঃ। তদপ্যুক্তম্,

---

পক্ককলুষ ও অপক্ককলুষ ভেদে সকলও আবার দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পরমেশ্বর কলুষপরিপাকের পরিপাটী অনুসারে তদনুগুণ শক্তিপাতদ্বারা পক্ককলুষে পুরুষদিগকে মণ্ডল্যাদি অষ্টাদশোত্তর শত মন্ত্রেশ্বরপদ প্রদান করেন। তথাহি, বলিয়াছেন,—

সকল পুরুষ সকল প্রলয়সময়ে কলাদি যোগবশতঃ শেষ হইলে, স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগকে অষ্টাদশোত্তর শত মন্ত্রেশ্বর করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

তন্মধ্যে, আটজন মণ্ডলী, ক্রোধাদি তাহার সমান, বীরেশও শ্রীকণ্ঠ দুই এবং শতরুদ্র সমুদায়ে অষ্টাদশাধিক শত ॥ ৩৪ ॥

পরমেশ্বর আচার্য্যের মূর্ত্তিস্থ হইয়া, দীক্ষাকরণ দ্বারা মোক্ষ প্রদান করেন। এই দীক্ষাদ্বারা কলুষপরিপাকাধিক্যের নিরোধ ও শক্তির উপসংহার হইয়া থাকে। তথাহি, বলিয়াছেন,—

পরিপক্বমলানেতাননুৎসাদনশক্তিপাতেন।
যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্যমূর্ত্তিস্থ ইতি ॥৩৫॥

শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেঽপি,

পূর্ব্বং ব্যত্যাসি তস্যাণোঃ পাশজালমপোহতীতি ॥৩৬॥

ব্যাকৃতঞ্চ নারায়ণকণ্ঠেন তৎসর্ব্বং তত এবাবধার্য্যম্ অস্মাভিস্তু বিস্তরভিয়া ন প্রস্তূয়তে। অপক্বকলুষান্ বদ্ধানণূন্ ভোগভাজো বিধত্তে পরমেশ্বরঃ কর্ম্মবশাৎ। তদপ্যুক্তম্,

বদ্ধান্ শেষানপরান্ বিনিযুঙ্ক্তে ভোগভুক্তয়ে পুংসঃ।
তৎকর্ম্মণামনুগমাদিত্যেবং কীর্ত্তিতাঃ পশব ইতি ॥৩৭॥

অথ পাশপদার্থঃ কথ্যতে। পাশশ্চতুর্বিধঃ মলকর্ম্মমায়ারোধশক্তিভেদাৎ। ননু শৈবাগমেষু মুখ্যং পতি-

---

পরমেশ্বর আচার্য্যের মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া, দীক্ষা প্রদান পুঃরসর পরিপক্ব মলবিশিষ্ট এই সকল ব্যক্তিকে উৎসাদনশক্তিপাত দ্বারা পরতত্ত্বে সংযোজিত করেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমন্মৃগেন্দ্রও বলিয়াছেন,—

সেই জীবের পাশজাল অপনোদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

নারায়ণকণ্ঠ এই সমস্ত সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতেই এবিষয় অবধারণ করিবে। আমরা বিস্তরভয়ে আর অধিক প্রস্তাব করিলাম না। যে সকল জীব অপক্বকলুষ, পরমেশ্বর কর্ম্মবশে তাহাদিগকে বদ্ধ ও ভোগযুক্ত করিয়া থাকেন। তাহাও বলিয়াছেন, অবশিষ্ট অপর পুরুষদিগকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে বদ্ধ করিয়া, ভোগভুক্তির জন্য বিনিযুক্ত করেন। পশুগণের বিষয় এই কীর্ত্তিত হইল ॥ ৩৭ ॥

অধুনা, পাশপদার্থের বিবরণ করা যাইতেছে। পাশ চতুর্ব্বিধ, মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধশক্তি। যদি বল, শৈবাগমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পতি,

পশুপাশা ইতি ক্রমাৎ ত্রিতয়ম্। তত্র পতিঃ শিব উক্তঃ পশবো হ্যণবোঽর্থপঞ্চকং পাশা ইতি পাশঃ পঞ্চবিধঃ কথ্যতে তৎ কথং চতুর্বিধ ইতি গণ্যতে। উচ্যতে বিন্দোর্মায়াত্মনঃ শিবতত্ত্বপদবেদনীয়স্য শিবপদপ্রাপ্তি-লক্ষণপরমমুক্ত্যপেক্ষয়া পাশত্বেঽপি তদ্‌যোগস্য বিদ্যেশ্ব-রাদিপদপ্রাপ্তিহেতুত্বেনাপরমুক্তিত্বাৎ পাশত্বেনানুপাদান-মিত্যবিরোধঃ। অতএবোক্তং তত্ত্বপ্রকাশে পাশাশ্চতু-র্বিধাঃ স্যুরিতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেঽপি

প্রাবৃতীশৌ বলং কর্ম্ম মায়াকার্য্যঞ্চতুর্বিধম্।
পাশজালং সমাসেন ধর্ম্মনাম্নৈব কীর্ত্তিতা ইতি ॥ ৩৯ ॥

পশু ও পাশ ইত্যাদি ক্রমে ত্রিবিধ পদার্থ। তন্মধ্যে পতিশব্দে শিব উক্ত হইয়াছেন। পশুশব্দে অণু সকল। আর পাশশব্দে অর্থপঞ্চক। এই রূপে, পঞ্চবিধ পাশ কথিত হইয়াছে। তবে, কিরূপে আর চতুর্ব্বিধ বলা হইল? ইহার উত্তর এই, সাক্ষাৎ শিবতত্ত্বপদপ্রতিপাদ্য মায়াময় বিন্দু পাশরূপে পরিগণিত হইলেও, তাহার যখন শিবপদপ্রাপ্তিরূপ পরমমুক্তির অপেক্ষা আছে এবং সেই মুক্তির যোগ হইলে, যখন বিদ্যেশ্বরাদিপদ প্রাপ্তি-পূর্ব্বক অপর মুক্তি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পাশত্বের উপাদান হইতে পারে না। এই জন্যই তত্ত্বপ্রকাশে বলিয়াছেন।

পাশ সকল চতুর্ব্বিধ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমন্মৃগেন্দ্রও বলিয়াছেন,—

মল, ঈশ, বল ও কর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ মায়াকারী পাশজাল নামে পরি-গণিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সংক্ষেপে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যায় ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ প্রাবৃণোতি প্রকর্ষেণাচ্ছাদয়ত্যাত্মনো দৃক্-ক্রিয়ে ইতি প্রাবৃতিঃ স্বাভাবিক্যশুচির্ম্মলঃ স চ ঈষ্টে স্বাতন্ত্র্যেণেতি ঈশঃ। তদুক্তম্,

একো হ্যনেকশক্তিদৃক্‌ক্রিয়য়োচ্ছাদকো মলঃ পুংসঃ।
তুষতণ্ডুলবৎ জ্ঞেয়স্তাম্রাশ্রিতকালিকাবদ্বেতি ॥ ৪০ ॥

বলং রোধশক্তিঃ অস্যাঃ শিবশক্তেঃ পাশাধিষ্ঠানেন পুরুষতিরোধায়কত্বাদুপচারেণ পাশত্বম্। তদুক্তম্,

তাসামহং বরা শক্তিঃ সর্ব্বানুগ্রাহিকা শিবা।
ধর্ম্মানুবর্ত্তনাদেব পাশ ইত্যুপচর্য্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

ক্রিয়তে ফলার্থিভিরিতি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকং বীজা-

এই মলের অন্যতর নাম প্রাবৃতি। প্রশব্দে প্রকর্ষ এবং আবৃতিশব্দে আচ্ছাদন করা। ইহা আত্মার দৃক্ দৃক্‌শক্তি উভয়ই আচ্ছন্ন করে, এইজন্য ইহার নাম বৃতি। ঈশশব্দে যিনি সর্ব্বথা স্বাধীনভাবে প্রভুত্বাদি করেন। তথাহি, বলিয়াছেন,—

এক মল পুরুষের অনেক শক্তি, দৃক্ ও ক্রিয়ার প্রচ্ছাদন করিয়া থাকে। তুষমধ্যে যেমন তণ্ডুল এবং তাম্রমধ্যে যেমন কালিকা প্রচ্ছন্ন থাকে, মলদ্বারা দৃক্‌ক্রিয়াদির তদ্রূপ প্রচ্ছাদন হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

বলশব্দে বোধশক্তি। এই শিবশক্তি পাশাধিষ্ঠান পূর্ব্বক পুরুষের তিরোধায়ক হইয়া থাকে। এইজন্য উপচার ক্রমে তাহার পাশত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তথাহি, বলিয়াছেন,—

আমি তাহাদের মধ্যে প্রধানাশক্তি শিবা। সকলকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। ধর্ম্মানুবর্ত্তন প্রযুক্তই পাশনামে উপচরিত হই ॥ ৪১ ॥

ফলার্থী ব্যক্তিগণ করিয়া থাকে, এই জন্য ইহার নাম কর্ম্ম। ইহা

স্কুরবৎ প্রবাহরূপেণানাদি। যথোক্তং শ্রীমৎকিরণে
যথানাদির্ম্মলস্তস্য কর্ম্মাল্পকমনাদিকম্।
যদ্যনাদিরসংসিদ্ধং বৈচিত্র্যং কেন হেতুনেতি ॥ ৪২ ॥

মাত্যস্যাং শক্ত্যাত্মনা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ ব্যক্তিং যাতীতি মায়া। যথোক্তং শ্রীমৎসৌরভেয়ে।

শক্তিরূপেণ কার্য্যাণি তল্লীনানি মহাক্ষয়ে।
বিকৃতৌ ব্যক্তিমায়াতি সা কার্য্যেণ কলাদিনেতি ॥৪৩॥

যদ্যপ্যত্র বহু বক্তব্যমস্তি তথাপি গ্রন্থভূয়স্ত্বভয়াদুপরম্যতে। ভদিত্থং পতিপশুপাশপদার্থাস্ত্রয়ঃ প্রদর্শিতাঃ

ধর্ম্মও অধর্ম্ম উভয়াত্মক। এবং বীজাঙ্কুরের ন্যায়, প্রবাহরূপে অনাদি শ্রীমৎকিরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

মল, যেমন অনাদি, তাহার কর্ম্মও তেমন অনাদি। সুতরাং চিন্তা করিবার বিষয় কি ? ৪২

প্রলয়ে সমুদায় জগৎ শক্ত্যাত্মা দ্বারা ইহাতে মিলিত অর্থাৎ উপসংহৃত এবং সৃষ্টি সময়ে ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে, এই অর্থে মায়া। অর্থাৎ মা শব্দে উপসংহরণ ও য়া শব্দে ব্যক্তীকরণ, এই অর্থে মায়াশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমৎসৌরভেয়ে বলিয়াছেন,—

মহাপ্রলয়ে কার্য্য সকল শক্তিরূপ দ্বারা তাহাতে লীন হয় এবং সৃষ্টি সময়ে ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যদিও এবিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে, তথাপি গ্রন্থকলেবরের বিস্তৃতিভয়ে এইখানেই বিনিবৃত্ত হওয়া গেল। যাহাহউক, পতি, পশু ও পাশ এই পদার্থত্রয় প্রদর্শিত হইল।

পতিবিদ্যে তথা বিদ্যা পশুঃ পাশশ্চ কারণম্ ।
তন্নিবৃত্তাবিতি প্রোক্তাঃ পদার্থাঃ ষট্ সমাসতঃ ॥৪৬॥

ইত্যাদিনা প্রকারান্তরং জ্ঞানরত্নাবল্যাদৌ প্রসিদ্ধম্ । সর্ব্বং তত এবাবগন্তব্যমিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ।

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনম্ ।

অথ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনম্ ।

অন্যাপেক্ষাবিহীনানাং জড়ানাং কারণত্বং দুষ্যতীত্য-পরিতুষ্যন্তো মতান্তরমন্বিষ্যন্তঃ পরমেশ্বরেচ্ছাবশাদেব জগন্নির্ম্মাণং পরিঘুষ্যন্তঃ স্বসংবেদনোপপত্ত্যাগমসিদ্ধ-

---

পতি, বিদ্যা, অবিদ্যা, পশু, পাশ, কারণ, সংক্ষেপে এই ছয় পদার্থ কীর্ত্তন করা গেল ॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদি বিধানে জ্ঞানরত্নাবলী প্রভৃতিতে প্রকারান্তর প্রসিদ্ধ আছে। সমস্ত তাহা হইতেই অবগত হইবে।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনম্ ।

কোন কোন মাহেশ্বর সম্প্রদায় অপেক্ষাবিহীন জড়গণের কারণত্ব দূষিত হইয়াছে, অর্থাৎ, জড়গণ অন্যদীয় সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং সিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে পারে না, এই প্রকার মতবাদ নিবন্ধন ইহাতে পরিতুষ্ট না হইয়া, মতান্তরের অন্বেষণ করতঃ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশেই যে জগতের নির্ম্মাণব্যাপার সমাহিত হইয়াছে, তাহার ঘোষণা করিয়া, বলিয়া

প্রত্যগাত্মতাদাত্ম্যে নানাবিধমানমেয়াদিভেদাভেদশালি-পরমেশ্বরোঽনন্যমুখপ্রেক্ষিত্বলক্ষণস্বাতন্ত্র্যভাক্ স্বাত্মদর্পণে ভাবাৎ প্রতিবিম্ববদভাসয়দিতি ভণন্তো বাহ্যাভ্যন্তর-চর্য্যাপ্রাণায়ামাদিক্লেশপ্রয়াসকলাবৈধুর্য্যেণ সর্ব্বস্থলভমভি-নবং প্রত্যভিজ্ঞামাত্রং পরাপরসিদ্ধ্যুপায়মভ্যুপগচ্ছন্তঃ পরে মাহেশ্বরাঃ প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রমভ্যস্যন্তি। তস্যেয়ত্তাপি ন্যরূপি পরীক্ষকৈঃ।

সূত্রং বৃত্তির্বিবৃতির্লঘ্বী বৃহতীত্যুভে বিমর্শিন্যৌ।
প্রকরণবিবরণপঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ।

তত্রেদং প্রথমং সূত্রম্

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতুং তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামীতি ॥১॥

থাকেন, নানাবিধ মানমেয়াদি ভেদাভেদশালী পরমেশ্বর অন্যের মুখপ্রেক্ষা পরিহার পুরঃসর স্বয়ংই স্বাত্মরূপ দর্পণে ভুবনাদি ভাব সমস্ত প্রতিবিম্বের ন্যায়, অবভাসিত করিয়াছেন। এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর চর্য্যা প্রাণায়ামাদি ক্লেশপ্রয়াসবৈধুর্য্য সহায়ে যাহা সকলেই অনায়াসে লাভ করিতে পারে, সেই অভিনব প্রত্যভিজ্ঞা পরাপর সিদ্ধির অদ্বিতীয় উপায়। এই প্রকার স্বীকার করিয়া তাহারা প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের অভ্যাস করিয়া থাকেন। পরীক্ষকেরাই তাহার ইয়ত্তাও নিরূপণ করিয়াছেন। যথা,—

সূত্র, বৃত্তি, লঘু ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ বিবৃতি, প্রকরণ ও বিবরণ, এই পাঁচটী বিষয় লইয়া, প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের সংকলন হইয়াছে।

তন্মধ্যে, প্রথমসূত্র এই,—

কথঞ্চিৎ মহেশ্বরের দাসত্ব আসাদন ও লোক সকলেরও উপকার কামনা করিয়া, সমস্ত সম্পৎপ্রাপ্তি হেতু ঐ প্রত্যভিজ্ঞা উপপাদিত করিতেছি ॥ ১॥

কথঞ্চিদিতি পরমেশ্বরাভিন্নগুরুচরণারবিন্দযুগল-সমারাধনেন পরমেশ্বরঘটিতেনৈবেত্যর্থঃ। আসাদ্যেতি আ সমন্তাৎ পরিপূর্ণতয়া সাদয়িত্বা স্বাত্মোপভোগ্যতাং নিরর্গলাং গময়িত্বা তদনেন বিদিতবেদ্যত্বেন পরার্থশাস্ত্র-করণেঽধিকারো দর্শিতঃ॥ ২॥

অন্যথা প্রতারণমেব প্রসজেৎ মায়োত্তীর্ণা অপি মহা-মায়াধিকৃতা বিষ্ণুবিরিঞ্চ্যাদ্যা যদীয়ৈশ্বর্য্যলেশেনেশ্বরী-ভূতাঃ স ভগবাননবচ্ছিন্নপ্রকাশানন্দস্বাতন্ত্র্যপরমার্থো

এখানে কথঞ্চিৎ শব্দে মহেশ্বর হইতে অভিন্ন গুরুর চরণারবিন্দ যুগেলের সম্যক্ রূপ আরাধনা দ্বারা। এই আরাধনা সেই পরমেশ্বরের প্রসাদঘটিত, বুঝিতে হইবে। আসাদন শব্দে সর্ব্বথা বাধা শূন্য ও পরি-পূর্ণরূপে স্বকীয় উপভোগ যোগ করিয়া লওয়া। ইহা দ্বারাও বিদিতবেদ্যত্ব বশতঃ পরার্থ শাস্ত্রকরণে যে অধিকার আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ আমি যখন মহেশ্বরেরই প্রসাদে গুরুকৃপাবলে সেই মহেশ্বরের পূর্ণ দাসত্বলাভে সমর্থ হইয়াছি, তখন যাহা কিছু জানিবার, তৎসমস্তই আমার বিদিত হইয়াছে। তৎপ্রভাবে পরের শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। কেন না, শাস্ত্র প্রণয়ন ঐরূপ সর্ব্বজ্ঞতা-সাপেক্ষ। ইহাই এস্থলের ভাবার্থ॥ ২॥

পুনশ্চ, বিদিতবেদ্য না হইলে, প্রতারণার অবতারণা হইত। বলিতে কি, যাঁহারা মায়া উত্তরণ করিলেও; মহামায়ার অধিকৃত, সেই বিষ্ণু ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি অমরপ্রধানবর্গ যদীয় ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়াও, সকলের ঈশ্বর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই ভগবান্ মহেশ্বর। তিনি সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই প্রকট আছেন। তাঁহার আনন্দেরও ক্ষয় নাই। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও পরমার্থও অনবচ্ছিন্ন।

মহেশ্বরঃ তস্য দাস্যং দীয়তেঽস্মৈ স্বামিনা সর্ব্বং যথাভি-লষিতমিতি দাসঃ পরমেশ্বরস্বরূপস্বাতন্ত্র্যপাত্রমিত্যর্থঃ ॥৩॥

জনশব্দেনাধিকারিবিষয়নিয়মাভাবঃ প্রাদর্শি যস্য যস্য হীদং স্বরূপকথনং তস্য তস্য মহাফলং ভবতি প্রধান-স্যৈব পরমার্থফলত্বাৎ। তথোপদিষ্টং শিবদৃষ্টৌ পরম-গুরুভির্ভগবৎসোমানন্দনাথপাদৈঃ।

একবারং প্রমাণেন শাস্ত্রাদ্বা গুরুবাক্যতঃ।
জ্ঞাতে শিবত্বে সর্ব্বস্থে প্রতিপত্ত্যা দৃঢ়াত্মনা ॥ ৪ ॥
করণেন নাস্তি কৃত্যং ক্বাপি ভাবনয়া সকৃৎ।
জ্ঞাতে সুবর্ণে করণং ভাবনাং বা পরিত্যজেদিতি ॥ ৫ ॥

তাঁহারই দাসত্ব। স্বামীকর্ত্তৃক সর্ব্ববিধ অভিলষিত যাহাকে দেওয়া হয়, তাহার নাম দাস। সুতরাং এখানে মহেশ্বরের দাস বলিতে তাঁহারই স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য পাত্র, বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

পুনশ্চ, এখানে লোকশব্দ প্রযোগ করিয়া, অধিকারী বিষয়ক নিয়মাভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে যে ব্যক্তির নিকট এইরূপে স্বরূপ কথিত হয়, সেই সেই লোকের মহাফল লাভ হইয়া থাকে। এবিষয়ে ব্যক্তিভেদ নাই। তবে, প্রধানেরই পরমার্থ ফল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

পরমগুরু ভগবান্ সোমানন্দনাথপাদ শিবদৃষ্টিতে ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যথা,

শাস্ত্রে বা গুরুমুখে একবার প্রমাণ ও প্রতিপত্তি সহকারে দৃঢ়রূপে সর্ব্বব্যাপী শিবস্বরূপ বিদিত হইলে, আর করণ দ্বারা কোনরূপ কার্য্য করিতে হয় না, কুত্রাপি কোনরূপে ভাবনাও থাকে না। সুবর্ণ পরিজ্ঞাত হইলে, করণ ও ভাবনা উভয়ই ত্যাগ করিবে ॥ ৫ ॥

অপিশব্দেন স্বাত্মনস্তদভিন্নতামাবিষ্কুর্ব্বতা পূর্ণত্বেন স্বাত্মনি পরার্থসম্পত্ত্যতিরিক্তপ্রয়োজনান্তরাবকাশশ্চ পরাকৃতঃ। পরার্থশ্চ প্রয়োজনং ভবত্যেব তল্লক্ষণযোগাৎ ন হ্যয়ং দেবশাপঃ স্বার্থ এব প্রয়োজনং ন পরার্থ ইতি। অতএবোক্তমক্ষপাদেন যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনমিতি ॥ ৬ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, কৃষক যেমন রাজাদি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণে কুদাল প্রভৃতি স্বকীয় অসাধারণ চিহ্ন সকল ব্যক্ত করে, সেইরূপ মহেশ্বরস্বরূপের পরিজ্ঞান হইলে, আর ধ্যান-ধারণাদি কোনরূপ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয় না; ইত্যাদি।

অধুনা, লোক সকলেরও উপকার, ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত "ও" এই শব্দের প্রকৃত প্রয়োগ যোগ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। যথা, ও শব্দ প্রয়োগকারীর লোক সকলকে সর্ব্বথা আমার নিজেরই সমান, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ণত্ব বশতঃ নিজের পরার্থসম্পৎ ব্যতিরিক্ত প্রয়োজনান্তরাবকাশ নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ আমার নিজের যেমন উপকার করা অভিলষিত, সেইরূপ লোকেরও উপকার করিতে আমার বাসনা আছে। তবে আমি মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া, সর্ব্বথা পূর্ণকাম হইয়াছি। তজ্জন্য অধুনা পরের উপকার করা ভিন্ন, আমার নিজের আর কোন স্বার্থ বা প্রয়োজন নাই। ইহাই ও শব্দ প্রয়োগের ভাবার্থ। তথাহি, পরার্থই প্রয়োজন হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বার্থ সাক্ষাৎ দেবশাপ। সুতরাং, উহা প্রয়োজন হইতে পারে না। পরার্থই প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কারণেই অক্ষপাদ বলিয়াছেন, যে অর্থ অধিকার করিয়া, প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রয়োজন ॥ ৬ ॥

উপশব্দঃ সামীপ্যার্থঃ তেন জনস্য পরমেশ্বর-সমীপতাকরণমাত্রং ফলম্ অতএবাহ সমস্তেতি পরমে-শ্বরতালাভে হি সর্ব্বাঃ সম্পদস্তন্নিষ্যন্দময্যঃ সম্পন্না এব রোহণাচললাভে রত্নসম্পদ ইব। এবং পরমেশ্বরতা-লাভে কিমন্যৎ প্রার্থনীয়ম্।

তদুক্তমুৎপলাচার্য্যৈঃ,—

ভক্তিলক্ষ্মীসমৃদ্ধানাং কিমন্যদুপযাচিতম্।
এনয়া বা দরিদ্রাণাং কিমন্যদপযাচিতমিতি ॥ ৭ ॥

ইত্থং ষষ্ঠীসমাসপক্ষে প্রয়োজনং নির্দ্দিষ্টম্। বহু-

উপকার শব্দের অর্থ এই, উপশব্দে সামীপ্য, তদ্দ্বারা লোকের পরমে-শ্বরসমীপতাকরণমাত্রই ফল। এই জন্যই বলিয়াছেন, সমস্ত সম্পৎ-প্রাপ্তিহেতু” ইত্যাদি। ইহার ভাবার্থ এই, পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত সম্পৎ তদীয় প্রসাদে অধিগত হইয়া থাকে। কেন না, সম্পৎ সকল তাহা হইতেই নিষ্যন্দিত হয়। এইজন্য রোহণাচল প্রাপ্ত হইলে, যেমন রত্নসম্পৎ প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, তত্তৎসম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। এইরূপে পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তি হইলে, আর কি প্রার্থয়িতব্য হইতে পারে? উৎপলাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

যাহারা ভক্তিরূপ লক্ষ্মীতেই পরমধনী, তাহাদের আর কি উপযাচ্ঞা করিতে হয়? সেইরূপ যাহারা এবিষয়ে দরিদ্র তাহাদেরই বা আর কি অপযাচিত আছে? ইহার ভাবার্থ এই, যাঁহারা ভক্ত, ঈশ্বর তাঁহাদের সকল কামনা পূর্ণ করেন। আর যাহারা অভক্ত, তাহাদের চিরকালই অভাব। তজ্জন্য তাহাদিগকে চিরকালই আশা ও বাসনা প্রভৃতির দুর্ব্বহ দাসত্ব বহন করিয়া, পদে পদেই অবসন্ন, বিপন্ন ও নগণ্য হইতে হয় ॥ ৭ ॥

যাহা হউক, এইরূপে ষষ্ঠীসমাসপক্ষে প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইলে,

ব্রীহিপক্ষে তূপায়ঃ সমস্তস্য বাহ্যাভ্যন্তরস্য নিত্যসুখাদের্যা সম্পৎসিদ্ধিঃ তথাত্বপ্রকাশঃ তস্যাঃ সম্যগ্‌ব্যাপ্তির্যস্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ হেতুঃ সা তথোক্তা তস্য মহেশ্বরস্য প্রত্যভিজ্ঞা প্রতিমাভিমুখ্যেন জ্ঞানম্। লোকে হি স এবায়ং চৈত্র ইতি প্রতিসন্ধানেনাভিমুখীভূতে বস্তুনি জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞেতি ব্যবহ্রিয়তে ইহাপি প্রসিদ্ধপুরাণসিদ্ধাগমানুমানাদিজ্ঞাতপরিপূর্ণশক্তিকে পরমেশ্বরে সতি স্বাত্মন্যভিমুখীভূতে তচ্ছক্তিপ্রতিসন্ধানেন জ্ঞানমুদেতি নূনং স এবেশ্বরোঽহমিতি। তামেতাং প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি উপপত্তিঃ সম্ভবঃ সম্ভবতীতি তৎসমর্থাচরণেন

অধুনা, বহুব্রীহিসমাসপক্ষে প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যথা, সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্তি হেতু"। ইহার বহুব্রীহি সমাসমতে অর্থ এই, সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্তিই যাহার হেতু, তাদৃশী প্রত্যভিজ্ঞা। এখানে সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে যে কিছু নিত্য সুখাদি, তাহার যে সম্পৎসিদ্ধি অর্থাৎ তৎরূপে প্রকাশ, তাহারই সম্যক্ প্রাপ্তি ঐ প্রত্যভিজ্ঞার হেতু। তৎপ্রত্যভিজ্ঞা এই বাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দে মহেশ্বর। তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা বুঝিতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাশব্দে প্রতিমাভিমুখে জ্ঞান। 'সেই এই চৈত্র, ইত্যাদি প্রতিসন্ধানদ্বারা অভিমুখীভূত বস্তুতে যে জ্ঞান, তাহারই নাম লোকব্যবহারে প্রত্যভিজ্ঞা। এখানেও প্রসিদ্ধ পুরাণ ও সিদ্ধ আগম এবং অনুমানাদি দ্বারা যাহার পরিপূর্ণ শক্তি পরিজ্ঞান হওয়া যায়, সেই পরমেশ্বর স্বাত্মাতে অভিমুখীভূত হইলে, তদীয় শক্তির প্রতিসন্ধান দ্বারা এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, আমিই নিশ্চয় সেই ঈশ্বর।

সেই এই প্রত্যভিজ্ঞা উপপাদিত করিতেছি। উপপত্তি শব্দে সম্ভব। সম্ভব হইয়া থাকে, বলিয়াই, তৎসমর্থাচরণ প্রয়োজন ব্যাপার সহায়ে সম্পাদন করিতেছে। ইহাই উপপাদিতের অর্থ।

প্রয়োজনব্যাপারেণ সম্পাদয়ামীত্যর্থঃ। যদীশ্বরস্বভাব এবাত্মা প্রকাশতে তর্হি কিমনেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্রদর্শনপ্রয়াসেনেতি চেৎ তত্রায়ং সমাধিঃ স্বপ্রকাশতয়া সততমবভাসমানেঽপ্যাত্মনি মায়াবশাৎ ভাগেন প্রকাশনে পূর্ণতাবভাসসিদ্ধয়ে দৃক্‌ক্রিয়াত্মকশক্ত্যাবিষ্করণেন প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শ্যতে। তথা চ প্রয়োগঃ অয়মাত্মা পরমেশ্বরো ভবিতুমর্হতি জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ যো যাবতি জ্ঞাতা কর্ত্তা চ স তাবতীশ্বরঃ প্রসিদ্ধেশ্বরবৎ রাজবদ্বা আত্মা চ বিশ্বজ্ঞাতা কর্ত্তা চ তস্মাদীশ্বরোঽয়মিতি অবয়বপঞ্চকস্যাশ্রয়ণং মায়াবাদেন নৈয়ায়িকমতস্য কক্ষীকারাৎ ॥ ৮ ॥

যদি বল, ঈশ্বর স্বভাবেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন। সুতরাং, প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন প্রয়াস স্বীকারে প্রয়োজন কি? ইহার সমাধান এই, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ সম্পন্ন। সুতরাং, সতত প্রকট হইলেও, মায়াবশে অংশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; পূর্ণতার প্রকট হইতে পারেন না। সেই পূর্ণতার অবভাস সিদ্ধিরই জন্য দৃক্‌ক্রিয়াত্মক শক্তির আবিষ্করণ সহায়ে প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শন করা হইতেছে। তথাহি, ইহার প্রয়োগ এই, এই আত্মা জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন বলিয়া ঈশ্বর হইতে পারেন। যে যে পরিমাণে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, সে সেই পরিমাণেই ঈশ্বর। ইহার দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ ঈশ্বর অথবা নরপতি। আত্মা বিশ্বের জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, সুতরাং ইনি ঈশ্বর, ইত্যাদি মায়াবাদ দ্বারা নৈয়ায়িকমত স্বীকার করিয়া লইলে, উক্ত রূপে অবয়বপঞ্চকের আশ্রয় হইয়া থাকে। এইরূপে এক আত্মা মায়াবশে পঞ্চবিধ আকার পরিগ্রহ করিলে, প্রত্যভিজ্ঞা ব্যতিরেকে তদীয় স্বরূপ নির্দ্দেশের সাধ্য কি? সেই জন্যই প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শনায়াস স্বীকরণের প্রয়োজন ॥ ৮ ॥

তদুক্তমুদয়করসূনুনা

কর্ত্তরি জ্ঞাতরি স্বাত্মন্যাদিসিদ্ধে মহেশ্বরে।
অজড়াত্মা নিষেধং বা সিদ্ধিং বা বিদধীত কঃ॥ ৯॥
কিন্তু মোহবশাদস্মিন্ দৃষ্টেঽপ্যনুপলক্ষিতে।
শক্ত্যাবিষ্করণেনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞোপদর্শ্যতে॥ ১০॥

তথা হি

সর্ব্বেষামিহ ভূতানাং প্রতিষ্ঠা জীবদাশ্রয়া।
জ্ঞানং ক্রিয়া চ ভূতানাং জীবতাং জীবনং মতম্॥ ১১॥
তত্র জ্ঞানং স্বতঃসিদ্ধং ক্রিয়া তস্যাশ্রিতা সতী।
পরৈরপ্যুপলক্ষ্যেত তথান্যজ্জ্ঞানমুচ্যত ইতি॥ ১২॥
যা চৈষাং প্রতিভা তত্তৎপদার্থক্রমরূপিতা।
অক্রমানন্দচিদ্রূপঃ প্রমাতা স মহেশ্বর ইতি চ॥ ১৩॥

উদয়াকরসূনুও বলিয়াছেন,

যিনি কর্ত্তা, জ্ঞাতা, স্বাত্মা ও অনাদিসিদ্ধ, সেই মহেশ্বরে কোন্ চেতনাবান্ ব্যক্তি বিধি বা নিষেধ আরোপ করিতে পারেন॥ ৯॥

কিন্তু মোহবশে ইহাকে দেখিয়াও, দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য শক্তির আবিষ্করণ পূর্ব্বক এই প্রত্যভিজ্ঞা উপদর্শিত হইয়া থাকে॥১০॥

তথাহি, সমুদায় ভূতগণের প্রতিষ্ঠাই আশ্রয় এবং সাক্ষাৎ জীবনদায়িনী। জ্ঞান ও ক্রিয়াই জীবিত ভূতগণের জীবন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ১১॥

তন্মধ্যে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও ক্রিয়া তাহার আশ্রিত॥ ১২॥

ইহাদের প্রতিভা তত্তৎপদার্থক্রমরূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মহেশ্বর প্রমাতা। এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রমরহিত, আনন্দস্বরূপ ও সাক্ষাৎ চিদ্রূপ॥ ১৩॥

সোমানন্দনাথপাদৈরপি

সদা শিবাত্মনা বেত্তি সদা বেত্তি সদাত্মনা ইত্যাদি॥১৪॥

জ্ঞানাধিকারপরিসমাপ্তাবপি

তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোকপদ্ধতিঃ।
প্রকাশৈক্যাত্তদেকত্বং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতঃ॥ ১৫ ॥
স এবার্থভৃশত্বেন নিয়তেন মহেশ্বরঃ।
বিমর্শ এব দেবস্য শুদ্ধে জ্ঞানক্রিয়ে যত ইতি ॥১৬॥

বিবৃতং চাভিনবগুপ্তাচার্য্যৈঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুত্যা প্রকাশ-চিদ্রূপমহিম্না সর্ব্বস্য ভাবজাতস্য ভাসকত্বমভ্যুপেয়তে

সোমানন্দনাথপাদও বলিয়াছেন,—

সর্ব্বদা শিবাত্মা দ্বারা অবগত হয় এবং সর্ব্বদা সদাত্মকদ্বারা বিদিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ লোকে শিবস্বরূপ ও সাক্ষাৎ মহেশ্বরস্বরূপ হইলেই, সর্ব্বদা সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হয়॥ ১৪ ॥

জ্ঞানাধিকার পরিসমাপ্তিতেও বলিয়াছেন,

সেই মহেশ্বরের সহিত একত্ব না ঘটিলে, সংবিৎ কখনই স্বপ্রকাশ প্রাপ্ত বা প্রস্ফুরিত হইয়া, স্বকীয় বিষয়গ্রহে সমর্থ হয় না। সেই মহেশ্বরই একমাত্র প্রমাতা। প্রকাশৈক্য হইলেই, তদেকত্ব ঘটিয়া থাকে॥১৫

সেই মহেশ্বরই নিয়ত সর্ব্বার্থময়। সর্ব্বথা শুদ্ধস্বরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়া তাঁহারই বিমর্শস্বরূপ॥ ১৬ ॥

অভিনবগুপ্তাচার্য্যও বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছেন, সমুদায় তাঁহারই প্রভাবে প্রভাত বা তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। পুনশ্চ তিনি সর্ব্বদাই প্রকাশিত আছেন। তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রকাশভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ; ইত্যাদি শ্রুতিব্যাক্যানুসারে, প্রকাশ চিদ্রূপ

ততশ্চ বিষয়প্রকাশস্য নীলপ্রকাশঃ পীতপ্রকাশ ইতি বিষয়োপরাগভেদাদ্ভেদঃ। বস্তুতস্তু দেশকালাকারসঙ্কোচবৈকল্যাদভেদ এব স এব চৈতন্যরূপঃ প্রকাশঃ প্রমাতেত্যুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

তথা চ পঠিতং শিবসূত্রেষু চৈতন্যমাত্মেতি। তস্য চিদ্রূপত্বমনবচ্ছিন্নবিমর্শত্বমনন্যোন্মুখত্বমানন্দৈকঘনত্বং মাহেশ্বর্য্যমিতি পর্য্যায়ঃ স এব হ্যয়ং ভাবাত্মা বিমর্শঃ শুদ্ধে পারমার্থিক্যৌ জ্ঞানক্রিয়ে তত্র প্রকাশরূপতা জ্ঞানং স্বতো জগন্নির্ম্মাতৃত্বং ক্রিয়া। তচ্চ নিরূপিতং ক্রিয়াধিকারে

হিমাসহায়ে সমুদায় সৃষ্ট বা উৎপন্ন পদার্থের ভাসকত্ব অভ্যুপেত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তিনি প্রকাশস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ। তাঁহাতেই সমুদায় জগতের প্রকাশবত্তা সম্পন্ন হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। পুনশ্চ, তাঁহা হইতেই নীলপ্রকাশ ও পীতপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়োপরাগভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিষয়প্রকাশ সংঘটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, দেশ, কাল, আকার এই সকলের সংকোচবৈকল্য বশতঃ তাঁহাতে কোনপ্রকার ভেদ বা দ্বৈতভাব নাই। তিনিই সাক্ষাৎ চৈতন্য, সাক্ষাৎ প্রকাশ ও সাক্ষাৎ প্রমাতা বলিয়া, পরিগণিত হয়েন ॥ ১৭ ॥

শিবসূত্রে পঠিত হইয়াছে, আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। এখানে আত্মা শব্দে মহেশ্বর। চিদ্রূপত্ব, অনবচ্ছিন্নবিমর্শত্ব, অনন্যোন্মুখত্ব, এবং আনন্দৈকঘনত্বই মহেশ্বরত্ব। তিনিই ভাবাত্মা, অর্থাৎ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ। তিনিই বিমর্শস্বরূপ। তিনিই পরম নির্ম্মল ও পারমার্থিক জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দ্বিবিধ স্বরূপ। তন্মধ্যে জ্ঞানশব্দে প্রকাশরূপতা এবং ক্রিয়াশব্দে অন্যদীয়সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, জগতের নির্ম্মাণকর্তৃত্ব। ক্রিয়াধিকারেও নিরূপণ করিয়াছেন,—

এষ চানন্দশক্তিত্বাদেবমাভাসয়ত্যমূন্।
ভাবানিচ্ছাবশাদেষা ক্রিয়া নির্ম্মাতৃতোঽস্যেতি॥ ১৮॥
উপসংহারেঽপি।
ইত্থং তথা ঘটপটাদ্যাকারজগদাত্মনা।
তিষ্ঠাসোরেবমিচ্ছৈব হেতুকর্তৃকৃতা ক্রিয়েতি॥ ১৯॥
তস্মিন্ সতীদমস্তীতি কার্য্যকারণতাপি যা।
সাপ্যপেক্ষাবিহীনানাং জড়ানাং নোপপদ্যতে॥ ২০॥

ইতি ন্যায়েন যতো জড়স্য ন কারণতা ন বা অনীশ্বরস্য চেতনস্যাপি তস্মাত্তেন তেন জগদ্গতজন্মস্থিত্যাদিভাববিকারতত্তদ্ভেদক্রিয়াসহস্ররূপেণ স্থাতুমিচ্ছোঃ স্বতন্ত্রস্য ভগবতো মহেশ্বরস্যেচ্ছৈবোত্তরোত্তরমুচ্চস্বভাবা ক্রিয়া

তিনি আনন্দশক্তিস্বরূপ। তৎপ্রভাবে ইচ্ছাক্রমেই ভুবনাদি সমুদায় ভাবজাত অবভাসিত করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার নির্ম্মাতৃ-ক্রিয়া॥ ১৮॥

উপসংহারেও বলিয়াছেন, এই প্রকারে সুপ্রসিদ্ধ ঘটপটাদির আকার বিশিষ্ট জগৎস্বরূপে অবস্থিতি করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। ইহাই হেতু-কর্তৃকৃত ক্রিয়া॥ ১৯॥

সেই সৎস্বরূপ মহেশ্বরে ঐরূপে যে কার্য্যকারণতা বিদ্যমান আছে, তাহা অপেক্ষাবিহীন জড়গণে কখন উপপাদিত হয় না॥ ২০॥

ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে, যেহেতু, জড়গণের ও অনীশ্বর চেতনেরও যেমন কারণতা নাই, সেইজন্যই, স্বতন্ত্রস্বরূপ ভগবান মহেশ্বর তত্তৎ জগদ্গত জন্ম স্থিতি প্রভৃতি ভাববিকারের তত্তৎ ভেদক্রিয়ায় সহস্ররূপে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছুক হইলেই, তাঁহার সেই ইচ্ছাকেই উত্তরোত্তর উচ্চস্বভাবক্রিয়া বা বিশ্বকর্তৃত্ব বলিয়া থাকে। ইচ্ছামাত্রে ঐরূপে

বিশ্বকর্ত্তৃত্বং বোচ্যত ইতি। ইচ্ছামাত্রেণ জগন্নির্ম্মাণমিত্যত্র দৃষ্টান্তোঽপি স্পষ্টং নির্দ্দিষ্টঃ।

যোগিনামপি মৃদ্বীজে বিনৈবেচ্ছাবশেন যৎ।
ঘটাদি জায়তে তত্তৎ স্থিরস্বার্থক্রিয়াকরমিতি ॥ ২১ ॥

যদি ঘটাদিকং প্রতি মৃদাদ্যেব পরমার্থতঃ কারণং স্যাত্তর্হি কথং যোগীচ্ছামাত্রেণ ঘটাদিজন্ম স্যাৎ। অথোচ্যেত অন্য এব মৃদ্বীজাদিজন্যা ঘটাঙ্কুরাদয়ো যোগীচ্ছাজন্যাস্ত্বন্যা এবেতি তত্রাপি বোধ্যসে সামগ্রী ভেদাত্তাবৎ কার্য্যভেদ ইতি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধম্। যে তু বর্ণয়ন্তি নোপাদানং বিনা ঘটাদ্যুৎপত্তিরিতি যোগী ত্বিচ্ছয়া পরমাণূন্ ব্যাপারয়ন্ সঙ্ঘটয়তীতি তেঽপি বোধনীয়াঃ। যদি পরিদৃষ্টকার্য্যকারণভাববিপর্য্যয়ো ন লভ্যেত, তর্হি

যে জগতের নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্তও স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

যোগিগণের ইচ্ছাবশে মৃত্তিকা ও বীজ ব্যতিরেকেই ঘটাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারই নাম ইচ্ছানুসারিণী ক্রিয়াশক্তি ॥ ২১ ॥

যদি ঘটাদির উৎপত্তির প্রতি মৃদাদিই পরমার্থতঃ কারণ হয়, তাহা হইলে, কিরূপে যোগীর ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদির জন্ম হইতে পারে? যদি বল, মৃত্তিকা ও বীজাদিজনিত ঘট ও অঙ্কুরাদি, যোগীর ইচ্ছাজনিত তত্তৎ ঘটাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, সামগ্রীভেদে কার্য্যভেদ হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। পুনশ্চ, যাহারা বলিয়া থাকে, উপাদান ব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি হয় না; যোগী ইচ্ছাবশে পরমাণু সকলকে ব্যাপারিত করিয়া সংঘটিত করেন; তাহাদের এ কথা বুঝা উচিত, যদি দৃশ্যমান কার্য্যকারণভাববিপর্য্যয়

ঘটমৃদ্দণ্ডচক্রাদিদেহে স্ত্রীপুরুষসংযোগাদি সর্ব্বমপেক্ষ্যেত। তথা চ যোগীচ্ছাসমনন্তরসঞ্জাতঘটদেহাদিসম্ভবো দুঃসমর্থ এব স্যাৎ চেতন এব তু তথা ভাতি ভগবান্ ভূরিভগো মহাদেবো নিয়ত্যনুবর্ত্তনোল্লঙ্ঘনঘনতরস্বাতন্ত্র্য ইতি পক্ষে ন কাচিদনুপপত্তিঃ। অতএবোক্তং বসুগুপ্তাচার্য্যৈঃ॥

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে ইতি॥ ২২॥

নন্বু প্রত্যগাত্মনঃ পরমেশ্বরাভিন্নত্বে সংসারসম্বন্ধঃ কথং ভবেদিতি চেত্তত্রোক্তমাগমাধিকারে।

এষ প্রমাতা মায়ান্ধঃ সংসারী কর্ম্মবন্ধনঃ।
বিদ্যাদিজ্ঞাপিতৈশ্বর্য্যশ্চিদ্ঘনো মুক্ত উচ্যত ইতি॥২৩॥

লাভ না হয়, তাহা হইলে ঘট ও মৃদ্দণ্ড চক্রাদি দেহে স্ত্রীপুরুষ সংযোগাদি সর্ব্ববিধ ব্যাপার অপেক্ষিত হইয়া থাকে। তথাচ, যোগীর ইচ্ছামাত্রেই সমুদ্ভূত ঘটাদিসম্ভব দুঃসমর্থ হইয়া উঠে। এইরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ভগবান ভূরিভগ মহাদেব নিয়তির অনুবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যসহকারে বিহার করিতেছেন। এ বিষয়ে কোনপ্রকার অনুপপত্তি নাই। এইজন্যই বসুগুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যিনি কোনপ্রকার উপাদানসম্ভার গ্রহণ না করিয়া, অভিত্তিতেই এই জগৎ রূপ চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই ভগবান মহাদেবকে নমস্কার করি॥২২॥

যদি বল, প্রত্যগাত্মা, পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, তবে তাঁহার সংসারসম্বন্ধ কিরূপে ঘটিয়া থাকে? আগমাধিকারে এবিষয়ের সমাধান করিয়াছেন,—

এই প্রমাতা মায়াবশে মোহাচ্ছন্ন হইলেই, কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত ও তন্নিবন্ধন সংসারী হয়েন। আবার, যখন বিদ্যাদি সহায়ে ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাত ও নিরবচ্ছিন্ন চিৎসত্তায় আবিষ্ট হন, তখন মুক্ত হইয়া থাকেন॥ ২৩॥

ননু প্রমেয়স্য প্রমাত্রভিন্নত্বে বন্ধমুক্তয়োঃ প্রমেয়ং প্রতি কো বিশেষঃ অত্রাপ্যুত্তরমুক্তং তত্ত্বার্থসংগ্রহাধিকারে

মেয়ং সাধারণং মুক্তঃ স্বাত্মাভেদেন মন্যতে।
মহেশ্বরো যথাবদ্ধঃ পুনরত্যন্তভেদবদিতি ॥ ২৪ ॥

নন্বাত্মনঃ পরমেশ্বরত্বং স্বাভাবিকং চেত্তর্হি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রার্থনয়া নহি বীজমপ্রত্যভিজ্ঞাতং সতি সহকারিসাকল্যে অঙ্কুরং নোৎপাদয়তি তস্মাৎ কস্মাদাত্মপ্রত্যভিজ্ঞানে নির্বন্ধ ইতি চেদুচ্যতে। শৃণু তাবদিদং রহস্যং। দ্বিবিধা হ্যর্থক্রিয়া বাহ্যাঙ্কুরাদিকা প্রমাতৃবিশ্রান্তিচমৎকারসারা প্রীত্যাদিরূপা চ। তত্রাদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানং নাপেক্ষতে। দ্বিতীয়া তু তদপেক্ষত এব। ইহাপ্যহমীশ্বর ইত্যেবম্ভূত-

---

যদি বল, প্রমেয় প্রমাতা হইতে অভিন্ন। সুতরাং, প্রমেয়ের প্রতি বন্ধমুক্তির বিশেষ কি? তত্ত্বার্থসংগ্রহাধিকারে এ বিষয়েরও উত্তর দিয়াছেন,—

স্বাত্মা ও মুক্তস্বরূপ মহেশ্বর সাধারণ প্রমেয়কে অভেদে জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন উক্তরূপে বদ্ধ হন, তখন পুনরায় অত্যন্ত ভেদবৎ মনে করেন ॥ ২৪ ॥

যদি বল, আত্মার পরমেশ্বরত্ব স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা-প্রার্থনায় প্রয়োজন নাই। অপ্রত্যভিজ্ঞাত বীজ কি সহকারী সকলের সমবায়ে অঙ্কুর উৎপাদন করে না? অতএব কিজন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞানে নির্বন্ধ? একথা সত্য বটে। কিন্তু এ সম্বন্ধে রহস্য আছে। তাহা শ্রবণ কর। অর্থক্রিয়া দ্বিবিধ; প্রথম, বাহ্যাঙ্কুরাদিকা ও দ্বিতীয়, প্রমাতৃ-বিশ্রান্তি-চমৎকারসারা প্রীত্যাদিরূপা। তন্মধ্যে প্রথম, প্রত্যভিজ্ঞানের কোনরূপ অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দ্বিতীয়, সর্বথা তাহার অপেক্ষা

চমৎকারসারা পরাপরসিদ্ধিলক্ষণজীবাত্মৈকত্বশক্তিবিভূতিরূপার্থক্রিয়েতি স্বরূপপ্রত্যভিজ্ঞামমপেক্ষণীয়ম্ ॥২৫॥

ননু প্রমাতৃবিশ্রান্তিসারার্থক্রিয়া প্রত্যভিজ্ঞানেন বিনা দৃষ্টা সতী তস্মিন্ দৃষ্টেতি ক দৃষ্টম্। অত্রোচ্যতে নায়কগুণগণসংশ্রবণপ্রবৃদ্ধানুরাগা কাচন কামিনী মদনবিহ্বলা বিরহক্লেশমসহমানা মদনলেখাবলম্বনেন স্বাবস্থানিবেদনানি বিধত্তে তথা বেগাত্তন্নিকটমটত্যপি তস্মিন্নবলোকিতেঽপি তদবলোকনং তদীয়গুণপরামর্শাভাবে জনসাধারণত্বং প্রাপ্তে হৃদয়ঙ্গমভাবং ন লভতে। যদা তু মূর্ত্তিবচনাত্তদীয়গুণপরামর্শং করোতি তদা তৎক্ষণমেব পূর্ণভাবমভ্যেতি। এবং স্বাত্মনি বিশ্বেশ্বরাত্মনা ভাসমানে

করিয়া থাকে। আমিও সেই ঈশ্বর, ইত্যাকারে এবংভূত যে চমৎকার সারা অর্থক্রিয়া পরাপরসিদ্ধিরূপ জীব ও আত্মা উভয়ের ঐক্যশক্তিবিভূতিস্বরূপ, তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞান সর্ব্বথা অপেক্ষণীয় হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

যদি বল, প্রমাতৃবিশ্রান্তিসারা অর্থক্রিয়া প্রত্যভিজ্ঞান বিনা দৃষ্ট হয় না, ইহা কোথায় দেখিলে বা কিরূপে জানিলে? ইহার উত্তর এই, নায়কের গুণাগুণ সবিশেষ শ্রবণপূর্ব্বক অনুরাগ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, কোন কামিনী মদনবিহ্বলা হইয়া, বিরহক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, মদনলেখন অবলম্বন করিয়া, স্বকীয় অবস্থার বিনিবেদন করে। এবং সেই নায়ক দৃষ্টিবিষয়ে উপনীত হইলে, মনের আবেগ বশতঃ তাহার নিকটেও ভ্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি নায়কের গুণশ্রবণের অভাব হয়, তাহা হইলে, তদীয় অবলোকন জনসাধারণত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই কামিনীর হৃদয়ঙ্গম ভাব লাভ করিতে পারে না। এইরূপ, স্বাত্মা বিশ্বেশ্বরাত্মা দ্বারা ভাসমান হইলেও, সেই নির্ভাসন,

ঽপি তন্নির্ভাসনং তদীয়গুণপরামর্শবিরহসময়ং পূর্ণভাবং ন সম্পাদয়তি যদা তু গুরুবচনাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদিলক্ষণপরমেশ্বরোৎকর্ষপরামর্শো জায়তে তদা তৎক্ষণমেব পূর্ণাত্মতালাভঃ। তদুক্তং চতুর্থে বিমর্শে

তৈস্তৈরপ্যুপযাচিতৈরুপনতস্তন্ব্যাঃ স্থিতোপ্যন্তিকে
কান্তো লোকসমান এবমপরিজ্ঞাতো ন রন্তুং যথা।
লোকস্যৈষ তথানপেক্ষিতগুণঃ স্বাত্মাপি বিশ্বেশ্বরো
নৈবায়ং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা ইতি ॥২৬॥

অভিনবগুপ্তাদিভিরাচার্য্যৈর্বিহিতপ্রতানোঽপি অয়মর্থঃ সংগ্রহমুপক্রমমাণৈরস্মাভির্বিস্তরভিয়া ন প্রতানিত ইতি সর্ব্বশিবম্ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞদর্শনম্।

উল্লিখিত বিশ্বেশ্বরাত্মার গুণপরামর্শ বিরহসময়ে পূর্ণভাবে পরিণত হয় না। কিন্তু যখন গুরুবচনাদি দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদিস্বরূপ উৎকর্ষ পরামৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই সময়ে তৎক্ষণমাত্র পূর্ণাত্মতা প্রাপ্ত হয়। চতুর্থ বিমর্শে এ বিষয় বলিয়াছেন,—

নায়কের গুণ যদি জানা না থাকে,তাহা হইলে, সে সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য হওয়াতে,তত্তৎ উপযাচিত দ্বারা উপনীত ও নিকটে অবস্থিত হইলেও, কামিনীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় না। এইরূপ মহেশ্বর স্বাত্মস্বরূপ হইলেও, গুণপরামর্শবিরহে লোকের নিকট নিজবৈভবপ্রকাশপূর্ব্বক তাহার হৃদয়াকর্ষণ করেন না। সেইজন্যই প্রত্যভিজ্ঞার অবতারণা হইয়াছে॥ ২৬॥

অভিনবগুপ্তাদি আচার্য্যগণ এ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। আমরা সংগ্রহমাত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কারণে বিস্তরভয়ে আর অধিক বিবৃত করিলাম না।

অথ রসেশ্বরদর্শনম্।

অপরে মাহেশ্বরাঃ পরমেশ্বরতাদাত্ম্যবাদিনোঽপি পিণ্ডস্থৈর্য্যে সর্ব্বাভিমতা জীবন্মুক্তিঃ সেৎস্যতীত্যাস্থায় পিণ্ডস্থৈর্য্যোপায়ং পারদাদিপদবেদনীয়ং রসমেব সঙ্গিরন্তে রসস্য পারদত্বং সংসারপরপারপ্রাপণহেতুত্বেন। তদুক্তম্

সংসারস্য পরং পারং দত্তেঽসৌ পারদঃ স্মৃত ইতি॥ ১॥

রসার্ণবেঽপি

পারদো গদিতো যস্মাৎ পরার্থং সাধকোত্তমৈঃ।
সুপ্তোঽয়ং মৎসমো দেবি মম প্রত্যঙ্গসম্ভবঃ॥ ২॥

রসেশ্বর দর্শন।

কোন কোন মাহেশ্বর সম্প্রদায় পরমেশ্বরের তাদাত্ম্য স্বীকার করিয়াও, পিণ্ডস্থৈর্য্যে অর্থাৎ এই দেহকে যদি কোনরূপে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, তাহা হইলে, সকল লোকের অভিমত জীবন্মুক্তি লাভ হইতে পারে, এই প্রকার আস্থা সম্পন্ন হইয়া, পারদাদিশব্দবেদ্য রসকেই পিণ্ডস্থৈর্য্যের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেননা, রস সংসারের পরপারপ্রাপ্তির হেতু। এই কারণে তাহার নাম পারদ হইয়াছে। তথাহি বলিয়াছেন,—

সংসারের পরপার প্রদান করে, এইজন্য পারদ বলিয়া থাকে॥ ১॥

রসার্ণবেও নির্দ্দিষ্ট আছে,—

দেবি! ইহা আমার সমান এবং আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। এইজন্য সাধকশ্রেষ্ঠগণ সুপ্তস্বভাব ইহাকে পারদ বলিয়া থাকে॥ ২॥

মম দেহরসো যস্মাদ্রসস্তেনায়মুচ্যতে ইতি ॥ ৩ ॥

প্রকারান্তরেণাপি জীবন্মুক্তিযুক্তৌ নেয়ং বাচোযুক্তির্যুক্তিমতীতি চেন্ন ষট্‌স্বপি দর্শনেষু দেহপাতানন্তরং মুক্তেরুক্ততয়া তত্র বিশ্বাসানুপপত্ত্যা নির্বিচিকিৎসপ্রবৃত্তেরনুপপত্তেঃ। তদপ্যুক্তং তত্রৈব

ষড়্‌দর্শনেঽপি মুক্তিস্তু দর্শিতা পিণ্ডপাতনে।
করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষা নোপলভ্যতে।
তস্মাত্তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈরিতি ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যৈরপি

ইতি ধনশরীরভোগান্মত্বা নিত্যান্ সদৈব যতনীয়ম্‌।
মুক্তৌ সা চ জ্ঞানাত্তচ্চাভ্যাসাৎ স চ স্থিরে দেহে ইতি॥৫॥

অধিক কি, ইহা আমার দেহের রস। সেইহেতু, ইহাকে রসও বলে ॥ ৩ ॥

যদি বল, প্রকারান্তরেও জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং, এ কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, ছয় দর্শনেও দেহপাতানন্তর মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহাতে অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং তজ্জন্য কাহারই তাহাতে নিঃসন্দেহ প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। তাহাতেই ইহাও বলা হইয়াছে,—

ষড় দর্শনে পিণ্ডপাতনান্তর মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মুক্তি হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইলেও, উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য রস ও রসায়ন সাহায্যে পিণ্ডের রক্ষা করিবে ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

এইরূপে ধন, শরীর, ভোগ সমস্তই নিত্য, জানিয়া, সর্ব্বদাই মুক্তির জন্য যত্ন করিবে। এই মুক্তি জ্ঞানবলে লাভ করা যায়। জ্ঞান আবার

ননু বিনশ্বরতয়া দৃশ্যমানস্য দেহস্য কথং নিত্যত্বমবমীয়ত ইতি চেন্মৈবং মংস্থাঃ যাট্‌কৌশিকস্য শরীরস্যানিত্যত্বে রসাভ্রকপদাভিলপ্যহরগৌরীসৃষ্টিজাতস্য নিত্যত্বোপপত্তেঃ ॥

তথাচ রসহৃদয়ে

যে চাত্যক্তশরীরা হরগৌরীসৃষ্টিজান্তরং প্রাপ্তাঃ।
বন্দ্যাস্তে রসসিদ্ধা মন্ত্রগণঃ কিঙ্করো যেষামিতি ॥ ৬ ॥

তস্মাজ্জীবন্মুক্তিং সমীহমানেন যোগিনা প্রথমং দিব্যতনুর্বিধেয়া হরগৌরীসৃষ্টিসংযোগজনিতত্বঞ্চ রসস্য হরজত্বেনাভ্রকস্য গৌরীসম্ভবত্বেন তত্তদাত্মকত্বমুক্তম্ ॥

অভ্যাস দ্বারা লব্ধ হয়। দেহ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইলেই, এই অভ্যাস সংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যদি বল, সমস্ত দৃশ্য জগৎই বিনশ্বর। তদ্বিধায়ে, এই দৃশ্যমান দেহ নিত্য বলিয়া, কিরূপে স্বীকার করা যাইবে? এরূপ কদাচই মনে করিও না। যাট্‌কৌশিক এই দেহ অনিত্য হইলেও, রসাভ্রকপদবাচ্য হরগৌরী-সৃষ্টিজাতের নিত্যত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে।

তথাচ, রসহৃদয়ে বলিয়াছেন,—

যাহারা সশরীরেই হরগৌরীর সৃষ্টিজান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই রসসিদ্ধ। এবং তজ্জন্য সকল লোকেরই বন্দনীয়। সমুদায় মন্ত্র তাঁহাদের কিঙ্কর ॥ ৬ ॥

এইজন্য, জীবন্মুক্তির অভিলাষী যোগী পুরুষ দিব্য দেহ বিধান করিবেন। হর হইতে রস উৎপন্ন ও গৌরী হইতে অভ্রক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এইজন্য উভয়কে হরগৌরীসৃষ্টির সংযোগজনিত ও তন্নিবন্ধন তদাত্মক বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

অভ্রকস্তব বীজন্তু মম বীজন্তু পারদঃ ।
অনয়োর্ম্মেলনং দেবি মৃত্যুদারিদ্র্যনাশনমিতি ॥ ৭ ॥

অত্যল্পমিদমুচ্যতে দেবদৈত্যমুনিমানবাদিষু বহবো রসসামর্থ্যাদ্দিব্যং দেহমাশ্রিত্য জীবন্মুক্তিমাশ্রিতাঃ শ্রূয়ন্তে রসেশ্বরসিদ্ধান্তে

দেবাঃ কেচিন্মহেশাদ্যা দৈত্যাঃ কাব্যপুরঃসরাঃ ।
মুনয়ো বালখিল্যাদ্যা নৃপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ ॥ ৮ ॥
গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যো গোবিন্দনায়কঃ ।
চর্ব্বটিঃ কপিলো ব্যালিঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ ॥৯॥
এতেঽন্যে বহবঃ সিদ্ধা জীবন্মুক্তাশ্চরন্তি হি ।
তনুং রসময়ীমাপ্য তদাত্মককথাচণা ইতি ॥ ১০ ॥

অয়মেবাস্যার্থঃ পরমেশ্বরেণ পরমেশ্বরীং প্রতি প্রপঞ্চিতঃ ।

হে দেবি! অভ্রক তোমার বীজ ও পারদ আমার বীজ। ইহাদের পরস্পরের মিলন মৃত্যু ও দরিদ্রতা বিনাশ করে ॥ ৭ ॥

ইহাত সামান্য কথা। দেব, দৈত্য, মুনি ও মানবাদির মধ্যেও অনেকে রসসামর্থবলে দিব্য দেহ আশ্রয় করিয়া, জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। রসেশ্বরসিদ্ধান্তে শ্রুত হওয়া যায়, মহেশাদি কোন কোন দেবগণ, কংসাদি দৈত্যগণ, বালখিল্যাদি ঋষিগণ, সোমেশ্বরাদি নৃপগণ, গোবিন্দভগবৎ-পাদাচার্য্য, গোবিন্দনায়ক, চর্ব্বটি, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কন্দলায়ন ॥৮॥ ইহাঁরা এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত হইয়া, রসময় শরীর পরিগ্রহ করিয়া, বিচরণ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

স্বয়ং পরমেশ্বরও পরমেশ্বরীর নিকট এই অর্থই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। যথা—

কর্ম্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিণ্ডধারণম্।
রসশ্চ পবনশ্চেতি কর্ম্মযোগো দ্বিধা স্মৃতঃ॥ ১১॥
মূর্চ্ছিতো হরতি ব্যাধীন্ মৃতো জীবয়তি স্বয়ম্।
বদ্ধঃ খেচরতাং কুর্য্যাদ্রসো বায়ুশ্চ ভৈরবীতি॥ ১২॥

মূর্চ্ছিতস্বরূপমপ্যুক্তম্

নানাবর্ণো ভবেৎ সূতো বিহায় ঘনচাপলম্।
লক্ষণং দৃশ্যতে যস্য মূর্চ্ছিতং তং বদন্তি হি॥ ১৩॥
আর্দ্রত্বঞ্চ ঘনত্বঞ্চ তেজো গৌরবচাপলম্।
যস্যৈতানি ন দৃশ্যন্তে তং বিদ্যান্মৃতসূতকমিতি॥১৪॥

অন্যত্র বদ্ধস্বরূপমপ্যভ্যধায়ি

অক্ষতশ্চ লঘুদ্রাবী তেজস্বী নির্ম্মলো গুরুঃ।
স্ফোটনং পুনরাবৃত্তৌ বদ্ধসূতস্য লক্ষণমিতি॥ ১৫॥

দেবেশি! কর্ম্মযোগ দ্বারাই দেহধারণ বা স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়। কর্ম্মযোগ দ্বিবিধ, রস ও পবন॥ ১০॥

রস ও বায়ু মূর্চ্ছিত হইলে, ব্যাধি সকল হরণ করে; স্বয়ং মৃত হইলে, জীবন দান করে, বদ্ধ হইলে খেচরত্ব সম্পাদন করে॥ ১১॥

মূর্চ্ছিতের স্বরূপও বলিয়াছেন,—

যাহার ঘনত্ব ও চপলত্ব নাই, এরূপ নানাবর্ণের রসকে মূর্চ্ছিত বলে॥ ১২॥

আর্দ্রত্ব, ঘনত্ব ও তেজগৌরবচপলত্ব এই সকল যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার নাম মৃত সূতক, জানিবে॥ ১৩॥

অন্যত্র বদ্ধস্বরূপও বলিয়াছেন,—

নমু হরগৌরীসৃষ্টিসিদ্ধৌ পিণ্ডস্থৈর্য্যমাস্থাতুং পার্য্যতে তৎসিদ্ধিরেব কথমিতি চেন্ন অষ্টাদশসংস্কারবশাত্ত-দুপপত্তেঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ

তস্য হি সাধনবিধৌ সুধিয়াং প্রতিকর্ম্মনির্ম্মলাঃ প্রথমম্।
অষ্টাদশসংস্কারা বিজ্ঞাতব্যাঃ প্রযত্নেনেতি ॥ ১৬ ॥

তে চ সংস্কারাঃ নিরূপিতাঃ

স্বেদনমর্দ্দনমূর্চ্ছনস্থাপনপাতননিরোধনিয়মাশ্চ।
দীপনগগনগ্রাসপ্রমাণমথ জারণা পিধানম্ ॥ ১৭ ॥
গর্ভদ্রুতিবাহ্যদ্রুতিক্ষারণসরাগসারণাশ্চৈব।
ক্রামণবেধৌ ভক্ষণমষ্টাদশধেতি রসকর্ম্মেতি ॥ ॥ ১৮ ॥

তৎপ্রপঞ্চস্তু গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্যসর্ব্বজ্ঞরামে-

অক্ষত, লঘুদ্রাবী, তেজোবিশিষ্ট, নির্ম্মল ও গুরু, ইহাই বদ্ধসূতকের লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

যদি বল, হরগৌরীর সৃষ্টিসিদ্ধি হইলে, পিণ্ডস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারা যায়। এক্ষণে, কথা এই, সেই সিদ্ধি কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তর এই, অষ্টাদশ সংস্কার বশেই তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে। আচার্য্যগণ তৎসমস্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

তাহার সাধন করিতে হইলে, সুধীগণ যত্নসহকারে প্রথমে অষ্টাদশ সংস্কার বিদিত হইবেন। ১৫ ॥

তত্তৎ সংস্কার নিরূপিত হইয়াছে,—

স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, স্থাপন, পাতন, নিরোধন, দীপন, গগন, গ্রসন, প্রমাণ, জারণ, পিধান, গর্ভদ্রুতি, বাহ্যদ্রুতি, ক্ষারণ, ক্রমণ, বেধ, ভক্ষণ এই অষ্টাদশবিধ রসকর্ম্ম ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভগবৎপাদাচার্য্য ও সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বরভট্টারক প্রভৃতি প্রাচীন

শ্বরভট্টারকপ্রভৃতিভিঃ প্রাচীনৈরাচার্য্যৈর্নিরূপিত ইতি গ্রন্থভূয়স্ত্বভয়াদুদাস্যতে।

ন চ রসশাস্ত্রং ধাতুবাদার্থমেবেতি মন্তব্যং দেহবেধ-দ্বারা মুক্তেরেব পরমপ্রয়োজনত্বাৎ। তদুক্তং রসার্ণবে

লোহবেধস্ত্বয়া দেব যদ্দত্তং পরমীশিতঃ।
তং দেহবেধমাচক্ষ্ব যেন স্যাৎ খেচরীগতিঃ॥ ১৯॥
যথা লোহে তথা দেহে কর্ত্তব্যঃ সূতকঃ সতা।
সমানং কুরুতে দেবি প্রত্যয়ং দেহলোহয়োঃ।
পূর্ব্বং লোহে পরীক্ষেত পশ্চাদ্দেহে প্রযোজয়েদিতি ॥২০॥

ননু সচ্চিদানন্দাত্মকপরতত্ত্বস্ফুরণাদেব মুক্তিসিদ্ধৌ

আচার্য্যগণ ইহার সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাহাতে নিবৃত্ত হওয়া গেল।

রসশাস্ত্রকে কেবল ধাতুবাদার্থ মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কেনন, ইহা দ্বারা দেহবেধপূর্ব্বক মুক্তিরূপ পরমপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। রসার্ণবেও বলিয়াছেন,—

হে দেব! যাহা দ্বারা খেচরীগতি সিদ্ধ হয়, সেই দেহবেধ কীর্ত্তন করুন॥ ১৭॥

যেমন লোহে, তেমন দেহে সূতক প্রয়োগ করা সাধুগণের কর্ত্তব্য॥ ১৮॥

দেবি! ইহা দেহ ও লোহ উভয়ের প্রতি সমান করিয়া থাকে। প্রথমে লোহে পরীক্ষা করিয়া, পরে দেহে প্রয়োগ করিবে॥ ১৯॥

যদি বল, সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বের বিস্ফুরণ দ্বারা, মুক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং দিব্যদেহসম্পাদনপ্রয়াসে প্রয়োজন কি?

কিমনেন দিব্যদেহসম্পাদনপ্রয়াসেনেতি চেত্তদেতদবার্ত্তং বার্ত্তশরীরালাভে তদ্বার্ত্তায়া অযোগাৎ।

তদুক্তং রসহৃদয়ে।

গলিতানল্পবিকল্পঃ সর্ব্বাধ্ববিবক্ষিতশ্চিদানন্দঃ।
স্ফুরিতোঽপ্যস্ফুরিততনোঃ করোতি কিং জন্তুবর্গস্যেতি ২১
যৎ জরয়া ঝর্ঝরিতং কাশশ্বাসাদিদুঃখবিশদঞ্চ।
যোগ্যং তৎ ন সমাধৌ প্রতিহতবুদ্ধীন্দ্রিয়প্রসরম্ ॥ ২২ ॥
বালঃ ষোড়শবর্ষো বিষয়রসাস্বাদলম্পটঃ পরতঃ।
যাতবিবেকো বৃদ্ধো মর্ত্যঃ কথমাপ্নুয়ান্মুক্তিমিতি ॥২৩॥

ইহার উত্তর এই, এই বর্ত্তমান দেহ অবার্ত্ত অর্থাৎ মৃত্তিকাদির ন্যায় সর্ব্বথা স্ফূর্ত্তিশূন্য। সুতরাং মৃত্তকাদিতে সূর্য্যকিরণ যেরূপ প্রতিফলিত হয় না, এই জড় দেহেও তদ্রূপ চৈতন্যজ্যোতির প্রস্ফুরণ সম্ভাবনা নাই।

রসহৃদয়েও বলিয়াছেন,—

সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়েই যাহা পরম অভীষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যাহাতে কোনপ্রকার বিকল্পেরই লেশমাত্র নাই, সেই চিদানন্দ স্ফুরিত হইলেও, অস্ফুরিত-দেহবিশিষ্ট জন্তুগণের কি করিতে পারেন? ॥ ২১ ॥

বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি জরাপ্রভাবে একবারেই ঝর্ঝরিত, কাসশ্বাসাদি ক্লেশে অবসাদিত, তন্নিবন্ধন সমাধিসাধনে সর্ব্বথা অনুপযুক্ত, এবং সর্ব্বথা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রসার বিবর্জ্জিত হইয়াছে, চিদানন্দ তাহার কি করিতে পারেন? ॥ ২২ ॥

বালক, অথবা বিষয়রসাস্বাদে নিতান্ত কামুকচিত্ত ষোড়শ-বর্ষীয় যুবা, অথবা বিবেকবহিষ্কৃত বৃদ্ধই বা কিরূপে মুক্তি লাভ করিবে? ॥ ২৩ ॥

নন্নু জীবত্বং নাম সংসারিত্বং তদ্বিপরীত্বং মুক্তত্বং তথা চ পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ কথমেকায়তনত্বমুপপন্নং স্যাদিতি চেত্তদনুপপন্নং বিকল্পানুপপত্তেঃ মুক্তিস্তাবৎ সর্ব্বতীর্থ-করসম্মতা সা কিং জ্ঞেয়পদে নিবিশতে ন বা চরমে শশবিষাণকল্পা স্যাৎ প্রথমে ন জীবনং বর্জ্জনীয়মজীবতো জ্ঞাতৃত্বানুপপত্তেঃ। তদুক্তং রসেশ্বরসিদ্ধান্তে

জ্ঞানজ্ঞেয়মিদং বিদ্ধি সর্ব্বতন্ত্রেষু সম্মতম্।
ন জীবন্ জ্ঞাস্যতি জ্ঞেয়ং যদতোঽস্ত্যেব জীবনমিতি ॥২৪॥

ন চেদমদৃষ্টচরমিতি মন্তব্যং বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্য শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ।

এইজন্যই, দিব্য দেহের আবশ্যকতা, ইহাই ভাবার্থ।

যদি বল, জীবশব্দে সংসারী, আর মুক্ত শব্দে তাহার বিপরীত অতএব পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয় কিরূপে এক আয়তনে অবস্থিতি করি৻ পারে? ইহার উত্তর এই, মুক্তি যখন সকল শাস্ত্রে ও সকল সম্প্রদায়ে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, তখন সন্দেহের অভাববশতঃ, ঐক পূর্ব্বপক্ষই হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, সেই মুক্তি কি জ্ঞে পদে বিনিবিষ্ট, না চরমে শশবিষাণবৎ সর্ব্বথা কল্পনামাত্র হইয়া থাকে জ্ঞেয়পদে বিনিবিষ্ট হইলে, জীবন ত্যাগ করা উচিত নয়। কেনন অজীবিতের জ্ঞাতৃত্ব সর্ব্বথা অসম্ভব। রসেশ্বরসিদ্ধান্তে বলিয়াছেন,—

ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণবাদ ও ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিসম্পন্ন সর্ব্ববিধ তন্ত্রে উক্তরূপ জ্ঞাত জ্ঞেয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে কাহার মতদ্বৈধ নাই।

ফলতঃ, জীবিত না থাকিলে, জ্ঞেয় বিষয় বিদিত হওয়া যায় না সেইজন্য, জীবনের প্রয়োজন ॥ ২৪ ॥

তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ

সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্।

রূপঞ্চাস্য মহং বংদে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি ॥ ২৫ ॥

নন্বেতৎ সাবয়বং রূপবদবভাসমানং নৃকণ্ঠীরবাঙ্গ-বদিতি ন সঙ্গচ্ছত ইত্যাদিনাক্ষেপপুরঃসরং সনকাদি-প্রত্যক্ষং সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদিশ্রুতিঃ তমদ্ভুতং বালক-মম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যায়ুধমিত্যাদি পুরাণ-লক্ষণেন প্রমাণত্রয়েণ সিদ্ধং রূপঞ্চানঙ্গং কথমসৎ স্যাদিতি। সদাদীনি বিশেষণানি গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রৈঃ বিষ্ণুস্বামিচরণপরিণতান্তঃকরণৈঃ প্রতিপাদিতানি। তস্মা-দস্মদিষ্টদেহনিত্যত্বমত্যন্তাদৃষ্টং ন ভবতীতি পুরুষার্থ-

---

এইরূপ জীবন্মুক্তিত্ব অদৃষ্টচর বলিয়াও, মনে করিতে নাই। বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারিগণ শরীরের নিত্যত্ব উপপাদিত করিয়াছেন।

সাকারসিদ্ধিতে উল্লিখিত আছে,

যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিত্য অচিন্ত্য পূর্ণ আনন্দই যাঁহার একমাত্র বিগ্রহ, শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মত সেই পরদেবতা ও তদীয় রূপের বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সনক উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পুরাণেও বলিতেছে, সেই শঙ্খগদাদি-আয়ুধভূষিত, চতুর্ভুজবিশিষ্ট, পদ্মলোচন, অদ্ভুতাকৃতি বালককে ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা উক্ত বাক্য কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? বিষ্ণু-স্বামির চরণপরিণতান্তঃকরণ গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র উল্লিখিত সচ্চিৎ প্রভৃতি বিশেষণ সকল প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমাদের

কামুকৈঃ পুরুষৈরেষ্টব্যম্। অতএবোক্তম্
আয়তনং বিদ্যানাং মূলং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্।
শ্রেয়ঃ পরং কিমন্যচ্ছরীরমজরামরং বিহায়ৈকমিতি ॥২৬॥

অজরামরকরণসমর্থশ্চ রসেন্দ্র এব তদাহ
একোঽসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামরং কুরুত ইতি ॥২৭॥

কিং বর্ণ্যতে রসস্য মাহাত্ম্যং দর্শনস্পর্শনাদিনাপি মহৎ ফলং ভবতি। তদুক্তং রসার্ণবে
দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তস্য ভক্ষণাৎ স্মরণাদপি।
কেদারাদীনি লিঙ্গানি পৃথিব্যাং যানিকানিচিৎ ॥ ২৮ ॥
পূজনাদ্রসদানাচ্চ দৃশ্যতে ষড়্‌বিধং ফলম্।
তানি দৃষ্ট্বা তু তৎপুণ্যং রসদর্শনাদিত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

অভীষ্ট দেহনিত্যত্ব অত্যন্তাদৃষ্ট নহে। অতএব, পুরুষার্থপ্রার্থী পুরুষবর্গ ইহার অবশ্য কামনা ও সন্ধানাদি করিবেন। এইজন্যই বলিয়াছেন,—

একমাত্র অজরামর শরীরকে ত্যাগ করিয়া, অন্য আর এমন কি আছে, যাহা সমুদায় বিদ্যার আয়তন, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের মূল এবং পরম শ্রেয়স্বরূপ হইতে পারে ॥ ২৫ ॥

রসেন্দ্রই কেবল ঐরূপ অজরামর করিতে সমর্থ। তাহাও বলিয়াছেন,—
একমাত্র এই রসরাজই শরীরকে অজর ও অমর করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

রসের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করা যাইবে? উহার দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারাও মহাফল লাভ হইয়া থাকে। রসার্ণবেও বলিয়াছেন,—

রসের দর্শন, স্পর্শন, ভক্ষণ ও স্মরণ এবং পৃথিবীতে কেদার প্রভৃতি যে সকল লিঙ্গ আছে ॥ ২৭ ॥ তাহাদের পূজন ও রস দান করিলেও, ষড়্‌বিধ ফল লাভ হয়। ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

অন্যত্রাপি

কাশ্যাদিসর্ব্বলিঙ্গেভ্যো রসলিঙ্গার্চ্চনং শিবমিতি।
প্রাপ্যতে যেন তল্লিঙ্গং রোগারোগ্যামৃতামরমিতি ॥৩০॥

রসনিন্দায়াঃ প্রত্যবায়োঽপি দর্শিতঃ

প্রমাদাদ্রসনিন্দায়াঃ শ্রুতাবেনং স্মরেৎ সুধীঃ।
দ্রাক্ ত্যজেন্নিন্দকং নিত্যং নিন্দয়া পূরিতাশুভমিতি ॥ ৩১॥

তস্মাদস্মদুক্তয়া রীত্যা দিব্যং দেহং সম্পাদ্য যোগাভ্যাসবশাৎ পরতত্ত্বে দৃষ্টে পুরুষার্থপ্রাপ্তির্ভবতি। তদা

ভ্রূযুগমধ্যগতং যৎ শিখিবিদ্যুৎসূর্য্যবৎ জগদ্ভাসি।
কেষাঞ্চিৎ পুণ্যদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ। ৩২।

অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

কেদারাদি সর্ব্ববিধ লিঙ্গ অপেক্ষা রসলিঙ্গার্চ্চনই পরম মঙ্গলকর। ঐ লিঙ্গ প্রাপ্ত হইলে, ভোগ, আরোগ্য, অমৃত ও অমরত্ব লাভ হয় ॥ ২৯ ॥

রসের নিন্দা করিলে, প্রত্যবায় হয়। তাহাও দেখাইয়াছেন,—

প্রমাদবশতঃ রসের নিন্দা শ্রবণ করিলে, সুধী পুরুষ ইহার স্মরণ ও তৎক্ষণাৎ নিন্দুককে ত্যাগ করিবে। ঐরূপ নিন্দা দ্বারা নিন্দুক অশুভপরম্পরায় পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

এইজন্য, আমাদের কথিত রীতির অনুসরণ পূর্ব্বক দিব্যদেহ সম্পাদন করিয়া, যোগাভ্যাসবশে পরতত্ত্বের দর্শন হইলেই, পুরুষার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন,—

যাহা ভ্রূযুগলের মধ্যগত হইয়া, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের ন্যায়, সমুদায় জগৎ আভাসিত করে, কোন কোন পুণ্যাত্মাদিগের গোচর সেই চিন্ময় জ্যোতি উন্মীলিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

পরমানন্দৈকরসং পরমং জ্যোতিঃ স্বভাবমবিকল্পং।
বিগলিতসকলক্লেশং জ্ঞেয়ং শান্তং স্বসংবেদ্যম্ ॥ ৩৩ ॥
তস্মিন্নাধায় মনঃ স্ফুরদখিলং চিন্ময়ং জগৎ পশ্যন্।
উৎসন্নকর্ম্মবন্ধো ব্রহ্মত্বমিহৈব চাপ্নোতীতি ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতিশ্চ

রসো বৈ সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি ॥৩৫॥

তদিত্থং ভবেদন্যদুঃখভরতরণোপায়ো রস এবেতি সিদ্ধং। তথা চ রসস্য পরব্রহ্মণা সাম্যমিতি প্রতিপাদকঃ শ্লোকঃ

যঃ স্যাৎ প্রাবরণাবিমোচনধিয়াং সাধ্যঃ প্রকৃত্যা পুনঃ
সম্পন্নো সহতে ন দীব্যতি পরং বৈশ্বানরে জাগ্রতি।

ঐ পরম জ্যোতিতে পরমানন্দ একমাত্র রসরূপে বিরাজ করিতেছে। উহা স্বভাবতঃ বিকল্পশূন্য। উহার প্রভাবে সমুদায় ক্লেশ বিগলিত হইয়া যায়। উহা স্বসংবেদ্য ও শান্তস্বরূপ এবং অবশ্য বেদনীয় ॥ ৩২ ॥

তাহাতে মন সন্নিহিত করিয়া, পরমস্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট, অখিল, চিন্ময় জগৎ দর্শন ও কর্ম্মরূপ বন্ধনের উচ্ছেদন পূর্ব্বক ইহ শরীরেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয় ॥৩৩॥

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তিনি রসস্বরূপ। ঐ রস লাভ করিলে, আনন্দী হওয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে, রস যে দুঃখভারপরিহারের উপায়, তাহা সিদ্ধ হইল। তথাচ, পরব্রহ্মের সহিত রসের সাম্য প্রতিপাদন করিয়া, শ্লোকও লেখা হইয়াছে;—

এই পারদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। দৈন্য ও সংসৃতি ভয় হইতে রক্ষা করুক। ইহা ব্রহ্মের ন্যায়, স্বয়ংই বিদ্যোতিত। স্থূলদেহাবরণমোচনাভিলাষী

জাতো জদ্যপরং ন বেদয়তি চ স্বাত্মাৎ স্বয়ং দ্যোততে যো ব্রহ্মৈব স দৈন্যসংস্মৃতিভয়াৎ পায়াদসৌ পারদঃ ইতি ॥ ৩৬ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শনম্।

অথ ঔলূক্যদর্শনম্।

ইহ খলু নিখিলপ্রেক্ষাবন্নিসর্গপ্রতিকূলবেদনীয়তয়া নিখিলাত্মসংবেদনসিদ্ধং দুঃখং জিহাসংস্তদ্ধানোপায়ং জিজ্ঞাসুঃ পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারমুপায়মাকলতি

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়ন্তীহ মানবাঃ।
তদা শিবমবিজ্ঞায় দুঃখাত্যন্তো ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

পুরুষগণ ব্রহ্মের ন্যায় ইহার সাধনা করে। পুনশ্চ, ইহা ব্রহ্মের ন্যায় প্রকৃতিসম্পন্ন। বৈশ্বানরের জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার সহিত ব্রহ্মের ন্যায়, ক্রীড়া করে॥ ৩৫ ॥

ঔলূক্য দর্শন।

নিখিল লোকের আত্মসংবেদনসিদ্ধ দুঃখ জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রেরই স্বভাবতঃ প্রতিকূল-পদ-বেদনীয়। তাহার পরিহারে প্রবৃত্ত ও সেই পরিহারের উপায় জ্ঞানে সমুদ্যত হইয়া, পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারকেই সেই উপায় বলিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

মানবগণ আকাশকে, চর্ম্মের ন্যায়, বেষ্টন করিয়া, শিবজ্ঞানবিহীন হইলেই, তাহাদের দুঃখাত্যন্ত ঘটিয়া থাকে॥ ১ ॥

ইত্যাদিবচননিচয়প্রামাণ্যাৎ। পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারশ্চ শ্রবণমননানুমানেন ভাবনাভির্ভাবনীয়ঃ। যদাহ

আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসবলেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমমিতি ॥ ২ ॥

তত্র মননমনুমানাধীনং অনুমানঞ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীনং ব্যাপ্তিজ্ঞানঞ্চ পদার্থবিবেকসাপেক্ষং। অতঃ পদার্থষট্‌কমং অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যাদিকায়াং দশলক্ষণ্যাং কণভক্ষেণ ভগবতা ব্যবস্থাপি। তত্রাহ্নিকদ্বয়াত্মকে প্রথমেঽধ্যায়ে সমবেতাশেষপদার্থকথনমকারি। তত্রাপি প্রথমাহ্নিকে জাতিমন্নিরূপণং দ্বিতীয়াহ্নিকে জাতিবিশেষয়োর্নিরূপণম্। আহ্নিকদ্বয়যুক্তে দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে দ্রব্যনিরূপণং তত্রাপি প্রথমাহ্নিকে ভূতবিশেষণলক্ষণং দ্বিতীয়ে দিক্কাল-

---

আগম, অনুমান ও ধ্যানাভ্যাসবল, এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রজ্ঞা প্রকল্পিত করিতে পারিলেই, উৎকৃষ্ট যোগ লাভ হয় ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে মনন অনুমানের অধীন, অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের আয়ত্ত এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থবিবেকের সাপেক্ষ। এইজন্যই ভগবান্ কণাদ, অনন্তর এই কারণে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব, ইত্যাদি বলিয়া, দশলক্ষণীতে ষড়্‌বিধ পদার্থ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে আহ্নিকদ্বয়যুক্ত প্রথম অধ্যায়ে সমবেত সমস্ত পদার্থ কথন কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম আহ্নিকে জাতিনিরূপণ ও দ্বিতীয় আহ্নিকে জাতি ও বিশেষ উভয়ের নিরূপণ করা হইয়াছে। আহ্নিকদ্বয়যুক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রব্য সকলের নিরূপণ, তাহার মধ্যে প্রথম আহ্নিকে ভূতবিশেষলক্ষণ, দ্বিতীয়ে দিক্‌কালপ্রতিপাদন করিয়াছেন। আহ্নিকদ্বয়যুক্ত তৃতীয়

প্রতিপাদনম্। আহ্নিকদ্বয়যুক্তে তৃতীয়ে আত্মান্তঃকরণ-লক্ষণং তত্রাপ্যাত্মলক্ষণং প্রথমে দ্বিতীয়ে অন্তঃকরণলক্ষণম্। আহ্নিকদ্বয়যুক্তচতুর্থো শরীরতদুপযোগিবিবেচনং তত্রাপি প্রথমে তদুপযোগিবিবেচনং দ্বিতীয়ে শরীরবিবে চনম্। আহ্নিকদ্বয়বতি পঞ্চমে কর্ম্মপ্রতিপাদনং তত্রাপি প্রথমে শরীরসম্বন্ধিকর্ম্মচিন্তনংদ্বিতীয়ে মানসকর্ম্মচিন্তনম্॥৩॥ আহ্নিকদ্বয়শালিনি ষষ্ঠে শ্রৌতধর্ম্মনিরূপণং তত্রাপি প্রথমে দানপ্রতিগ্রহধর্ম্মবিবেকং দ্বিতীয়ে চাতুরাশ্রম্যোচিত-ধর্ম্মনিরূপণম্। তথাবিধে সপ্তমে গুণসমবায়প্রতিপাদনং তত্রাপি প্রথমে বুদ্ধিনিরপেক্ষগুণপ্রতিপাদনং দ্বিতীয়ে তৎসাপেক্ষগুণপ্রতিপাদনং সমবায়প্রতিপাদনঞ্চ। অষ্টমে নির্ব্বিকল্পকসবিকল্পপ্রত্যক্ষপ্রমাণচিন্তনম্। নবমে বুদ্ধি-বিশেষপ্রতিপাদনম্। দশমে অনুমানভেদপ্রতিপাদনম্ ॥৩॥

অধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণের লক্ষণ, তন্মধ্যে প্রথম আহ্নিকে আত্মার লক্ষণ ও দ্বিতীয়ে অন্তঃকরণলক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। আহ্নিকদ্বয়যুক্ত চতুর্থ অধ্যায়ে শরীর ও তদুপযোগি বিবেচন, তন্মধ্যে প্রথম আহ্নিকে তদুপোযোগী বিবেচন ও দ্বিতীয়ে শরীর বিবেচন করিয়াছেন। আহ্নিক-দ্বয়যুক্ত পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মপ্রতিপাদন; তন্মধ্যে প্রথম আহ্নিকে শরীর-সম্বন্ধী কর্ম্ম চিন্তন ও দ্বিতীয়ে মনঃসম্বন্ধী কর্ম্ম চিন্তন করিয়াছেন। আহ্নিক-দ্বয়যুক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রৌতধর্ম্মনিরূপণ; তন্মধ্যে প্রথমে দান ও প্রতি-গ্রহধর্ম্মবিবেক; দ্বিতীয়ে চারি আশ্রমের বিহিত ধর্ম্ম নিরূপণ; ঐরূপ আহ্নিকদ্বয়বিশিষ্ট সপ্তমে গুণসমবায়প্রতিপাদন; তন্মধ্যে প্রথমে বুদ্ধিনির-পেক্ষ গুণ প্রতিপাদন ও দ্বিতীয়ে বুদ্ধিসাপেক্ষ গুণ প্রতিপাদন ও সম-

তত্র উদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি ত্রিবিধাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ। ননু বিভাগাপেক্ষয়া চাতুর্ব্বিধ্যে বক্তব্যে কথং ত্রৈবিধ্যমুক্তমিতি চৈন্মৈবং সংস্থা বিভাগস্য বিশেষোদ্দেশ এবান্তর্ভাবাৎ। তত্র দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়া ভাবা ইতি ষড়েব তে পদার্থা ইত্যুদ্দেশঃ ॥ ৪ ॥

কিমত্র ক্রমনিয়মে কারণম্। উচ্যতে সমস্তপদার্থায়তনত্বেন প্রধানস্য দ্রব্যস্য প্রথমমুদ্দেশঃ অনন্তরং গুণত্বোপাধিনা সকলদ্রব্যবৃত্তের্গুণস্য তদনু সামান্যবত্ত্বসাম্যাৎ কর্ম্মণঃ পশ্চাত্তত্রিয়াশ্রিতস্য সামান্যস্য তদনন্তরং সমবায়াধি-

---

বায় প্রতিপাদন করিয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চিন্তন, নবমে বুদ্ধিবিশেষ প্রতিপাদন ও দশমে অনুমান ভেদ প্রতিপাদন বিহিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই তিন প্রকারে এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। যদি বল, বিভাগ অপেক্ষায় চারিপ্রকারে বলা কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে কি প্রকারে তিনপ্রকার বলা হইল? ইহার উত্তর এই, বিভাগ বিশেষোদ্দেশেরই অন্তর্ভূত। সেইজন্য, চারিপ্রকার বলা হইল না। তন্মধ্যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই ভাব ছয়টীই পদার্থ। ইহার নাম উদ্দেশ ॥ ৪ ॥

এস্থলে ক্রমনিয়মের কারণ কি? তাহা বলা হইতেছে। দ্রব্য, সমস্ত পদার্থের আয়তন বলিয়া প্রধান। সেইজন্য প্রথমেই তাহার উদ্দেশ করিয়া, পরে সকল দ্রব্যবৃত্তিরই গুণত্ব উপাধি আছে, এইজন্য গুণের উদ্দেশ করিলেন। ইহার পর সামান্যবত্ত্বসাম্য বশতঃ কর্ম্মের, পশ্চাৎ উক্ত তিনের আশ্রিত সামান্যের, তদনন্তর সমবায়াধিকরণ

করণস্য বিশেষস্য অন্তে অবশিষ্টস্য সমবায়স্যেতি ক্রম-নিয়মঃ ॥ ৫ ॥

নন্থ ষড়েব পদার্থা ইতি কথং কথ্যতে অভাবস্যাপি সদ্ভাবাদিতি চেন্মৈবং বোচঃ নঞর্থানুল্লিখিতধীবিষয়তয়া ষড়েবেতি বিবক্ষিতত্বাৎ তথাপি কথং ষড়েবেতি নিয়ম উপপদ্যতে বিকল্পানুপপত্তেঃ। তথাহি নিয়মব্যবচ্ছেদ্যং প্রমিতং ন বা। প্রমিতত্বে কথং নিষেধঃ অপ্রমিতত্বে কথন্তরাং নহি কশ্চিৎ প্রেক্ষাবান্ মূষিকবিষাণং প্রতিষেদ্ধুং যততে প্রমিতে ততশ্চানুপপত্তের্নো নিয়ম ইতি চেন্মৈবং

বিশেষের, অন্তে অবশিষ্ট সমবায়ের উদ্দেশ করা হইল। ইহাই ক্রমনিয়-মের কারণ ॥ ৫ ॥

এই ছয়টীই পদার্থ, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কেন না, অভাবেরও সদ্‌ভাব আছে।

কিন্তু এরূপ বলিতে পার না। ইহার কারণ এই, নঞর্থে অনুল্লিখিত বুদ্ধিবিষয়তা দ্বারা, ছয়টীই ইত্যাদি বিবক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের বুদ্ধিবিষয়তার অভাব নাই, লোকে সহজেই বুঝিতে পারে, এইজন্য বিশেষরূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

তথাপি, কিরূপে, ছয়টীই, এইরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে। এরূপ করিলে, সন্দেহের আর উপপত্তি হয় না। তথাহি, যাহা নিয়মের বিষয়ীভূত, তাহা প্রমিত কি, অপ্রমিত? প্রমিত হইলে, কিরূপে নিষেধ হইতে পারে? আর অপ্রমিত হইলেই বা কিরূপে নিষেধ সম্ভবপর হয়? কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ মূষিকের বিষাণ প্রতিষেধ করিবার জন্য যত্ন করে? এই কারণে অনুপপত্তি বশতঃ নিয়ম করা যাইতে পারে না।

ভাষিষ্ঠাঃ সপ্তমতয়া অন্ধকারাদৌ ভাবত্বস্য ভাবতয়া প্রমিতে শক্তিসংখ্যাদৌ সপ্তমত্বস্য চ নিষেধাদিতি কৃতং বিস্তরেণ ॥ ৬ ॥

তত্র দ্রব্যাদিত্রিতয়স্য দ্রব্যত্বাদির্জ্জাতির্লক্ষণম্। দ্রব্যত্বং নাম গগনারবিন্দসমবেতত্বে সতি নিত্যগন্ধাসমবেতম্। গুণত্বং নাম সমবায়িকারণাসমবায়িকারণভিন্নসমবেতসত্তাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ। কর্ম্মত্বং নাম নিত্যসমবেতত্বসহিতসত্তাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ। সামান্যন্তু প্রধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরহিতমনেকসমবেতম্। বিশেষো নামান্যো-

---

কিন্তু এইরূপ বলিতে পার না। তাহার কারণ এই, সপ্তম বলিয়া পরিগণিত অন্ধকারাদিতে ভাবত্বের ভাবত্ব আছে। তদ্দ্বারা প্রমিত শক্তিসংখ্যাদিতে সপ্তমত্বের নিষেধ হইয়া থাকে। বিস্তারে প্রয়োজন নাই ॥ ৬ ॥

দ্রব্যত্বাদিজাতি উল্লিখিত দ্রব্যাদি ত্রিতয়ের লক্ষণ অর্থাৎ যাহাতে দ্রব্যত্ব আছে, তাহার নাম দ্রব্য; যাহাতে গুণত্ব আছে, তাহার নাম গুণ এবং যাহাতে কর্ম্মত্ব আছে, তাহার নাম কর্ম্ম। দ্রব্যত্বশব্দে গগন ও পদ্মের সমবেতত্ব। নিত্যগন্ধে উহা নাই। অর্থাৎ গন্ধ অনিত্য পদার্থ। সুতরাং, পদ্মের গন্ধ বলিলে, পদ্মের দ্রব্যত্ব বুঝাইবে না।

এইরূপ, সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ভিন্ন সমবেত সত্তা দ্বারা যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহার নাম গুণ।

কর্ম্মত্ব বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, নিত্যসমবেতত্বসত্তা-সাক্ষাৎব্যাপ্য জাতি।

যাহাতে প্রধ্বংসের প্রতিযোগিতা নাই, এরূপ অনেক সমবেতত্বের নাম সামান্য।

ন্যাভাববিরোধিসামান্যরহিতঃ সমবেতঃ। সমবায়স্তু সমবায়রহিতঃ সম্বন্ধ ইতি ষণ্ণাং লক্ষণানি ব্যবস্থিতানি ॥৭॥

দ্রব্যং নববিধং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশকালদিগাত্মমনাংসীতি। তত্র পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়স্য পৃথিবীত্বাদিজাতির্লক্ষণম্। পৃথিবীত্বং নাম পাকজরূপসমানাধিকরণদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ। অপ্ত্বং নাম সরিৎসাগরসমবেতত্বে সতি সলিলসমবেতং সামান্যম্। তেজস্ত্বং নাম চন্দ্রচামীকরসমবেতত্বে সতি জ্বলনসমবেতং সামান্যম্। বায়ুত্বং নাম ত্বগিন্দ্রিয়সমবেতদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিঃ। আকাশকাল-

---

বিশেষশব্দে পরস্পরের অভাবহীন, সামান্যবিহীন সমবেত।

সমবায়শব্দে যাহাতে সমবায় নাই, এরূপ সম্বন্ধ। এইরূপে ছয়টী পদার্থের লক্ষণ ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

দ্রব্য নয় প্রকার; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মনঃ। তন্মধ্যে পৃথিবীত্বাদি জাতি পৃথিবী প্রভৃতি চতুষ্টয়ের লক্ষণ। অর্থাৎ, যাহাতে পৃথিবীত্ব আছে, তাহার নাম পৃথিবী। পৃথিবীত্বশব্দে পাকজরূপ সমানাধিকরণদ্রব্যত্ব দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যাপ্য জাতি বুঝিতে হইবে। পাকজশব্দে হাঁড়ী প্রভৃতি।

যাহা সরিৎ সাগরাদিতে সলিলরূপে সমবেত হইয়া আছে, তাহার নাম অপ্।

এইরূপ তেজস্ত্ব বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, যাহা চন্দ্র ও স্বর্ণাদি তেজঃপদার্থসমূহে জ্বলনাকারে সমবেত হইয়া আছে।

বায়ুত্বশব্দে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে, এরূপ দ্রব্যব্যাপ্য জাতি।

দিশামেকৈকত্বাদপরজাত্যভাবে পারিভাষিক্যস্তিস্রঃ সংজ্ঞা ভবন্তি আকাশঃ কালো দিগিতি। সংযোগাজন্যজন্যবিশেষ-গুণসমানাধিকরণবিশেষাধিকরণমাকাশম্। বিভুত্বে সতি দিগসমবেতপরত্বাসমবায়িকারণাধিকরণঃ কালঃ। অকালত্বে সত্যবিশেষগুণা মহতী দিক্। আত্মমনসোরাত্মমনস্ত্বং। আত্মত্বং নাম অমূর্ত্তসমবেতদ্রব্যত্বাপরজাতিঃ। মনস্ত্বং নাম দ্রব্যসমবায়িকারণত্বরহিতাণুসমবেতদ্রব্যত্বাপরজাতিঃ ॥৮॥

রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্ব সংযোগবিভাগ-

আকাশ, কাল ও দিক্, ইহাদের একৈকত্ব বশতঃ অপর জাতি নাই। সুতরাং, ইহাদের পারিভাষিক ত্রিবিধ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন আকাশ, কাল ও দিক্।

তন্মধ্যে যাহা কোনরূপ পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন নহে, এরূপ জন্যবিশেষ এবং যাহাতে গুণসমানাধিকরণ ও বিশেষাধিকরণ আছে, তাহার নাম আকাশ।

যাহা বিভুত্বসম্পন্ন, যাহা দিক্ সকলে সমবেত নহে এবং যাহাতে অসমবায়ি কারণের অধিকরণ আছে, তাহার নাম কাল।

যাহার কালত্ব নাই ও বিশেষ গুণও নাই, তাহার নাম দিক্। যাহার আত্মত্ব আছে, তাহার নাম আত্মা এবং যাহার মনস্ত্ব আছে, তাহার নাম মন। তন্মধ্যে আত্মত্বশব্দে অমূর্ত্ত সমবেত দ্রব্যত্ব। অর্থাৎ যাহা মূর্ত্তিহীন, তাহাই আত্মা। এইরূপ, যাহাতে দ্রব্যসমবায়ি কারণত্ব নাই, এরূপ অণু-সমবেত দ্রব্যত্ব অর্থাৎ মন বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, সমবায়িকারণত্ববিরহিত অণু স্বরূপ পদার্থকেই মন বলে ॥ ৮ ॥

তন্মধ্যে, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ-

পরত্বাপরত্ববুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ কণ্ঠোক্তাঃ সপ্তদশ চশব্দসমুচ্চিতাঃ গুণত্বদ্রব্যত্বস্নেহসংস্কারাদৃষ্টশব্দাঃ সপ্তৈবেতৎ চতুর্ব্বিংশতিগুর্ণাঃ। তত্র রূপাদিশব্দান্তানাং রূপত্বাদিজাতির্লক্ষণম্। রূপত্বং নাম নীলসমবেতগুণত্বাপরজাতিঃ। অনয়া দিশা শিষ্টানাং লক্ষণানি দ্রষ্টব্যানি ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম পঞ্চবিধং উৎক্ষেপণাবক্ষেপণকুঞ্চনপ্রসারণগমনভেদাৎ ভ্রমণরেচনাদীনাং গমন এবান্তর্ভাবঃ। উৎক্ষেপণাদীনামুৎক্ষেপণত্বাদিজাতির্লক্ষণম্। তত্র উৎক্ষেপণং নাম ঊর্দ্ধদেশসংযোগাসমবায়িকারণপ্রমেয়সমবেতকর্ম্মত্বাপরজাতিঃ। এবমবক্ষেপণাদীনাং লক্ষণং কর্ত্তব্যং ॥ ১০ ॥

বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট, শব্দ এই চতুর্ব্বিংশতিক গুণপদার্থ বলে।

তন্মধ্যে রূপ হইতে শব্দ পর্য্যন্ত পদার্থের রূপত্বাদি জাতিই লক্ষণ। অর্থাৎ যাহার রূপত্ব আছে, তাহার নাম রূপ। এইরূপ যাহার রসত্ব আছে, তাহার নাম রস ইত্যাদি।

তন্মধ্যে রূপত্বশব্দে নীলসমবেত গুণত্বাপর জাতি। ইহার ভাবার্থ এই, নীলপীতাদি বর্ণে যাহা সমবেত আছে, যাহা না থাকিলে, তত্তৎ বর্ণের প্রতিভা হয় না, তাহার নাম রূপত্ব। এইরূপে, রসাদি অন্যান্য পদার্থ সকলের লক্ষণ করিয়া লইবে ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম পঞ্চবিধ। যথা, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। ভ্রমণ ও রেচনাদি ব্যাপার সমস্ত গমনেরই অন্তর্ভুক্ত। তজ্জন্য স্বতন্ত্র উল্লিখিত হইল না। তন্মধ্যে যাহাতে উৎক্ষেপণত্ব আছে, তাহার নাম

সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরঞ্চ পরং সত্তা দ্রব্যগুণসমবেতা গুণকর্ম্মসমবেতা বা অপরং দ্রব্যত্বাদি। তল্লক্ষণং প্রগেবোক্তম্। বিশেষাণামনন্তত্বাৎ সমবায়স্য চৈকত্বাদ্বিভাগো ন সম্ভবতি তল্লক্ষণঞ্চ প্রাগেবাবাদি ॥ ১১ ॥

দ্বিত্বে চ পাকজোৎপত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে।
যস্য ন স্খলিতা বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুরিতি ॥১২॥

আভাণকস্য সদ্ভাবাৎ দ্বিত্বাদ্যুৎপত্তিপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে। তত্র প্রথমমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষঃ তস্মাদেকত্বসামান্যজ্ঞানং ততোঽপেক্ষাবুদ্ধিঃ ততো দ্বিত্বোৎপত্তিস্ততো দ্বিত্বসামান্যজ্ঞানং তস্মাদ্দ্বিত্বগুণজ্ঞানং ততঃ সংস্কারঃ ॥১৩॥

উৎক্ষেপণ। উৎক্ষেপণত্ব বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, ঊর্দ্ধদেশসংযোগ। উহা অসমবায়ি কারণ দ্বারা প্রমিত হইয়া থাকে। এইরূপে অবক্ষেপণাদির লক্ষণ করিতে হইবে।

সামান্য দ্বিবিধ, পর ও অপর। তন্মধ্যে যাহা দ্রব্যগুণে সমবেত অথবা যাহা গুণকর্ম্মে সমবেত হইয়া আছে, সেই সত্তার নাম পর। এবং অপর-শব্দে দ্রব্যত্বাদি। তাহার লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশেষ সকলের অন্ত নাই। এবং সমবায়েরও দ্বিতীয়ত্ব নাই। উহা একমাত্রস্বরূপ। সেইজন্য এই উভয়ের বিভাগ সম্ভব নহে। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

দ্বিত্ব, পাকজোৎপত্তি, বিভাগজ বিভাগ এই সকলে যাঁহার বুদ্ধি স্খলিত হয় না, তাঁহাকেই বৈশেষিক বলে ॥ ১২ ॥

দ্বিত্ব প্রভৃতির উৎপত্তিপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে ইন্দ্রিয়বিষয়ের সন্নিকর্ষ, তাহা হইতে একত্ব-সামান্যের জ্ঞান, অনন্তর

তদাহ

আদাবিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষঘটনাদেকত্বসামান্যধী-
রেকত্বোভয়গোচরা মতিরতো দ্বিত্বং ততো জায়তে।
দ্বিত্বত্বপ্রমিতিস্ততোনু পরতো দ্বিত্বপ্রমানন্তরং
দ্বে দ্রব্যে ইতি ধীরিয়ং নিগদিতা দ্বিত্বোদয়প্রক্রিয়েতি॥১৪

দ্বিত্বাদেরপেক্ষাবুদ্ধিজন্যত্বে কিং প্রমাণম্। অত্রাহুরাচার্য্যাঃ অপেক্ষাবুদ্ধির্দ্বিত্বাদেরুৎপাদিকা ভবিতুমর্হতি ব্যঞ্জকত্বানুপপত্তেঃ তেনানুবিধীয়মানত্বাৎ শব্দং প্রতি সংযোগবদিতি। বয়ন্তু ক্রমঃ দ্বিত্বাদিকমেকত্বদ্বয়বিষয়ানিত্যবুদ্ধিব্যঙ্গ্যং ন ভবতি অনেকাশ্রিতগুণত্বাৎ পৃথক্ত্বাদিবদিতি॥ ১৫ ॥

অপেক্ষাবুদ্ধি, পরে দ্বিত্বোৎপত্তি, তদনন্তর দ্বিত্বসামান্যজ্ঞান; তাহা হইতে দ্বিত্বগুণজ্ঞান। অনন্তর সংস্কার জন্মিয়া থাকে॥ ১৩॥

তথাহি বলিয়াছেন,—

আদিতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষঘটনা হইতে একত্বসামান্যবুদ্ধির উদয় হয়। তাহার পর একত্বের উভয়গোচর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহা হইতে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়। অনন্তর দ্বিতত্বপ্রমিতি; পশ্চাৎ দ্বিত্বপ্রমা। অনন্তর, দুইটী পদার্থ, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। ইহারই নাম দ্বিত্বোদয়প্রক্রিয়া॥ ১৪॥

দ্বিত্বাদি যে অপেক্ষাবুদ্ধিজনিত, এ বিষয়ের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে আচার্য্যেরা বলিয়াছেন, অপেক্ষাবুদ্ধিই দ্বিত্বাদির উৎপাদিকা। ইহার কারণ এই, উহাতে ব্যঞ্জকত্বের উপপত্তি আছে। শব্দ যেমন দুই বস্তুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ দ্বিত্বাদি অপেক্ষাবুদ্ধির সংযোগে সমুদ্ভূত

নিবৃত্তিক্রমো নিরূপ্যতে অপেক্ষাবুদ্ধিত একত্ব-সামান্যজ্ঞানস্য দ্বিত্বোৎপত্তিসমকালং নিবৃত্তিঃ অপেক্ষা-বুদ্ধের্দ্বিত্বসামান্যজ্ঞানাৎ দ্বিত্বগুণবুদ্ধিসমসময়ং দ্বিত্বস্যাপেক্ষা বুদ্ধিনিবৃত্তের্দ্রব্যবুদ্ধিসমকালং গুণবুদ্ধেঃ দ্রব্যবুদ্ধিতঃ সংস্কা-রোৎপত্তিসমকালং দ্রব্যবুদ্ধেস্তদনন্তরং সংস্কারাদিতি। তথাচ সংগ্রহশ্লোকাঃ

আদাবপেক্ষাবুদ্ধ্যা হি নশ্যেদেকত্বজাতিধীঃ।
দ্বিত্বোদয়সমং পশ্চাৎ সা চ তজ্জাতিবুদ্ধিতঃ॥ ১৬॥

হইয়া থাকে। আমাদের মতে অনেকাশ্রিত গুণত্ব বশতঃ যেমন পার্থ-ক্যাদির প্রকাশ হয়, অর্থাৎ পৃথক্ বলিলেই যেমন অনেকের আশ্রিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ, দুই বলিলেই, দুইটী একের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জ্ঞান নিত্য। অর্থাৎ চিরকালই দুইটী একে দুই হয়, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে॥ ১৫॥

এক্ষণে নিবৃত্তির ক্রম নিরূপিত হইতেছে। অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে দ্বিত্বোৎপত্তির সমকালেই সামান্যতঃ একত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ সামান্যতঃ দ্বিত্বজ্ঞান জন্মিলে, দ্বিত্বগুণবুদ্ধির সত্তাকালেই অপেক্ষাবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অপেক্ষাবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া, যেমাত্র দ্রব্যবুদ্ধির উদয় হয়, তৎসমকালেই দ্বিত্বের লয় হইয়া থাকে। দ্রব্যবুদ্ধি হইতে সংস্কারোৎ-পত্তির সমকালে গুণবুদ্ধির নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর সংস্কারের উদয়ে দ্রব্য-বুদ্ধির লয় হইয়া থাকে। সংগ্রহশ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা,—

আদিতে অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে একত্বজাতিবুদ্ধির বিনাশ হয়। পশ্চাৎ দ্বিত্বোদয়ের সমসময়ে তজ্জাতিবুদ্ধি হইতে অপেক্ষাবুদ্ধির লয় হইয়া থাকে॥ ১৬॥

দ্বিত্বাখ্যগুণধীকালে ততো দ্বিত্বং নিবর্ত্ততে।
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশেন দ্রব্যধীজন্মকালতঃ ॥ ১৭ ॥
গুণবুদ্ধির্দ্রব্যবুদ্ধ্যা সংস্কারোৎপত্তিকালতঃ।
দ্রব্যবুদ্ধিশ্চ সংস্কারাদিঃ নাশক্রমো মত ইতি ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধের্বুদ্ধ্যন্তরবিনাশ্যত্বে সংস্কারবিনাশ্যত্বে চ প্রমাণং বিবাদাধ্যাসিতানি জ্ঞানানি উত্তরোত্তরকার্য্যবিনাশ্যানি ক্ষণিকবিভুবিশেষগুণত্বাৎ শব্দবৎ। দ্রব্যারম্ভকসংযোগপ্রতিদ্বন্দ্বিবিভাগজনককর্ম্মসমকালমেকত্বসামান্যচিন্তয়া আশ্রয়নিবৃত্তেরেব দ্বিত্বনিবৃত্তিঃ কর্ম্মসমকালমপেক্ষাবুদ্ধিচিন্তনাদুভাভ্যামিতি সংক্ষেপঃ।

দ্বিত্বনামক গুণবুদ্ধির উদয়সময়ে দ্বিত্বের নিবৃত্তি হয়। দ্রব্যবুদ্ধির জন্মসময়ে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে ঐরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

দ্রব্যবুদ্ধির দ্বারা সংস্কারোৎপত্তির সমকালে গুণবুদ্ধির বিনাশ হয়। অনন্তর সংস্কারের উদয়ে দ্রব্যবুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই নিবৃত্তির ক্রম ॥ ১৮ ॥

অপর বুদ্ধির উদয় ও সংস্কারের আবির্ভাব হইতে যে বুদ্ধির বিনাশ হয়, তদ্বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞান সকলই প্রমাণ। তত্তৎ জ্ঞান উত্তরোত্তর কার্য্য দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শব্দ দৃষ্টান্ত। শব্দ আকাশের গুণবিশেষ। উহা ক্ষণিক। কেননা, একটী শব্দের পর আর একটী শব্দের উৎপত্তি হইলেই, প্রথমোৎপন্ন শব্দের বিনাশ হইয়া থাকে। সেইরূপ এক বিষয়ের জ্ঞানের পর অপর বিষয়ের জ্ঞান হইলে, প্রথম জ্ঞানের নাশ হয়।

বিভাগজনক কর্ম্মমাত্রেই দ্রব্যারম্ভক সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই কর্ম্মের সমকালে একত্ব সামান্য চিন্তা দ্বারা আশ্রয়ের বিনাশ এবং

অপেক্ষাবুদ্ধির্নাম বিনাশকবিনাশ্যপ্রতিযোগিনী বুদ্ধিরিতি বোদ্ধব্যম্॥ ১৯॥

অথ দ্ব্যণুকনাশমারভ্য কতিভিঃ ক্ষণৈঃ পুনরন্যদ্ব্যণুকমুৎপদ্য রূপাদিমন্তবতীতি জিজ্ঞাসায়ামুৎপত্তিপ্রকারঃ কথ্যতে। নোদনাদিক্রমেণ দ্ব্যণুকনাশঃ নষ্টে দ্ব্যণুকে পরমাণাবগ্নিসংযোগাৎ শ্যামাদীনাং নিবৃত্তিঃ নিবৃত্তেষু শ্যামাদিষু পুনরন্যস্মাদগ্নিসংযোগাদ্রক্তাদীনামুৎপত্তিঃ উৎপন্নেষু রক্তাদিষু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাৎ পরমাণৌ দ্রব্যারম্ভণায় ক্রিয়া তয়া পূর্ব্বদেশাদ্বিভাগঃ বিভাগেন পূর্ব্ব-

---

অপেক্ষাবুদ্ধির চিন্তা এই উভয়বিধ কারণে দ্বিত্বের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সংক্ষেপে এইরূপই বলা যায়।

বিনাশক ও বিনাশ্য এই উভয়ের প্রতিযোগিনী বুদ্ধির নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। অর্থাৎ যে বুদ্ধি দ্বারা বিনাশক ও বিনাশ্য উভয়ের পৃথক আকারে জ্ঞান হয়, তাহাকেই অপেক্ষাবুদ্ধি বলে॥ ১৯॥

এক্ষণে দ্ব্যণুকের বিনাশ হইতে কত ক্ষণে পুনবার অন্য দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হইয়া, রূপাদির আবির্ভাব হয়, এইরূপ প্রশ্নের অপেক্ষায় উৎপত্তি প্রকার কথিত হইতেছে। পরস্পর সঞ্চালনাদি ক্রমে দ্ব্যণুকের নাশ হয়। অর্থাৎ দুইটী অণু একত্র হইয়া আছে। তাহারা কোনরূপে চালিত হইলেই, পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাতেই দ্ব্যণুকের নাশ হয়। দ্ব্যণুক নষ্ট হইলে, পরমাণুতে অগ্নিসংযোগবশতঃ শ্যামাদির নিবৃত্তি হয়। শ্যামাদির নিবৃত্তি হইলে, পুনরায় অন্যবিধ অগ্নিসংযোগ হইতে রক্তাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। রক্তাদি উৎপন্ন হইলে, অদৃষ্টের ন্যায় আত্মসংযোগবশে পরমাণুতে দ্রব্যের আরম্ভণজন্য ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সেই ক্রিয়ার দ্বারা পূর্ব্বদেশ হইতে বিভাগ হইয়া থাকে। বিভাগের দ্বারা

দেশসংযোগনিবৃত্তিঃ তস্মিন্নিবৃত্তে পরমাণ্বন্তরেণ সংযোগোৎপত্তিঃ সংযুক্তাভ্যাং পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকারম্ভঃ আরব্ধে দ্ব্যণুকে কারণগুণাদিভ্যঃ কার্য্যগুণাদীনাং রূপাদীনামুৎপত্তিরিতি যথাক্রমং নবক্ষণাঃ। দশক্ষণাদিপ্রকারান্তরং বিস্তরভয়ান্নেহ প্রতন্যতে। ইত্থং পীলুপাকপ্রক্রিয়া পীঠরপাকপ্রক্রিয়া তু নৈয়ায়িকধীসম্মতা॥ ২০॥

বিভাগজবিভাগো দ্বিবিধঃ কারণমাত্রবিভাগজঃ কারণাকারণবিভাগজশ্চ। তত্র প্রথমঃ কথ্যতে কার্য্যব্যাপ্তে কারণে কর্ম্মোৎপন্নং যদাবয়বান্তরাদ্বিভাগং বিধত্তে ন তদাকাশাদিদেশাদ্বিভাগঃ। যদা ত্বাকাশাদিদেশা-

---

পূর্ব্বদেশের সংযোগের নিবৃত্তি হয়। সংযোগ নিবৃত্ত হইলে, অন্য পরমাণুর সহায়ে সংযোগের আবার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে দুইটী পরমাণুর সংযোগ হইতে দ্ব্যণুকের আরম্ভ হয়। দ্ব্যণুক আরব্ধ হইলে, কারণগুণাদি হইতে কার্য্যগুণাদি রূপাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাই যথাক্রমে নব ক্ষণ। অর্থাৎ এইরূপ নব ক্ষণেই রূপাদির উদ্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত, কেহ কেহ দশ-ক্ষণাদিপ্রকারভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাহুল্যভয়ে তাহার বিস্তার করা হইল না। এবম্বিধ অণু ও দ্ব্যণুকের সিদ্ধিপ্রক্রিয়াই নৈয়ায়িকদিগের বুদ্ধিসম্মত। ২০।

বিভাগজ বিভাগ দ্বিবিধ, কারণমাত্রবিভাগজ ও কারণাকারণবিভাগজ। তন্মধ্যে প্রথমে কারণমাত্রবিভাগজের বিবরণ করা যাইতেছে। কারণ কার্য্যব্যাপ্ত হইলে, কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া, যখন অবয়বান্তর হইতে বিভাগ বিধান করে, তখন আকাশাদি দেশের বিভাগ হয় না। মনে কর, একটী পাত্র। তাহা ভাঙ্গিয়া বিভাগ করিলে, উহার অবয়বেরই পরস্পর বিয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু উহার ভিতর যে আকাশ আছে,

দ্বিভাগঃ ন তদাবয়বান্তরাদিতি স্থিতিনিয়মঃ কর্ম্মণো গগনবিভাগাকর্ত্তৃত্বস্য দ্রব্যারম্ভকসংযোগবিরোধিবিভাগারম্ভকত্বেন ধূমস্য ধূ ধ্বজবর্গেণেব ব্যভিচারানুপলম্ভাৎ। ততশ্চাবয়বকর্ম্ম অবয়বান্তরাদেব বিভাগং করোতি নাকাশাদিদেশাৎ। তস্মাদ্বিভাগাদ্দ্রব্যারম্ভকসংযোগনিবৃত্তিঃ। ততঃ কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব ইতি ন্যায়াদবয়বিনিবৃত্তিঃ। নিবৃত্তেঽবয়বিনি তৎকারণয়োরবয়বয়োর্বর্ত্তমানো বিভাগঃ কার্য্যবিনাশবিশিষ্টং কালস্বতন্ত্রং বাবয়বমপেক্ষ্য সক্রিয়স্যৈবায়বস্য কার্য্যসংযুক্তাদাকাশদেশাদ্বিভাগমারভতে ন নিষ্ক্রিয়স্য কারণাভাবাৎ ॥২১॥

তাহার বিভাগ হয় না। তাহা যেমন তেমনই থাকে। যখন আকাশাদি দেশ হইতে বিভাগ হয়, তখন অবয়বান্তরাদি হইতে বিভাগ হয় না। ইহাই স্থিতিনিয়ম। গগনবিভাগ যে কর্ম্মের কর্ত্তা নহে তৎপক্ষে কোনরূপ অন্যথাভাব নাই। ঐ কর্ম্ম দ্বারা যে দ্রব্যসমুৎপাদক সংযোগের ব্যাঘাতসাধক বিভাগ সংঘটিত হয়, তাহাতেই উহা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

অনন্তর অবয়বকর্ম্ম অবয়বান্তর হইতে বিভাগ বিধান করে, আকাশাদি দেশ হইতে নহে। উল্লিখিত বিভাগ হইতেই দ্রব্যারম্ভক সংযোগের নিবৃত্তি হইয়া থাক। অনন্তর "কারণাভাবে কার্য্যের অভাব" ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে অবয়বির নিবৃত্তি হয়। অবয়বির নিবৃত্তি হইলে, তাহার কারণস্বরূপ অবয়বদ্বয়ের বর্ত্তমান বিভাগ সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। তাহা হইতেই কার্য্যবিনাশবিশিষ্ট ও কাল হইতে স্বতন্ত্র অবয়বের অপেক্ষা করিয়া, ক্রিয়াযুক্ত অবয়বের কার্য্যসংযুক্ত আকাশদেশ হইতে

দ্বিতীয়ন্তু হস্তে কর্ম্মোৎপন্নমবয়বান্তরাদ্বিভাগং কুর্বৎ আকাশাদিদেশেভ্যো বিভাগানারভতে তে কারণাকারণ বিভাগাঃ কর্ম্ম যাং দিশং প্রতি কার্য্যারম্ভাভিমুখং তাম-পেক্ষ্য কার্য্যাকার্য্যবিভাগমারভতে যথা হস্তাকাশবিভাগা-চ্ছরীরাকাশবিভাগঃ ন চাসৌ শরীরক্রিয়াকার্য্যস্তদা তস্য নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নাপি হস্তক্রিয়াকার্য্যঃ ব্যধিকরণস্য কর্ম্মণো বিভাগকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ অতঃ পারিশেষ্যাৎ কারণা-কারণবিভাগস্য কারণত্বমঙ্গীকরণায়ম্ ॥ ২২ ॥

যদবাদি অন্ধকারাদৌ ভাবত্বং নিষিধ্যত ইতি তদ-সঙ্গতং তত্র চতুর্দ্ধা বিবাদসম্ভবাৎ তথাহি দ্রব্যং তম ইতি

বিভাগ বিহিত হয়। কারণের অভাব প্রযুক্ত ক্রিয়াহীন অবয়বের বিভাগ হয় না। ২১ ॥

অধুনা, দ্বিতীয়প্রকার কথিত হইতেছে। হস্তে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া, অবয়বান্তর হইতে বিভাগ বিধান করত আকাশাদি দেশ হইতে বিভাগ সকলের সমাধান করে। তাহাদেরই নাম কারণাকারণ বিভাগ। কর্ম্ম যে দিকের প্রতি কার্য্যের আরম্ভনে অভিমুখ হয়, তাহারই অপেক্ষা করিয়া কার্য্যাকার্য্য বিভাগ সংসাধিত করে। যেমন, হস্তাকাশবিভাগ হইতে শরীরাকাশবিভাগ। উহা শরীরক্রিয়ার কার্য্য নহে। কেননা, তৎকালে তাহার কোনরূপ ক্রিয়াই থাকে না। আবার, উহা হস্ত-ক্রিয়াকার্য্য নহে। কেননা, অধিকরণশূন্য কর্ম্মের বিভাগকর্তৃত্ব কোথায়? অতএব পারিশেষ্য প্রযুক্ত কারণাকারণবিভাগের কারণত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ১২ ॥

অন্ধকারাদি, ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব-পদার্থ, এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। তাহাতে চারিপ্রকার বিবাদ সম্ভব

ভাট্টাঃ বেদান্তিনশ্চ ভণন্তি আরোপিতনীলরূপমিতি শ্রীধরাচার্য্যাঃ আলোকজ্ঞানাভাব ইতি প্রভাকরৈকদেশিনঃ আলোকাভাব ইতি নৈয়ায়িকাদয় আলোকাভাব ইতি। চেত্তন্ন দ্রব্যত্বপক্ষো ন ঘটতে বিকল্পানুপপত্তেঃ দ্রব্যং ভবদন্ধকারং দ্রব্যাদ্যন্যতমমন্যদ্বা নাদ্যঃ যত্রান্তর্ভাবোঽস্য তস্য যাবন্তো গুণাস্তাবদ্‌গুণকত্বপ্রসঙ্গাৎ ন চ তমসো দ্রব্যবহির্ভাব ইতি সাম্প্রতং নির্গুণস্য তস্য দ্রব্যত্বাসম্ভবেন দ্রব্যান্তরত্বস্য সুতরামসম্ভবাৎ॥ ২৩॥

নম্নু তমালশ্যামলত্বেনোপলভ্যমানং তমঃ কথং নির্গুণং স্যাদিতি নীলং নভ ইতিবৎ ভ্রান্তিরেবেত্যলং

হইয়া থাকে। তথাহি, ভাট্ট ও বেদান্তীদিগের মতে অন্ধকার দ্রব্য। শ্রীধরাচার্য্যেরা আরোপিত নীলরূপ বলিয়াছেন। প্রভাকরৈক-দেশীদিগের মতে আলোকজ্ঞানের অভাব অন্ধকার। নৈয়ায়িকাদির মতে আলোকের অভাব অন্ধকার। ২৩

অন্ধকার কখন দ্রব্য হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে, বিকল্পের অনুপপত্তি হয়। অন্ধকার দ্রব্য হইলে, উহা দ্রব্যাদি হইতে অন্য-তম, কি, অন্য এইপ্রকার প্রশ্নের অবতারণা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে অন্যতম বলিতে পার না। কেননা, এই অন্ধকার যাহার অন্তর্ভূত থাকে, তাহার যাবতীয় গুণ ইহাতে সংসক্ত হয়। পক্ষান্তরে, অন্ধকারের দ্রব্যবহির্ভাব নাই। কেননা, উহা নির্গুণ। সুতরাং উহা দ্রব্য হইতে পারে না। যাহা দ্রব্য নহে, তাহার আবার দ্রব্যান্তরসম্ভাবনা কোথায়? ২৪

যদি বল, তমালবৃক্ষের শ্যামলত্ব দ্বারা যখন অন্ধকারের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখন উহা কিরূপে নির্গুণ হইতে পারে? ইহার উত্তর

বৃদ্ধবিবক্ষয়া। অত এব নারোপিতরূপং তমঃ অধিষ্ঠান-প্রত্যয়মন্তরেণারোপাযোগাৎ বাহ্যালোকসহকারিরহিতস্য চক্ষুষো রূপারোপে সামর্থ্যানুপলম্ভাচ্চ। ন চায়মচাক্ষুষঃ প্রত্যয়ঃ তদনুবিধানস্যানন্যথাসিদ্ধত্বাৎ। ন চ বিধিপ্রত্যয়-বেদ্যত্বাযোগো ভাবে ইতি সাম্প্রতং প্রলয়বিনাশাবধানাদিষু ব্যভিচারাৎ। অত এব নালোকজ্ঞানাভাবঃ অভাবস্য প্রতিযোগিগ্রাহকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বনিয়মেন মানসত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদালোকাভাব এব তমঃ ন চাভাবে ভাবধর্ম্মাধ্যা-রোপো দুরুপপাদঃ দুঃখাভাবে সুখত্বারোপস্য সংযোগাভাবে বিভাগত্বাভিমানস্য চ দৃষ্টত্বাৎ। নচালোকাভাবস্য ঘটাদ্যভাববদ্রূপবদভাবত্বে নালোক-

---

এই, নীল আকাশ, ইহার ন্যায় উহা ভ্রান্তি মাত্র। অর্থাৎ আকাশের কোন বর্ণ নাই। ভ্রমবশেই উহাতে নীল পীতাদি বর্ণের আরোপ হইয়া থাকে। সেইরূপ তমালের শ্যামলতা দ্বারা অন্ধকারের উপলব্ধিও ভ্রম মাত্র। অতএব অন্ধকার আরোপিত রূপ নহে। কেননা, অধিষ্ঠানপ্রত্যয় ব্যতিরেকে আরোপের যোগ হয় না এবং বাহ্যালোকসহকারিরহিত হইলে, চক্ষুর রূপারোপে সামর্থ থাকে না। ইহা অচাক্ষুষ প্রত্যয় নহে। তাহা হইলে, তদনুবিধানের অন্যথা হইত। আবার, অভাব পদার্থে বিধি-প্রত্যয়বেদ্যত্বের সংযোগ আছে। সুতরাং প্রলয় বিনাশ ও অবধানাদিতে ব্যভিচার হইয়া থাকে। অতএব আলোকজ্ঞানের অভাব অন্ধকার নহে। কেননা, অভাবের প্রতিযোগিগ্রাহক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব নিয়মানুসারে উহার মানসত্বপ্রসঙ্গ হইয়া থাকে।

অতএব আলোকের অভাবও অন্ধকার নহে। কেননা, অভাবে ভাবধর্ম্মের অধ্যারোপ করা দুঃসাধ্য। দুঃখের অভাবে সুখত্বের আরোপ

সাপেক্ষচক্ষুর্জন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং স্যাদিত্যেষিতব্যং যদ্‌গ্রহে যদপেক্ষং চক্ষুস্তদভাবগ্রহেঽপি তদপেক্ষত ইতি ন্যায়েনালোকগ্রহে আলোকাপেক্ষায়া অভাবেন তদভাবগ্রহেঽপি তদপেক্ষায়া অভাবাৎ। ন চাধিকরণগ্রহণাবশ্যংভাবঃ অভাবপ্রতীতাবধিকরণগ্রহণাবশ্যংভাবানঙ্গীকারাদপরথা নিবৃত্তঃ কোলাহল ইতি শব্দপ্রধ্বংসপ্রত্যক্ষো ন স্যাদিতি অপ্রামাণিকং তব বচনং পরম্। তৎসর্ব্বমভিসন্ধায় ভগবান্ কণাদঃ প্রণিনায় সূত্রং দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদভাবস্তম ইতি প্রত্যয়বেদ্যত্বেনাপি নিরূপিতম্॥২৫॥

ও সংযোগের অভাবে বিভাগস্বাভিমানের আরোপ দুর্ঘট, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘটাদির অভাবের ন্যায়, আলোকাভাবের রূপবৎ অভাবত্ব আলোকসাপেক্ষ চক্ষুর্জনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এরূপও বলা যায় না। কেননা, চক্ষু যাহার গ্রহণে যাহার অপেক্ষা করে, তাহার অভাব গ্রহণ সময়েও তাহারই অপেক্ষী হইয়া থাকে, এই প্রকার ন্যায়ানুসারে আলোকগ্রহণকালে আলোকাপেক্ষার অভাব দ্বারা, তাহার অভাবগ্রহণসময়েও তাহার অপেক্ষারও অভাব হইয়া থাকে। আবার, অভাবপ্রতীতিসময়ে অধিকরণগ্রহণের অবশ্যম্ভাবিতা অনঙ্গীকৃত হওয়াতে, অধিকরণগ্রহণের অবশ্যম্ভবিতাও নাই। কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, শব্দের এক কালে ধ্বংস হইয়া যায়, ইহা কখন প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং, তোমার কথা প্রমাণসিদ্ধ নহে। এই সকল অভিসন্ধান করিয়াই, ভগবান কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মনিষ্পত্তির সহিত সাদৃশ্য না থাকাতে, অন্ধকার অভাব পদার্থ, এইপ্রকার প্রত্যয়পরবশতানুসারে সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ২৫॥

অভাবস্তু নিষেধমুখপ্রমাণগম্যঃ সপ্তমো নিরূপ্যতে। স চাসমবায়ত্বে সত্যসমবায়ঃ সংক্ষেপতো দ্বিবিধঃ সংসর্গাভাবান্যোন্যাভাবভেদাৎ। ভাবোঽপি ত্রিবিধঃ প্রাক্-প্রধ্বংসাত্যন্তাভাবভেদাৎ। তত্রানিত্যো অনাদিতমঃ প্রাগভাবঃ উৎপত্তিমান বিনাশী প্রধ্বংসঃ প্রতিযোগ্যাশ্রয়োঽভাবোঽত্যন্তাভাবঃ অত্যন্তভাবব্যতিরিক্তত্বে সত্যনবধিরভাবোন্যোন্যাভাবঃ॥ ২৬॥

নন্বন্যোন্যাভাব এবাত্যন্তাভাব ইতি চেৎ অহো রাজমার্গ এব ভ্রমঃ অন্যোন্যাভাবো হি তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিকঃ প্রতিষেধঃ যথা ঘটঃ পটাত্মা ন ভবতীতি সংসর্গপ্রতিযোগিকঃ প্রতিষেধোঽত্যন্তাভাবঃ যথা বায়ৌ রূপসম্বন্ধো নাস্তীতি। ন চাস্য পুরুষার্থোপয়িকত্বং নাস্তীত্যা

নিষেধমুখ প্রমাণ দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম অভাব। উহা সপ্তম বলিয়া, নিরূপিত হইয়াছে। উহা সংক্ষেপতঃ দ্বিবিধ, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ। যথা, প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। তন্মধ্যে, অনিত্য ও অনাদিতম অভাব প্রাগভাব; উৎপত্তিমান্ বিনাশী প্রধ্বংসাভাব এবং প্রতিযোগ্যাশ্রয় অভাব অত্যন্তাভাব। অত্যন্তাভাব হইতে ব্যতিরিক্ততা ঘটিলে, অনবধি অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে॥ ২৬॥

অন্যোন্যাভাবকেই অত্যন্তাভাব বলা হউক না কেন? অহো রাজমার্গেই ভ্রম! অন্যোন্যাভাব শব্দে তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিক প্রতিষেধ। যেমন, ঘট পটাত্মা নহে, ইত্যাদি। যাহা সংসর্গপ্রতিযোগিক প্রতিষেধ, তাহার নাম অত্যন্তাভাব। যেমন বায়ুতে রূপসম্বন্ধ নাই। ইহার

শঙ্কনীয়ং দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদাপরপর্য্যায়নিঃশ্রেয়সরূপত্বেন পরমপুরুষার্থত্বাৎ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ঔলূক্যদর্শনম্।

অথ অক্ষপাদদর্শনম্।

তত্ত্বজ্ঞানাদ্দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদলক্ষণং নিঃশ্রেয়সম্ভবতীতি সমানতন্ত্রেঽপি প্রতিপাদিতং তদাহ সূত্রকারঃ প্রমাণ-প্রমেয়েত্যাদি তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি। ইদং ন্যায়শাস্ত্রস্যাদিমং সূত্রং। ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ পঞ্চাধ্যায়াত্মকং তত্র প্রত্যধ্যায়স্যাহ্নিকদ্বয়ম্। তত্র প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকে

পুরুষার্থের উপযোগিতা নাই, এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কেননা, যাহার অপর নাম দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ, সেই নিঃশ্রেয়সরূপত্ব বশতঃ ইহা পরমপুরুষার্থস্বরূপ।

অক্ষপাদদর্শন।

তত্ত্বজ্ঞান হইতে দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ নিঃশ্রেয়স সংঘটিত হয়, ইহা সমান তন্ত্রেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূত্রকারও ইহা বলিয়াছেন; যথা, প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি। ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের আদিম সূত্র। ন্যায়শাস্ত্র পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রত্যেক অধ্যায়েই আহ্নিকদ্বয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভগবতা গৌতমেন প্রামাণাদিপদার্থনবকলক্ষণনিরূপণং বিধায় দ্বিতীয়ে বাদাদিসপ্তপদার্থলক্ষণনিরূপণং কৃতম্। দ্বিতীয়স্য প্রথমে সংশয়পরীক্ষণং প্রমাণচতুষ্টয়াপ্রামাণ্য-শঙ্কানিরাকরণঞ্চ দ্বিতীয়ে অর্থাপত্ত্যাদেরন্তর্ভাবনিরূপণম্। তৃতীয়স্য প্রথমে আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থপরীক্ষণং দ্বিতীয়ে বুদ্ধিমনঃপরীক্ষণম্। চতুর্থস্য প্রথমে প্রবৃত্তিদোষপ্রেত্য-ভাবফলদুঃখাপবর্গপরীক্ষণং দ্বিতীয়ে দোষনিমিত্তকত্বনিরূ-পণং অবয়ব্যাদিনিরূপণঞ্চ। পঞ্চমস্য প্রথমে জাতিভেদ-নিরূপণং দ্বিতীয়ে নিগ্রহস্থানভেদনিরূপণম্ ॥ ১ ॥

মানাধীনা মেয়সিদ্ধিরিতি ন্যায়েন প্রমাণস্য প্রথম-মমুদ্দেশে তদনুসারেণ লক্ষণস্য কথনীয়তয়া প্রথমোদ্দিষ্টস্য প্রথমং লক্ষণং কথ্যতে ॥ ২ ॥

ইহাদের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে ভগবান গৌতম প্রমাণাদি পদার্থ নয়টীর লক্ষণ নিরূপণ করিয়া, দ্বিতীয়ে বাদাদি সপ্ত পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রথমে সংশয় পরীক্ষা এবং প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অপ্রামাণ্যশঙ্কানিরাকরণ, দ্বিতীয়ে অর্থোৎপত্ত্যাদির অন্তর্ভাব-নিরূপণ, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয়ার্থের পরীক্ষা ও দ্বিতীয় আহ্নিকে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা, চতুর্থের প্রথমে প্রবৃত্তিদোষ প্রেত্যভাবফল দুঃখ ও অপবর্গের পরীক্ষা ও দ্বিতীয়ে দোষনিমিত্তকত্ব নিরূ-পণ ও অবয়বি প্রভৃতির নির্দ্ধারণ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতিভেদ নিরূপণ ও দ্বিতীয়ে নিগ্রহস্থানভেদ নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

মেয়সিদ্ধি মানের অধীন, ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে প্রথমেই প্রমাণের উদ্দেশ হওয়াতে, তদনুসারে লক্ষণ কথনীয়; এতদ্বিধায় 'প্রথমোদ্দিষ্ট প্রমাণের প্রথমে লক্ষণ কথিত হইতেছে ॥ ২ ॥

সাধনাশ্রয়াব্যতিরিক্তত্বে সতি প্রমাব্যাপ্তং প্রমাণম্।
এবঞ্চ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধং পরমেশ্বরপ্রামাণ্যং সংগৃহীতং ভবতি যদকথয়ৎ সূত্রকারঃ মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রমাণ্যবচ্চ তৎ-প্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাদিতি॥ ৩॥

তথাচ ন্যায়পারাবারপারদৃশ্বা বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিরুদয়-নাচার্য্যোঽপি কুসুমাঞ্জলৌ চতুর্থে স্তবকে

মিতিঃ সম্যক্‌পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে ইতি॥ ৪॥
সাক্ষাৎকারিণি নিত্যযোগিনি পরদ্বারানপেক্ষস্থিতৌ
ভূতার্থানুভবে নিবিষ্টনিখিলপ্রস্তাবিবস্তুক্রমঃ।
লেশাদৃষ্টিনিমিত্তদুষ্টিবিগমপ্রভ্রষ্টশঙ্কাতুষঃ
শঙ্কোন্মেষকলঙ্কিভিঃ কিমপরৈস্তন্মে প্রমাণং শিব ইতি॥ ৫॥

সাধনাশ্রয়ের ব্যতিরিক্তত্ব ঘটিলেই, প্রমাণ প্রমেয়ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিতন্ত্রেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ পরমেশ্বরপ্রামাণ্য সংগৃহীত হয়। সূত্রকারও বলিয়াছেন, শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রামাণ্যের ন্যায়, আপ্তপ্রামাণ্য হইতেই তদীয় প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। ন্যায়-পারাবারদর্শী বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি উদয়নাচার্য্যও কুসুমাঞ্জলির চতুর্থ স্তবকে বলিয়াছেন,

মিতিশব্দে সম্যক রূপ পরিচ্ছেদ, প্রমাতৃতাশব্দে তদ্বত্তা এবং প্রামাণ্যশব্দে তদযোগব্যবচ্ছেদ। ইহাই গৌতমের মত॥ ৪॥

যাহা সকলের প্রত্যক্ষ, যাহার ক্ষয় নাই, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাদৃশ যথার্থ অনুভবে যিনি নিখিল প্রস্তাবিবস্তুক্রম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে লেশাদৃষ্টি নিবন্ধন দোষের অপগম প্রযুক্ত শঙ্কারূপ তুষের ভ্রংশ হইয়াছে

তচ্চতুর্বিধং প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ। প্রমেয়ং দ্বাদশপ্রকারম্ আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তি-দোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গভেদাৎ ॥ ৬ ॥

অনবধারণাত্মকং জ্ঞানং সংশয়ঃ স ত্রিবিধঃ সাধা-রণধর্ম্মাসাধারণধর্ম্মবিপ্রতিপত্তিলক্ষণভেদাৎ ॥ ৭ ॥

যমধিকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে পুরুষাস্তৎ প্রয়োজনং তদ্দ্বিবিধং দৃষ্টাদৃষ্টভেদাৎ ॥ ৮ ॥

ব্যাপ্তিসংবেদনভূমির্দৃষ্টান্তঃ স দ্বিবিধঃ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যভেদাৎ ॥ ৯ ॥

প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ স চতুর্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমভেদাৎ ॥ ১০ ॥

সেই শিবই আমার প্রমাণ। সন্দেহের আবির্ভাবরূপ কলঙ্কযুক্ত অপর দেবতায় আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

প্রমাণ চারিপ্রকার। যথা, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার। যথা, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব ফল, দুঃখ ও অপবর্গ ॥ ৬ ॥

অনবধারণাত্মক জ্ঞানের নাম সংশয়। উহা ত্রিবিধ। যথা, সাধারণ ধর্ম্ম, অসাধারণ ধর্ম্ম ও বিপ্রতিপত্তি ॥ ৭ ॥

লোকে যাহা অধিকার করিয়া, প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভেদে উহা দ্বিবিধ ॥ ৮ ॥

ব্যাপ্তিসংবেদনভূমির নাম দৃষ্টান্ত। উহা দ্বিবিধ, সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য ॥৯॥

যে বিষয় প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত, তাহার নাম সিদ্ধান্ত। সর্ব্ব-তন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম ভেদে উহা চতুর্বিধ ॥ ১০ ॥

পরার্থানুমানবাক্যৈকদেশোঽবয়বঃ স পঞ্চবিধঃ প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনভেদাৎ ॥ ১১ ॥

ব্যাপ্যারোপে ব্যাপকারোপস্তর্কঃ স চৈকাদশবিধঃ ব্যাঘাতাত্মাশ্রয়েতরেতরাশ্রয়চক্রকাশ্রয়ানবস্থাপ্রতিবন্ধি-কল্পনালাঘবকল্পনাগৌরবোৎসর্গাপবাদবৈজাত্যভেদাৎ॥১২॥

যথার্থানুভবপর্য্যায়া প্রমিতির্নির্ণয়ঃ স চতুর্বিধঃ সাক্ষাৎ-কৃত্যনুমিত্যুপমিতিশাব্দীভেদাৎ ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বনির্ণয়ফলঃ কথাবিশেষো বাদঃ ॥ ১৪ ॥

উভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ ॥ ১৫ ॥

স্বপক্ষস্থাপনাহীনঃ কথাবিশেষো বিতণ্ডা ॥ ১৬ ॥

কথা নাম বাদিপ্রতিবাদিনোঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরি-গ্রহঃ ॥ ১৭ ॥

পরার্থানুমান বাক্যের একদেশকে অবয়ব বলে। উহা পাঁচ প্রকার। যথা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম ॥ ১১ ॥

ব্যাপ্যারোপে ব্যাপকারোপের নাম তর্ক। উহা একাদশবিধ। যথা, ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রকাশ্রয়, অনবস্থা, প্রতিবন্ধি-কল্পনা, লাঘবকল্পনা গৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ ও বৈজাত্য ॥ ১২ ॥

যথার্থানুভবনাম্নী প্রমিতির নাম নির্ণয়। উহা সাক্ষাৎকৃতি, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দী ভেদে চারি প্রকার ॥ ১৩ ॥

যাহাতে তত্ত্বনির্ণয় রূপ ফল আছে, তাদৃশ কথাবিশেষের নাম বাদ ॥১৪॥

উভয়সাধনাবতী বিজিগীষু কথার নাম জল্প ॥ ১৫ ॥

স্বপক্ষস্থাপনাহীন কথাবিশেষের নাম বিতণ্ডা ॥ ১৬ ॥

বাদী প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহের নাম কথা ॥ ১৭ ॥

অসাধকো হেতুত্বেনাভিমতো হেত্বাভাসঃ স পঞ্চবিধঃ সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালভেদাৎ ॥১৮॥

শব্দাবৃত্তিব্যত্যয়েন প্রতিষেধহেতুশ্ছলং তত্রিবিধং অভিধানতাৎপর্য্যোপচারব্যত্যয়বৃত্তিভেদাৎ ॥ ১৯ ॥

স্বব্যাঘাতকমুত্তরং জাতিঃ সা চতুর্বিংশতিবিধা সাধর্ম্যবৈধর্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যাবর্ণ্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণাহেত্বর্থাপত্তিবিশে-ষাপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধিনিত্যনিত্যকার্য্যসমভেদাৎ ॥ ২০ ॥

পরাজয়নিমিত্তং নিগ্রহস্থানং তদ্দ্বাবিংশতিপ্রকারং প্রতিজ্ঞাহানিপ্রতিজ্ঞান্তরপ্রতিজ্ঞাবিরোধপ্রতিজ্ঞাসংন্যাস-হেত্বন্তরার্থান্তরনিরর্থকাবিজ্ঞাতার্থাপার্থকাপ্রাপ্তকালন্যূনা-

---

যাহা অসাধক, অথচ হেতু বলিয়া অভিমত, তাহার নাম হেত্বাভাস। উহা পঞ্চবিধ। যথা, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণ, সমসাধ্য ও সমাতীত কাল। ১৮

শব্দাবৃত্তির ব্যত্যয় দ্বারা প্রতিষেধহেতুর নাম ছল। অভিধান তাৎপর্য্য, উপচারব্যত্যয় ও বৃত্তি ভেদে উহা তিনপ্রকার ॥ ১৯ ॥

স্বব্যাঘাতক উত্তরের নাম জাতি। উহা চতুর্বিংশতিপ্রকার। যথা, সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, বর্ণ্য, অবর্ণ্য, বিকল্প, সাধ্য, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, প্রসঙ্গ, প্রতিদৃষ্টান্ত, অনুৎপত্তি, সংশয়, প্রকরণ, হেত্বর্থাপত্তি, বিশেষোপপত্তি, উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, নিত্য, নিত্য কার্য্য, সম ॥ ২০ ॥

পরাজয়নিমিত্তের নাম নিগ্রহস্থান। উহা দ্বাবিংশতিপ্রকার। যথা, প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল ন্যূনাধিক, পুনরুক্ত,

ধিকপুনরুক্তানুভাষণাজ্ঞানাপ্রতিভাবিক্ষেপমতানুজ্ঞাপর্য্য-
নুযোজ্যোপেক্ষণনিরনুযোজ্যানুযোগাপসিদ্ধান্তহেত্বাভাস-
ভেদাৎ ॥ ২১ ॥

অত্র সর্ব্বান্তর্গণিকস্তু বিশেষস্তত্র শাস্ত্রে বিস্পষ্টোঽপি বিস্তরভিয়া ন প্রস্তূয়তে ॥ ২২ ॥

ননু প্রমাণাদিপদার্থষোড়শকে প্রতিপাদ্যমানে কথমিদং ন্যায়শাস্ত্রমিতি ব্যপদিশ্যতে সত্যং তথাপ্যসাধারণ্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন ন্যায়স্য পরার্থানুমানাপরপর্য্যায়স্য সকলবিদ্যানুগ্রাহকতয়া সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানসাধনতয়া প্রধানত্বেন তথা ব্যপদেশো যুজ্যতে ॥ ২৩ ॥

তথাভাণি সর্ব্বজ্ঞেন সোঽয়ং পরমো ন্যায়ঃ বিপ্রতিপন্নপুরুষপ্রতিপাদকত্বাৎ তথা প্রবৃত্তিহেতুত্বাচ্চেতি ॥২৪॥

অনুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্য, উপেক্ষণ, নিরনুযোজ্য, অনুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস ॥ ২১ ॥

এইরূপে উল্লিখিত শাস্ত্রে অতীব স্পষ্টাভিধানে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিস্তারভয়ে আর উল্লেখ করা গেল না ॥২২॥

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ প্রতিপাদিত হওয়াতে, ইহার নাম কিরূপে ন্যায়শাস্ত্র হইতে পারে? এ কথা সত্য বটে। তথাপি, অসাধারণ্য অনুসারেই ব্যপদেশ হইয়া থাকে। এই যুক্তিতে, পরার্থানুমান যাহার অন্যতর নাম, সেই ন্যায়শাস্ত্র, সকল বিদ্যার অনুগ্রাহক ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের সাধক, বলিয়া, সকলের প্রধান। সুতরাং, ঐরূপ ব্যপদেশ সঙ্গত হইয়া থাকে। ২৩

সর্ব্বজ্ঞও বলিয়াছেন, বিপ্রতিপন্ন পুরুষের প্রতিপাদক ও প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া, সেই এই ন্যায়শাস্ত্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২৪ ॥

পক্ষিলস্বামিনা চ সেয়মান্বীক্ষিকী বিদ্যা প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈঃ প্রবিভজ্যমানা

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্‌।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতেতি ॥ ২৫ ॥

ননু তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্ভবতীত্যুক্তং তত্র কিং তত্ত্বজ্ঞানাদনন্তরমেব নিঃশ্রেয়সং সম্পদ্যতে নেত্যুচ্যতে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানাদ্দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাব ইতি ॥ ২৬ ॥

তত্র মিথ্যাজ্ঞানং নামানাত্মনি দেহাদাবাত্মবুদ্ধিঃ তদনুকূলেষু রাগঃ তৎপ্রতিকূলেষু দ্বেষঃ। বস্তুতস্ত্বাত্মনঃ প্রতিকূলমনুকূলং বা ন কিঞ্চিৎ সমস্তি পরস্পরানুবন্ধত্বাচ্চ

পক্ষিলস্বামীও বলিয়াছেন, এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা প্রমাণাদি পদার্থপরম্পরায় প্রবিভক্ত হওয়াতে, সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্ম্মের সাধকস্বরূপ, ও সকল ধর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে ॥ ২৫॥

তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি হয়, বলা হইয়াছে। এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না। ইহার উত্তর এই, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, দুঃখজন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যাজ্ঞান এই সকলের উত্তরোত্তর বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং, তত্ত্বজ্ঞানের পরই, বলা যায় না ॥ ২৬ ॥

তন্মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানশব্দে অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, তাহার অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূলে দ্বেষ। বস্তুতঃ, আত্মার প্রতিকূল ও অনুকূল কিছুই নাই। পরস্পর অনুবন্ধবশে মূঢ় লোকে রাগাদিতে

রাগাদীনাং মূঢ়ো রজ্যতি রক্তো মুহ্যতি মূঢ়ঃ কুপ্যতি কুপিতো মুহ্যতীতি। ততস্তৈর্দোষৈঃ প্রেরিতঃ প্রাণী প্রতিষিদ্ধানি শরীরেণ হিংসাস্তেয়াদীন্যাচরতি বাচা অনৃতাদীনি মনসা পরদ্রোহাদীনি সেয়ং পাপরূপা প্রবৃত্তিরধর্ম্মমাবহতীতি ॥ ২৭ ॥

শরীরেণ প্রশস্তানি দানপরপরিত্রাণাদীনি বাচা হিতসত্যাদীনি মনসা অহিংসাদীনি সেয়ং পুণ্যরূপা প্রবৃত্তির্ধর্ম্মঃ ॥ ২৮ ॥

সেয়মুভয়ীবৃত্তিঃ ততঃ স্বানুরূপং প্রশস্তং নিন্দিতং বা জন্ম পুনঃ শরীরাদেঃ প্রাদুর্ভাবঃ তস্মিন্ সতি প্রতিকূলবেদনীয়তয়া বাসনাত্মকং দুঃখং ভবতি। তে ইমে

আসক্ত হয়; রাগাদিযুক্ত হইলেই, মোহের বশ হয়; মোহের বশ হইলেই, কুপিত হয় এবং কুপিত হইলেই, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর প্রাণিগণ তত্তৎ দোষের প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, শরীর দ্বারা হিংসা ও চৌর্য্যাদি প্রতিষিদ্ধ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে, বাক্য দ্বারা অনৃত প্রভৃতি ও মন দ্বারা পরদ্রোহাদি নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে এই পাপরূপা প্রবৃত্তি অধর্ম্ম প্রসব করে ॥ ২৭ ॥

শরীর দ্বাবা দান ও পররক্ষণাদি, বাক্য দ্বারা হিত সত্যাদি ও মন দ্বারা অহিংসাদির অনুষ্ঠান করাকে পুণ্যরূপা প্রবৃত্তি বলে। উহাই ধর্ম্মনামে কথিত ॥ ২৮ ॥

এইরূপে এই উভয়বিধ বৃত্তি। ইহা হইতেই স্বানুরূপ প্রশস্ত অথবা নিন্দিত জন্ম ও পুনরায় শরীরাদির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। এইরূপ প্রাদুর্ভাব ঘটিলে, প্রতিকূল শব্দে কথিত বাসনাত্মক দুঃখ সমুৎপন্ন হয়।

মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা অবিচ্ছেদেন প্রবর্ত্তমানাঃ সংসারশব্দার্থো ঘটীচক্রবন্নিরবধিরনুবর্ত্ততে ॥২৯॥

যদা কশ্চিৎ পুরুষধৌরেয়ঃ পুরাকৃতসুকৃতপরিপাক-বশাদাচার্য্যোপদেশেন সর্ব্বমিদং দুঃখায়তনং দুঃখানু-ষক্তঞ্চ পশ্যতি তদা তৎ সর্ব্বং হেয়ত্বেন বুধ্যতে ততস্ত-ন্নিবর্ত্তকমবিদ্যাদি নিবর্ত্তয়িতুমিচ্ছতি। তন্নিবৃত্ত্যুপায়শ্চ তত্ত্বজ্ঞানমিতি ॥ ৩০ ॥

কস্যচিচ্ছতস্রভির্ব্বিদ্যাভির্ব্বিভক্তং প্রমেয়ং ভাবয়তঃ সম্যগ্‌দর্শনপদবেদনীয়তয়া তত্ত্বজ্ঞানং জায়তে। তত্ত্বজ্ঞানা-ন্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাঃ অপযান্তি দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি

মিথ্যাজ্ঞান হইতে দুঃখপর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মসমুদায় অবিচ্ছেদে প্রবর্ত্তমান এবং সংসারশব্দার্থ, ঘটীচক্রের ন্যায়, নিরবধি তাহাদের অনুগামী হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

যখন কোন পুরুষোত্তম পূর্ব্বকৃত সুকৃতের পরিপাক বশতঃ আচার্য্যের উপদেশ সহায়ে এই সমুদায়কে দুঃখের আয়তন ও দুঃখেই অনুবদ্ধ, অবলোকন করেন, তখন তৎসমস্ত তাহার হেয় বলিয়া বোধ হয়। অনন্তর তাহার নিবর্ত্তক অবিদ্যাদির নিবৃত্তি করিতে তাঁহার অভিলাষ জন্মে। তত্ত্বজ্ঞানই ঐরূপ নিবৃত্তির উপায় ॥ ৩০ ॥

এই তত্ত্বজ্ঞানের অপর নাম সম্যগ্‌দর্শন। বিদ্যাচতুষ্টয়ে পরিচ্ছিন্ন প্রমেয় ভাবনা করিতে করিতে, কোন ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞানের অপসারণ হয়। মিথ্যাজ্ঞানের অপসারণে দোষ সকল অপনীত হয়। দোষের অপগমে প্রবৃত্তি নিরাকৃত

জন্মাপায়ে দুঃখমত্যন্তং নিবর্ত্ততে। সাত্যন্তিকী নিবৃত্তিরপবর্গঃ। নিবৃত্তেরাত্যন্তিকত্বং নাম নিবৃত্তসজাতীয়স্য পুনস্তত্রানুৎপাদ ইতি ॥ ৩১ ॥

তথাচ পরামর্শং সূত্রং দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাবাদপবর্গ ইতি ॥৩২॥

ননু দুঃখাত্যন্তোচ্ছেদোঽপবর্গ ইতেতদদ্যাপি কফোণিগুডায়িতং বর্ত্ততে। তৎ কথং সিদ্ধবৎকৃত্য ব্যবহ্রিয়ত ইতি চেন্মৈবং সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনামপবর্গদশায়ামাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরস্তীত্যস্যার্থস্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধয়া ঘণ্টাপথত্বাৎ। নহ্যপ্রবৃত্তস্য দুঃখং প্রত্যাপদ্যতে ইতি কশ্চিৎ প্রপদ্যতে তথা হি আত্মোচ্ছেদো মোক্ষ

হয়। প্রবৃত্তির নিরাকরণে জন্মের লয় হয়। জন্মের লয় হইলে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এই আত্যন্তিকী নিবৃত্তির নাম অপবর্গ। নিবৃত্তির আত্যন্তিকত্ব বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, নিবৃত্তসজাতীয়ের পুনরায় তাহাতে উদ্ভব হয় না ॥ ৩১ ॥

সূত্রকারও বলিয়াছেন, দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তিদোষ মিথ্যাজ্ঞান এই সকলের উত্তরোত্তর অপায় হইলে, তদনন্তরের অভাববশতঃ অপবর্গ লাভ হয় ॥ ৩২ ॥

যদি বল, দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ অপবর্গ, এবিষয় অদ্যাপি নিতান্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তবে কিরূপে ইহাকে সিদ্ধবৎ করিয়া, ব্যবহার করাযায়? এরূপ বলা যাইতে পারে না। কেননা, সমুদয় মোক্ষবাদীরই অপবর্গদশায় আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইয়াথাকে; এবিষয় সকল তন্ত্রেই সবিশেষ মীমাংসা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অপ্রবৃত্তের কখন দুঃখ-

ইতি মাধ্যমিকমতে দুঃখোচ্ছেদোঽস্তীত্যেতাবত্তাবদবিবা-দম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ মন্যেথাঃ শরীরাদিবদাত্মাপি দুঃখহেতুত্বাদুচ্ছেদ্য ইতি তন্ন সঙ্গচ্ছতে বিকল্পানুপপত্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

কিমাত্মা জ্ঞানসন্তানো বিবক্ষিতঃ তদতিরিক্তো বা। প্রথমে ন বিপ্রতিপত্তিঃ কঃ খল্বনুকূলমাচরতি প্রতিকূল-মাচরেৎ। দ্বিতীয়ে তস্য নিত্যত্বে নিবৃত্তিরশক্যবিধা নৈব প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিশ্চাধিকং দূষণং ন খলু কশ্চিৎ প্রেক্ষাবানাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীতি সর্ব্বতঃ

প্রত্যাপত্তির সম্ভাবনা নাই। মাধ্যমিকেরা যে বলিয়া থাকেন, আত্মার উচ্ছেদই মোক্ষ; দুঃখের উচ্ছেদই তাহার অর্থ; ইহা সর্ব্বথা বিবাদশূন্য ॥ ৩৩॥

শরীরাদির ন্যায়, আত্মাও দুঃখের হেতু; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ করা বিধেয়। বিকল্পের অনুপপত্তি বশতঃ এরূপ মনে করা কখন সঙ্গত নহে ॥ ৩৪ ॥

এস্থলে জিজ্ঞাসা এই, এই আত্মা জ্ঞানপরম্পরাস্বরূপ, কি, তাহার অতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ? জ্ঞানপরম্পরা বলিলে, কোনরূপ বিপ্রতি-পত্তি সম্ভব হয় না। কেননা, কোন্ ব্যক্তি অনুকূল আচরণকালে প্রতিকূলা-চরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহার অতিরিক্ত অন্য পদার্থ বলিলে, তদীয় নিত্যত্ব-বশতঃ নিবৃত্তি যেমন অশক্য নহে, প্রবৃত্তিরও তেমন অনুপপত্তি নাই। আত্মারই সুখের জন্য সমুদায় প্রিয় হইয়া থাকে, এই কারণে ইহা সর্ব্বতো-ভাবে প্রিয়তম। কোন্ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ তাদৃশ আত্মার সমুচ্ছেদসাধনে

প্রিয়তমন্যাত্মনঃ সমুচ্ছেদায় প্রযততে। সর্ব্বো হি প্রাণী মুক্ত ইতি ব্যবহরতি ॥ ৩৫ ॥

ননু ধর্ম্মিনিবৃত্তৌ নির্ম্মলজ্ঞানোদয়ো মহোদয় ইতি বিজ্ঞানবাদিবাদে সামগ্র্যভাবঃ সামানাধিকরণ্যানুপপত্তিশ্চ ভাবনাচতুষ্টয়ং হি তস্য কারণমভীষ্টং। তচ্চ ক্ষণভঙ্গপক্ষে স্থিরৈকাধারাসম্ভবাৎ লঙ্ঘনাভ্যাসাদিবদনাসাদিতপ্রকর্ষং ন স্ফুটমভিজ্ঞানমভিজনয়িতুং প্রভবতি সোপপ্লবস্য জ্ঞানসন্তানস্য বদ্ধত্বে নিরুপপ্লবস্য চ মুক্তত্বে যো বদ্ধঃ স এব মুক্ত ইতি সামানাধিকরণ্যং ন সঙ্গচ্ছতে ॥ ৩৬ ॥

আবরণমুক্তির্মুক্তিরিতি জৈনজনাভিমতোঽপি মার্গো ন নির্গতো নিরর্গলঃ। অঙ্গ ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং কিমাব-

---

যত্নবান্ হইয়া থাকে। সমুদায় প্রাণী মুক্ত, এইপ্রকার ব্যবহার প্রচলিত আছে ॥ ৩৫ ॥

ধর্ম্মির নিবৃত্তি হইলে, নির্ম্মল জ্ঞানোদয়রূপ মহোদয় সমাহিত হয়। বিজ্ঞানবাদিগণের এই মতবাদে সামগ্র্যভাব ও সামানাধিকরণ্যের অনুপপত্তি লক্ষিত হয়। ভাবনাচতুষ্টয়ই ইহার অভীষ্ট কারণ। ক্ষণভঙ্গপক্ষ স্বীকার করিলে, স্থিরৈকাধারের অসম্ভব প্রযুক্ত লঙ্ঘন ও অভ্যাসাদির ন্যায়, উহা প্রকর্ষপ্রাপ্ত হয় না। উপপ্লবযুক্ত জ্ঞানসন্ততিই বদ্ধ এবং তদিতরই মুক্ত। এইরূপ হইলে, যে বদ্ধ, সে মুক্ত, এইপ্রকার সামানাধিকরণ্য সঙ্গত হয় না ॥ ৩৬ ॥

আবরণমুক্তিই মুক্তি, জৈনজনের অভিমত এই পন্থাও নিরর্গল নহে। আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আবরণশব্দের অর্থ কি?

রণং । ধর্ম্মাধর্ম্মভ্রান্তয় ইতি চেৎ ইষ্টমেব । অথ দেহ-মেবাবরণং তথাচ তন্নিবৃত্তৌ পঞ্জরান্মুক্তস্য শুকস্যেবাত্মনঃ সততোর্দ্ধগমনং মুক্তিরিতি চেত্তদা বক্তব্যং কিময়মাত্মা মূর্ত্তোঽমূর্ত্তো বা । প্রথমে নিরবয়বঃ সাবয়বো বা । নিরবয়বত্বে নিরবয়বো মূর্ত্তঃ পরমাণুরিতি পরমাণুলক্ষণপত্ত্যা পরমাণুধর্ম্মবদাত্মধর্ম্মাণামতীন্দ্রিয়ত্বং প্রসজ্জেৎ ॥ ৩৭ ॥

সাবয়বত্বে যৎ সাবযবং তদনিত্যমিতি প্রতিবন্ধবলে-নানিত্যত্বাপত্তৌ কৃতপ্রাণাশাকৃতাভ্যাগমৌ নিষ্প্রতিবন্ধৌ প্রসরেতাম্ ॥ ৩৮ ॥

অমূর্ত্তত্বে গমনমনুপপন্নমেব চলনাত্মিকায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ মূর্ত্তপ্রতিবন্ধাৎ ॥ ৩৯ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মভ্রান্তিই আবরণ । এরূপ হইলে, অনিষ্টাপত্তি নাই । কিন্তু, দেহ আবরণ । তথাচ, তাহার নিবৃত্তিতে পঞ্জর হইতে মুক্ত শুকের ন্যায় আত্মার সতত উর্দ্ধ গমনের নাম মুক্তি, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য এই, এই আত্মা মূর্ত্ত কি অমূর্ত্ত । মূর্ত্ত হইলে, নিরবয়ব কি সাবয়ব ? নিরবয়ব হইলে, পরমাণু নিরবয়ব মূর্ত্ত পদার্থ । এইরূপে, পরমাণু লক্ষণপত্তি দ্বারা পরমাণুধর্ম্মের ন্যায়, আত্মধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

সাবয়ব হইলে, যাহা সাবয়ব, তাহাই অনিত্য, ইত্যাদি প্রতিবন্ধবলে অনিত্যত্বের উপপত্তি হইয়াথাকে । তাহা হইলে, কৃতপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম এই দুইটী দোষ নিষ্প্রতিবন্ধরূপে প্রসৃত হয় ॥ ৩৮ ॥

আবার, অমূর্ত্ত হইলে, গমন অনুপপন্ন হইয়া উঠে । কেননা, চলনাত্মিকা ক্রিয়ায় মূর্ত্তিপ্রতিবন্ধ ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

পারতন্ত্র্যং বন্ধঃ স্বাতন্ত্র্যং মোক্ষঃ চার্ব্বাকপক্ষেঽপি স্বাতন্ত্র্যং দুঃখনিবৃত্তিশ্চেদবিবাদ ঐশ্বর্য্যং চেৎ সাতিশয়তয়া সদৃশতয়া চ প্রেক্ষাবতাং নাভিমতম্॥ ৪০॥

প্রকৃতিপুরুষান্যত্বখ্যাতৌ প্রকৃত্যুপরমে পুরুষস্য স্বরূপেণাবস্থানং মুক্তিরিতি সাংখ্যাখ্যাতেঽপি পক্ষে দুঃখোচ্ছেদোঽভ্যুপেয়তে॥ ৪১॥

বিবেকজ্ঞানং পুরুষাশ্রয়ং প্রকৃত্যাশ্রয়ং বেতি এতাবদবশিষ্যতে। তত্র পুরুষাশ্রয়মিতি ন শ্লিষ্যতে পুরুষস্য কৌটস্থ্যাৎ স্থাননিরোধাপাতান্নাপি প্রকৃত্যাশ্রয়ঃ অচেতনত্বাৎ তস্যাঃ॥ ৪২॥

কিঞ্চ প্রকৃতিঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা নিবৃত্তিস্বভাবা বা। আদ্যে

পারতন্ত্র্যই বন্ধ ও স্বাতন্ত্র্যই মোক্ষ, ইত্যাদি চার্ব্বাকপক্ষেও যদি স্বাতন্ত্র্যই দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ঐশ্বর্য্য বুঝাইলে সাতিশয়তা ও সদৃক্ষতা বশতঃ উহা কখন বিদ্বান্‌বর্গের অনুমোদিত হইতে পারে না॥ ৪০॥

প্রকৃতিপুরুষান্যত্ববাদে, প্রকৃতির উপরম হইলে, পুরুষের স্বরূপে অবস্থানকে মুক্তি বলে। সাংখ্যগণের এই মতবাদেও দুঃখচ্ছেদ অভ্যুপেত হইয়া থাকে॥ ৪১॥

বিবেকজ্ঞান পুরুষের আশ্রিত, কি, প্রকৃতির আশ্রিত, এইরূপ প্রশ্নে ইহাই বলাযাইতে পারে, পুরুষের আশ্রিত নহে। কেননা, পুরুষ কূটস্থ। আবার প্রকৃতি অচেতন। সুতরাং, তাহার আশ্রিতও বলা যাইতে পারে না॥ ৪২॥

প্রকৃতি প্রবৃত্তিস্বভাবা কি নিবৃত্তিস্বভাবা। প্রবৃত্তিস্বভাবা বলিলে,

অনির্ম্মোক্ষঃ স্বভাবস্যানপায়াৎ দ্বিতীয়ে সংসারোঽস্তমিয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

নিত্যনিরতিশয়সুখাভিব্যক্তির্মুক্তিরিতি ভট্টসর্ব্বজ্ঞাদ্যভিমতেঽপি দুঃখনিবৃত্তিরভিমতৈব। পরন্তু নিত্যসুখং ন প্রমাণপদ্ধতিমধ্যাস্তে॥ ৪৪ ॥

শ্রুতিস্তত্র প্রমাণমিতি চেন্ন যোগ্যানুপলব্ধিবাধিতে তদনবকাশাদবকাশে বা গ্রাবপ্লাবেঽপি তথাভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪৫ ॥

ননু সুখাভিব্যক্তির্মুক্তিরিতি পক্ষং পরিত্যজ্য দুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিরিতি স্বীকারঃ ক্ষীরং বিহায়ারোচক-

---

স্বভাবের অনপায় বশতঃ মোক্ষলাভ হয় না। নিবৃত্তিস্বভাবা বলিলে, সংসার অস্তমিত হইয়া যায় ॥ ৪৩ ॥

ভট্টসর্ব্বজ্ঞপ্রভৃতরা বলিয়া থাকেন, নিত্য নিরতিশয় সুখাভিব্যক্তিই মুক্তি। ইহারও প্রকৃত অর্থ দুঃখনিবৃত্তি। পরন্তু, নিত্যসুখ প্রমাণপদ্ধতির অতীত বিষয় ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতি এ বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না। যেখানে যোগ্যানুপলব্ধির বাধ ঘটে, সেখানে শ্রুতির প্রবেশাধিকার নাই। প্রবেশাধিকার থাকিলে, জলোপরি পাষাণও ভাসিতে পারে, বলা যায় ॥ ৪৫ ॥

সুখাভিব্যক্তি মুক্তি, এই পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, এইপ্রকার স্বীকার করা আর অরোচকগ্রস্তের ক্ষীরত্যাগ করিয়া, সৌবীর-

গ্রস্তস্য সৌবীররুচিমনুভবতীতি চেত্তদেতন্নাটকপক্ষ-পতিতং ত্বদ্বচ ইত্যুপেক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

সুখস্য সাতিশয়তয়া প্রত্যক্ষতয়া বহুপ্রত্যনীকাক্রান্ত-তয়া সাধনপ্রার্থনাপরিক্লিষ্টতয়া চ দুঃখাবিনাভূতত্বেন বিষানুষক্তমধুবৎ দুঃখপক্ষনিক্ষেপাৎ ॥ ৪৭ ॥

নন্বেকমনুসন্ধিৎসতোঽপরং প্রচ্যবতে ইতি ন্যায়েন দুঃখবৎ সুখমিত্যুচ্ছিদ্যত ইতি অকাম্যোঽয়ং পক্ষ ইতি চেন্মৈবং মংস্থাঃ সুখসম্পাদনে দুঃখসাধনবাহুল্যানুষঙ্গ-নিয়মেন তপ্তায়ঃপিণ্ডে তপনীয়বুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তমানেন সাম্যাপাতাৎ। তথা হি ন্যায়োপার্জ্জিতেষু বিষয়েষু কিয়ন্তঃ সুখখদ্যোতাঃ কিয়ন্তি দুঃখদুর্দিনানি অন্যায়ো-

---

রুচির অনুভব করা, উভয়ই সমান কথা। তোমার এই বাক্য নাটকপক্ষ-পতিত; এই কারণে উপেক্ষা করা গেল ॥ ৪৬ ॥

সুখের যেমন অতিশয়তা ও প্রত্যক্ষতা আছে, সেইরূপ উহা বহুল বিঘ্নে বিচ্ছিন্ন ও সাধনপ্রার্থনায় পরিপীড়িত। আবার দুঃখব্যতিরেকে উহা লাভ করা যায় না। এই কারণে বিষলিপ্ত মধুবৎ, উহা দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত ॥ ৪৭ ॥

এক বিষয়ের অনুসন্ধান কবিতে গেলে, অপর বিষয় প্রভ্রষ্ট হইয়া থাকে, এই যুক্তি অনুসা'ব দুঃখের ন্যায়, সুখের উচ্ছেদন করা যায়, ইত্যাদি পক্ষও অকাম্য, এরূপ মনে করিও না। সুখসম্পাদনসময়ে দুঃখসাধন-বাহুল্যের প্রসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। উক্ত নিয়মানুসারে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে স্বর্ণবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইলে, সাম্যাপাত সংঘটিত হয়। তথাহি, ন্যায়োপার্জ্জিত বিষয়সমূহে কিয়ৎপরিমাণে সুখস্ফূর্ত্তি ও কিয়ৎপরিমাণে দুঃখদুর্দ্দিন

পার্জ্জিতেষু তু যদ্ভবিষ্যতি তন্মনসাপি চিন্তয়িতুং ন শক্য-মিত্যেতৎ স্বানুর্ভবসকচ্ছাদরতনুসন্তো বিদাং কুর্ব্বন্তু বিদাংবরা ভবন্তঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ পরিশেষাৎ পরমেশ্বরানুগ্রহবশাচ্ছ্রবণাদি-ক্রমেণাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারবতঃ পুরুষধৌরেয়স্য দুঃখনিবৃত্তি-রাত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সমিতি নিরবদ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

নন্বীশ্বরসদ্ভাবে কিং প্রমাণং প্রত্যক্ষমনুমানমাগমো বা। ন তাবদত্র প্রত্যক্ষং ক্রমতে রূপাদিরহিতত্বেনাতী-ন্দ্রিয়ত্বাৎ নাপ্যনুমানং তদ্ব্যাপ্তিলিঙ্গাভাবাৎ নাগমঃ বিকল্পাসহত্বাৎ ॥ ৫০ ॥

কিং নিত্যোঽবগময়ত্যনিত্যো বা। আদ্যে অপ-

প্রাদুর্ভূত হয়। অন্যায়োপার্জ্জিত বিষয়ে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা মনেও চিন্তা করা যায় না। আপনারা জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী, স্বয়ংই এবিষয় অনু-ধাবন করুন ॥ ৪৮ ॥

এই কারণে পরিশেষে পরমেশ্বরের অনুগ্রহবশে শ্রবণাদি-ক্রমে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলে, পুরুষপ্রবরের আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি হয়, ইহা সর্ব্বথা বিবাদশূন্য ॥ ৪৯ ॥

ঈশ্বর আছেন, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, প্রত্যক্ষ, অনুমান অথবা আগম? প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কেননা, তিনি রূপাদিরহিত; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অতীত। অনুমানও প্রমাণ হইতে পারে না। কেননা, তদ্ব্যাপ্তি-লিঙ্গের অভাব ঘটিয়া থাকে। বিকল্পের অসহত্ব বশতঃ আগমও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না ॥ ৫০ ॥

ঈশ্বর নিত্য কি অনিত্য? নিত্য হইলে, অপসিদ্ধান্তাপাতদোষ ঘটিয়া

সিদ্ধান্তাপাতঃ দ্বিতীয়ে পরস্পরাশ্রয়াপাতঃ। উপমানাদিকমশক্যশঙ্কং নিয়তবিষয়ত্বাৎ॥ ৫১॥

তস্মাদীশ্বরঃ শশবিষাণায়তে ইতি চেত্তদেতন্ন চতুরচেতসাং চেতসি চমৎকারমাবিষ্করোতি। বিবাদাস্পদং নগসাগরাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ কুম্ভবৎ। ন চায়মসিদ্ধো হেতুঃ সাবয়বত্বেন তস্য সুসাধনত্বাৎ॥ ৫২॥

নন্বু কিমিদং সাবয়বত্বমবয়বসংযোগিত্বং অবয়বসমবায়িত্বং বা। নাদ্যঃ গগনাদৌ ব্যভিচারাৎ ন দ্বিতীয়ঃ তন্তুত্বাদাবনৈকান্ত্যাৎ। তস্মাদনুপপন্নমিতি চেন্মৈবং বাদীঃ সমবেতদ্রব্যত্বং সাবয়বত্বমিতি নিরুক্তের্বক্তুং শক্য-

---

থাকে। অনিত্য হইলে, পরস্পরাশ্রয়াপাত দোষ আপতিত হয়। নিয়তবিষয়ত্ব বলিয়া উপমানাদি, অশক্যশঙ্ক হইয়া থাকে অর্থাৎ ঈশ্বর চিরকালই আছেন। সুতরাং সাংসারিক কোন বস্তুর সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে না॥ ৫১॥

তবে, ঈশ্বর, শশকের শৃঙ্গের ন্যায়, অলীক পদার্থ। এ কথা বলিলে, চতুরচেতাগণের চিত্তে চমৎকার আবিষ্কার করা যায় না। কেননা, পর্ব্বত ও সাগরাদি বিবাদাস্পদ পদার্থমাত্রেই, কুম্ভের ন্যায়, কার্য্যস্বরূপ; সুতরাং উহাদের কর্ত্তা আছে, স্বীকার করিতে হইবে। ইহা কখন অসিদ্ধ হেতু নহে। কেননা, ঐ সকল পদার্থ সাবয়ব। এই কারণে তাহাদের সুখসাধনত্ব লক্ষিত হয়॥ ৫২॥

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, সাবয়বত্বশব্দে অবয়বসংযোগিত্ব, কি, অবয়বসমবায়িত্ব? অবয়বসংযোগিত্ব বলিলে, গগনাদিতে ব্যভিচার ঘটে। আবার, অবয়বসমবায়িত্ব বলিলে তন্তুপ্রভৃতিতে অনৈকান্তত্ব আপতিত হয়। অতএব ইহা অনুপপন্ন বলিতে পার না। সমবেতদ্রব্যত্ব সাবয়বত্ব,

ত্বাৎ। অবান্তরমহত্ত্বেন বা কার্য্যত্বানুমানস্য সুকরত্বাৎ নাপি বিরুদ্ধো হেতুঃ সাধ্যবিপর্য্যয়ব্যাপ্তেরভাবাৎ নাপ্যনৈকান্তিকঃ পক্ষাদন্যত্র বৃত্তেরদর্শনাৎ নাপি কালাত্যয়োপদিস্টঃ বাধকানুপলম্ভাৎ নাপি স ৎপ্রতিপক্ষঃ প্রতিভটাদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

ননু নগাদিকমকর্ত্তৃকং শরীরাজন্যত্বাৎ গগনবদিতি চেন্নৈতৎ পরীক্ষাক্ষমমীক্ষ্যতে। নহি কঠোরকণ্ঠীরবস্য কুরঙ্গশাবঃ প্রতিভটো ভবতি অজন্যত্বস্যেব সমর্থতয়া শরীরবিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

তর্হ্যজন্যত্বমেব সাধনমিতি চেন্নাসিদ্ধেঃ নাপি

এইপ্রকার অর্থে, ঐরূপ বলিতে পারা যায়। আবার, অবান্তরমহত্ত্ববশতঃ, কার্য্যত্বানুমান সুকর হইয়া থাকে। আবার, বিরুদ্ধ হেতুও হইতে পারে না। কেননা, সাধ্যবিপর্য্যয়ের অভাব নাই। আবার, অনৈকান্তিকও হইতে পারে না। কেননা, পক্ষ ভিন্ন অন্যবিধ বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার, কালাত্যয়োপদিষ্টও হইতে পারে না। কেননা, কোনরূপ বাধকের উপলম্ভ নাই। আবার, সৎপ্রতিপক্ষও হইতে পারে না। কেননা; কোনরূপ প্রতিযোগী দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৫৩ ॥

শরীর কর্ত্তৃক অজন্য বলিয়া গগনের ন্যায়, নগাদির কোনরূপ কর্ত্তা নাই। এ কথাও বলা যায় না। কেননা, এ বিষয় পরীক্ষাসহ, বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। কুরঙ্গশাবক কখন কঠোর কণ্ঠীরবের প্রতিযোগী হয় না। অজন্যত্বের সমর্থতা বশতঃ শরীরবিশেষণ বিফল হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

তবে অজন্যত্বই সাধন। তাহাও নহে। কেননা, উহাতে সিদ্ধির

সোপাধিকত্বশঙ্কাকলঙ্কাঙ্কুরঃ সম্ভবো অনুকূলতর্কসম্ভবাৎ। যদ্যয়মকর্তৃকঃ স্যাৎ কার্য্যমপি ন স্যাদিহ জগতি নাস্ত্যেব তৎ কার্য্যং নাম যৎ কারকচক্রমবধীর্য্যাত্মানমাসাদয়েদিত্যেতদবিবাদম্ ॥ ৫৫ ॥

তচ্চ সর্ব্বং কর্তৃবিশেষোপহিতমমর্য্যাদং কর্তৃত্বং চেতরকারকাপ্রয়োজ্যত্বে সতি সকলকারকপ্রযোক্তৃত্বলক্ষণং জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নাধারত্বম্ ॥ ৫৬ ॥

এবঞ্চ কর্তৃব্যাবৃত্তেস্তদুপহিতসমস্তকারকব্যাবৃত্তাবকারণককার্য্যোৎপাদপ্রসঙ্গ ইতি স্থূলঃ প্রমাদঃ ॥ ৫৭ ॥

অভাব হইয়া থাকে। আবার, অনুকূল তর্কের সম্ভব বশতঃ সোপাধিকস্বরূপ শঙ্কাকলঙ্কাঙ্কুরেরও সম্ভাবনা নাই। যদি ইহা কর্ত্তাশূন্য হইত, তাহা হইলে, কার্য্যও হইত না। কেননা, ইহ জগতে এমন কার্য্যই নাই, যাহা কারকচক্র পরিহার করিয়া, স্বয়ংই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয় সর্ব্বথা বিবাদশূন্য ॥ ৫৫ ॥

অতএব সমস্তই কর্তৃবিশেষকর্তৃক উপহিত হইয়াছে। সেই কর্তৃবিশেষের কোনরূপ মর্য্যাদা অর্থাৎ ইয়ত্তাদি নাই। এবং উহা অন্য কোন কারকেরও প্রয়োজ্য নহে; স্বয়ংসিদ্ধশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং, উহা অন্যান্য কারক সমস্তের প্রযোক্তা এবং জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্নের আধার ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে কর্তৃব্যাবৃত্তিবশতঃ তাহার উপহিত সমস্ত কারকব্যাবৃত্তি যখন সিদ্ধ হইল, তখন বিনা কারণে কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসঙ্গ করা, স্থূল প্রমাদ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ॥ ৫৭ ॥

তথা নিরটঙ্কি শঙ্করকিঙ্করেণ

অনুকূলেন তর্কেণ সনাথে সতি সাধনে ।

সাধ্যব্যাপকতাভঙ্গাৎ পক্ষে নোপাধিসম্ভব ইতি ॥৫৮॥

যদীশ্বরঃ কর্ত্তা স্যাত্তর্হি শরীরী স্যাদিত্যাদিপ্রতিকূল-তর্কজাতং জাগর্ত্তীতি চেদীশ্বরসিদ্ধ্যসিদ্ধিভ্যাং ব্যাঘা-তাৎ ॥ ৫৯ ॥

তদুদিতমুদয়নেন ।

আগমাদেঃ প্রমাণত্বে বাধনাদনিষেধনম্ ।

আভাসত্বে তু সৈব স্যাদাশ্রয়াসিদ্ধিরুদ্ধতেতি ॥ ৬০ ॥

ন চ বিশেষবিরোধঃ শক্যশঙ্কঃ জ্ঞাতত্বাজ্ঞাতত্ববিকল্প-পরাহতঃ স্যাৎ ॥ ৬১ ॥

তদেতৎ পরমেশ্বরস্য জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্তিঃ কিমর্থা স্বার্থা পরার্থা বা । আদ্যেঽপীষ্টপ্রাপ্ত্যর্থা অনিষ্টপরিহারার্থা

শঙ্করকিঙ্করও বলিয়াছেন, সাধন অনুকূলতর্ক সহিত সংমিলিত হইলে, সাধ্যব্যাপকতার অভঙ্গ বশতঃ, পক্ষে কখন উপাধিসম্ভব হয় না ॥ ৫৮ ॥

যদি ঈশ্বর কর্ত্তা হন, তবে তিনি শরীরী, ইত্যাদি প্রতিকূল তর্ক-সমূহ জাগরিত হওয়াতে, তদীয় সিদ্ধাসিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

উদয়ন বলিয়াছেন, আগমাদির প্রমাণত্ব সত্বে বাধ বশতঃ নিষেধ সম্ভাবনা নাই ॥ ৬০ ॥

বিশেষ বিরোধ শঙ্কাও করা যাইতে পারে না। জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব বিকল্প দ্বারা উহা পরাহত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

পরমেশ্বরের জগৎনির্ম্মাণে প্রবৃত্তি হইবার উদ্দেশ্য কি, স্বার্থ, না, পরার্থসংঘটন? স্বার্থসংঘটন বলিলে, ইহাই জিজ্ঞাস্য, ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য,

বা। নাদ্যঃ অবাপ্তসকলকামস্য তদনুপপত্তেঃ অতএব ন দ্বিতীয়ঃ ॥ ৬২ ॥

দ্বিতীয়ে প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ কঃ খলু পদার্থং প্রবর্ত্তমানং প্রেক্ষাবানিত্যাচক্ষীত ॥ ৬৩ ॥

অথ করুণয়া প্রবৃত্ত্যুপপত্তিরিত্যাচক্ষীত কশ্চিত্তং প্রত্যাচক্ষীত তর্হি সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ সুখিন এব সৃজেদীশ্বরঃ ন দুঃখশবলান্ করুণাবিরোধাৎ। স্বার্থমনপেক্ষ্য পরদুঃখপ্রহরণেচ্ছা হি কারুণ্যং। তস্মাদীশ্বরস্য জগৎসর্জনং ন যুজ্যতে ॥ ৬৪ ॥

তদুক্তং ভট্টাচার্য্যৈঃ

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দো হি প্রবর্ত্ততে।
জগচ্চাসৃজতস্তস্য কিং নাম ন কৃতং ভবেদিতি ॥ ৬৫ ॥

না, অনিষ্টপরিহারের নিমিত্ত? ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য বলিতে পার না। কেননা, ঈশ্বর আপ্তকাম। তাঁহার আবার ইষ্ট কি? সুতরাং উহা কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৬২ ॥

দ্বিতীয় অর্থাৎ পরার্থসংঘটন বলিলে, প্রবৃত্তির অনুপপত্তি ঘটে ॥ ৬৩ ॥

যদি কেহ বলে, করুণাবশতই প্রবৃত্তির উপপত্তি হইয়া থাকে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহা হইলে, তিনি সকল প্রাণীকেই সুখী করিয়া, সৃষ্টি করিতেন, দুঃখমিশ্রিত করিয়া নহে। কেননা, দুঃখমিশ্রিত করিলে, করুণার বিরোধ ঘটে। স্বার্থে উপেক্ষা করিয়া, পরদুঃখ দূর করিতে ইচ্ছা করার নামই করুণা। অতএব ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি সঙ্গত নহে ॥ ৬৪ ॥

ভট্টাচার্য্যেরাও বলিয়াছেন, প্রয়োজন না বুঝিলে, নিতান্ত মূঢ়ও কোনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। জগৎসৃষ্টি করিতে গিয়া, তাঁহার কি না করা হইয়াছে ॥৬৫॥

নাস্তিকশিরোমণে তাবদীর্ষ্যাকষায়িতে চক্ষুষী নিমীল্য পরিভাবয়তু ভবান্ করুণয়া প্রবৃত্তিরস্ত্যেব ন চ নিসর্গতঃ সুখময়সর্গপ্রসঙ্গঃ সৃজ্য প্রাণিকৃতসুকৃতদুষ্কৃতপরিপাকবিশেষাদ্বৈষম্যোপপত্তেঃ। ন চ স্বাতন্ত্র্যভঙ্গঃ শঙ্কনীয়ঃ স্বাঙ্গং স্বব্যবধায়কং ন ভবতীতি ন্যায়েন প্রত্যুত তন্নির্ব্বাহাৎ। এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থে ইত্যাদিরাগমস্তত্র প্রমাণম্ ॥ ৬৬ ॥

যদ্যেবং তর্হি পরস্পরাশ্রয়বাধব্যাধিং সমাধৎস্বেতি চেৎ তস্যানুত্থানাৎ। কিমুৎপত্তৌ পরস্পরাশ্রয়ঃ শঙ্ক্যতে জ্ঞপ্তৌ বা। নাদ্যঃ আগমস্যেশ্বরাধীনোৎপত্তিকত্বেঽপি পরমেশ্বরস্য নিত্যত্বেনোৎপত্তেরনুপপত্তেঃ। নাপি

অয়ি নাস্তিকশিরোমণে। ঈর্ষ্যাকষায়িত চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ, করুণাবশতঃ ঈশ্বরের জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তি। সৃজ্য প্রাণিগণের কৃত সুকৃত দুষ্কৃতের পরিপাকবিশেষ বশতঃ বৈষম্যের উপপত্তি ঘটাতে, স্বভাবতঃ সুখময় সৃষ্টিপ্রসঙ্গ সম্ভব নহে। ইহাতে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যভঙ্গেরও সম্ভাবনা নাই। স্বাঙ্গ কখন স্বব্যবধায়ক হইতে পারে না, এইপ্রকার যুক্তিতে প্রত্যুত উহাতে স্বাতন্ত্র্যেরই রক্ষা হইয়া থাকে। রুদ্র একই, দ্বিতীয় নাই। ইত্যাদি আগম এ বিষয়ের প্রমাণ ॥ ৬৬ ॥

যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে পরস্পরাশ্রয়বাধব্যাধির সমাধান কর। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই। উৎপত্তিতে, না, জ্ঞপ্তিতে পরস্পরাশ্রয় শঙ্কা করিতেছ? উৎপত্তিতে নহে। কেননা, আগম ঈশ্বরের অধীনে উৎপন্ন হইলেও, তিনি নিত্য, এইজন্য তাঁহার উৎপত্তি সম্ভব

জ্ঞপ্তৌ পরমেশ্বরস্য আগমাধীনজ্ঞপ্তিকত্বেঽপি তস্যান্যতো-ঽবগমাৎ নাপি তদনিত্যত্বজ্ঞপ্তৌ আগমানিত্যত্বস্য তীব্রাদি-ধর্ম্মোপেতত্বাদিনাঽবগমত্বাৎ ॥ ৬৭ ॥

তস্মান্নিবর্ত্তকধর্ম্মানুষ্ঠানবশাদীশ্বরপ্রসাদসিদ্ধাবভি-মতেষ্টসিদ্ধিরিতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শনম্।

অথ জৈমিনিদর্শনম্।

ননু ধর্ম্মানুষ্ঠানবশাদভিমতধর্ম্মসিদ্ধিরিতি জেগীয়তে ভবতা। তত্র ধর্ম্মঃ কিংলক্ষণকঃ কিংপ্রমাণক ইতি চেৎ শ্রূয়তামবধানেন অস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং প্রাচ্যা মীমাংসায়াং প্রাদর্শি জৈমিনিনা মুনিনা ॥ ১ ॥

নহে। জ্ঞপ্তিতেও পরস্পরাশ্রয়ের শঙ্কা করা যাইতে পারে না। কেন ঈশ্বরজ্ঞান আগমাধীন হইলেও, সেই আগম ব্যতীত অন্য প্রকারে তাঁহারে জানা যাইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

অতএব, নিবর্ত্তক-ধর্ম্মানুষ্ঠান-বশে ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে, অভি ইষ্টসিদ্ধি সংঘটিত হয়, ইহা সর্ব্বথা বিবাদশূন্য ॥ ৬৮ ॥

জৈমিনিদর্শন।

তুমি যে বলিলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানবশেই অভিমত ধর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থা সেই ধর্ম্মের লক্ষণ কি, প্রমাণই বা কি ?

সা হি মীমাংসা দ্বাদশলক্ষণী। তত্র প্রথমেঽধ্যায়ে বিধ্যর্থবাদমন্ত্রস্মৃতিনামধেয়ার্থকস্য শব্দরাশেঃ প্রামাণ্যম্॥২॥

দ্বিতীয়ে কর্ম্মভেদোপোদ্ঘাতপ্রমাণাপবাদপ্রয়োগ-ভেদরূপোঽর্থঃ ॥ ৩ ॥

তৃতীয়ে শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদিবিরোধপ্রতিপত্তিকর্মানা-রভ্যাধীতবহুপ্রধানোপকারকপ্রয়াজাদিযাজমানচিন্তনম্॥৪॥

চতুর্থে প্রধানপ্রয়োজকত্বাপ্রধানপ্রয়োজকত্বজুহূপর্ণ-তাদিফলরাজসূয়গতজঘন্যাঙ্গাক্ষদ্যূতাদিচিন্তা ॥ ৫ ॥

পঞ্চমে শ্রুত্যাদিক্রমতদ্বিশেষবৃদ্ধ্যবর্দ্ধনপ্রাবল্য-দৌর্ব্বল্যচিন্তা ॥ ৬ ॥

অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর, বলিতেছি, জৈমিনিমুনি পূর্ব্বমীমাংসায় এই প্রশ্নের প্রতিবচন প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

ঐ পূর্ব্ব মীমাংসা দ্বাদশলক্ষণী। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্রস্মৃতি নামধেয়ার্থক শব্দরাশির প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে ॥ ২ ।

দ্বিতীয়ে কর্ম্মভেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমাণ, অপবাদ, ও প্রয়োগভেদ রূপ অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

তৃতীয়ে শ্রুতিলিঙ্গ বাক্যাদি বিরোধ প্রতিপত্তি; কর্ম্ম অনারভ্য অধীত বহু প্রধানোপকারক প্রযাজাদি যাজমান চিন্তন বিনিবিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪ ॥

চতুর্থে প্রধানপ্রযোজকত্ব, অপ্রধানপ্রযোজকত্ব, জুহূপর্ণতাদি ফল রাজসূয়গত জঘন্যাঙ্গ অক্ষদ্যূতাদি আলোচনা করিয়াছেন। ৫ ॥

পঞ্চমে শ্রুত্যাদিক্রম, তদ্বিশেষবৃদ্ধি, অবর্দ্ধন, প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য চিন্তা নিরূপিত হইয়াছে। ৬ ॥

ষষ্ঠে অধিকারিতদ্ধর্ম্মদ্রব্যপ্রতিনিধ্যর্থলোপনপ্রায়শ্চিত্তসত্রদেয়বহ্নিবিচারঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তমে প্রত্যক্ষাবচনাতিদেশেষু নামলিঙ্গাতিদেশবিচারঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টমে স্পষ্টাস্পষ্টপ্রবললিঙ্গাতিদেশাপবাদবিচারঃ ॥ ৯ ॥

নবমে উহবিচারারম্ভসামোহমন্ত্রোহতৎপ্রসঙ্গাগতবিচারঃ ॥ ১০ ॥

দশমে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তারবাধকারণকার্য্যৈকত্বগ্রহাদিসামপ্রকীর্ণনঞর্থবিচারঃ ॥ ১১ ॥

একাদশে তন্ত্রোপোদ্ঘাততন্ত্রাবাপতন্ত্রপ্রপঞ্চনাবাপপ্রপঞ্চনচিন্তনানি ॥ ১২ ॥

ষষ্ঠে অধিকারী, তাহার ধর্ম্ম, দ্রব্য প্রতিনিধ্যর্থ লোপের প্রায়শ্চিত্ত ও সত্রদেয় বহ্নিবিচার সন্নিবেশিত করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সপ্তমে নামলিঙ্গাতিদেশ বিচারিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অষ্টমে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল লিঙ্গাদি দেশাপবাদ বিচার করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

নবমে উহবিচারের আরম্ভ, সামোহ, মন্ত্রোহ ও তাহার প্রসঙ্গাগত বিচার ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

দশমে বাধহেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধের কারণ ও কার্য্যের একত্ব গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ নঞর্থ বিচার করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

একাদশে তন্ত্রোপোদ্ঘাত, তন্ত্রাবাপ, তন্ত্রপ্রপঞ্চন ও অবাপপ্রপঞ্চন আলোচিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশে প্রসঙ্গতন্ত্রনির্ণয়সমুচ্চয়বিকল্পবিচারঃ ॥ ১৩ ॥

তত্রাথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি প্রথমমধিকরণং পূর্ব্ব মীমাংসারম্ভোপপাদনপরম্ ॥ ১৪ ॥

অধিকরণঞ্চ পঞ্চাবয়মাচক্ষতে পরীক্ষকাঃ। তে পঞ্চাবয়বাঃ বিষয়সংশয়পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্তসঙ্গতিরূপাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রাচার্য্যমতানুসারেণাধিকরণং নিরূপ্যতে। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইত্যেতদ্বাক্যং বিষয়ঃ ॥ ১৬ ॥

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম ইত্যারভ্যান্বাহার্য্যে চ দর্শনাদিত্যেতদন্তং জৈমিনিয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রমনারভ্যমারভ্যং বেতি সন্দেহঃ ॥ ১৭ ॥

দ্বাদশে প্রসঙ্গ তন্ত্রের নির্ণয় সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচারিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

তন্মধ্যে, "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি বাক্যবিন্যাস পূর্ব্বক, পূর্ব্বমীমাংসার আরম্ভ উপপাদনার্থ প্রথম অধিকরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

পরীক্ষকেরা অধিকরণের পাঁচটী অবয়ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি। তন্মধ্যে আচার্য্যের মতানুসারে অধিকরণ নিরূপণ করা যাইতেছে ॥ ১৫ ॥

স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য অর্থাৎ বেদ পাঠ করিবে, এইরূপ বাক্যের নাম বিষয় ॥ ১৬ ॥

চোদনালক্ষণ অর্থের নাম ধর্ম্ম, ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া, অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাৎ, ইত্যাদি পর্য্যন্ত জৈমিনিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র আরভ্য, কি, অনারভ্য, ইহার নাম সংশয় ॥ ১৭ ॥

অধ্যয়নবিধেরদৃষ্টার্থত্বাভ্যাং তত্র নারভ্যমিতিপূর্ব্বপক্ষঃ। অধ্যয়নবিধেরর্থাববোধলক্ষণদৃষ্টফলকত্বানুপপত্তেরর্থাববোধার্থমধ্যয়নবিধিরিতি বদন্ বাদী প্রষ্টব্যঃ কিমত্যন্তমপ্রাপ্তমধ্যয়নং বিধীয়তে কিম্বা পাক্ষিকমবঘাতবন্নিয়ম্যত ইতি ॥ ১৮ ॥

ন তাবদাদ্যঃ বিবাদপদং বেদাধ্যয়নমর্থাববোধহেতুঃ অধ্যয়নত্বাদ্ভারতাধ্যয়নবদিত্যনুমানেন বিধ্যনপেক্ষতয়া প্রাপ্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অস্তু তর্হি দ্বিতীয়ঃ। যথা নখবিদলনাদিনা তণ্ডুলনিষ্পত্তিসম্ভবাৎ অবঘাতনিষ্পন্নৈরেব তণ্ডুলৈঃ পিষ্টপুরোডাশাদিকরণে অবান্তরাপূর্ব্বদ্বারা দর্শপূর্ণমাসৌ পরমাপূর্ব্বমুৎপাদয়তঃ নাপরথা অতঃ অপূর্ব্বমবঘাতস্য

তন্মধ্যে অধ্যয়নবিধির অদৃষ্টার্থত্ব দ্বারা, অনারভ্য, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইয়া থাকে। অধ্যয়নবিধির অর্থাবগোধ রূপ দৃষ্টফলকত্ব অনুপপন্ন হওয়াতে অর্থাববোধার্থ অধ্যয়নবিধি, এইরূপ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত বাদীকে ইহাই জিজ্ঞাস্য, তোমার মতে অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অধ্যয়ন বিহিত, কি অবঘাতবৎ পাক্ষিক অধ্যয়ন নিয়মিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

প্রথম অর্থাৎ অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অধ্যয়ন বলিতে পার না। কেননা, বিবাদাস্পদ বেদাধ্যয়ন অর্থাববোধের হেতু, ভারতাধ্যয়নের ন্যায়, অনুমান দ্বারা উহাতে কোনরূপ বিধির অপেক্ষা নাই ॥ ১৯ ॥

আচ্ছা, তবে দ্বিতীয় পক্ষই স্বীকার করা যাউক। যেমন নখ দ্বারা বিদলনাদি করিয়া, তণ্ডুল সমুৎপাদন সম্ভব হইয়া থাকে। অবঘাত দ্বারা সমুৎপাদিত তণ্ডুল দ্বারাই পিষ্ট পুরোডাশাদি করণে দর্শ ও পূর্ণমাস উভয় বিধ যজ্ঞ অবান্তর অদৃষ্ট সাধন দ্বারা পরম অদৃষ্ট সমুৎপাদন করে। অন্য

নিয়মহেতুঃ প্রকৃতে লিখিতপাঠমন্যেনাধ্যয়নজনোন বার্থাব-বোধেন ক্রত্বনুষ্ঠানসিদ্ধেরধ্যয়নস্য নিয়মহেতুর্নাস্ত্যেব তস্মাদর্থাববোধহেতুবিচারশাস্ত্রস্য বৈধত্বং নাস্তীহি তর্হি শ্রূয়মাণস্য বিধেঃ কা গতিরিতি চেৎ স্বর্গফলকোঽক্ষর-গ্রহণমাত্রবিধিরিতি ভবান্ পরিতুষ্যতু বিশ্বজিন্ন্যায়েনা-শ্রুতস্যাপি স্বর্গস্য কল্পয়িতুং শক্যত্বাৎ যথা স স্বর্গঃ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বা দিতি বিশ্বজিত্যশ্রুতমপ্যধিকারিণং সম্পাদয়তা তদ্বিশেষণং স্বর্গঃ ফলং যুক্ত্যা নিরণায়ি তদ্বদধ্যয়নেঽপ্যস্তু ॥ ২০ ॥

তদুক্তম্

বিনাপি বিধিনাদৃষ্টলাভান্ন হি তদর্থতা।

কল্প্যস্তু বিধিসামর্থ্যাৎ স্বর্গো বিশ্বজিদাদিবদিতি ॥২১॥

প্রকারে নহে। এই কারণে অদৃষ্ট অবঘাতের নিয়মহেতু। অধ্যয়ন-জনিত অথবা অন্যবিধ অর্থাববোধ দ্বারা ক্রতুর অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, অধ্যয়নের নিয়মহেতু নাই। এই কারণে, অর্থাববোধহেতু বিচারশাস্ত্রেরও বৈধত্ব নাই। তবে, শ্রূয়মাণ বিধির গতি কি হইবে? ইহার উত্তর এই, অক্ষরগ্রহণমাত্র বিধির স্বর্গই ফল। ইহা ভাবিয়া, তুমি পরিতুষ্ট হও। কেননা, বিশ্বজিন্ন্যায়ে অশ্রুত স্বর্গেরও কল্পনা করা যাইতে পারে। যেমন সেই সর্গ সকলের প্রতি অবিশেষে ইত্যাদি বিধানে বিশ্বজিতে অশ্রুত অধিকারীকেও সম্পাদন করিয়া যুক্তি দ্বারা তদ্‌বিশেষণ স্বর্গ ফল নির্ণয় করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যয়নেও হউক ॥ ২০ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, বিধি ব্যতিরেকেও অদৃষ্ট লাভ হইলে, তদর্থতা সম্পন্ন হয় না। বিশ্বজিৎ প্রভৃতির ন্যায়, বিধি সামর্থ্যবশে স্বর্গ কল্পনা করা যাইতে পারে ॥ ২১ ॥

এবঞ্চ সতি বেদমধীত্য স্নায়াদিতি স্মৃতিরনুগৃহীতা ভবতি। অত্র হি বেদাধ্যয়নসমাবর্ত্তনয়োরব্যবধানমবগম্যতে ॥ ২২ ॥

তাবকে মতে ত্বধীতেঽপি বেদে ধর্ম্মবিচারায় গুরুকুলে বস্তব্যং তথা সত্যব্যবধানং বাধ্যেত তস্মাদ্বিচারশাস্ত্রস্য বৈধত্বাভাবাৎ পাঠমাত্রেণ স্বর্গসিদ্ধেঃ সমাবর্ত্তনশাস্ত্রাচ্চ ধর্ম্মবিচারশাস্ত্রমনারম্ভণীয়মিতি পূর্ব্বপক্ষ সঙ্ক্ষেপঃ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তস্ত্বন্যতঃ প্রাপ্তত্বাদপ্রাপ্তবিধিত্বং মাস্তু নিয়মবিধিত্বপক্ষস্তু বজ্রহস্তেনাপি নাপহস্তয়িতুং পার্য্যতে ॥ ২৪ ॥

তথা হি স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি তব্যপ্রত্যয়ঃ প্রেরণাপরপর্য্যায়াং পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনাভাব্যামভিধা-

---

এইরূপ হইলে, বেদ অধ্যয়ন করিয়া, স্নান করিবে, ইত্যাদি স্মৃতি অনুগৃহীত হইয়া থাকে। এস্থলে, বেদ অধ্যয়ন ও সমাবর্ত্তন এই উভয়ের অব্যবধান অবগত হওয়া যায় ॥ ২২ ॥

তোমার মতে বেদ অধ্যয়ন করিলেও, ধর্ম্মবিচারের জন্য গুরুকুলে বাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, অব্যবধান বাধিত হইয়া থাকে। এই কারণে বিচারশাস্ত্রের বৈধত্বের অভাব ঘটাতে, পাঠমাত্রে স্বর্গসিদ্ধি সম্ভব। তজ্জন্য ধর্ম্মবিচার শাস্ত্র অনারম্ভণীয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের সংক্ষেপ ॥ ২৩ ॥

ইহার সিদ্ধান্ত এই, অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়াতে, অপ্রাপ্ত বিধিত্ব না হউক, স্বয়ং বজ্রহস্তও নিয়মবিধিত্বপক্ষ অপহস্তিত করিতে পারেন না ॥২৪॥

তথাহি, স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য। এস্থলে তব্যপ্রত্যয় দ্বারা, যাহার অপর নাম প্রেরণা, পুরুষের প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনার ভাব্য সেই অভিধা-

ভাবনাং প্রত্যায়য়তি সা হ্যর্থভাবনাসহিতমনুবন্ধং ভাব্য-মাকাঙ্ক্ষতি ন তাবৎসমানপদোপাত্তমধ্যয়নভাব্যং পরি-রভতে ॥ ২৫ ॥

অধ্যয়নশব্দার্থস্য স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্বস্য বাঙ্মনস-ব্যাপারস্য ক্লেশার্থকস্য ভাব্যত্বাসম্ভবাৎ। নাপি সমান-বাক্যোপাত্তঃ স্বাধ্যায়ঃ স্বাধ্যায়শব্দার্থস্য বর্ণরাশের্নিত্য-ত্বেন বিভুত্বেন চোৎপত্ত্যাদীনাং চতুর্ণাং ক্রিয়াফলানাম-সম্ভবাৎ তস্মাৎ সামর্থ্যপ্রাপ্তোঽববোধো ভাবত্বেনাব-তিষ্ঠতে ॥ ২৬ ॥

অর্থী সমর্থো বিদ্বানধিক্রিয়ত ইতি ন্যায়েন দর্শপূর্ণ-মাসাদিবিষয়াববোধমবেক্ষমাণাঃ তত্ত্ববোধে স্বাধ্যায়ং বিনিযুঞ্জতে ॥ ২৭ ॥

ভাবনার প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। সেই অর্থভাবনা দ্বারা আনুষঙ্গিক অনুবভাব্য বিষয় আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকে, সমানপদোপাত্ত অধ্যয়ন ভাব্যের আকাঙ্ক্ষা হয় না ॥ ২৫ ॥

অধ্যয়নশব্দার্থের স্বাধীনোচ্চারণক্ষমতায় ক্লেশার্থক বাঙ্মনস ব্যাপারের ভাব্যত্ব সম্ভব নাই। আবার, স্বাধ্যায় কখন সমানবাক্যোপাত্ত নহে। কেন না, স্বাধ্যায়শব্দার্থের বর্ণরাশি নিত্য ও বিভুত্ববিশিষ্ট এবং উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া ফলের অতীত। সুতরাং, সামর্থ্যপ্রাপ্ত অববোধ ভাবাত্মরূপে অবস্থিতি করে ॥ ২৬ ॥

অর্থী সমর্থ বিদ্বান্ অধিক্রিয়তে ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে দর্শপূর্ণমাসাদি বিষয়াববোধ অবেক্ষা করিয়া, তত্ত্ববোধবিষয়ে স্বাধ্যায় বিনিয়োজিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অধ্যয়নবিধিশ্চ লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্ত্যা অধ্যয়নসংস্কৃতত্বং স্বাধ্যায়স্যাবগময়তি। তথাচ যথা দর্শপূর্ণমাসাদিজন্যং পরমাপূর্ব্বম্ অবঘাতাদিজন্যস্যাবান্তরাপূর্বস্য কল্পকং তথা সমস্তক্রতুজন্যমপূর্ব্বজাতং ক্রতুজ্ঞানসাধনাধ্যায়ননিয়মজন্যমপূর্ব্বং কল্পয়িষ্যতি নিয়মাদৃষ্টানিষ্টৌ বিধিশ্রবণবৈফল্যমাপদ্যেত ন চ বিশ্বজিন্ন্যায়েন ফলকল্পনাবকল্প্যতে অর্থাববোধে দৃষ্টে ফলে সতি ফলান্তরকল্পনায়াঃ অযোগাৎ॥ ২৮॥

তদুক্তম্

লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টফলকল্পনা।
বিধেস্তু নিয়মার্থত্বান্নানর্থক্যং ভবিষ্যতীতি॥ ২৯॥

ননু বেদমাত্রাধ্যায়িনোঽর্থাববোধানুদয়েঽপি সাঙ্গ-

পুনশ্চ, অধ্যয়নবিধি লিখিত পাঠাদির ব্যাবৃত্তি দ্বারা স্বাধ্যায়ের অধ্যয়নসংস্কার অবগত করে। তথাচ, যেমন দর্শপূর্ণমাসাদিজনিত পরম অদৃষ্ট অবঘাতাদিজনিত অবান্তর অদৃষ্ট সমুদ্ভাবিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত ক্রতুজনিত অদৃষ্টজাত ক্রতুসাধন অধ্যয়ন নিয়ম হইতে উৎপাদিত অদৃষ্টের উদ্ভাবনা করে। নিয়মাদৃষ্ট অনিষ্ট বিধিশ্রবণের বৈফল্য প্রাপ্ত হয়। বিশ্বজিন্ন্যায়ানুসারে ফলকল্পনা অবকল্পিত হয় না। ইহার কারণ এই, অর্থাববোধ রূপ ফল দৃষ্ট হইলে, ফলান্তরকল্পনার সংযোগ অপগত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

তথাহি, বলিয়াছেন, লভ্যমান ফল দৃষ্ট হইলে, অদৃষ্ট ফলকল্পনার আর প্রাদুর্ভাব হয় না। নিয়মার্থকতাবশতঃ বিধির অনর্থকত্ব সম্ভব নহে॥ ২৯॥

বেদমাত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, যদিও অর্থাববোধের উদয়

বেদাধ্যায়িনঃ পুরুষস্থাববোধসম্ভবাৎ বিচারশাস্ত্রস্থ বৈফল্যমিতি চেত্তদসমঞ্জসং বোধমাত্রসম্ভবেঽপি নির্ণয়স্থ বিচারাধীনত্বাৎ। তদ্যথা অক্তাঃ শর্করা উপদধাতীত্যত্র ঘৃতেনৈব ন তৈলাদিনেত্যর্থনির্ণয়ো ব্যাকরণেন নিগমেন নিরুক্তেন বা ন লভ্যতে বিচারশাস্ত্রেণ তু তেজো বৈ ঘৃতমিতি বাক্যশেষবশাদর্থনির্ণয়ো লভ্যতে। তস্মাদ্বিচার-শাস্ত্রস্থ বৈধত্বং সিদ্ধম্॥ ৩০॥

ন চ বেদমধীত্য স্নায়াদিতি শাস্ত্রং গুরুকুলনিবৃত্তি-পরং ব্যবধানপ্রতিবন্ধকং বাধ্যেতেতি মন্তব্যং স্নাত্বা ভুঙ্ক্তে ইতিবৎ পূর্ব্বাপরীভাবসমানকর্তৃকত্বমাত্রপ্রতি-

---

হয় না, কিন্তু সাঙ্গবেদ অধ্যয়নে ব্যাপৃত পুরুষের অর্থাববোধ সম্ভব হইয়া থাকে। এ কথার সামঞ্জস্য নাই। কেন না, বোধমাত্র সম্ভব হইলেও, নির্ণয় বিচারাধীন হইয়া থাকে। যদিও অর্থবোধ হয়; কিন্তু বিবাদস্থলের মীমাংসা করিতে বিচারের আবশ্যকতা হইয়া থাকে; অর্থ বুঝিলেই, তত্তৎ স্থলের মীমাংসা করা যায় না ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন, অক্ত শর্করা ইত্যাদি। এস্থলে, ঘৃতাক্ত, কি, তৈলাক্ত, এইরূপ অর্থনির্ণয় ব্যাকরণ, বা নিগম, অথবা নিরুক্ত দ্বারা অধিগত হয় না। বিচারশাস্ত্র দ্বারাই, ঘৃত সাক্ষাৎ তেজ, এইরূপ বাক্যশেষবশে অর্থনির্ণয় লব্ধ হয়। এই কারণে বিচারশাস্ত্রের বৈধত্ব সিদ্ধ। ৩০।

বেদ অধ্যয়ন করিয়া, স্নান করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্র গুরুকুলনিবৃত্তি-পর। ব্যবধানপ্রতিবন্ধকতা বশতঃ বাধিত হইয়া থাকে, এরূপ মনে করা যায় না। কেননা, স্নান করিয়া, ভোজন করে, ইত্যাদিবৎ পূর্ব্বাপরী-

পত্ত্যা অধ্যয়নসমাবর্ত্তনয়োর্নৈরন্তর্য্যাপ্রতিপত্তেঃ। তস্মাদ্বিধিসামর্থ্যাদেবাধিকরণসহস্রাত্মকং পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রমারম্ভণীয়ম্। ইদং চাধিকরণং শাস্ত্রেণোপোদ্ঘাতত্বেন সম্বধ্যতে॥ ৩১॥

তদাহ

চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং প্রচক্ষত ইতি॥ ৩২॥

ইদমেবাধিকরণং গুরুমতমনুসৃত্যোপন্যস্যতে। অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়ীতেত্যত্রাধ্যাপনং নিয়োগবিষয়ঃ প্রতিভাসতে নিয়োগশ্চ নিযোজ্যমপেক্ষতে। কশ্চাত্র নিযোজ্য ইতি চেদাচার্য্যকাম এব সম্মাননেত্যাদিনা পাণিন্যনুশাসনেনাচার্য্যকে গম্যমানে নয়তে-

---

ভাবের সমানকর্ত্তৃত্বমানেয় প্রতিপত্তি দ্বারা অধ্যয়ন ও সমাবর্ত্তন উভয়ের নৈরন্তর্য্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বিধিসামর্থ্যবশেই অধিকরণসহস্রযুক্ত পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয়। এই অধিকরণ, উপোদ্ঘাতত্ব বশতঃ শাস্ত্রের সহিত সর্ব্বথা সম্বদ্ধ॥ ৩১॥

তথাহি. বলিয়াছেন, প্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থ চিন্তার নাম উপোদ্ঘাত॥ ৩২॥

এই অধিকরণ গুরুমতের অনুসরণক্রমে উপন্যস্ত হইতেছে। অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণের উপনয়ন সমাধান ও তাহাকে অধ্যাপন করিবে। এস্থলে অধ্যাপন নিয়োগবিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। নিয়োগ নিযোজ্যের অপেক্ষা করে। কে এস্থলে নিযোজ্য, এই প্রশ্নের উত্তরে, পাণিনির

র্ধাতোরাত্মনেপদস্য বিধানাৎ উপনয়নে যো নিযোজ্যঃ স এবাধ্যাপনেঽপি তয়োরেকপ্রয়োগত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

অত এবোক্তং মনুনা মুনিনা
উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সাঙ্গঞ্চ সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষত ইতি ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চাচার্য্যকর্ত্তৃকমধ্যাপনং মাণবককর্ত্তৃকেণাধ্যয়নেন বিনা ন সিদ্ধ্যতীত্যধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত্যৈবাধ্যয়নানুষ্ঠানং সেৎস্যতি প্রযোজ্যব্যাপারমন্তরেণ প্রযোজকব্যাপারস্যানির্ব্বাহাৎ ॥ ৩৬ ॥

তর্হ্যধ্যেতব্য ইত্যস্য বিধিত্বং ন সিদ্ধ্যতি চেন্মা সৈৎসীৎ কা নো হানিঃ পৃথগধ্যয়নবিধেরভ্যুপগমে প্রয়ো-

---

অনুশাসন অনুসারে, আর্যে প্রাপ্ত হইলে, নীধাতুর উত্তর আত্মনে পদ বিধান করিয়া, যে ব্যক্তি উপনয়নে নিযোজ্য হইয়া থাকে, সেই অধ্যাপনেও নিযোজ্য। কেন না, উভয়ের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে। ৩৪ ॥

এইজন্যই মুনি মনু বলিয়াছেন, যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করিয়া, সাঙ্গ ও সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে ॥ ৩৫ ।

এই কারণে আচার্য্য কর্ত্তৃক অধ্যাপন, মাণবক কর্ত্তৃ অধ্যয়ন বিনা সিদ্ধ হয় না, এইরূপে অধ্যাপনবিধির প্রয়োগ দ্বারাই অধ্যয়নানুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু, প্রযোজ্য ব্যাপার ব্যতিরেকে প্রযোজক ব্যাপার নির্ব্বাহ হয়না ॥ ৩৬ ॥

এরূপ হইলে, অধ্যেতব্য, এই বাক্যের বিধিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। না হউক, তাহাতে আমাদের হানি কি? পৃথক্ অধ্যয়নবিধির অভ্যুপগম

জনাভাবাদ্বিধিত্বস্য নিত্যানুবাদত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। তস্মাদ-ধ্যয়নবিধিমুপজীব্য পূর্ব্বমুপন্যস্তৌ পূর্ব্বোত্তরপক্ষৌ প্রকারান্তরেণ দর্শনীয়ৌ বিচারশাস্ত্রমবৈধত্বেনানারব্ধব্য-মিতি পূর্ব্বপক্ষঃ বৈধত্বেনারব্ধব্যমিতি রাদ্ধান্তম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্র বৈধত্বং বদতা বদিতব্যং কিমধ্যাপনবিধির্মাণ-বকস্যার্থাববোধমপি প্রযুঙ্‌ক্তে কিম্বা পাঠমাত্রং, নাদ্যঃ-বিনাপ্যর্থাববোধেনাধ্যাপনসিদ্ধেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ পাঠমাত্রে বিচারস্য বিষয়প্রয়োজনয়োরসম্ভাবাদাপাততঃ প্রতিভাতঃ সন্দিগ্ধোঽর্থো বিচারশাস্ত্রবিষয়ো ভবতি। তথা সতি যত্রার্থাবগতিরেব নাস্তি তত্র সন্দেহস্য কা কথা বিচার-ফলস্য নির্ণয়স্য প্রত্যাশা দূরত এব ॥ ৩৮ ॥

হইলে, প্রয়োজকের অভাব বশতঃ, নিত্যানুবাদত্ব দ্বারাও বিধিত্বের উপপত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে অধ্যয়নবিধিকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বে যাহাদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ, প্রকারান্তরে প্রদর্শন করা হইতেছে। তন্মধ্যে, বিচারশাস্ত্র অবৈধত্ব দ্বারা অনারম্ভণীয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ এবং বৈধত্ব দ্বারা তাহা আরম্ভণীয়, ইহাই উত্তরপক্ষ ॥ ৩৭ ॥

ইহার মধ্যে, বৈধত্বনির্দ্দেশসময়ে বলিতে হইবে, অধ্যাপন বিধি দ্বারা মাণবকের অর্থাববোধ প্রয়োজিত, কিংবা পাঠমাত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে? প্রথম নহে। কেননা, অর্থাববোধ ব্যতিরেকে, অধ্যাপন সিদ্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ও নহে। কেননা, পাঠমাত্রে বিচারের বিষয় ও প্রয়োজন সম্ভবপর নহে। আপাততঃ প্রতিভাত, সন্দিগ্ধ অর্থ বিচারশাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে। তাহা হইলে, যেখানে অর্থবোধ না হয়, তথায় সন্দেহের কথা কি, বিচারফল নির্ণয়ের প্রত্যাশাও দূর হইয়া যায় ॥ ৩৮ ॥

তথাচ যদসন্দিগ্ধং প্রয়োজনং তৎ প্রেক্ষাবৎপ্রতিপিৎসাগোচরঃ সমনস্কেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টঃ স্পষ্টালোকমধ্যমধ্যাসীনো ঘট ইতি ন্যায়েন বিষয়প্রয়োজনয়োরসম্ভবেন বিচারশাস্ত্রমনারভ্যমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ অধ্যাপনবিধানার্থাববোধো মা প্রয়োজি তথাপি সাঙ্গবেদাধ্যায়িনো গৃহীতপদপদার্থসঙ্গতিকস্য পুরুষস্য পৌরুষেয়েষ্বিব প্রবন্ধেষু আম্নায়েঽপ্যর্থাববোধঃ প্রাপ্নোত্যেব ॥ ৩৯ ॥

নন্বু যথা বিষং ভুঙ্ক্ষেত্যত্র প্রতীয়মানোঽপ্যর্থো ন বিবক্ষ্যতে মাস্য গৃহে ভুঙ্‌থা ইতি ভোজনপ্রতিষেধস্য মাতৃবাক্যবিষয়ত্বাৎ তথাম্নায়ার্থস্যাবিবক্ষায়াং বিষয়াদ্যভাবদোষঃ প্রাচীনঃ প্রাদুষ্যাদিতি চেন্মৈবং বোচঃ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্ব্বৈষম্যসম্ভবাৎ বিষভোজনবাক্যস্যাপ্ত-

---

তথাচ, যাহা অসন্দিগ্ধ প্রয়োজন, তাহা বিদ্বান্ বর্গের প্রতিপাদনেচ্ছার বিষয়ীভূত, মনসহিত ইন্দ্রিয়গণের সন্নিকর্ষে অধিষ্ঠিত এবং স্পষ্ট আলোকমধ্যে অবস্থিত ঘটস্বরূপ, এই প্রকার ন্যায়ানুসারে, বিষয় ও প্রয়োজনের অসম্ভাবনা বশতঃ বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। অধ্যাপনবিধি দ্বারা অর্থাববোধ প্রয়োজিত না হউক; তথাপি, সাঙ্গ বেদের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, পদপদার্থসঙ্গতির জ্ঞান হইলে, পৌরুষেয় প্রবন্ধের ন্যায়, আম্নায়ের অর্থাববোধ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ।

যেমন বিষ ভোজন কর, এস্থলে ইহার গৃহে ভোজন করিও না, এইরূপ ভোজনপ্রতিষেধ মাতৃবাক্যের বিষয়ীভূত বলিয়া, প্রতীয়মান অর্থ বিবক্ষিত হয় না, সেইরূপ, বেদার্থের অবিবক্ষা ঘটিলে, বিষয়াদির অভাব

প্রণীতত্বেন মুখ্যার্থপরিগ্রহে বাধঃ স্যাদিতি বিবক্ষা নাশ্রীয়তে। অপৌরুষেয়ে তু বেদে প্রতীয়মানার্থঃ কুতো ন বিবক্ষ্যতে। বিবক্ষিতে চ বেদার্থে যত্র যত্র পুরুষস্য সন্দেহঃ স সর্ব্বোঽপি বিচারশাস্ত্রস্য বিষয়ো ভবিষ্যতি তন্নির্ণয়শ্চ প্রয়োজনং তস্মাদধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তেনাধ্যয়নেনাবগম্যমানস্যার্থস্য বিচারার্হত্বাদ্বিচারশাস্ত্রস্য বৈধত্বেন বিচারশাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি রাদ্ধান্তসংগ্রহঃ ॥ ৪০ ॥

স্যাদেতৎ বেদস্য কথমপৌরুষেয়ত্বমভিধীয়তে তৎপ্রতিপাদকপ্রমাণাভাবাৎ কথং মন্যেথাঃ অপৌরুষেয়াঃ বেদাঃ সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে সত্যস্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্বাদাত্ম-

দোষ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, এ কথা বলিতে পার না। কেনন, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয়ের বৈষম্য সম্ভব এবং বিষভোজনবাক্য আপ্তপ্রণীত, এই কারণে মুখ্যার্থ পরিগ্রহে বাধ ঘটিয়া থাকে, এইরূপ বিবক্ষা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। বেদ অপৌরুষেয়, তাহাতে প্রতীয়মান অর্থ কিহেতু বিবক্ষিত হইবে না? বিবক্ষিত অবস্থায় বেদার্থের যে যে স্থলে পুরুষের সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, তৎসমস্তই বিচারশাস্ত্রের বিষয় হইবে। তাহার নির্ণয় প্রয়োজন। সেইজন্য অধ্যাপনবিধি সহায়ে প্রয়োজিত অধ্যয়ন দ্বারা যে অর্থ অবগত হয়, তাহা সর্ব্বথা বিচারের যোগ্য বলিয়া, বিচারশাস্ত্রের বৈধত্ব ও তন্নিবন্ধন বিচারশাস্ত্র আরম্ভণীয় হইয়া থাকে, ইহাই উত্তর পক্ষ ॥ ৩৯ ॥

আচ্ছা, ইহা স্বীকার করা গেল। কিন্তু বেদ যে অপৌরুষেয়, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কেননা, তাহার প্রতিপাদক প্রমাণ নাই। সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ হইলে, অস্মর্য্যমাণ-কর্তৃকত্ব বশতঃ আত্মর ন্যায়, বেদ সমস্ত অপৌরুষেয়, ইহা কিরূপে মনে করিতেছ? বিশেষণের

বদিতি তদেতন্মন্দং বিশেষণাসিদ্ধেঃ পৌরুষেয়বেদবাদিভিঃ প্রলয়ে সম্প্রদায়বিচ্ছেদস্য কক্ষীকরণাৎ ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ কিমিদমস্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্বং নাম অপ্রতীয়মানকর্ত্তৃকত্বমস্মরণগোচরকর্ত্তৃকত্বং বা। ন প্রথমঃ কল্পঃ পরমেশ্বরস্য কর্ত্তুঃ প্রমিতেরভ্যুপগমাৎ ন দ্বিতীয়ঃ বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি কিমেকেনাস্মরণমভিপ্রেয়তে সর্ব্বৈর্ব্বা নাদ্যঃ যো ধর্ম্মশীলো জিতমানরোষ ইত্যাদিষু মুক্তকোক্তিষু ব্যভিচারাৎ ন দ্বিতীয়ঃ সর্ব্বাস্মরণস্য অসর্ব্বজ্ঞদুর্জ্ঞানত্বাৎ পৌরুষেয়ত্বে প্রমাণসম্ভবাচ্চ বেদবাক্যানি পৌরুষেয়াণি বাক্যত্বাৎ কালিদাসাদিবাক্যবৎ বেদবাক্যান্যাপ্তপ্রণীতানি প্রমাণত্বে সতি বাক্যত্বাৎ মন্বাদিবাক্যবদিতি ॥৪২॥

অসিদ্ধি বশতঃ ইহা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, পৌরুষেয়বেদবাদিরা প্রলয়সময়ে সম্প্রদায়বিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥৪১॥

পুনশ্চ, অস্মর্য্যমাণকর্ত্তৃকত্বশব্দে কর্ত্তার প্রতীতি নাই, অথবা কর্ত্তা স্মরণগোচর নহে, ইহাই কি অর্থ? প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে। কেননা, পরমেশ্বর কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য বিষয়। দ্বিতীয় পক্ষও প্রশস্ত নহে। কেননা, উহা বিকল্পের অতীত। তথাহি, একজনের কর্ত্তৃক, কি সকলের কর্ত্তৃক, অস্মরণ অভিপ্রেত হইতেছে? প্রথম পক্ষ বলা যায় না। কেননা, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মশীল, এবং মান ও রোষ জয় করিয়াছে, ইত্যাদি মুক্তিবাদে ব্যভিচার ঘটে। দ্বিতীয়ও হইতে পারে না। ইহার কারণ এই, যে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ নহে, সে কখন সকলের অস্মরণ অনুভব করিতে পারে না। বিশেষতঃ বেদ যে পৌরুষেয়, তাহার প্রমাণ আছে। কালিদাসাদির বাক্যের ন্যায়, বাক্যত্ব বশতঃ, বেদবাক্য

নন্নু বেদস্যাধ্যয়নং সর্ব্বং গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকম্।
বেদাধ্যয়নসামান্যাদধুনাধ্যয়নং যথা ॥ ৪৩ ॥

ইত্যনুমানং প্রতিসাধনং প্রগল্‌ভত ইতি চেত্তদপি ন প্রমাণকোটিং প্রবেষ্টুমীষ্টে।

ভারতাধ্যয়নং সর্ব্বং গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকম্।
ভারতাধ্যয়নত্বেন সাম্প্রতাধ্যয়নং যথেতি ॥ ৪৪ ॥

আভাসসমানযোগক্ষেমত্বাৎ। নন্নু তত্র ব্যাসঃ কর্ত্তেতি স্মর্য্যতে।

কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাৎ মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
ইত্যাদাবিতি চেত্তদসারম্।

সকল পৌরুষেয়। এবং প্রমাণ থাকাতে, মন্বাদি বাক্যের ন্যায়, বাক্যত্ব-বশতঃ বেদবাক্য সমস্ত আপ্তপ্রণীত ॥ ৪২ ॥

যদি বল, গুরুর মুখে শুনিয়াই, বেদের অধ্যয়ন হইয়া থাকে। যেমন তদনুসারেই অধুনা অধ্যয়ন প্রচলিত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

ইত্যাদি অনুমান প্রতিকূলে বলবৎ সাধনস্বরূপ। কিন্তু ইহা চূড়ান্ত প্রমাণ হইতে পারে না। কেননা, লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াই, ভারত অধ্যয়ন করিতে হয়। যেমন ইদানীং তদনু-সারে অধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ইত্যাদি বাক্যের সহিত উক্ত বাক্যের সামান্যতা প্রতিপত্তি হইয়া থাকে।

যদি বল, ব্যাস উক্ত ভারতের কর্ত্তা। কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আর কে মহাভারতের রচনা করিতে পারে ॥ ৪৫ ॥

ইত্যাদি বচনবলে উহা সর্ব্বথা অসার হইয়া উঠে।

ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ইতি ॥ ৪৬ ॥

পুরুষসূক্তে বেদস্য সকর্ত্তৃকতাপ্রতিপাদনাৎ। কিঞ্চানিত্যঃ শব্দঃ সামান্যবত্ত্বে সতি অস্মদাদিবাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বাদ্ঘটবৎ ॥ ৪৭ ॥

নন্বিদমনুমানং সএবায়ঙ্গকার ইতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণ-প্রতিহতমিতি চেৎ তদতিফল্গুলূনপুনর্জাতকেশদলিত-কুন্দাদাবিব প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ সামান্যবিষয়ত্বেন বাধকত্বা-ভাবাৎ ॥ ৪৮ ॥

নন্বশরীরস্য পরমেশ্বরস্য তাল্বাদিস্থানাভাবেন বর্ণো-চ্চারণাসম্ভবাৎ কথং তৎপ্রণীতত্বং বেদস্য স্যাদিতি চেন্ন

এক্ষণে কথা এই, ঋক্ হইতে সামের জন্ম হইয়াছে। ছন্দ সকল সেই সাম হইতে প্রাদুর্ভূত এবং তাহা হইতে যজুর আবির্ভাব হইয়াছে ॥৪৬

ইত্যাদি পুরুষসূক্তের অনুসারে বেদের সকর্ত্তৃকত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, সামান্যবত্তা থাকাতে, অনিত্যশব্দ, ঘটের ন্যায় অস্মদাদির বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

ইত্যাদি অনুমান, সেই এই গ, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণ দ্বারা প্রতিহত হয়। কিন্তু এ কথা কখন প্রমাণসহ হইতে পারে না। কেননা, কেশ ও কুন্দাদি ছিন্ন হইলে, পুনরায় উৎপন্ন হয়। তাহাতে যেমন প্রত্য-ভিজ্ঞার অবসর নাই, সেইরূপ, এখানেও প্রত্যভিজ্ঞার সামান্যবিষয়ত্ববশতঃ বাধকত্বের অভাব ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

যদি বল, ঈশ্বরের শরীর নাই। সুতরাং তালু প্রভৃতি স্থানের অভাববশতঃ বর্ণোচ্চারণ সম্ভব না হওয়াতে, বেদের প্রণয়ন কিরূপে ঘটিতে

তদুদ্রং স্বভাবতোঽশরীরস্যাপি তস্য ভক্তানুগ্রহার্থং লীলা-বিগ্রহগ্রহণসম্ভবাৎ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাদ্বেদস্যাপৌরুষেযত্ববাচো যুক্তির্ন যুক্তেতি চেৎ তত্র সমাধানমভিধীয়তে কিমিদং পৌরুষেয়ত্বং সিসাধয়িষিতং পুরুষাদুৎপন্নত্বমাত্রং যথা অস্মদাদিভিরহরহরুচ্চার্য্যমাণস্য বেদস্য প্রমাণান্তরেণার্থমুপলভ্য তৎপ্রকাশনায় রচিতত্বং বা যথা অস্মদাদিভিরেব নিবধ্যমানস্য প্রবন্ধস্য প্রথমে ন বিপ্রতিপত্তিঃ চরমে কিমনুমানবলাৎ তৎসাধনমাগমবলাদ্বা নাদ্যঃ মালতীমাধবাদিবাক্যেষু সব্যভিচারত্বাৎ ॥ ৫০ ॥

পারে? একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা, স্বভাবতঃ শরীরহীন হইলেও, তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবিতরণার্থ লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

এই কারণে, বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাক্য যুক্তিসঙ্গত নহে। এবিষয়ের সমাধান এই, এই পৌরুষেয়ত্বশব্দে পুরুষ হইতে উৎপন্নমাত্রত্ব। যেমন অস্মদাদিকর্ত্তৃক অহরহ উচ্চার্য্যমাণ বেদের উৎপত্তি হইয়া থাকে? না, প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থ উপলব্ধ করিয়া, তাহার প্রকাশার্থ রচনা করা হইয়াছে, যেমন অস্মদাদি প্রবন্ধের নিবন্ধ করিয়া থাকি, ইহাই কি পৌরুষেয়ত্ব শব্দের অর্থ? প্রথম বলিলে, কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি হয় না। দ্বিতীয়পক্ষ স্বীকার করিলে, ইহাই জিজ্ঞাস্য, অনুমানবলে অথবা আগমবলে উহার সাধন করা হইয়াছে? অনুমানবল বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে, মালতীমাধবাদিবাক্যে ব্যভিচার ঘটে ॥ ৫০ ॥

অথ প্রমাণত্বে সতীতি বিশিষ্যত ইতি চেত্তদপি ন বিপশ্চিতো মনসি বৈশদ্যমাপদ্যতে প্রমাণান্তরাগোচরার্থপ্রতিপাদকং হি বাক্যং বেদবাক্যং তৎপ্রমাণান্তরাগোচরার্থপ্রতিপাদকমিতি সাধ্যমানে মম মাতা বন্ধ্যেতিবৎ ব্যাঘাতাপাতাৎ ॥ ৫১ ॥

কিঞ্চ পরমেশ্বরস্য লীলাবিগ্রহপরিগ্রহাভ্যুপগমেঽপ্যতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনং ন সঙ্গাঘটীতি দেশকালস্বভাববিপ্রকৃষ্টার্থগ্রহণোপায়াভাবাৎ ॥ ৫২ ॥

ন চ তচ্চক্ষুরাদিকমেব তাদৃক্‌প্রতীতিজননক্ষমমিতি মন্তব্যং দৃষ্টানুসারেণৈব কল্পনায়া আশ্রয়ণীয়ত্বাৎ ॥৫৩॥

তদুক্তং গুরুভিঃ সর্ব্বজ্ঞনিরাকরণবেলায়াম্

যত্রাপ্যতিশয়ো দৃষ্টঃ স স্বার্থানতিলঙ্ঘনাৎ।
দূরসূক্ষ্মাদিদৃষ্টৌ স্যান্ন রূপে শ্রোত্রবৃত্তিতেতি ॥ ৫৪ ॥

প্রমাণ আছে, বলিলেও, পণ্ডিতগণের মনে বৈশদ্যপ্রাপ্তি হইবে না। কেনন, যাহার প্রমাণান্তর নাই, তাদৃশ অর্থপ্রতিপাদক বাক্যই বেদবাক্য। সুতরাং, প্রমাণ আছে, বলিলে, আমার মাতা বন্ধ্যা, ইত্যাদিবৎ ব্যাঘাত আপতিত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

পুনশ্চ, পরমেশ্বরের লীলাবিগ্রহপরিগ্রহ স্বীকার করিলেও, অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শন সিদ্ধ হয় না। দেশ, কাল ও স্বভাবের বিপ্রকৃষ্ট বিষয় গ্রহণের উপায়াভাবই ইহার হেতু ॥ ৫২ ॥

আবার, চক্ষুরাদিও তাদৃক্ অর্থের প্রতীতিসাধনে সক্ষম নহে। কেননা; দৃষ্টানুসারেই কল্পনার আবিষ্কার হইয়া থাকে ॥ ৫৩॥

গুরুগণ সর্ব্বজ্ঞনিরাকরণবেলায় ইহা বলিয়াছেন। যথা, যে যে

অতএব নাগমবলাত্তৎসাধনং তেন প্রোক্তমিতিপা-ণিন্যনুশাসনে জাগ্রত্যপি কাঠককালাপতৈত্তিরীয়ামত্যাদি-সমাখ্যা। অধ্যয়নসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকবিষয়ত্বেনোপপদ্যতে তদ্বদদ্যাপি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকবিষয়ত্বেনাপ্যুপপদ্যতে ন চানু-মানবলাচ্ছব্দস্যানিত্যত্বসিদ্ধিঃ প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥৫৫॥

ন চাসত্যপ্যেকত্বে সামান্যনিবন্ধনং তদিতি সাংপ্রতং সামান্যনিবন্ধনত্বমস্য বলবদ্‌বাধকোপনিপাতাদাস্থীয়তে।

স্থলে অতিশয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায়, তদাদিতদন্তক্রমে দর্শন করা যায়, সে সে স্থলে লোকসিদ্ধ পদার্থের কোনপ্রকার ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম সম্ভবিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন, দূর ও সূক্ষ্মাদি বিষয় দৃষ্টিগোচর হইলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি তাহাতে কোনরূপে প্রযোজিত হয় না॥ ৫৪ ॥

এই কারণে আগমবলেও বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ বা প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। কেবনা, উহা একপ্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা। তথাহি পাণিনির প্রোক্ত অনুশাসনে, তৎকর্ত্তৃক প্রোক্ত, ইত্যাদি সূত্রানুসারে কাঠক অর্থাৎ কঠককর্ত্তৃক কথিত, কালাপ অর্থাৎ কলাপ-কর্ত্তৃক প্রোক্ত এবং তৈত্তিরিয় অর্থাৎ তিত্তির কর্ত্তৃক কথিত, ইত্যাদি সমাখ্যা জাগৃত রহিয়াছে। তৎসমস্ত অধ্যয়নসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকবিষয়ত্ব দ্বারা উপপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ, এই বেদও অধ্যয়নসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকবিষয়ত্ব দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে। অনুমানবলে শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করাও সম্ভব নহে। কেননা, তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধ ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

শব্দ অনিত্য হইলে, গকারাদিবর্ণ নানাপ্রকার হইতে পারে। এক গকার বিনষ্ট হইলে, তাহার সজাতীয় দ্বিতীয় গকার আশ্রয় করিয়া, সেই এই গকার, এইপ্রকার জ্ঞান অবশ্যই হইবে। অতএব প্রস্তাবিত

ক্বচিদ্ব্যভিচারদর্শনাদ্বা তত্র ক্বচিদ্ব্যভিচারদর্শনে তদুৎ-প্রেক্ষায়ামুক্তং স্বতঃ প্রামাণ্যবাদিভিঃ ॥ ৫৬ ॥

উৎপ্রেক্ষেত হি যো মোহাদজ্ঞাতমপি বাধনম্।
স সর্ব্বব্যবহারেষু সংশয়াত্মা বিনশ্যতীতি ॥ ৫৭ ॥

নন্বিদং প্রত্যভিজ্ঞানং গত্বাদিজাতিবিষয়ং ন গাদি-ব্যক্তিবিষয়ং তাসাং প্রতিপুরুষং ভেদোপলম্ভাদন্যথা সোমশর্ম্মাধীতে ইতি বিভাগো ন স্যাদিতি চেত্তদপি শোভাং ন বিভর্ত্তি গাদিব্যক্তিভেদে প্রমাণাভাবেন গত্বাদিজাতিবিষয়কল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৫৮ ॥

স্থলে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। ইহা হইতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞানের ঐরূপ সজাতীয় অবলম্বন বলবৎ বাধক হইলে, আশ্রয় করা যায়। এবং যদি কোনস্থলে, গকারাদিবর্ণের নিত্যত্বব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ সাজাত্য অবলম্বন করা যাইতে পারে। এবিষয়ে কোথাও ব্যভিচার-দর্শন হইলে, প্রামাণ্যবাদীগণ সাজাত্যকল্পনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

যেব্যক্তি মোহবশতঃ অজ্ঞাত বাধনেরও কল্পনা করে, সর্ব্ববিধ বিষয়েই তাহার মন সন্দিগ্ধ হওয়াতে, তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। অর্থাৎ, তাহা দ্বারা কোন বিষয়েরই কোনপ্রকার নির্ণয় বা মীমাংসা হয় না ॥ ৫৭ ॥

যদি বল, এই প্রত্যভিজ্ঞান গত্বাদিজাতিবিষয়ক, গাদিব্যক্তিবিষয়ক নহে। ইহার কারণ এই, প্রতি পুরুষেই তাহাদের ভেদোপলব্ধি হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, সোমশর্ম্মা অধ্যয়ন করিতেছে, এইরূপ বিভাগ হইত না।

ইহার উত্তর এই, এ কথাও কোনমতেই শোভা পায় না। কেননা গাদিব্যক্তিভেদে প্রমাণ নাই। গত্বাদি-জাতিবিষয়-কল্পনাতেও প্রমাণাভাব লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

যথা গত্বমজানত একমেব ভিন্নদেশপরিমাণসংস্থান-ব্যক্ত্যুপধানবশাৎ ভিন্নদেশমিবাকল্পমিব মহদিব দীর্ঘমিব বামনমিব প্রথতে তথা গব্যক্তিমজানত একোপি ব্যঞ্জক-ভেদাৎ তত্তদ্ধর্ম্মানুবন্ধিনী প্রতিভাসতে। এতেন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাধ্যাসাৎ ভেদপ্রতিভাস ইতি প্রত্যুক্তম্ ॥ ৫৯ ॥

তত্র কিং স্বাভাবিকো বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসো ভেদ-সাধিকত্বেনাভিমতঃ প্রাতীতিকো বা। প্রথমে অসিদ্ধিঃ অপরথা স্বাভাবিকভেদাভ্যুপগমে দশগকারানুদচারয়চ্চৈত্র ইতি প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ নতু দশকৃত্বো গকার ইতি। দ্বিতীয়ে তু ন স্বাভাবিকভেদসিদ্ধিঃ ন হি পরোপাধিভেদেন

যেমন, গত্ব না জানিলে, এক পদার্থকেই ভিন্ন দেশ, পরিমাণ, সংস্থান ব্যক্তি ও উপাধানবশে ভিন্ন দেশের ন্যায়, আকল্পের ন্যায়, মহতের ন্যায়, দীর্ঘের ন্যায়, বামনের ন্যায়, বোধ হইয়া থাকে; সেইরূপ গেব্যক্তি অবগত না থাকিলেও, এককেও ব্যঞ্জকভেদে তত্তৎ ধর্ম্মের অনুবন্ধী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাসবশতঃ যে ভেদ প্রতিভাত হইয়া থাকে, উল্লিখিত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহা অপবাহিত হইল ॥ ৫৯ ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ভেদসাধনের হেতু বলিয়া অভিমত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস কি স্বভাবসিদ্ধ, না প্রাতীতিক অর্থাৎ প্রতীতিবলেই উপলব্ধ হইয়া থাকে ?

ইহার উত্তর এই, প্রথম অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করিলে, চৈত্র দশ গকার উচ্চারণ করিলেন, এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; দশবার গকার উচ্চারণ করিলেন, এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না।

দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রাতীতিক বলিলে, স্বাভাবিক ভেদসিদ্ধির অস-

স্বাভাবিকমৈক্যং বিহন্যতে। মাভূৎ নভসোঽপি কুম্ভা-দ্যুপাধিভেদাৎ স্বাভাবিকো ভেদস্তত্র ব্যাবৃতব্যবহারো নাদনিদানং ॥ ৬০ ॥

তদুক্তমাচার্য্যৈঃ

প্রয়োজনন্তু যজ্জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লপ্স্যতে।
ব্যক্তিলভ্যন্তু নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্বৃথেতি ॥ ৬১ ॥

তথা চ

প্রত্যভিজ্ঞা যদা শব্দে জাগর্ত্তি নিরবগ্রহা।
অনিত্যত্বানুমানানি সৈব সর্ব্বাণি বাধতে ॥ ৬২ ॥

এতেনেদমপাস্তম্। যদবাদি বাগীশ্বরেণ মানমনোহরে অনিত্যঃ শব্দঃ ইন্দ্রিয়বিশেষগুণত্বাচ্চক্ষুরূপবদিতি। শব্দদ্রব্যত্ববাদিনাং প্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ ধ্বন্যংশে সিদ্ধসাধনত্বাচ্চ অশ্রাবণত্বোপাধিবাধিতাচ্চ ॥ ৬৩ ॥

স্তাব হইয়া উঠে। কেননা, পরের উপাধিভেদ দ্বারা স্বাভাবিক একতার কখন হানি হইতে পারে না। কুম্ভাদিরূপ উপাধিভেদে আকাশের স্বাভাবিক ভেদ সম্ভব নহে ॥ ৬০ ॥

আচার্য্যেরা বলিয়াছেন, জাতির যে প্রয়োজন, তাহা বর্ণ দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকে। আর, নাদ দ্বারাই ব্যক্তিলভ্যত্ব সিদ্ধ হয়। এই কারণে গত্বাদিবুদ্ধি বৃথা হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্বদা শব্দে অব্যাঘাতে জাগরূক রহিয়াছে। উহা দ্বারাই যাবতীয় অনিত্যানুমান ব্যাহত হইয়া থাকে ॥৬২॥

মানমনোহরে বাগীশ্বর যে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়বিশেষের গুণ বলিয়া, শব্দ, চক্ষুরূপের ন্যায়, অনিত্য, ইহা দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল ॥ ৬৩ ॥

উদয়নস্তু আশ্রয়াপ্রত্যক্ষত্বেঽপ্যভাবস্য প্রত্যক্ষতাং মহতা প্রবন্ধেন প্রতিপাদয়ন্ নিবৃত্তঃ কোলাহলঃ উৎপন্নঃ শব্দ ইতি ব্যবহারাচরণে কারণং প্রত্যক্ষং শব্দানিত্যত্বে প্রমাণয়তি স্ম ॥ ৬৪ ॥

সোঽপি বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গস্য ঔপাধিকত্বোপপাদন-ন্যায়েন দত্তরক্তবলিনেব তালঃ সমাপো হি। নিত্যত্বে সর্ব্বদোষলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গো যো ন্যায়ভূষণকারোক্তঃ সোঽপি ধ্বনিসংস্কৃতস্যোপলম্ভাভ্যুপগমাৎ প্রতিক্ষিপ্তঃ ॥৬৫॥

যত্তু যুগপদিন্দ্রিয়সম্বন্ধিত্বেন প্রতিনিয়তসংস্কারক-সংস্কার্য্যভাবানুমানং তদাত্মন্যনৈকান্তিকমসতি কলকলে ততশ্চ বেদস্যাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তশঙ্কাকলঙ্কাঙ্কুর-

---

উদয়নাচার্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, আশ্রয় অপ্রত্যক্ষ হইলেও, অভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্যবহারাচরণে প্রত্যক্ষকে শব্দের অনিত্যত্বে তিনি সপ্রমাণিত করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

রক্তবলি প্রদান করিলে, তাল অর্থাৎ পিশাচবিশেষ যেমন নিরস্ত হয়, উহাও সেইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মসংসর্গের ঔপাধিকত্বসম্পাদনন্যায়ানুসারে খণ্ডিত হইয়া থাকে। ন্যায়ভূষণকার বলিয়াছেন, নিত্যত্ব অবস্থায় সর্ব্বদা উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির প্রসক্তি হয়। এই মতবাদও ধ্বনিসংস্কৃতের উপলব্ধিস্বীকার দ্বারা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

যুগপৎ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিত্বপ্রযুক্ত প্রতিনিয়ত যে সংস্কারক ও সংস্কার্য্যভাবের অনুমান হয়, তাহা, কলকলের অসদ্ভাবে আত্মাতে ঐকান্তিকতা প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে বেদের অপৌরুষেয়তা দ্বারা সমস্ত শঙ্কারূপ

ত্বেন স্বতঃসিদ্ধং ধর্ম্মে প্রামাণ্যমিতি সুস্থিতম্। স্যাদেতৎ

প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ।
প্রথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যং বেদবাদিনঃ ॥ ৬৬ ॥
নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ।
প্রমাণত্বং স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতামিতি ॥ ৬৭ ॥

বাদিবিবাদদর্শনাৎ কথংকারং স্বতঃসিদ্ধং ধর্ম্মপ্রামাণ্যমিতি সিদ্ধবৎকৃত্য স্বীক্রিয়তে। কিঞ্চ কিমিদং স্বতঃপ্রামাণ্যং নাম কিং স্বত এব প্রামাণ্যস্য জন্ম। আহোস্বিৎ স্বাশ্রয়জ্ঞানজন্যত্বং। কিমুত স্বাশ্রয়জ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বম্। উতাহো জ্ঞানসামগ্রীজন্যজ্ঞানবিশেষাশ্রিতত্বম্। কিংবা জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজন্যজ্ঞানবিশেষাশ্রিত-

---

কলঙ্কাঙ্কুর নিরস্ত হওয়াতে, ধর্ম্ম যে স্বতঃসিদ্ধ-প্রামাণ্যবিশিষ্ট, তাহা স্থিরীকৃত হইল।

আচ্ছা, ইহা স্বীকার করা গেল। কিন্তু সাংখ্যেরা স্বতঃ প্রমাণত্ব ও অপ্রমাণত্ব আশ্রয় করিয়া থাকেন। বেদবাদিরা প্রথম ও পরতঃ প্রামাণ্য নির্দ্দেশ করেন ॥ ৬৬ ॥

নৈয়ায়িকেরা পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। সৌগতেরা স্বতঃ চরম প্রামাণ্য নির্দ্দেশ করেন ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে বাদিগণের বিবাদ দৃষ্ট হওয়াতে, কিরূপে স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম-প্রামাণ্য সিদ্ধবৎ করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? অপিচ, স্বতঃ-প্রামাণ্যের অর্থ কি? স্বতঃই কি প্রামাণ্যের জন্ম হইয়া থাকে? অথবা, স্বাশ্রয়জ্ঞান হইতেই উহার জন্ম হয়? কিম্বা স্বাশ্রয়জ্ঞানসামগ্রীই উহার উদ্ভবক্ষেত্র? অথবা জ্ঞানসামগ্রীজন্য জ্ঞানবিশেষই উহার

ত্বম্। তত্রাদ্যঃ সাবদ্যঃ কার্য্যকারণভাবস্য ভেদসমানাধিকরণত্বে নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ নাপি দ্বিতীয়ঃ গুণস্য সতো জ্ঞানস্য প্রামাণ্যং প্রতি সমবায়িকারণতয়া দ্রব্যত্বাপাতাৎ নাপি তৃতীয়ঃ প্রামাণ্যস্যোপাধিত্বে জাতিত্বে বা জন্মাযোগাৎ স্মৃতিত্বানধিকরণস্য জ্ঞানস্য বাধাত্যন্তাভাবঃ প্রামাণ্যোপাধিঃ ন চ তস্যোৎপত্তিসম্ভবঃ অত্যন্তাভাবস্য নিত্যত্বাভ্যুপগমাদতএব ন জাতেরপি জনির্যুজ্যতে নাপি চতুর্থঃ জ্ঞানবিশেষো হ্যপ্রমাবিশেষসামগ্র্যাঞ্চ সামান্যসামগ্র্যা অনুপ্রবিশতি শিংশপাসামগ্র্যামিব বৃক্ষসামগ্রী অপরথা

আশ্রয়স্থান? কিম্বা জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজন্য জ্ঞানবিশেষেরই আশ্রয়ে উহা প্রতিষ্ঠিত আছে?

তন্মধ্যে আদ্য পক্ষ স্বীকার করিলে, উহাতে দোষ জন্মিয়া থাকে। কেননা, কার্য্যকারণভাবের ভেদসমানাধিকরণত্ব প্রযুক্ত একে উহার সম্ভব হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না। ইহার কারণ এই, জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতি সমবায়িকারণতাবশতঃ গুণের দ্রব্যত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় পক্ষও অবলম্বনীয় হইতে পারে না। যেহেতু, প্রামাণ্যের উপাধিত্ব অথবা জাতিত্ব কোন পক্ষেই জন্মসংযোগ নাই। স্মৃতিত্বের অধিকরণ জ্ঞানের বাধাত্যন্তাভাবকেই প্রামাণ্যোপাধি বলিয়া থাকে। তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে। কেননা, অত্যন্তাভাবের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব জাতিরও জনি বা জন্ম কথন সঙ্গত হইতে পারে না।

চতুর্থ পক্ষও নির্দ্দোষ নহে। কেননা, শিশংপাসামগ্রীতে বৃক্ষসামগ্রীর ন্যায়, বিশেষসামগ্রীতে সামান্যসামগ্রী অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অন্যথা

তস্যাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গেস্তস্মাৎ পরতস্ত্বেন স্বীকৃতাপ্রামাণ্যং বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যাশ্রিতমিত্যতিব্যাপ্তিরাপদ্যেত ॥ ৬৮ ॥

পঞ্চমবিকল্পং বিকল্পয়ামঃ কিং দোষাভাবসহকৃতজ্ঞান-সামগ্রীজন্যত্বমেব জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজন্যত্বং কিং দোষাভাব-সহকৃতজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বং। নাদ্যঃ দোষাভাবসহকৃতজ্ঞান-সামগ্রীজন্যত্বমেব পরতঃ প্রামাণ্যমিতি পরতঃ প্রামাণ্য-বাদিভিরঙ্গীকরণাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ দোষাভাবসহকৃত-ত্বেন সামগ্র্যাং সহকৃতত্বে সিদ্ধে অনন্যথাসিদ্ধান্বয়ব্যতি-রেকসিদ্ধতয়া দোষাভাবস্য কারণতায়া বজ্রলেপায়মানত্বাৎ অভাবঃ কারণমেব ন ভবতীতি চেত্তদা বক্তব্যং অভাবস্য

তাহার আকস্মিকত্বপ্রসক্তি হয়। অতএব পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, উহা বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যাশ্রিত হইয়া উঠে। উহাতে অতিব্যাপ্তিদোষ আপতিত হয় ॥ ৬৮ ॥

অধুনা, পঞ্চম বিকল্পের বিকল্পনা করা যাইতেছে। দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বকেই কি জ্ঞানসামগ্রীমাত্রজন্যত্ব বলিয়া থাকে, অথবা কি দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বই নির্দ্দেশ করে?

প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, পরতঃ-প্রামাণ্য-বাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন, দোষাভাবসহকৃত জ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বই পরতঃ প্রামাণ্য।

দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার্য্য হইতে পারে না। ইহার কারণ এই, দোষাভাব-সহকৃতত্ব দ্বারা সামগ্রীতে সহকৃতত্ব সিদ্ধ হইলে, অনন্যথাসিদ্ধ অন্বয় ও ব্যতিরেকের সিদ্ধতা সম্পন্ন হয়। তন্নিবন্ধন দোষাভাবের কারণতা সাক্ষাৎ বজ্রলেপ হইয়া উঠে। সুতরাং, অভাব কারণ হইতে পারে না। যদি এইরূপ

কার্য্যত্বমস্তি ন বা যদি নাস্তি তদা পটপ্রধ্বংসানুপপত্ত্যা নিত্যতাপ্রসঙ্গঃ অথাস্তি কিমপরাদ্ধং কারণত্বেনেতি সেয়মুভয়তঃ পাশারজ্জুঃ ॥ ৬৯ ॥

তদুদিতমুদয়নেন

ভাবো যথা তথাভাবঃ কারণং কার্য্যবন্মত ইতি ॥ ৭০ ॥

তথাচ প্রয়োগঃ বিমতা প্রমা জ্ঞানহেত্বতিরিক্তহেত্বধীনা কার্য্যত্বে সতি তদ্বিশেষত্বাৎ অপ্রমাবৎ পরতো জ্ঞায়তে অনভ্যাসদশায়াং সাংশয়িকত্বাৎ অপ্রামাণ্যবৎ তস্মাদুৎপত্তৌ জ্ঞপ্তৌ চ পরতন্ত্রে প্রমাণসম্ভবাৎ স্বতঃসিদ্ধং প্রামাণ্যমিত্যেতৎ পূতিকুষ্মাণ্ডায়তে ইতি চেৎ তদেতদাকাশমুষ্টিহননায়তে ॥ ৭১ ॥

হয়, তাহা হইলে, এইরূপ বলিতে পারা যায়, অভাবের কার্য্যত্ব আছে, অথবা কার্য্যত্ব নাই। যদি কার্য্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে, পটপ্রধ্বংসের অনুপপত্তির দ্বারা নিত্যতাপ্রসক্তি হইয়া উঠে। আর, যদি কার্য্যত্ব থাকে, তাহা হইলে কারণত্ব কি অপরাধ করিল? এইরূপে উভয়তই পাশারজ্জু হইয়া উঠে॥ ৬৯ ॥

উদয়নও বলিয়াছেন, ভাব, অভাবের ন্যায় এবং কারণ, কার্য্যের ন্যায়, পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ৭০ ॥

তথাচ প্রয়োগ যথা, বিমতা প্রমা জ্ঞানহেতুর অতিরিক্ত হেতুর অধীন। কার্য্যত্ব অবস্থায় তদ্বিশেষত্ববশতঃ অপ্রমার ন্যায়, পরতঃ তাহার জ্ঞান হয়। অনভ্যাসদশায় সাংশয়িকত্ববশতঃ অপ্রামাণ্যের ন্যায়, প্রতীত হইয়া থাকে। এই কারণে, উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয় অবস্থাতে পরতন্ত্রবিষয়ে প্রমাণ সম্ভব প্রযুক্ত, প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে। এ কথা পূতিকুষ্মাণ্ডবৎ কোন কার্য্যকর নহে॥ ৭১ ॥

বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সতি তদতিরিক্তহেত্বজন্যত্বং প্রমায়াঃ স্বতন্ত্বমিতি নিরুক্তিসম্ভবাৎ। অস্তি চাত্রানুমানং বিমতা প্রমা বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্বে সতি তদতিরিক্তজন্যা ন ভবতি অপ্রমাত্বানধিকরণত্বাৎ ঘটাদিবৎ ন চৌদয়নমনুমানং পরতন্ত্বসাধকমিতি শঙ্কনীয়ং প্রমা দোষব্যতিরিক্তজ্ঞানহেত্বতিরিক্তজন্যা ন ভবতি জ্ঞানত্বাদপ্রমাবদিতি প্রতিসাধনগ্রহগ্রস্তত্বাৎ জ্ঞানসামগ্রীমাত্রাদেব প্রমোৎপত্তিসম্ভবে তদতিরিক্তস্য গুণস্য দোষাভাবস্য বা কারণত্বকল্পনায়াং কল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাচ্চ ॥ ৭২ ॥

ননু দোষস্যাপ্রমাহেতুত্বেন তদভাবস্য প্রমাং প্রতি হেতুত্বং দুর্নিবারমিতি চেৎ ন দোষাভাবস্যাপ্রমাপ্রতিবন্ধকত্বেনান্যথাসিদ্ধত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্ব অবস্থায় তদতিরিক্ত হেতু হইতে অজন্যত্বই প্রমার স্বতস্ত্ব, এইরূপ নিরুক্তিসম্ভবপ্রযুক্ত, ঐরূপ বলা যায়। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, বিমতা প্রমা বিজ্ঞানসামগ্রীজন্যত্ব অবস্থায় তদতিরিক্তজন্য হইতে পারে না। কেননা, ঘটাদির ন্যায়, উহাতে অপ্রমাত্বের অধিকার নাই। আর, উদয়নের অনুমান পরতন্ত্বসাধক, এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। প্রমা কখন দোষব্যতিরিক্ত জ্ঞানহেতুর অতিরিক্তজন্য নহে। জ্ঞানসামগ্রীমাত্র হইতে প্রমোৎপত্তি সম্ভব হইলে, তদতিরিক্ত গুণের অথবা দোষাভাবের কারণত্বকল্পনায় কল্পনাগৌরবের প্রসক্তি হইয়া উঠে ॥৭২॥

যদি বল, দোষ অপ্রমার হেতু। তন্নিবন্ধন, তদভাব প্রমার প্রতি কারণ হইয়া থাকে। এই কারণত্ব সর্ব্বথা দুর্নিবার। ইহার উত্তর, অপ্রমার প্রতিবন্ধকত্বপ্রযুক্ত, দোষাভাবের অন্যথাসিদ্ধত্বসম্ভাবনা নাই ॥ ৭৩ ॥

তস্মাদ্‌গুণেভ্যো দোষাণামভাবস্তদভাবতঃ।
অপ্রামাণ্যদ্বয়াসত্ত্বং তেনোৎসর্গো নয়োদিত ইতি ॥

তথা প্রমাজ্ঞপ্তিরপি জ্ঞানজ্ঞাপকসামগ্রীতঃ এব জায়তে। ন চ সংশয়ানুদয়প্রসঙ্গো বাধক ইতি যুক্তং বক্তুং সত্যপি প্রতিভাসপুষ্কলকারণে প্রতিবন্ধকদোষাদিসমবধানাৎ তদুপপত্তেঃ ॥ ৭৪ ॥

কিঞ্চ তাবকমনুমানং স্বতঃ প্রমাণং ন বা আদ্যে অনৈকান্তিকতা দ্বিতীয়ে তস্যাপি পরতঃ প্রামাণ্যমেবং তস্য তস্যাপীত্যনবস্থা দুরবস্থা স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

যদত্র কুসুমাঞ্জলাবুদয়নেন ঝটিতি প্রচুরপ্রবৃত্তেঃ প্রামাণ্যনিশ্চয়াধীনত্বাভাবমাপাদয়তা প্রণ্যগাদি প্রবৃত্তিৰ্হীচ্ছামপেক্ষতে তৎপ্রাচুর্য্যে চেচ্ছাপ্রাচুর্য্যম্‌। ইচ্ছা চেষ্ট-

---

প্রমাজ্ঞপ্তিও জ্ঞানজ্ঞাপকসামগ্রী হইতেই সমুদ্ভূত হয়। সংশয়ের অনুদয়প্রসঙ্গ বাধক হইয়া থাকে, এরূপ বাক্য যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কেননা, স্পষ্ট প্রতীয়মান কারণ সত্ত্বেও, প্রতিবন্ধক দোষাদির সমবধানপ্রযুক্ত তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

পুনশ্চ, তোমার অনুমান স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে কি না? স্বতঃপ্রমাণ হইলে, অনৈকান্তিকতা দোষ আপতিত হয়। আর, স্বতঃপ্রমাণ না হইলে, তাহার পরও প্রামাণ্য আছে। এইরূপে তাহার পর, আবার, তাহার পরও প্রামাণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই, অনবস্থা দুরবস্থা সংঘটিত হয় ॥৭৫॥

কুসুমাঞ্জলিতে উদয়নাচার্য্য ঝটিতি প্রচুর প্রবৃত্তির প্রামাণ্য-নিশ্চয়াধীনতার অভাব আপাদন করত বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি ইচ্ছার অপেক্ষা করে। তাহার প্রাচুর্য্যে ইচ্ছার প্রাচুর্য্য। ইচ্ছা আবার ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অধীন।

সাধনতাজ্ঞানং তচ্চেষ্টজাতীয়ত্বলিঙ্গানুভবং সোঽপীন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষং প্রামাণ্যগ্রহণস্তু ন কচিদুপযুজ্যত ইতি তদপি তস্করস্য পুরস্তাৎ কক্ষে সুবর্ণমুপেত্য সর্ব্বাঙ্গোদ্ঘাটনমিব প্রতিভাতি। অতঃ সমীহিতসাধনজ্ঞানমেব প্রমাণতয়াবগম্যমানমিচ্ছাং জনয়তীত্যত্রৈব স্ফুট এব প্রামাণ্যগ্রহণস্যোপযোগঃ॥ ৭৬॥

কিঞ্চ কচিদপি চেন্নির্বিচিকিৎসা প্রবৃত্তিঃ সংশয়াদুপপদ্যেত তর্হি সর্ব্বত্র তথাভাবসম্ভবাৎ প্রামাণ্যনিশ্চয়ো নিরর্থকঃ স্যাৎ অনিশ্চিতস্য সত্ত্বমেব দুর্লভমিতি প্রামাণ্যং দত্তজলাঞ্জলিকং ভবেৎ। ইত্যলমতিপ্রপঞ্চেন॥ ৭৭॥

ইষ্টসাধনতাজ্ঞান আবার ইষ্টজাতীয়ত্ব-লিঙ্গানুভব-সাপেক্ষ। সেই লিঙ্গানুভব আবার ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের অপেক্ষা করে। প্রামাণ্যগ্রহণের কুত্রাপি উপযোগিতা নাই। উদয়নের এই মতবাদ তস্করের সম্মুখে কক্ষে সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গোদ্ঘাটনের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে।

অতএব সমীহিত সাধনজ্ঞানই প্রমাণতা দ্বারা অবগম্যমান হইয়া, ইচ্ছা সমুৎপাদন করে, ইহাই এস্থলে স্পষ্টতঃ প্রামাণ্যগ্রহণের উপযোগিতা রূপে লক্ষিত হয়॥ ৭৬॥

কিঞ্চ, কোথাও যদি নির্বিচিকিৎসা প্রবৃত্তি সংশয় হইতে উপপন্ন হয়, তাহা হইলে, সর্ব্বত্র তথাভাব সম্ভাবিত হওয়াতে, প্রামাণ্যনিশ্চয় নিরর্থক হইয়া থাকে। অনিশ্চিতের সত্ত্ব সর্ব্বথা দুর্লভ। তাহা হইলে, প্রামাণ্য দত্তজলাঞ্জলিক হইয়া উঠে। অতিবিস্তারে আর প্রয়োজন নাই॥ ৭৭॥

যস্মাদুক্তং

তস্মাৎ সদ্বোধকত্বেন প্রাপ্তা বুদ্ধেঃ প্রমাণতা।
অর্থান্যথাত্বহেতুত্থদোষজ্ঞানাদপোদ্যত ইতি ॥ ৭৮ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মে স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবে জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি বিধ্যর্থবাদমন্ত্রনামধেয়াত্মকে বেদে যজেতেত্যত্র তপ্রত্যয়ঃ প্রকৃত্যর্থোপরক্তাং ভাবনামভিধত্ত ইতি সিদ্ধে ব্যুৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতামভিহিতান্বয়বাদিনাং ভট্টাচার্য্যাণাং সিদ্ধান্তো যাগবিষয়ো নিয়োগ ইতি কার্য্যে ব্যুৎপত্তিমনুসরতামন্বিতাভিধানবাদিনাং প্রভাকরগুরূণাং সিদ্ধান্ত ইতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ৭৯ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে জৈমিনিদর্শনম্।

যেহেতু, বলিয়াছেন,

সেই কারণে সদ্‌বোধকতাপ্রযুক্ত বুদ্ধির প্রমাণতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

অতএব, ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণভাব হওয়াতে, স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম দ্বারা যজন করিবে, ইত্যাদি বিধ্যর্থবাদ-মন্ত্রনামধেয়াত্মক বেদে, যজেত (অর্থাৎ যজন করিবে) ইত্যাদি স্থলে যে তপ্রত্যয় করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রকৃত্যর্থসংযুক্ত ভাবনা অভিহিত হয়। ইহা সিদ্ধ হইলে, যাহারা ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন, তাদৃশ অভিহিতান্বয়বাদী ভট্টাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কার্য্যে যাগবিষয় নিয়োগ ব্যুৎপত্তির অনুসারী অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকর গুরুগণের সিদ্ধান্ত ; এ বিষয় সর্ব্বথা অবদাত ॥ ৭৯ ॥

ইতি জৈমিনিদর্শন সমাপ্ত।

অথ পাণিনিদর্শনম্।

নম্বয়ং প্রকৃতিভাগঃ অয়ং প্রত্যয়ভাগ ইতি প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগঃ কথমবগম্যত ইতি চেৎ পীতপাতঞ্জল-জলানামেতচ্চোদ্যং চমৎকারং ন করোতি ব্যাকরণ-শাস্ত্রস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগপরতায়াঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাহি পতঞ্জলের্ভগবতো মহাভাষ্যকারস্য ইদমাদিমং বাক্যং অথ শব্দানুশাসনমিতি ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। অধিকারঃ প্রস্তাবঃ প্রারম্ভ ইতি যাবৎ। শব্দানুশাসন-শব্দেন চ পাণিনিপ্রণীতং ব্যাকরণশাস্ত্রং বিবক্ষ্যতে। শব্দানুশাসনমিত্যেতাবত্যভিধীয়মানে সন্দেহঃ স্যাৎ কিং

পানিনিদর্শন।

যদি বল, ইহা প্রকৃতিভাগ, আর, ইহা প্রত্যয়ভাগ, এইরূপে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ কিরূপে জানিতে পারা যায়? ইহার উত্তর এই, যাহারা পাতঞ্জলজল পান করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ পরিকল্পনা কোন-মতেই চমৎকারকারিণী হইতে পারে না। কেননা, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, একমাত্র প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগ লইয়াই ব্যাকরণশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছে।

তথাহি, মহাভাষ্যকার ভগবান্ পাতঞ্জলি, অথ শব্দানুশাসন, এইরূপ বাক্য বিন্যস্ত করিয়াছেন ॥ ১ ॥

ইহার অর্থ এই, এখানে অথশব্দ অধিকারার্থ। অর্থাৎ অধিকার, কি না প্রস্তাব অথবা প্রারম্ভ প্রযোজিত হইতেছে, অথশব্দে এইরূপ বুঝাইয়া থাকে। শব্দানুশাসনের অর্থ এই, শব্দ দ্বারা পাণিনিপ্রণীত ব্যাকরণশাস্ত্র

শব্দানুশাসনং প্রস্তূয়তে ন বেতি। তথা মা প্রসাঙ্ক্ষীদিত্যথ-শব্দং প্রাযুঙ্‌ক্ত অথশব্দপ্রয়োগবলেনার্থান্তরব্যুদাসেন প্রস্তূয়তে ইত্যস্যার্থস্যাভিধীয়মানত্বাৎ অনেন হি বৈদিকাঃ শব্দাঃ শন্নো দেবীরভীষ্টয় ইত্যাদয়ঃ তদুপকারিণো লৌকিকাঃ শব্দাঃ গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনিরিত্যাদয়শ্চানুশিষ্যন্তে ব্যুৎপাদ্য সংস্‌ক্রিয়ন্তে প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগবত্তয়া বোধ্যন্ত ইত্যনুশাসনশব্দশাসনবলাৎ কর্ম্মণ্যেষা ষষ্ঠী বিধাতব্যা। তথাচ কর্ম্মণি চেতি সমাস-প্রতিষেধসম্ভবাৎ শব্দানুশাসনশব্দো ন প্রমাণপথমবতরতীতি ॥ ২ ॥

বিবক্ষিত হইয়াছে। শব্দানুশাসন, এইরূপ বলিলে, সন্দেহ হইতে পারে, শব্দানুশাসনই কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত হইতেছে, অথবা, তাহা নহে। কেন না, অথশব্দের প্রয়োগবলে অর্থান্তর ব্যুদস্ত করিয়া, প্রস্তাবিত হইতেছে, এইরূপ অর্থ অভিধীয়মান হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা, শন্নো-দেবীরভীষ্টয়ে, ইত্যাদি বৈদিক শব্দসমুদায় এবং তদুপকারী লৌকিক শব্দ সকল, যেমন, গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ও শকুনি ইত্যাদি, অনুশাসিত অর্থাৎ ব্যুৎপাদনপূর্ব্বক সংস্কৃত, কি না, প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগবত্তা সহকারে বোধিত হইতেছে, ইহাই অনুশাসনশব্দশাসনবলে প্রতীত হইয়া থাকে। এখানে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিধান করা কর্ত্তব্য। তথাচ, কর্ম্মণি চেতি, ইত্যাদি সূত্রানুসারে সমাসপ্রতিষেধ সম্ভবিত হওয়াতে, শব্দানুশাসনশব্দ প্রমাণ-পথে অবতরণ করিতে পারিতেছে না ॥ ২ ॥

অত্রায়ং সমাধিরভিধীয়তে যস্মিন্ কৃৎপ্রত্যয়ে কর্তৃকর্ম্মণোরুভয়োঃ প্রাপ্তিরস্তি তত্র কর্ম্মণ্যেব ষষ্ঠীবিভক্তি-র্ভবতি ন কর্ত্তরীতি বহুব্রীহিবিজ্ঞানবলান্নিয়ম্যতে ॥ ৩ ॥

তদ্‌যথা আশ্চর্য্যো গবাং দোহো শিক্ষিতেন গোপা-লকেনেতি কর্ত্তর্য্যপি ষষ্ঠী ভবতীতি কেচিদ্‌ব্রুবতে। অতএবোক্তং কাশিকাবৃত্তৌ কেচিদবিশেষেণৈব বিভাষা-মিচ্ছন্তি শব্দানামনুশাসনমাচার্য্যেণাচার্য্যস্য বেতি শব্দা-নামনুশাসনমিত্যত্র তু শব্দানামনুশাসনং নার্থানামিত্যে-তাবতো বিবক্ষিতস্যার্থস্যাচার্য্যস্য কর্ত্তুরুপাদানেন বিনাপি সুপ্রতিপাদত্বাদাচার্য্যোপাদানমকিঞ্চিৎকরং। তস্মা-

---

প্রস্তাবিত স্থলে বক্ষ্যমাণ বিধানে সমাধান করা যাইতে পারে, যেস্থলে কৃৎপ্রত্যয়প্রসঙ্গে কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়েরই প্রাপ্তি হয়, সেখানে কর্ম্মতেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে, কর্ত্তাতে নহে। বহুব্রীহিবিজ্ঞানবলে এইরূপ নিয়মিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ইহার দৃষ্টান্ত যথা

শিক্ষিত গোপাল কর্ত্তৃক গোগণের বিস্ময়াবহ দোহন ইত্যাদি স্থলে কর্ত্তাতেও ষষ্ঠী হইয়া থাকে; কেহ কেহ এইরূপ বলেন। এইজন্যই কাশিকাবৃত্তিতে বলিয়াছেন, কেহ কেহ কোনরূপ বিশেষ না করিয়াই, বিভাষার কামনা করেন। শব্দানামনুশাসনমাচার্য্যেণাচার্য্যস্য বা ইত্যাদি স্থলে, শব্দসকলের অনুশাসন, এইরূপ পদ যে প্রযোজিত হইয়াছে, তাহাতে শব্দসকলের অনুশাসন, অর্থসকলের নহে, এতাবৎ অর্থ বিব-ক্ষিত হইয়া থাকে। আচার্য্য কর্ত্তৃক উপাদান ব্যতিরেকেও ঐরূপ বিবক্ষিত অর্থ অনায়াসেই প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং, আচার্য্যোপাদান
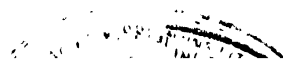
ত্বুভয়প্রাপ্তেরভাবাত্বুভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণীত্যেষা ষষ্ঠী ন ভবতি কিন্তু কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি কৃদ্‌যোগে কর্ত্তরি কর্ম্মণি চ ষষ্ঠী বিভক্তির্ভবতীতি কৃদ্যোগলক্ষণা ষষ্ঠী ভবিষ্যতি তথা চেধ্মপ্রব্রশ্চনপলাশশাতনাদিবৎ সমাসো ভবিষ্যতি অথবা শেষলক্ষণেয়ং ষষ্ঠী তত্র কিমপি চোদ্যং নাবতরত্যেব ॥৪॥

যদ্যেবং তর্হি শেষলক্ষণায়াঃ ষষ্ঠ্যাঃ সর্ব্বত্র সুবচত্বাৎ ষষ্ঠীসমাসপ্রতিষেধসূত্রাণামানর্থক্যং প্রাপ্নুয়াদিতি চেৎ সত্যতেষাং স্বরচিন্তায়ামুপযোগো বাক্যপদীয়ে প্রাদর্শি ॥ ৫ ॥

তদাহ মহোপাধ্যায়বর্দ্ধমানঃ

লৌকিকব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ।
বৈদিকেষু তু মার্গেষু বিশেষোক্তিঃ প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৬ ॥

অকিঞ্চিকর হইয়া, উঠে। এই কারণে উভয় প্রাপ্তির অভাবে উভয় প্রাপ্তি হওয়াতে, কর্ম্মণি, ইত্যাদি সূত্রানুসারে ষষ্ঠীবিভক্তি সম্ভাবিত নহে। এইরূপ, ইধ্মপ্রব্রশ্চন ও পলাশশাতন ইত্যাদিবৎ সমাস হইবে। অথবা ইহা শেষলক্ষণা ষষ্ঠী। তদ্বিষয়ে কোনরূপ পরিকল্পনারই অবসর নাই ॥ ৪ ॥

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, শেষলক্ষণা ষষ্ঠী সর্ব্বত্র সুপ্রযোজিত হওয়াতে, ষষ্ঠীসমাসপ্রতিষেধসূত্রসকলের আনর্থক্য উপস্থিত হইয়া থাকে; ইহা সত্য বটে; কিন্তু স্বরচিন্তাপ্রসঙ্গে বাক্যপদীয়ে তাহাদের উপযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

তথাহি, মহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান বলিয়াছেন,—লোকে লৌকিক ব্যবহারপ্রসঙ্গে ইচ্ছানুসারে চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু বৈদিক মার্গে বিশেষোক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ইতি পাণিনিসূত্রাণামর্থমত্রাভ্যধাক্ষতঃ ।
জনিকর্ত্তুরিতি ক্রতে তৎপ্রয়োজক ইত্যপীতি ॥৭॥

তথাচ শব্দানুশাসনাপরনামধেয়ং ব্যাকরণশাস্ত্রমারব্ধং বেদিতব্যমিতি বাক্যার্থঃ সম্পদ্যতে ॥ ৮ ॥

তস্যার্থস্য ঝটিতি প্রতিপত্তয়ে অথ ব্যাকরণমিত্যেবাভিধীয়তাং অথ শব্দানুশাসনমিত্যধিকাক্ষরং মুধাভিধীয়ত ইতি মৈবং শব্দানুশাসনমিত্যন্বর্থসমাখ্যোপাদানে তদীয়বেদাঙ্গত্বপ্রতিপাদকপ্রয়োজনাখ্যানসিদ্ধেঃ অন্যথা প্রয়োজনানভিধানে ব্যাকরণাধ্যয়নে অধ্যেতৃণাং প্রবৃত্তিরেব ন প্রসজ্যেৎ ॥ ৯ ॥

নন্বু নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেতব্য ইতি

যেহেতু, এইরূপেই পাণিনিসূত্র সকলের অর্থ অভিহিত হইয়াছে ॥৭॥

তথাচ, যাহার অপর নাম শব্দানুশাসন, সেই ব্যাকরণশাস্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, জানিতে হইবে। এইরূপ বাক্যার্থই প্রতীত হইয়া থাকে ॥৮॥

যদি বল, সেই অর্থের ঝটিতি প্রতিপাদনার্থ, অথ ব্যাকরণ, এইরূপ নির্দ্দেশ কর ; অথ শব্দানুশাসন, ইত্যাদি অধিকাক্ষর বৃথা নির্দ্দেশ করিতেছ কেন ?

ইহার উত্তর এই, এরূপ বলিতে পার না। কেননা, শব্দানুশাসন, এইরূপ বলিলে, অন্বর্থসমাখ্যার উপপাদন দ্বারা তাহার বেদাঙ্গত্বপ্রতিপাদক প্রয়োজনাখ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা, প্রয়োজনের অনভিধানে ব্যাকরণ অধ্যয়নে অধ্যেতৃগণের প্রবৃত্তির প্রসক্তি হওয়া সম্ভব নহে ॥ ৯ ॥

যদি বল, নিষ্কারণ ধর্ম্মস্বরূপ ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে, ইত্যাদি

অধ্যেতব্যবিধানান্নৈব প্রবৃত্তিঃ সেৎস্যতীতি চেন্নৈবং তথা বিধানেঽপি তদীয়বেদাঙ্গত্বপ্রতিপাদকপ্রয়োজনানভিধানে তেষাং প্রবৃত্তেরনুপপত্তেঃ। তথাহি পুরা কিল বেদমধীত্যাধ্যেতারস্ত্বরিতং বক্তারো ভবন্তি ॥ ১০ ॥

বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধাঃ লোকাচ্চ লৌকিকাঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাদনর্থকং ব্যাকরণমিতি তস্মাদ্বেদাঙ্গত্বং মন্যমানাস্তদধ্যয়নে প্রবৃত্তিমকার্ষুঃ। ততশ্চেদানীন্তনানামপি তত্র প্রবৃত্তির্ন সিদ্ধ্যেৎ সা মা প্রসাঙ্ক্ষীদিতি তদীয়বেদাঙ্গত্বপ্রতিপাদকং প্রয়োজনমন্বাখ্যেয়মেব ॥ ১২ ॥

যদ্যন্বাখ্যাতেঽপি প্রয়োজনে ন প্রবর্ত্তেরন্ তর্হি

বাক্য দ্বারাই অধ্যেতব্যবিধান সিদ্ধ হওয়াতে, প্রবৃত্তির প্রসক্তি হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই, তাহা হইতেই পারে না। কেননা, তাহা হইলেও, তদীয়-বেদাঙ্গত্বপ্রতিপাদক প্রয়োজন অভিহিত না হওয়াতে, তাহাদের প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় না। তথাহি, পূর্ব্বে বেদ অধ্যয়ন করিয়া, লোকে শীঘ্রই বক্তা হইয়া উঠিত ॥ ১০ ॥

বেদ হইতেই আমাদের বৈদিক শব্দ সকল সিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ, লোক হইতেই লৌকিক শব্দসমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

এরূপ হইলে, ব্যাকরণ অনর্থক হইয়া উঠে। এই কারণে, বেদাঙ্গত্ব মনে করিয়া, তাহার অধ্যয়নে প্রবৃত্তি করিতে পারে। তাহা হইলে, ইদানীন্তন লোক সকলের তাহাতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে তদীয়-বেদাঙ্গত্ব-প্রতিপাদক প্রয়োজন অন্বাখ্যান করা কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

প্রয়োজন অন্বাখ্যাত হইলেও, যদি প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে,

লৌকিকশব্দসংস্কারজ্ঞানরহিতাস্তে যজ্ঞে কর্ম্মণি প্রত্যবায়-ভাজো ভবেয়ুঃ ধর্ম্মাদ্ধীয়েরন্। অতএব যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতী-মিষ্টিং নির্ব্বপেদিতি। অতস্তদীয়বেদাঙ্গত্বপ্রতিপাদক-প্রয়োজনান্বাখ্যানার্থমথশব্দানুশাসনমিত্যেব কথ্যতে নাথ ব্যাকরণমিতি ॥ ১৩ ॥

ভবতি চ ব্যাকরণশাস্ত্রস্য প্রয়োজনং তস্য তদু-দ্দেশেন প্রবৃত্তে তস্য প্রয়োজনং যথা স্বর্গোদ্দেশেন প্রবৃত্তস্য যাগস্য স্বর্গঃ প্রয়োজনং তস্মাৎ শব্দানুশিষ্টিঃ সংস্কারপদবেদনীয়া শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনম্। নন্বেব-মপ্যভিমতং প্রয়োজনং ন লভ্যতে তদুপায়াভাবাৎ। অথ প্রতিপদপাঠ এবাভ্যুপায় ইতি মন্যেথাঃ তর্হি স হ্যনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠো ভবেৎ। শব্দাপ-

---

লৌকিক শব্দসংস্কারজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে, তাহারা যজ্ঞকার্য্যে প্রত্য-বায়ভাগী হইয়া থাকে। এবং ধর্ম্মহীন হইয়া উঠে। এই কারণেই যাজ্ঞি-কেরা বলিয়া থাকেন, আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া, প্রায়-শ্চিত্তস্বরূপ সারস্বতীনামক ইষ্টি নির্ব্বপণ করিবেন। এইজন্যই তদীয়-বেদাঙ্গত্ব-প্রতিপাদক প্রয়োজনের অন্বাখ্যানার্থ। অথশব্দানুশাসন, এইরূপ কথিত হইয়াছে, অথ ব্যাকরণ, এইরূপ বলা হয় নাই ॥ ১৩ ॥

স্বর্গই যেমন স্বর্গোদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রয়োজন, সংস্কারপদবাচ্য শব্দানুশিষ্টি তেমন শব্দানুশাসনের প্রয়োজন। যদি বল, উপায়াভাববশতঃ এইরূপ অভিমত প্রয়োজন লব্ধ হয় না। আর প্রতিপদপাঠকেও ঐরূপ অভ্যুপায় বলিয়া মনে করিতে পার না। তাহা হইলে, সেই শব্দসকলের

শব্দভেদেনানন্ত্যাচ্ছব্দানামত এবং হি সমাম্নায়তে বৃহ-স্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদপাঠবিহিতানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম ॥ ১৪ ॥

বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা ইন্দ্রোঽধ্যেতা দিব্যং বর্ষসহস্র-মধ্যয়নকালঃ ন চ পারাবাপ্তিরভূৎ কিমুতাদ্য যশ্চিরং জীবতি ॥ ১৫ ॥

অধীতিবোধাচরণপ্রচারণৈশ্চতুর্ভির্বিরূপায়ৈর্ব্বিদ্যোপ-যুক্তা ভবতি। তত্রাধ্যয়নকালেনৈব সর্ব্বমায়ুরুপযুক্তং স্যাক্ত-স্মাদনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠ ইতি প্রয়োজনং ন সিদ্ধ্যেদিতি ॥ ১৬ ॥

ইতি চেন্মৈবং শব্দপ্রতিপত্তেঃ প্রতিপদপাঠসাধ্যত্বা-

প্রতিপাদনবিষয়ে প্রতিপদপাঠ অনভ্যুপায় হইয়া থাকে। কেননা, শব্দ ও অপশব্দ ভেদে শব্দ সকলের আনন্ত্য লক্ষিত হয়। ইহার সমাম্নায় এই, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্যবর্ষসহস্র প্রতিপদপাঠবিহিত শব্দ সকলের শব্দ-পারায়ণ বলিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ত প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৪ ॥

এইরূপে বৃহস্পতি প্রবক্তা, ইন্দ্র অধ্যয়নকর্ত্তা, দিব্যবর্ষসহস্র অধ্যয়ন-কাল, ইহাতেও যখন পারপ্রাপ্তি হয় নাই, তখন অধুনাতন সময়ে যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়, তাহার কথা আর কি বলিব ॥ ১৫ ॥

অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ ও প্রচারণ এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে বিদ্যা উপ-যুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধ্যয়নসময় দ্বারা যদি সমুদায় আয়ু উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে, শব্দসকলের প্রতিপাদনবিষয়ে প্রতিপদপাঠ অনভ্যু-পায় হইয়া থাকে। এইরূপে প্রয়োজনসিদ্ধি পরাহত হইয়া উঠে ॥ ১৬ ॥

এরূপ বলিতে পার না। কেননা, শব্দসকলের প্রতিপত্তি প্রতিপদ-

নঙ্গীকারাৎ প্রকৃত্যাদিবিভাগকল্পনাবৎসু লক্ষ্যেষু সামান্য-বিশেষরূপাণাং লক্ষণানাং পর্য্যন্তবৎ সকৃদেব প্রবৃত্তৌ বহূনাং শব্দানামনুশাসনোপলম্ভাচ্চ তথাহি কর্ম্মণ্যত্যেকেন সামান্যরূপেণ লক্ষণেন কর্ম্মোপপদাদ্ধাতুমাত্রাদণ্‌প্রত্যয়ে কৃতে কুম্ভকারঃ কাণ্ডলাব ইত্যাদীনাং বহূনাং শব্দানা-মনুশাসনমুপলভ্যতে এবমাতোঽনুপসর্গে ইতি পদপাঠস্যা-শক্যত্বপ্রতিপাদনপরোঽর্থবাদঃ নন্বন্যেষপ্যঙ্গেষু সৎসু কিমিত্যেতদেবাদ্রিয়তে। উচ্যতে প্রধানঞ্চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি ॥১৭॥

তদুক্তং

আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।
প্রথমং ছন্দসামঙ্গমাহুর্ব্যাকরণং বুধা ইতি ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রস্য শব্দানুশাসনং ভবতি সাক্ষাৎ

পাঠসাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। বিশেষতঃ, প্রকৃত্যাদিবিভাগ-কল্পনা-যুক্ত লক্ষ্যসকলে সামান্যবিশেষরূপ লক্ষণসকলের একবারমাত্র প্রবর্ত্তনা-তেই বহুশব্দের অনুশাসন উপলব্ধ হইয়া থাকে। তথাহি, কর্ম্মণি, ইত্যাদি একমাত্র সামান্যরূপ লক্ষণ দ্বারাই কর্ম্মোপপদ ধাতুমাত্রে অণ্‌প্রত্যয় বিহিত হইলে, কুম্ভকার, কাণ্ডলাব ইত্যাদি বহুশব্দের অনুশাসন উপলব্ধ হয়। ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান অঙ্গ বলিয়া, পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রধানে কৃতযত্ন হইলেই, ফললাভে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, পণ্ডিতগণ ব্যাকরণকেই ছন্দসকলের প্রথম অঙ্গ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১৮ ॥

সেইজন্য শব্দানুশাসন ব্যাকরণশাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। আর

প্রয়োজনং পারম্পর্য্যেণ তু বেদরক্ষাদীনি। অতএবোক্তং ভগবতা ভাষ্যকারেণ রক্ষোহাগমলধ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনমিতি। সাধুশব্দপ্রয়োগবশাদভ্যুদয়োঽপি ভবতি। তথাচ কথিতং কাত্যায়নেন শাস্ত্রপূর্ব্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেনেতি। অন্যৈরপ্যুক্তং একঃ শব্দঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ভবতীতি ॥১৯॥

তথা

নাকমিষ্টসুখং যান্তি সুযুক্তৈর্ব্বদ্ধবাগ্রথৈঃ।
অথ পৎকাষিণো যান্তি যে চোক্তমতভাষিণঃ ॥২০॥

নন্বচেতনস্য শব্দস্য কথমীদৃশং সামর্থ্যমুপপদ্যত ইতি চেন্মৈবং মন্যথাঃ মহতা দেবেন সাম্যশ্রবণাৎ। তদাহ শ্রুতিঃ চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে

বেদরক্ষাদি পরম্পরিত প্রয়োজন। এইজন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, রক্ষা উহ আগম শব্দ সন্দেহ এই কয়টী, প্রয়োজনশব্দের বাচ্য। আর, সাধুশব্দের প্রয়োগবশে অভ্যুদয়ও হইয়া থাকে। তথাচ, কাত্যায়ন বলিয়াছেন, শাস্ত্রপূর্ব্বক প্রয়োগে অভ্যুদয় সংঘটিত হয়। বেদশব্দ দ্বারাও তত্তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। অন্যান্যেরাও বলিয়াছেন, এক শব্দ সম্যক্ জ্ঞাত ও সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, স্বর্গে ও লোকে কাম দোহন করে ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, সুপ্রযুক্ত বদ্ধ বাক্ রূপ রথ দ্বারা ইষ্টসুখসম্পন্ন স্বর্গে গমন করা যায় ॥ ২০ ॥

শব্দ অচেতন। তাহার আবার ঈদৃশ ক্ষমতা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ মনে করিতেই পার না। কেননা, মহাদেবের সহিত শব্দের সাম্য শুনিতে পাওয়া যায়। তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ইহার

সপ্তহস্তাসো অস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাঃ আবিবেশ। ব্যাচকার চ ভাষ্যকারঃ চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গ-নিপাতস্ত্রয়ো অস্য পাদাঃ লড়াদিবিষয়াঃ ত্রিধা ভূতভবিষ্য-দ্বর্ত্তমানকালাঃ দ্বে শীর্ষে দ্বৌ নিত্যানিত্যাত্মানৌ নিত্যা-কার্য্যশ্চ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভেদাৎ সপ্তহস্তাসো অস্য তিঙা সহ সপ্তসুব্বিভক্তয়ঃ ত্রিধা বদ্ধঃ ত্রিষু স্থানেষু উরসি কণ্ঠে শিরসি চ বদ্ধঃ বৃষভ ইতি প্রসিদ্ধবৃষভত্বেন রূপণং ক্রিয়তে বর্ষণাদ্বর্ষণশ্চ জ্ঞানপূর্ব্বকানুষ্ঠানেন ফলপ্রদত্বং রোরবীতি শব্দং করোতি রৌতি শব্দকর্ম্মা ইহ শব্দ-শব্দেন প্রপঞ্চো বিবক্ষিতঃ মহো দেবো মর্ত্ত্যাঃ আবিবেশ। মহাদেবঃ শব্দঃ মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মাণো মনুষ্যাস্তানাবিবেশেতি

চারি শৃঙ্গ, তিন পাদ, দুই শীর্ষ, সপ্ত হস্ত। ত্রিধাবদ্ধ বৃষভ শব্দ করিতেছে। মহান্ দেব মর্ত্ত্যসকলে আবিষ্ট হইয়াছেন।

ভাষ্যকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, চারিশৃঙ্গশব্দে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারি পদজাত। এইরূপ, তিনপাদশব্দে লড়াদি বিষয়; ত্রিধাশব্দে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল; দুই শীর্ষ কিনা, নিত্য ও অনিত্যরূপ দুই আত্মা; তিঙ্‌সহ সপ্ত সুপ্‌বিভক্তি ইহার সপ্ত হস্ত; ত্রিধাবদ্ধ, কিনা, উরুঃ, কণ্ঠ ও মস্তক এই তিন স্থানে বদ্ধ; বৃষভ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে, ফলপ্রদান করিয়া থাকে। শব্দ করিতেছে, অর্থাৎ শব্দই ইহার কর্ম্ম। এখানে শব্দশব্দে প্রপঞ্চ বিবক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে মহান্ দেব, কিনা শব্দ মর্ত্ত অর্থাৎ মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণে আবিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা মহাদেব অর্থাৎ পর-

মহতা দেবেন পরেণ ব্রহ্মণা সাম্যমুক্তং স্যাদিতি জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি ॥ ২১ ॥

হরিণাভাণি ব্রহ্মকাণ্ডে

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যত ইতি ॥২২॥

নন্বু নামাখ্যাতভেদেন পদদ্বৈবিধ্যপ্রতীতেঃ কথং চাতুর্ব্বিধ্যমুক্তমিতি চেন্মৈবং প্রকারান্তরস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। তদুক্তং প্রকীর্ণকে

দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্দ্ধা পঞ্চধাপি বা।

অপোদ্ধৃত্যৈব বাক্যেভ্যঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবদিতি ॥২৩॥

কর্ম্মপ্রবচনীয়েন বৈ পঞ্চমেন সহ পদস্য পঞ্চবিধত্বমিতি হেলারাজো ব্যাখ্যাতবান্। কর্ম্মপ্রবচনীয়াস্তু ক্রিয়া-

---

ব্রহ্মের সহিত সাম্য উক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে জগন্নিদান, স্ফোটাখ্য, নিরবয়ব, নিত্য শব্দ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ॥ ২১ ॥

হরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন, শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষররূপী ব্রহ্মস্বরূপ। যাহা হইতে জগতের প্রক্রিয়া হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যদি বল, নাম ও আখ্যাতভেদে দ্বৈবিধ্যপ্রতীতি হইয়া থাকে। তবে, কিরূপে চাতুর্ব্বিধ্য বলা হইল? ইহার উত্তর এই, প্রকারান্তর প্রসিদ্ধ আছে। প্রকীর্ণকে তাহা বলিয়াছেন। যথা, কেহ কেহ দ্বিধা, চতুর্দ্ধা বা পঞ্চধা পদভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

হেলারাজ পঞ্চবিধত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও যে, সম্বন্ধ

বিশেষোপজনিতসম্বন্ধাবচ্ছেদহেতব ইতি সম্বন্ধবিশেষ-দ্যোতনদ্বারেণ ক্রিয়াবিশেষদ্যোতনাদুপসর্গেষ্বেষান্তর্ভবতী-ত্যভিসন্ধায় পদচাতুর্ব্বিধ্যং ভাষ্যকারেণোক্তং যুক্তমিতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

নন্থ ভবতা স্ফোটাত্মা নিত্যঃ শব্দ ইতি নিগদ্যতে তন্ন মৃষ্যামহে তত্র প্রমাণাভাবাদিতি কেচিৎ ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে প্রত্যক্ষমেবাত্র প্রমাণং গৌরিত্যেকং পদমিতি নানাবর্ণাতিরিক্তৈকপদাবগতেঃ সর্ব্বজনীনত্বান্নহ্যসতি বাধকে পদানুভবঃ শক্যো মিথ্যেতি বক্তুং পদার্থ-প্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যাপি স্ফোটোঽভ্যুপগন্তব্যঃ ন চ বর্ণেভ্য এব তৎপ্রত্যয়ঃ প্রাদুর্ভবতীতি পরীক্ষাক্ষমং বিকল্পাসহত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

বিশেষদ্যোতন দ্বারা ক্রিয়াবিশেষদ্যোতন হইতে উপসর্গমধ্যে ইহার অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, এইরূপ অভিসন্ধানপূর্ব্বক পদচাতুর্ব্বিধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বিচার করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

আচ্ছা, আপনি যে স্ফোটাত্মা নিত্য শব্দ, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা আমাদিগের বিচারসহ বোধ হয় না। কেননা, সে বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণ নাই ॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তর এই, এ বিষয়ের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। যেমন, গো, এই একটী পদ। এইরূপ নানাবর্ণাতিরিক্ত একপদাবগতি সর্ব্বজন-সম্মত। বাধক অসত্বে পদানুভব সুসাধ্য হইয়া থাকে, মিথ্যা, বলিতে পার না। পদার্থপ্রতীতির অন্যথানুপপত্তি দ্বারাও স্ফোট স্বীকার করিতে হইবে। বর্ণসকল হইতেই তৎপ্রত্যয় প্রাদুর্ভূত হয় না, ইহা পরীক্ষাসহ। কেননা, ইহাতে বিকল্প নাই। ২৬ ॥

কিং সমস্তা ব্যস্তা বা অর্থপ্রত্যয়ং জনয়ন্তি নাদ্যঃ বর্ণানাং ক্ষণিকানাং সমূহাসম্ভবাৎ নান্ত্যঃ ব্যস্তবর্ণেভ্যোঽর্থপ্রত্যয়াসম্ভবাৎ ন চ ব্যাসসমাসাভ্যামন্যঃ প্রকারঃ সমস্তীতি তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্‌বলার্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি। অতএব স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যঃ স্ফুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থপ্রত্যায়ক ইতি স্ফোটশব্দার্থমুভয়থা নিরাহুঃ॥ ২৭॥

তথাচোক্তং ভগবতা পতঞ্জলিনা মহাভাষ্যে অথ

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, সমস্ত, কি ব্যস্ত বর্ণসকল অর্থপ্রত্যয় সমুৎপাদন করে? ইহার উত্তর এই, আদ্য অর্থাৎ সমস্ত নহে। কেননা, বর্ণসকল ক্ষণিক। তাহাদের সমূহ অসম্ভব। দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্যস্ত বর্ণও অর্থপ্রতীতি জননে সমর্থ নহে। কেননা, ব্যস্ত বর্ণ হইতে অর্থপ্রত্যয় সম্ভবপর হইতে পারেনা। আবার, ব্যাস ও সমাস উভয় দ্বারা অন্যপ্রকারও সাধিত হয় না। এই কারণে বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়াতে, যাহার বলে অর্থপ্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তাহাকেই স্ফোট বলে। এইরূপে বর্ণাতিরিক্ত, বর্ণাভিব্যঙ্গ, অর্থপ্রত্যয়সমুদ্ভাবক নিত্য শব্দ স্ফোটপদবাচ্য। তদ্‌বিৎব্যক্তিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কারণেই, বর্ণ দ্বারা যাহা স্ফুটিত অর্থাৎ ব্যক্তীভূত হয়, তাহার নাম স্ফোট, কি না বর্ণাভিব্যঙ্গ। আর ইহা হইতে অর্থ স্ফুটীভূত হয়, এইজন্য ইহার নাম স্ফোট, কি না, অর্থপ্রত্যয় সমুদ্ভাবক্। এইরূপে উভয় প্রকারে স্ফোটশব্দার্থ নিরুক্ত হইয়াছে॥ ২৭॥

ভগবান্ পাতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, গো, ইহা একটী শব্দ।

গৌরিত্যত্রৈকঃ শব্দো যেনোচ্চরিতেন সাস্নালাঙ্গূলককুদ-খুরবিষাণানাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দ ইত্যুচ্যতে ইতি॥ ২৮॥

বিবৃতঞ্চ কৈয়টেন বৈয়াকরণা বর্ণব্যতিরিক্তস্য পদস্য বাচকত্বমিচ্ছন্তি বর্ণানাং বাচকত্বে দ্বিতীয়াদিবর্ণোচ্চারণা-নর্থক্যপ্রসঙ্গাদিত্যাদিনা তদ্ব্যতিরিক্তঃ স্ফোটো নাদাভি-ব্যঙ্গ্যো বাচকো বিস্তরেণ বাক্যপদীয়ে ব্যবস্থাপিত ইত্যন্তেন প্রবন্ধেন॥ ২৯॥

নন্বু স্ফোটস্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বং ন ঘটতে বিকল্পা-সহত্বাৎ কিমভিব্যক্তঃ স্ফোটোঽর্থং প্রত্যায়য়তি অনভি-ব্যক্তো বা। ন চরমঃ সর্ব্বদা অর্থপ্রত্যয়লক্ষণকার্য্যোৎপাদ-

---

যাহা উচ্চারিত হইলে, সাস্না, লাঙ্গূল, ককুদ, খুর ও বিষাণ, এই সকলের যুগপৎ প্রতীতি হয়, তাহাকেই শব্দ বলে॥ ২৮॥

কৈয়ট আবার বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছেন, বৈয়াকরণেরা বর্ণব্যতিরিক্ত পদের বাচকত্ব ইচ্ছা করেন। বর্ণসকলের বাচকত্ব হইলে, দ্বিতীয়াদি বর্ণোচ্চারণ অনর্থক হইয়া উঠে। ইত্যাদি বিধানে, তদ্ব্যতিরিক্ত স্ফোট নাদাভিব্যঙ্গ বাচক বলিয়া, বিস্তারক্রমে বাক্যপদীয়ে ব্যবস্থাপিত হই-য়াছে॥ ২৯॥

যদি বল, বিকল্পাসহত্বপ্রযুক্ত স্ফোটও অর্থপ্রতীতির কারণ হইতে পারে না। অভিব্যক্ত স্ফোটই অর্থপ্রতীতির কারণ, কিম্বা অনভিব্যক্ত স্ফোট দ্বারাই অর্থপ্রত্যয় সমুদ্ভাবিত হয়? সর্ব্বদা অর্থপ্রত্যয়রূপ কার্য্যের উৎপাদনপ্রসঙ্গবশতঃ চরম অর্থাৎ অনভিব্যক্ত স্ফোট অর্থপ্রতীতির সমুদ্-ভাবক হইতে পারে না। স্ফোটের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে,

প্রসঙ্গাৎ স্ফোটস্য নিত্যত্বাভ্যুপগমে নিরপেক্ষস্য হেতোঃ সদা সত্ত্বেন কার্য্যস্য বিলম্বাযোগাৎ ॥ ৩০ ॥

অথৈতদ্‌দোষপরিজিহীর্ষয়া অভিব্যক্তঃ স্ফোটোঽর্থং প্রত্যায়য়তীতি তথাভিব্যঞ্জয়ন্তো বর্ণাঃ কিং প্রত্যেকমভিব্যঞ্জয়ন্তি সম্ভূয় বা। পক্ষদ্বয়েঽপি বর্ণানাং বাচকত্বপক্ষে ভবতা যে দোষা ভাবিতাস্তএব স্ফোটাভিব্যঞ্জকত্বপক্ষে ব্যাবর্ত্তনীয়াঃ। তদুক্তং ভট্টাচার্য্যৈঃ মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকে।

যস্যানবয়বঃ স্ফোটো ব্যজ্যতে বর্ণবুদ্ধিভিঃ।
সোঽপি পর্য্যনুযোগেন নৈকেনাপি বিমুচ্যতে ইতি। ৩১

বিভক্ত্যন্তেষ্বেব বর্ণেষু পাণিনিনা তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদমিতি গৌতমেন চ পদসংজ্ঞায়া বিহিতত্বাৎ সঙ্কেতগ্রহণেনানুগ্রহবশাদ্বর্ণেষ্বেব পদবুদ্ধির্ভবিষ্যতি তর্হি সর

নিরপেক্ষ হেতুর সর্ব্বকালীন সত্তা দ্বারা কার্য্যের বিলম্বাযোগ ঘটিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

যদি উল্লিখিত-দোষপরিহারবাসনায়, অভিব্যক্ত স্ফোট অর্থপ্রতীতির বিধায়ক হইয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য এই, অভিব্যঞ্জক বর্ণসকল কি প্রত্যেকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, না, একত্র মিলিত হইয়া, ঐরূপ বিধান করে? পক্ষদ্বয় স্বীকার করিলে, বর্ণসকলের বাচকত্বপক্ষে আপনি যে সকল দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই স্ফোটাভিব্যঞ্জকত্বপক্ষে ব্যাবর্ত্তনীয় হইয়া উঠে। মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকে ভট্টাচার্য্যেরাও বলিয়াছেন, বর্ণবুদ্ধি দ্বারা যাহার অবয়বশূন্য স্ফোট ব্যক্ত হইয়া থাকে, সে একমাত্র পর্য্যনুযোগ দ্বারা বিমুক্ত হয় না ॥৩১॥

সংকেতগ্রহণ দ্বারা অনুগ্রহবশে যদি বর্ণসকলেই পদবুদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, সর, এই পদে যত বর্ণ, রস, এই পদেও তত বর্ণ লক্ষিত

ইত্যেতস্মিন্‌ পদে যাবন্তো বর্ণাস্তাবন্ত এব রস ইত্যত্রাপি এবং বনং নবং নদী দীনো রামো মারো রাজা জারেত্যাদি-ষ্বর্থভেদপ্রতীতির্ন স্যাদিতি চেন্ন ক্রমভেদেন ভেদসম্ভবাৎ তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ

যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থপ্রতিপাদনে।
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকা ইতি ॥৩২॥

তস্মাদযশ্চোভয়োঃ সমো দোষো ন তেনৈক-শ্চোদ্যো ভবতীতি ন্যায়াৎ বর্ণানামেব বাচকত্বোপপত্তৌ নাতিরিক্তস্ফোটকল্পনাবকল্পতে ইতি চেৎ তদেতৎ কাশকুশাবলম্বনকল্পনং বিকল্পানুপপত্তেঃ কিং বর্ণমাত্রে পদ-প্রত্যয়াবলম্বনং বর্ণসমূহে বা নাদ্যঃ পরস্পরবিলক্ষণবর্ণ-মালায়ামভিন্নং নিমিত্তং পুষ্পেষু বিনা সূত্রং মালাপ্রত্যয়ব-দিত্যেকং পদমিতি প্রতিপত্তেরনুপপত্তেঃ নাপি দ্বিতীয়ঃ

হইয়া থাকে। এইরূপে, বন ও নব; নদী ও দীন; রাম ও মার এবং রাজা ও জার ইত্যাদি পদসমূহেও অর্থভেদপ্রতীতি অসম্ভব হইয়া উঠে। এরূপ বলিতে পার না। কেননা, ক্রমভেদেই ভেদ সম্ভবিত হয়। তথাহি, বলিয়াছেন, যত ও যাদৃশ যে সকল বর্ণ যে অর্থপ্রতিপাদনে প্রজ্ঞাতসামর্থ্য, তাহারা সেইরূপেই অববোধক হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

বর্ণসকলের বাচকত্ব উপপন্ন হইলে, অতিরিক্ত স্ফোটকল্পনার আবশ্য-কতা হয় না। এ কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য এই, বর্ণমাত্রে অথবা বর্ণসমূহে পদপ্রত্যয় অবলম্বিত হইয়া থাকে? সূত্র ব্যতিরেকে পুষ্পে যেমন মালা-প্রত্যয় সম্ভব নহে; সেইরূপ, পরস্পরবিলক্ষণ বর্ণমালায় পদপ্রতিপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং, বর্ণমাত্রে পদপ্রত্যয়ের অবলম্বন সম্ভব-

উচ্চরিতপ্রধ্বস্তানাং বর্ণানাং সমূহভাবানম্ভবাৎ। তত্র হি সমূহব্যপদেশঃ যে পদার্থা একস্মিন্ প্রদেশে সহাবস্থিততয়া বহবোঽনুভূয়ন্তে যথা একস্মিন্ প্রদেশে সহাবস্থিততয়ানুভূয়মানেষু ধবখদিরপলাশাদিষু সমুহব্যপদেশঃ যথা বা গজনরতুরগাদিষু ন চ তে বর্ণাস্তথানুভূয়ন্তে উৎপন্নপ্রধ্বস্তত্বাৎ অভিব্যক্তিপক্ষেঽপি ক্রমেণৈবাভিব্যক্তৌ সমূহাসম্ভবাৎ নাপি বর্ণেষু কাল্পনিকঃ সমূহঃ কল্পনীয়ঃ পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ ॥ ৩৩ ॥

একার্থপ্রত্যায়কত্বসিদ্ধৌ তদুপাধিনা বর্ণেষু পদত্বপ্রতীতিঃ তৎসিদ্ধাবেকার্থপ্রত্যায়কত্বসিদ্ধিরিতি। তস্মাদ্ধ-

---

পর নহে। আর, উচ্চরিত-প্রধ্বস্ত বর্ণসকলের সমূহভাবও সম্ভবিত হয় না। সুতরাং, দ্বিতীয় কল্পও প্রযোজিত হইতে পারে না। যে সকল পদার্থ এক প্রদেশে একত্রাবস্থান প্রযুক্ত বহু বলিয়া অনুভূত হয়, সেখানেই সমূহব্যপদেশ হইয়া থাকে। যেমন, এক প্রদেশে একত্র অবস্থিতিপ্রযুক্ত অনুভূয়মান ধব, খদির ও পলাশাদি বৃক্ষসকলে সমূহব্যপদেশ হয়। অথবা, যেমন গজ, নর বা তুরগাদিতে ঐরূপ সমূহ ব্যপাদিষ্ট হইয়া থাকে। উৎপন্নপ্রধ্বস্ততাবশতঃ ঐ সকল বর্ণ তদনুরূপে অনুভূত হয় না। অভিব্যক্তিপক্ষেও ক্রমানুসারে অভিব্যক্তি হওয়াতে, সমূহভাব অসম্ভবিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, বর্ণসকলে কাল্পনিক সমূহও কল্পনা করা যাইতে পারে না। পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গই ইহার কারণ ॥ ৩৩ ॥

একার্থপ্রত্যায়কত্বসিদ্ধিতে তদুপাধি দ্বারা বর্ণসকলে পদত্বপ্রতীতি হইয়া থাকে। পদত্বপ্রতীতি হইলেই, একার্থপ্রত্যায়কত্ব সিদ্ধ হয়। এই

র্ণানাং বাচকত্বাসম্ভবাৎ স্ফোটোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। ননু স্ফোটবাচকতাপক্ষেঽপি প্রাগুক্তবিকল্পপ্রসরেণ ঘট্টকুটী-প্রভাতায়িতমিতি চেত্তদেতন্মনোরাজ্যবিজৃম্ভণং বৈষম্য-সম্ভবাৎ ॥ ৩৪ ॥

তথাহি অভিব্যঞ্জকোঽপি প্রথমো ধ্বনিঃ স্ফোটমস্ফুট-মভিব্যনক্তি উত্তরোত্তরাভিব্যঞ্জকক্রমেণ স্ফুটং স্ফুটতরং স্ফুটতমং যথা স্বাধ্যায়ঃ সকৃৎপঠ্যমানো নাবধার্য্যতে অভ্যাসেন তু স্ফুটাবসায়ঃ যথা বা রত্নতত্ত্বং প্রথমপ্রতীতৌ স্ফুটং ন চকাস্তি চরমে চেতসি যথাবদভিব্যজ্যতে নাদৈ-রাহিতবীজায়ামন্ত্যেন ধ্বনিনা সহ আবৃত্তিপরিপাকায়াং বুদ্ধৌ শব্দোঽবধার্য্যতে ইতি প্রামাণিকোক্তেঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মাদস্মাচ্ছব্দাদর্থং প্রতিপদ্যামহ ইতি ব্যবহার-

কারণে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভবিত হওয়াতে, স্ফোটই স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

তথাহি, অভিব্যঞ্জক হইলেও, প্রথম ধ্বনি অস্ফুটরূপে স্ফোট অভি-ব্যক্ত করিয়া থাকে। পরে উত্তরোত্তর অভিব্যঞ্জকক্রমে স্পষ্ট, স্পষ্টতর ও স্পষ্টতম রূপে অভিব্যক্ত করে। যেমন, স্বাধ্যায় একবারমাত্র পাঠে অবধারিত হয় না, অভ্যাস দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। অথবা, যেমন রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়। প্রথমে নাদ দ্বারা বীজ আহিত হয়। পরে অন্ত্যধ্বনির সহিত আবৃত্তির পরিপাক হইলে, বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রামাণিক বচন ॥ ৩৫ ॥

সেইজন্য, এই শব্দ হইতে অর্থ প্রতিপন্ন করিব, ইত্যাদি ব্যবহারবশে

বশাদ্বর্ণানাং অর্থবাচকত্বানুপপত্তেঃ প্রথমে কাণ্ডে তত্র-ভবদ্ভির্ভর্তৃহরিভিরভিহিতত্বাৎ নিরবয়বমর্থপ্রত্যায়কং শব্দ-তত্ত্বং স্ফোটাভাবমভ্যুপগন্তব্যমিত্যেতৎ সর্ব্বম্ ॥ ৩৬ ॥

পরমার্থসংবিল্লক্ষণসত্তা জাতিরেব সর্ব্বেষাং শব্দা-নামর্থ ইতি প্রতিপাদনপরে জাতিসমুদ্দেশে প্রতিপাদি-তম্। যদি সত্তৈব সর্ব্বেষাং শব্দানামর্থস্তর্হি সর্ব্বেষাং শব্দানাং পর্য্যায়তা স্যাৎ তথাচ ক্বচিদপি যুগপত্ত্রিচতুর-পদপ্রয়োগাযোগ ইতি মহচ্চাতুর্য্যমায়ুষ্মতঃ। তদুক্তং

পর্য্যায়াণাং প্রয়োগো হি যৌগপদ্যেন নেষ্যতে।
পর্য্যায়েণৈব তে যস্মাদ্বদন্ত্যর্থং ন সংহতা ইতি ॥৩৭

তস্মাদয়ং পক্ষো ন ক্ষোদক্ষম ইতি চেৎ তদেতদগা-

বর্ণসকলের অর্থবাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়াতে, প্রথম কাণ্ডে পরমমাননীয় ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। তৎপ্রযুক্ত অর্থপ্রত্যয়সমাধায়ক নিরবয়ব শব্দতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৬ ॥

যাহাতে পরমার্থসংবিৎরূপ সত্তা আছে, সেই জাতিই সমুদায় শব্দের অর্থ, এইরূপ প্রতিপাদনপর জাতিসমুদ্দেশে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি সত্তাই সকল শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে, সমুদায় শব্দের পর্য্যায়তা হইয়া থাকে। তথাচ, কোথাও যুগপৎ তিন চারি পদ প্রয়োগের অযোগ সংঘটিত হয়। ইহা আয়ুষ্মানের মহাচতুরতা।

তথাহি, বলিয়াছেন, পর্য্যায়সকলের যৌগপদ্য দ্বারা প্রয়োগ অভিমত হয় না। যেহেতু, পর্য্যায় দ্বারাই তাহারা অর্থ প্রতিপাদন করে; সংহত হইয়া করে না ॥ ৩৭ ॥

এই কারণে উল্লিখিত পক্ষ ক্ষোদক্ষম নহে, এ কথা বলিলে, উহা

গনরোমন্থকল্পং নীললোহিতপীতাদ্যুপরঞ্জকদ্রব্যভেদেন স্ফটিকমণেরিব সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তায়াস্তদাত্মনা ভেদেন প্রতিপত্তিসিদ্ধৌ গোসত্তাপিরূপগোত্বাদিভেদনিবন্ধনব্যব-হারবৈলক্ষণ্যোপপত্তেঃ। তথাচাপ্তবাক্যং।

স্ফটিকং বিমলং দ্রব্যং যথা যুক্তং পৃথক্ পৃথক্।
নীললোহিতপীতাদ্যৈস্তদ্বর্ণমুপলভ্যত ইতি ॥ ৩৮

তথা হরিণাপ্যুক্তং

সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৯
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা সত্তা সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয় ইতি ॥ ৪০ ॥

গগনরোমন্থবৎ হইয়া উঠে। কেননা, নীল লোহিত পীতাদি উপরঞ্জক দ্রব্যভেদে স্ফটিকমণির ন্যায়, সম্বন্ধিভেদ সংঘটিত হয়। তজ্জন্য, সত্তার তদাত্মভেদ দ্বারা প্রতিপত্তিসিদ্ধি হইলে, গোত্বাদিভেদ নিবন্ধন ব্যবহার-বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইয়া থাকে।

তথাহি, আপ্তবাক্য যথা, একমাত্র বিমল স্ফটিক দ্রব্য নীল, লোহিত ও পীতাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তদ্বর্ণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥

হরিও বলিয়াছেন, সম্বন্ধিভেদবশতঃ শব্দাদি পদার্থসমূহে সত্তাই ভিদ্যমান হইয়া, জাতিশব্দে উল্লিখিত হয়। তাহাতেই সমুদায় শব্দ ব্যবস্থিত আছে ॥ ৩৯ ॥

তাহাকেই প্রাতিপদিকার্থ ও ধাত্বর্থ বলিয়া থাকে। সেই সত্তা, সেই মহান্ আত্মা এবং তাহাকেই অতলাদি বলে ॥ ৪০ ॥

আশ্রয়ভূতৈঃ সম্বন্ধিভির্ভিদ্যমানা কল্পিতভেদা গবাশ্বাদিষু সত্তৈব মহাসামান্যমেব জাতিঃ গোত্বাদিকমপরং সামান্যং পরমার্থ·স্ততো ভিন্নং ন ভবতি গোসত্তৈব গোত্বং নাপরমন্বয়ি প্রতিভাসতে এবমশ্বসত্তা অশ্বত্বমিত্যাদি বাচ্যম্॥ ৪১॥

এবঞ্চ তস্যামেব গবাদিভিন্নায়াং সত্তায়াং জাতৌ সর্ব্বে গোশব্দাদয়ো বাচকত্বেন ব্যবস্থিতা প্রাতিপদিকার্থশ্চ সত্তেতি প্রসিদ্ধম্। ভাববচনো ধাতুরিতি পক্ষে ভাবঃ সত্তৈবেতি ধাত্বর্থঃ সত্তা ভবত্যেব ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি পক্ষেপি জাতিমন্যে ক্রিয়ামাহুরনেকব্যক্তিক্রিয়াসমুদ্দেশে ক্রিয়ায়া জাতিরূপত্বপ্রতিপাদনাৎ ধাত্বর্থঃ সত্তা ভবত্যেব

যাহা আশ্রয়ভূত সম্বন্ধিসমূহ দ্বারা পৃথকরূপে প্রাদুর্ভূত ও তন্নিবন্ধন যাহাতে ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, সেই সত্তাই মহা সামান্য। এবং তাহাই জাতি শব্দে উল্লিখিত হয়। গোত্বাদি অপর সামান্য পরমার্থতঃ তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। গোসত্তাই গোত্ব; তাহা অপরান্বয়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় না। এইরূপ অশ্বসত্তা অশ্বত্ব, বলিতে হইবে॥ ৪১॥

এবঞ্চ, সেই গবাদিভিন্ন সত্তারূপ জাতিতেই সমুদায় গোশব্দাদি, বাচকত্ব দ্বারা ব্যবস্থিত আছে। প্রাতিপদিকার্থই সত্তা, এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। ভাববচনই ধাতু, ইত্যাদি পক্ষে সত্তাই ভাব। সুতরাং ধাত্বর্থ সত্তা হইয়া থাকে। ক্রিয়াবচনই ধাতু, ইত্যাদি পক্ষেও অন্যান্যেরা জাতিকে ক্রিয়া বলিয়া থাকেন। কেননা, অনেকব্যক্তিক্রিয়াসমুদ্দেশে ক্রিয়ার জাতিরূপত্ব প্রতিপাদিত হয়। ধাত্বর্থই সত্তা হইয়া থাকে।

তস্য ভাবস্ত্বতলাবিতি ভাবার্থে ত্বতলাদীনাং বিধানাৎ সত্তাবাচিত্বং যুক্তং সা চ সত্তা উদয়ব্যয়বৈধুর্য্যান্নিত্যা সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য তদ্বিবর্ত্ততয়া দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছেদরাহিত্যাৎ সত্তা মহানাত্মেতি ব্যপদিশ্যত ইতি কারিকাদ্বয়ার্থঃ ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যপদার্থসংবিল্লক্ষণং তত্ত্বমেব সর্ব্বশব্দার্থ ইতি সম্বন্ধসমুদ্দেশে সমর্থিতম্।

সত্যং বস্তু তদাকারৈরসত্যৈরবধার্য্যতে।
অসত্যোপাধিভিঃ শব্দৈঃ সত্যমেবাভিধীয়তে ॥ ৪৩ ॥
অধ্রুবেণ নিমিত্তেন দেবদত্তগৃহং যথা।
গৃহীতং গৃহশব্দেন শুদ্ধমেবাভিধীয়তে ইতি ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যকারেণাপি সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যেতদ্বার্ত্তিক-

কেননা, ভাবার্থে ত্বতলাদি প্রত্যয় বিহিত হয়। তজ্জন্য সত্তাবাচিত্বই যুক্তিসিদ্ধ। সেই সত্তা, উদয়ব্যয়বৈধুর্য্যবশতঃ নিত্যস্বরূপা। কেননা, সমুদায় প্রপঞ্চই তাহার বিবর্ত্তস্বরূপ। এবং দেশ, কাল, বস্তু, কোনরূপেই তাহার পরিচ্ছেদ নাই। সেইজন্যই, সত্তা মহান্ আত্মা বলিয়া ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। কারিকাদ্বয়ে এইরূপ অর্থই করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যপদার্থের সংবিৎস্বরূপ তত্ত্বই সর্ব্বশব্দার্থ, ইহা সম্বন্ধসমুদ্দেশে সমর্থিত হইয়াছে। যথা,

সত্যবস্তু তদাকার অসত্য দ্বারা অবধারিত হয়। সেইরূপ, অসত্যোপাধিবিশিষ্ট শব্দসকল দ্বারা সত্যই অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

অধ্রুব নিমিত্ত দ্বারা, দেবদত্তগৃহের ন্যায়, গৃহীত পদার্থ গৃহশব্দ দ্বারা শুদ্ধরূপেই প্রতিপাদিত হয় ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যকারও, শব্দার্থসম্বন্ধ সিদ্ধ, ইত্যাদি বিধানে বার্ত্তিক ব্যাখ্যান

ব্যাখ্যানাবসরে দ্রব্যং হি নিত্যমিত্যনেন গ্রন্থেন অশ্বত্বোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং দ্রব্যশব্দবাচ্যং সর্ব্বশব্দার্থ ইতি নিরূপিতম্ ॥ ৪৫ ॥

জাতিশব্দার্থবাচিনো বাজপ্যায়নস্য মতে গবাদয়ঃ শব্দাঃ ভিন্নদ্রব্যসমবেতজাতিমভিদধতি তস্যামবগাহ্যমানায়াং তৎসম্বন্ধাৎ দ্রব্যমবগম্যতে শুক্লাদয়ঃ শব্দা গুণসমবেতাং জাতিমাচক্ষতে গুণে তৎসম্বন্ধাৎ প্রত্যয়ঃ দ্রব্যসম্বন্ধিসম্বন্ধাৎ সংজ্ঞা শব্দানামুৎপত্তিপ্রভৃত্যাবিনাশাৎ শৈশবকৌমারযৌবনাদ্যবস্থাদিভেদেঽপি স এবায়মিত্যভিপ্রত্যয়বলাৎ সিদ্ধা দেবদত্তত্বাদিজাতিরভ্যুপগন্তব্যা ক্রিয়াস্বপি জাতিরালক্ষ্যতে সৈব ধাতুবাচ্যা পঠতীত্যাদাবনুবৃত্তপ্রত্যয়স্য প্রাদুর্ভাবাৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রসঙ্গে,দ্রব্য নিত্যস্বরূপ,এইপ্রকার উক্তিস্থাপনপূর্ব্বক অশ্বত্বোপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন দ্রব্যশব্দবাচ্য ব্রহ্মতত্ত্বই সমুদায় শব্দার্থ,এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ॥৪৫

জাতিশব্দার্থবাচী বাজপ্যায়নের মতে গবাদি শব্দসকল ভিন্নদ্রব্যসমবেত জাতি অভিহিত করে। জাতি অবগাহ্যমান হইলে, তদীয় সম্বন্ধবশে দ্রব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন, শুক্লাদি শব্দসকল, গুণসমবেত জাতি অভিহিত করে। গুণে তাহার সম্বন্ধবশতঃ প্রত্যয় হইয়া থাকে। এবং দ্রব্যসম্বন্ধিসম্বন্ধপ্রযুক্ত সংজ্ঞা সুসম্পন্ন হয়। শব্দসকলের উৎপত্তি প্রভৃতির বিনাশ নাই। সুতরাং, শৈশব, কৌমার ও যৌবনাদি অবস্থাভেদেও, সেই, এই, এই প্রকার অভিপ্রত্যয়বলে ; দেবদত্তত্বাদিজাতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, স্বীকার করিতে হইবে। ক্রিয়াসকলেও, জাতি আলক্ষিত হয়। তাহাই ধাতুবাচ্য। কেননা পাঠ করিতেছি, ইত্যাদিস্থলে অনুবৃত্ত প্রত্যয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

দ্রব্যপদার্থবাদিব্যাড়িনয়ে শব্দস্য ব্যক্তিরেবাভিধেয়-তয়া প্রতিভাসতে জাতিস্তূপলক্ষণতয়েতি নানন্ত্যাদি-দোষাবকাশঃ ॥ ৪৭ ॥

পাণিন্যাচার্য্যস্যোভয়ং সম্মতং যতো জাতিপদার্থ-মভ্যুপগম্য জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যা-মিত্যাদিব্যবহারঃ দ্রব্যপদার্থমঙ্গীকৃত্য স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তাবিত্যাদিঃ ব্যাকরণস্য সর্ব্বপার্ষদত্বান্মতদ্বয়া-ভ্যুপগমে ন কশ্চিদ্বিরোধঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ দ্বয়ং সত্যং পরং ব্রহ্মতত্ত্বং সর্ব্বশব্দার্থ ইতি স্থিতম্।

তদুক্তং।

তস্মাচ্ছক্তিবিভাগেন সত্যঃ সর্ব্বঃ সদাত্মকঃ।
একোহর্থঃ শব্দবাচ্যত্বে বহুরূপঃ প্রকাশত ইতি ॥ ৪৯ ॥

দ্রব্যপদার্থবাদী ব্যাড়ির মতে শব্দের ব্যক্তি অভিধেয়তা দ্বারা এবং জাতি উপলক্ষণতা দ্বারা প্রতিভাত হয়। ইহাতে আনন্ত্যাদি-দোষপ্রসঙ্গ নাই ॥৪৭॥

আচার্য্য পাণিনি উভয়ই স্বীকার করেন। যেহেতু, জাতিপদার্থ স্বীকার করিয়া, জাত্যাখ্যাতে, একস্মিন্ বহুবচন, ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। পুনরায়, দ্রব্যপদার্থ স্বীকার করিয়া, সরূপাণাং একশেষ ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপে, ব্যাকরণের সর্ব্বপার্ষদত্বপ্রযুক্ত, মতদ্বয় অঙ্গীকার করিলে, কোনরূপ বিরোধ হয় না ॥ ৪৮ ॥

এই কারণে উভয় মতে, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বশব্দার্থ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। তথাহি বলিয়াছেন,

এইজন্য শক্তিবিভাগ-দ্বারা তাঁর সত্যস্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ, সদাত্মক, এক অর্থ শব্দবাচ্যত্বে বহুরূপে প্রকাশিত হয় ॥ ৪৯ ॥

সত্যস্বরূপমপি হরিণোক্তং সম্বন্ধসমুদ্দেশে
যত্র দ্রষ্টা চ দৃশ্যঞ্চ দর্শনঞ্চাবিকল্পিতম্।
তস্যৈবার্থস্য সত্যত্বমাহুস্ত্রয্যন্তবেদিন ইতি ॥ ৫০ ॥

দ্রব্যসমুদ্দেশেঽপি

বিকারোপগমে সত্যং সুবর্ণং কুণ্ডলে যথা।
বিকারাপগমো যত্র তানাহুঃ প্রকৃতিং পরামিতি ॥ ৫১ ॥

অভ্যুপগতাদ্বিতীয়ত্বনির্ব্বাহায় বাচ্যবাচকয়োরবিভাগঃ প্রদর্শিতঃ।

বাচ্যা সা সর্ব্বশব্দানাং শব্দাশ্চ ন পৃথক্ ততঃ।
অপৃথক্ত্বেঽপি সম্বন্ধস্তয়োর্নানাত্মনোরিবেতি ॥ ৫২ ॥

তত্তদুপাধিপরিকল্পিতভেদবহুলতয়া ব্যবহারস্যাবিদ্যামাত্রকল্পিতত্বেন প্রতিনিয়তাকারোপধীয়মানরূপভেদং

হরিও সম্বন্ধসমুদ্দেশে সত্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,

যেস্থলে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য সর্ব্বথা বিকল্পশূন্য, ত্রয্যন্তবেদী পণ্ডিতগণ সেই অর্থেরই সত্যত্ব উল্লেখ করেন ॥ ৫০ ॥

দ্রব্যসমুদ্দেশেও বলিয়াছেন, বিকারের উপশমে সত্য, কুণ্ডলে স্বর্ণের ন্যায়, প্রতিভাত হয়। আর, যাহাতে বিকারের অপগম লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাকেই পরা প্রকৃতি বলে ॥ ৫১ ॥

উপরে যে অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রতিপাদনার্থ বাচ্য-বাচক উভয়ের অবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,

তাহা সমুদায় শব্দের বাচ্য এবং তাহা হইতে শব্দসকল পৃথক্ নহে ॥৫২

তত্তৎ উপাধি দ্বারা বহুল ভেদ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন, ব্যবহারমাত্রেই অবিদ্যামাত্রকল্পিত। তজ্জন্য, প্রতিনিয়ত আকারে যাহার

ব্রহ্মতত্ত্বং সর্ব্বশব্দবিষয়ঃ অভেদে চ পারমার্থিকে সংবৃতি-বশাদ্ব্যবহারদশায়াং স্বপ্নাবস্থাবদুচ্চাবচঃ প্রপঞ্চো বিবর্ত্তত ইতি কারিকার্থঃ। তদাহুর্ব্বেদান্তবাদনিপুণাঃ

যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চোয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ।
এবং জাগ্রৎপ্রপঞ্চোঽপি ময়ি মায়াবিজৃম্ভিত ইতি ॥৫৩॥

তদিত্থং কূটস্থে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সচ্চিদানন্দরূপে প্রত্যগভিন্নেঽবগতে অনাদ্যবিদ্যানিবৃত্তৌ তাদৃগ্‌ব্রহ্মাত্মনা-বস্থানলক্ষণং নিঃশ্রেয়সং সেৎস্যতি শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতীত্যভিযুক্তোক্তেঃ। তথাচ শব্দানু-শাসনশাস্ত্রস্য নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং সিদ্ধম্। তদুক্তং

তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্ময়ানাং চিকিৎসিতম্।
পবিত্রং সর্ব্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রচক্ষত ইতি ॥ ৫৪ ॥

রূপভেদ উপধীয়মান হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বশব্দবিষয় এবং অভেদ পারমার্থিক হওয়াতে, সংবৃতিবশে ব্যবহারদশায় স্বপ্নাবস্থার ন্যায়, উচ্চাবচ প্রপঞ্চ বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহাই কারিকার অর্থ। বেদান্তবাদনিপুণ তাহাই বলিয়াছেন। যথা,—

এই স্বপ্নপ্রপঞ্চ যেমন আমাতে মায়াবশে বিজৃম্ভিত হয়, জগৎপ্রপঞ্চও সেইরূপ আমাতে মায়াবিজৃম্ভিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩॥

এইরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, প্রত্যগভিন্ন, কূটস্থ পরব্রহ্ম অবগত হইলে, অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলে, ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ের একতা রূপ নিঃশ্রেয়স সমাহিত হয়। কেননা, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত হইলেই, পরব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথাচ, শব্দানুশাসনের নিঃশ্রেয়সসাধনতা সিদ্ধ হইল। তাহা বলিয়াছেন, যথা, তাহাই অপবর্গের দ্বার। তাহাই বাঙ্ময়ের চিকিৎসিত, তাহাই সমুদায় বিদ্যার মধ্যে পবিত্র এবং তাহাকেই অধিবিদ্য বলে ॥ ৫৪ ॥

তথা

ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্ব্বণাম্।

ইয়ং সা মোক্ষমার্গাণামজিহ্মা রাজপদ্ধতিরিতি ॥ ৫৫ ॥

তস্মাদ্ব্যাকরণশাস্ত্রং পরমপুরুষার্থসাধনতয়াধ্যেতব্যমিতি সিদ্ধম্॥ ৫৬ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পাণিনিদর্শনম্।

অথ সাংখ্যদর্শনম্।

অথ সাংখ্যৈরাখ্যাতে পরিণামবাদে পরিপন্থিনি জাগরূকে কথঙ্কারং বিবর্ত্তবাদ আদরণীয়ো ভবেদেষ হি তেষামাঘোষঃ। সঙ্ক্ষেপেণ হি সাংখ্যশাস্ত্রে চতস্রো বিধাঃ সম্ভাব্যন্তে ক্বচিদর্থঃ প্রকৃতিরেব কশ্চিদ্বিকৃতিরেব

পুনশ্চ, বলিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধিসোপানপর্ব্বের আদ্য পদস্থান এবং ইহাই মুক্তিমার্গের অতীব সরল রাজপন্থা ॥ ৬৫ ॥

এই কারণে, পরমপুরুষার্থের সাধনতাপ্রযুক্ত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৫৬ ॥

সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যগণের আখ্যাত পরিণামবাদ পরিপন্থিস্বরূপ জাগরূক থাকাতে, বিবর্ত্তবাদ কিরূপে আদরণীয় হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের আঘোষ। সাংখ্যশাস্ত্রে সংক্ষেপে চারিটী বিধান সম্ভাবিত হইয়া থাকে। প্রথম

কশ্চিদ্বিকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চ কশ্চিদনুভয় ইতি। তত্র কেবলা প্রকৃতিঃ প্রধানপদেন বেদনীয়া মূলপ্রকৃতিঃ নাসাবন্যস্য কস্যচিদ্বিকৃতিঃ ॥ ১ ॥

প্রকরোতীতি প্রকৃতিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা সত্ত্বরজস্তমোগুণানাং সাম্যাবস্থায়া অভিধানাৎ তদুক্তং মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিতি। মূলঞ্চাসৌ প্রকৃতিশ্চ মূলপ্রকৃতিঃ মহদাদেঃ কার্য্যকলাপস্যাসৌ মূলং ন ত্বস্য প্রধানস্য মূলান্তরমস্তি অনবস্থাপাতাৎ। ন চ বীজাঙ্কুরবদনবস্থাদোষো ন ভবতীতি বাচ্যং প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বিকৃতয়শ্চ প্রকৃতয়শ্চ মহদহঙ্কারতন্মাত্রাণি। তদপ্যুক্তং মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তেতি। অস্যার্থঃ

প্রকৃতি; দ্বিতীয় বিকৃতি; তৃতীয় বিকৃতি প্রকৃতি এবং চতুর্থ অনুভয়। তন্মধ্যে কেবলা প্রকৃতি প্রধানশব্দবাচ্য মূলপ্রকৃতি। উহা অন্য কাহারও বিকৃতি নহে ॥ ১ ॥

প্রকৃষ্ট রূপে করে, এইজন্য উহার নাম প্রকৃতি। এইরূপ উৎপত্তি দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা অভিহিত হইয়াছে। তথাহি, বলিয়াছেন, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি। ইহার অর্থ এই, ইহা মূল অর্থাৎ মহদাদি কার্য্যকলাপের আদি। ইহার মূলান্তর নাই। মূলান্তর আছে, বলিলে, অনবস্থাদোষ ঘটিয়া থাকে। বীজাঙ্কুরের ন্যায়, অনবস্থাদোষ সম্ভব নহে, একথা বলিতে পার না। কেননা, উহার কোন প্রমাণ নাই ॥ ২ ॥

বিকৃতিপ্রকৃতিশব্দে মহৎ, অহঙ্কার ও তন্মাত্র পঞ্চক। তথাহি, বলিয়া-

প্রকৃতয়শ্চ তাঃ বিকৃতয়শ্চেতি প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত মহদাদীনি তত্ত্বানি ॥ ৩ ॥

তত্রান্তঃকরণাদিপদবেদনীয়ং মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্য প্রকৃতিঃ মূলপ্রকৃতেস্তু বিকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

এবমহঙ্কারতত্ত্বমভিমানাপরনামধেয়ং মহতো প্রকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চ তদেবাহঙ্কারতত্ত্বং তামসং সৎ পঞ্চতন্মাত্রাণাং সূক্ষ্মাভিধানাং তদেব সাত্ত্বিকং সৎ প্রকৃতিরেকাদশেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনাত্বগাখ্যানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানামুভয়াত্মকস্য মনসশ্চ রজসন্তূভয়ত্র ক্রিয়োৎপাদনদ্বারেণ কারণত্বমস্তীতি ন বৈয়র্থ্যম্ ॥ ৫ ॥

ছেন, মহদাদি প্রকৃতিবিকৃতির সংখ্যা সাতটী। ইহার অর্থ এই, মহদাদি সপ্ত তত্ত্বের নাম প্রকৃতিবিকৃতি ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে, অন্তঃকরণাদিশব্দবাচ্য মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার প্রকৃতি। এবং মূলপ্রকৃতির বিকৃতি ॥ ৪ ॥

এইরূপ, যাহার অপর নাম অভিমান, সেই অহংকারতত্ত্ব মহতের বিকৃতি। এই অহংকারতত্ত্ব তামস অবস্থায় সূক্ষ্মাভিধেয় পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি হইয়া থাকে এবং সাত্ত্বিক অবস্থায় একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তনা করে। ঐ একাদশ ইন্দ্রিয় দুই ভাগে বিভক্ত, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। তন্মধ্যে চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্ এই পাঁচটীর নাম বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি. পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহাদের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর মন উভয়াত্মক। রজোগুণ উভয়ত্র ক্রিয়ার উৎপাদন করে। এইজন্য তাহার কারণত্ব লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে বৈয়র্থ্য নাই ॥ ৫ ॥

তদুক্তমীশ্বরকৃষ্ণেন

অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব ॥ ৬ ॥
সাত্ত্বিক একাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাদপাণিপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ ॥ ৭ ॥

উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাদিতি ॥ ৮ ॥

বিবৃতশ্চ তত্ত্বকৌমুদ্যামাচার্য্যবাচস্পতিভিঃ। কেবলা বিকৃতিস্তু বিয়দাদীনি পঞ্চভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ। তদুক্তং ষোড়শকস্তু বিকার ইতি ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্নো গণঃ ষোড়শকো বিকার এব ন প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। যদ্যপি

তথাহি, ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অহংকার অর্থাৎ অভিমান। তাহা হইতে দ্বিবিধ সর্গ প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম একাদশক গণ এবং দ্বিতীয় তন্মাত্রপঞ্চক ॥ ৬ ॥

চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ ইহাদের নাম বুদ্ধীন্দ্রিয়। বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ, ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে ॥ ৭ ॥

মন উভয়াত্মক। অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যবশতঃ সংকল্পবিকল্পাত্মক ইন্দ্রিয় ॥৮॥

তত্ত্বকৌমুদীতে আচার্য্য বাচস্পতি বিবৃত করিয়াছেন। যথা, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহাদিগকে কেবল প্রকৃতি বলে। তথাহি বলিয়াছেন, বিকার ষোড়শক অর্থাৎ ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্ন গণ ষোড়শক বিকার; প্রকৃতি নহে। যদ্যপি, পৃথিব্যাদি গোঘটাদির

পৃথিব্যাদয়ো গোঘটাদীনাং প্রকৃতিস্তথাপি ন তে পৃথিব্যাদিভ্যস্তত্ত্বান্তরমিতি ন প্রকৃতিঃ তত্ত্বান্তরোপাদানত্বং চেহ প্রকৃতিত্বমভিমতং গোঘটাদীনাং স্থূলত্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ত্বয়োঃ সমানত্বেন তত্ত্বান্তরত্বাভাবঃ। তত্র শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধতন্মাত্রেভ্যঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসূক্ষ্মভূতসহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতানি বিয়দাদীনি ক্রমেণৈকদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চগুণানি জায়ন্তে। ইন্দ্রিয়সৃষ্টিস্তু প্রাগেবোক্তা ॥ ৯ ॥ তদুক্তং

প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানীতি ॥ ১০ ॥

অনুভয়াত্মকঃ পুরুষঃ তদুক্তং ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। পুরুষস্তু কূটস্থো নিত্যোঽপরিণামী ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্নাপি বিকৃতিঃ কস্যচিদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

প্রকৃতি। তথাপি, তাহারা পৃথিব্যাদি হইতে তত্ত্বান্তর নহে। এই কারণে প্রকৃতি নহে। গোঘটাদির স্থূলত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, উভয়ই সমান। তৎপ্রযুক্ত, তত্ত্বান্তরত্ব সম্ভব নহে। তন্মধ্যে, পূর্ব্বপূর্ব্ব-সূক্ষ্মভূত-সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি ও পঞ্চগুণ বিশিষ্ট আকাশাদি পঞ্চভূত সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সৃষ্টি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৯ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে ষোড়শক গণ সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

পুরুষ অনুভয়াত্মক, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন। তিনি কূটস্থ, নিত্য ও পরিণামরহিত। তিনি কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন ॥ ১১ ॥

এতৎপঞ্চবিংশতিতত্ত্বসাধকত্বেন প্রমাণত্রয়মভিমতং তদপ্যুক্তং

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধীতি ॥১২॥

ইহ কার্য্যকারণভাবে চতুর্দ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ প্রসরতি। অসতঃ সজ্জায়ত ইতি সৌগতাঃ সঙ্গিরন্তে। নৈয়ায়িকাদয়ঃ সতোঽসজ্জায়ত ইতি। বেদান্তিনঃ সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তুসদিতি। সাংখ্যাঃ পুনঃ সতঃ সজ্জায়ত ইতি ১৩ ॥

তত্রাসতঃ সজ্জায়ত ইতি ন প্রামাণিকঃ পক্ষঃ অসতো নিরূপাখ্যস্য শশবিষাণবৎকারণত্বানুপপত্তেঃ তুচ্ছাতুচ্ছয়োস্তাদাত্ম্যানুপপত্তেশ্চ।

উল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সাধকত্ব দ্বারা, প্রমাণত্রয় অভিমত হইয়াছে। যথা, দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্তবাক্য। সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্ববশতঃ এই ত্রিবিধ প্রমাণই অভিমত। প্রমাণ হইতেই প্রমেয়সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

প্রস্তাবিত কার্য্যকারণ ভাবে চারি প্রকারে বিপ্রতিপত্তি প্রকৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, সৌগতেরা বলিয়াছেন, অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতে সৎ হইতে অসতের আবির্ভাব হইয়াছে। বেদান্তীরা বলেন, সৎ হইতে বিবর্ত্তের উদ্ভব হয়। সাংখ্যেরা নির্দ্দেশ করেন, সৎ হইতে সতের জন্ম হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তন্মধ্যে অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়, ইহা প্রামাণিক পক্ষ নহে। কেননা, অসৎ নিরূপাখ্য। সুতরাং, শশকের শৃঙ্গবৎ তাহার কারণত্ব সম্ভব নহে। এবং তুচ্ছ অতুচ্ছ, উভয়ত্রই তদাত্ম্যের অনুপপত্তি হইয়া

নাপি সতোঽসজ্জায়তে কারকব্যাপারাৎ প্রাগসতঃ শশবিষাণবৎসত্তাসম্বন্ধলক্ষণোৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ। নহি নীলং নিপুণতমেনাপি পীতং কর্ত্তুং পার্য্যতে। ননু সত্ত্বাসত্ত্বে ঘটস্য ধর্ম্মাবিতি চেত্তদচারু অসতি ধর্ম্মিণি তদ্ধর্ম্ম ইতি ব্যপদেশানুপপত্ত্যাঃ ধর্ম্মিণঃ সত্ত্বাপত্তেঃ। তস্মাৎ কারক-ব্যাপারাৎ প্রাগপি কার্য্যং সদেব সতশ্চাভিব্যক্তিরুপ-পদ্যতে যথা পীড়নেন তিলেষু তৈলস্য দোহেন সৌরভেয়ীষু পয়সঃ। অসতঃ করণে কিমপি নিদর্শনং ন দৃশ্যতে ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ কার্য্যেণ কারণং সম্বদ্ধং তজ্জনকং অসম্বদ্ধং বা। প্রথমে কার্য্যস্য সত্ত্বমায়াতং সতোরেব সম্বন্ধ ইতি নিয়মাৎ

থাকে। সৎ হইতেও অসতের জন্ম হইতে পারে না। যেহেতু, কারক-ব্যাপারের পূর্ব্বে শশবিষাণের ন্যায়, অসতের সত্তাসম্বন্ধরূপ উৎপত্তি সম্ভব নহে। নিপুণতম ব্যক্তিও নীলকে পীত করিতে পারে না। যদি বল, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, উভয়ই ঘটের ধর্ম্ম। এ কথাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, ধর্ম্মীরই সত্ত্বাপত্তি হয়। অসৎ ধর্ম্মিতে তদ্ধর্ম্ম, এইরূপ ব্যপদেশ উপপন্ন হয় না। এইজন্য, কারকব্যাপারের পূর্ব্বেও কার্য্য অবশ্যই থাকে। তাহারই অভিব্যক্তি উপপন্ন হয়। যেমন নিষ্পীড়ন দ্বারা তিলে তৈলের এবং দোহন দ্বারা গাভীতে দুগ্ধের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অসতের করণে কোনরূপ নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৪ ॥

পুনশ্চ, কারণ কার্য্য দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া তাহার জনক হয়; কিম্বা অসম্বদ্ধ হইয়াই, ঐরূপ উৎপাদক হইয়া থাকে? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে, কার্য্যের সত্ত্ব আপতিত হয়। কেননা, সতেরই সম্বন্ধ, এইরূপ

চরমে সর্ব্বং কার্য্যজাতং সর্ব্বস্মাজ্জায়েত অসম্বন্ধত্বা-বিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥

তদাখ্যায়ি সাংখ্যাচার্য্যৈঃ

অসত্ত্বান্নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ।

অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিরিতি ॥ ১৬ ॥

অথৈবমনুষ্ঠেয়াসম্বন্ধমপি তৎ তদেব জনয়তি যত্র যচ্ছক্তং শক্তিশ্চ কার্য্যদর্শনোন্নেয়েতি তন্ন সঙ্গচ্ছতে তিলেষু তৈলজননশক্তিরিত্যত্র তৈলস্যাসত্ত্বে সম্বদ্ধত্বা-সম্বদ্ধত্ববিকল্পেন তচ্ছক্তিরিতি নিরূপণাযোগাৎ পৃথক্ ন ভবতি পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে তদ্ধর্ম্মত্বান্ন যদেবং ন তদেবং যথা গোরশ্বঃ তদ্ধর্ম্মশ্চ পটস্তস্মান্নার্থান্তরম্ ॥১৭॥

নিয়ম আছে। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে, অসম্বন্ধত্বের কোনরূপ বিশেষ থাকে না। তজ্জন্য সকল হইতেই সর্ব্ববিধ কার্য্যজাত সমুদ্ভূত হয়। ১৫ ॥

সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহা বলিয়াছেন। যথা, কারণসকল সত্ত্বসঙ্গী। সুতরাং, অসত্ত্ব হইতে সম্বন্ধ নাই। যে ব্যক্তি অসম্বন্ধের উৎপত্তি ইচ্ছা করে, তাহার ব্যবস্থিতি নাই ॥ ১৬ ॥

যাহাতে যাহা শক্ত, এইরূপ অনুষ্ঠেয়াসম্বন্ধও তত্তৎ পদার্থেরই সমুৎ-পাদন করে। কার্য্য দেখিয়াই, শক্তির উন্নয়ন করিতে হয়। ইত্যাদি মতবাদ সঙ্গত হইতে পারে না। তিলে তৈলজনন শক্তি আছে। এ স্থলে তৈলের অসত্ত্বে সম্বদ্ধত্বাসম্বদ্ধত্ব বিকল্প না করিয়া, তচ্ছক্তি, এইরূপ নিরূপণের অযোগবশতঃ, পৃথক্ হইতে পারে না। তথাহি, পট তন্তুসকল হইতে পৃথক্ নহে। তদ্ধর্ম্মতাই ইহার কারণ। যাহা এরূপ নহে, তাহা এরূপ নহে ; যেমন গো ও অশ্ব। সুতরাং, পট অর্থান্তর নহে ॥ ১৭ ॥

তর্হি প্রত্যেকং ন এব প্রাবরণকার্য্যং কুর্য্যুরিতি চেৎ সংস্থানভেদেনাবির্ভূতপটভাবানাং প্রাবরণার্থক্রিয়াকারিত্বোপপত্তেঃ তথা হি কূর্ম্মস্যাঙ্গানি কূর্ম্মশরীরে নিবিশমানানি তিরোভবন্তি নিঃসরন্তি চাবির্ভবন্তি এবং কারণস্য তন্ত্বাদেঃ পটাদয়ো বিশেষা নিঃসরন্ত আবির্ভবন্ত উৎপদ্যন্ত ইত্যুচ্যন্তে নিবিশমানাস্তিরোভবন্তো বিনশ্যন্তীত্যুচ্যন্তে। ন পুনরসতামুৎপত্তিঃ সতাং বা বিনাশঃ যথোক্তং ভগবদ্গীতায়াং।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত ইতি।

ততশ্চ কার্য্যানুমানাৎ তৎপ্রধানসিদ্ধিঃ॥ ১৮॥

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।

শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যমিতি॥

নাপি সতো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিবর্ত্তঃ প্রপঞ্চঃ বাধানুপ-

যদি বল, তবে, প্রত্যেকেই প্রাবরণকার্য্য করিতে পারে না। ইহার উত্তর এই, সংস্থানভেদে যাহাদের পটভাব আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাদের প্রাবরণার্থক্রিয়াকারিতা উপপন্ন হইয়া থাকে। তথাহি কূর্ম্মের অঙ্গসকল কূর্ম্মশরীরে নিবিষ্ট হইয়া তিরোভূত এবং নিঃসৃত হইয়া আবির্ভূত হয়। এইরূপ, কারণরূপী তন্তুপ্রভৃতির অঙ্গস্বরূপ পটাদি নিঃসৃত হইয়া, আবির্ভূত ও উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বলা যায়। আর, নিবিষ্ট হইয়া তিরোভূত, কিনা, বিনষ্ট হয়, ইত্যাদি উক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ, অসতের উৎপত্তি নাই এবং সতেরও বিনাশ হয় না। ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, অসতের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি নাই। এবং সতের অভাব অর্থাৎ ধ্বংস হয় না। এই কারণেই কার্য্যানুমানপ্রযুক্ত তৎপ্রধানের সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৮॥

বাধার অনুপলম্ভবশতঃ; এবং অধিষ্ঠানারোপ্য চিৎ ও জড় উভয়ের

লম্ভাৎ অধিষ্ঠানারোপ্যয়োশ্চিজ্জড়য়োঃ কলধৌতরূপ্যাদি-বৎ সারূপ্যভাবেনারোপসম্ভবাচ্চ তস্মাৎ সুখদুঃখমোহাত্ম-কস্য তথাবিধকারণমবধারণীয়ং। তথাচ প্রয়োগঃ বিমতং ভাবজাতং সুখদুঃখমোহাত্মককারণকং তদন্বিতত্বাৎ যদ্যেনান্বীয়তে তত্তৎকারণকং যথা রুচকাদিকং সুবর্ণান্বিতং সুবর্ণাকারণকং তথাচেদং তস্মাত্তথেতি ॥ ১৯ ॥

তত্র জগৎকারণে যেয়ং সুখাত্মকতা তৎ সত্ত্বং যা দুঃখাত্মকতা তদ্রজঃ যা চ মোহাত্মকতা তত্তম ইতি ত্রিগুণাত্মককারণসিদ্ধিঃ। তথা হি প্রত্যেকং ভাবাস্ত্রৈ-গুণ্যবন্তোঽনুভূয়ন্তে। যথা মৈত্রদারেষু সত্যবত্যাং মৈত্রস্য সুখমাবিরস্তি তং প্রতি সত্ত্বগুণপ্রাদুর্ভাবাত্তৎপত্নীনাং দুঃখং তাঃ প্রতি রজোগুণপ্রাদুর্ভাবাৎ। তামলভমানস্য

স্বর্ণরৌপ্যাদিবৎ সারূপ্যভবে আরোপ সম্ভবিত হওয়াতে, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-তত্ত্বের বিবর্ত্ত প্রপঞ্চ নাই। সেইজন্য, সুখদুঃখমোহাত্মকেরই তথাবিধ কারণ অবধারণ করিতে হইবে। তথাচ, প্রয়োগ যথা, বিমত ভাবজাত সুখদুঃখমোহাত্মকের কারণ হইয়া থাকে। তদন্বিততাই ইহার হেতু। যাহা যাহা দ্বারা অন্বিত হয়, তাহাই তাহার কারণ হইয়া থাকে। যেমন, রুচকাদি সুবর্ণান্বিত হইলে, সুবর্ণের কারণ হইতে পারে না॥ ১৯ ॥

তন্মধ্যে জগৎকারণে যে এই সুখাত্মকতা, তাহাই সত্ত্ব; যাহা দুঃখাত্ম-কতা, তাহাই রজঃ এবং যাহা মোহাত্মকতা, তাহাই তমঃ। এইরূপে ত্রিগুণাত্মক কারণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তথাহি, ভাবমাত্রেই ত্রৈগুণ্যবিশিষ্ট হইয়া, অনুভবগোচর হয়। ইহার উদাহরণ যথা, মৈত্রপত্নীগণের মধ্যে সত্যবতীতে মৈত্রের সুখ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব ইহার কারণ। এবং তদীয় সপত্নীগণের প্রতি রজোগুণের প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত

চৈত্রস্য মোহো ভবতি তং প্রতি তমোগুণসমুদ্ভবাৎ। এবমন্যদপি ঘটাদিকং লভ্যমানং সুখং করোতি পরৈরপি হ্রিয়মাণং দুঃখং করোতি উদাসীনস্যোপেক্ষাবিষয়ত্বেনোপতিষ্ঠতে উপেক্ষাবিষয়ত্বং নাম মোহঃ মুহ বৈচিত্ত্যেত্যস্মাদ্ধাতোর্ম্মোহশব্দনিষ্পত্তেঃ উপেক্ষণীয়েষু চিত্তবৃত্ত্যনুদয়াৎ॥ ২০॥

তস্মাৎ সর্ব্বং ভাবজাতং সুখদুঃখমোহাত্মকং ত্রিগুণপ্রধানকারণকমবগম্যতে। তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি শ্রূয়তে

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং সরূপাঃ॥ ২১॥

দুঃখ জন্মিয়া থাকে। তাহাকে না পাইয়া, চৈত্রের মোহ হয়। তাহার প্রতি তমোগুণের প্রাদুর্ভাবই ইহার কারণ। এইরূপ অন্যত্র। ঘটাদি লভ্যমান হইলে, সুখ সমুদ্ভাবন করে, পরে হরণ করিয়া লইলে, দুঃখ জন্মাইয়া থাকে। উপেক্ষাবিষয়ত্ববশতঃ উদাসীনের দুঃখ উপস্থিত হয় না। উপেক্ষাবিষয়ত্বশব্দে মোহ। বৈচিত্ত্যরূপ অর্থপ্রতিপাদক মুহধাতু হইতে মোহশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেহেতু, উপেক্ষণীয় বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অনুদয় হইয়া থাকে॥ ২০॥

এই কারণে সমুদায় ভাবজাত সুখদুঃখমোহাত্মক এবং ত্রিগুণপ্রধান কারণ বলিয়া, পরিজ্ঞাত হয়। তথাচ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন,—

এক অজা লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে বহু প্রজা সমুদ্ভাবন করেন। উহারা সকলেই সরূপ॥ ২১॥

অজো হ্যেকো জুষমাণো ন শেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজান্য ইতি ॥

অত্র লোহিতশুক্লকৃষ্ণশব্দা রঞ্জকত্বপ্রকাশকত্বাবরকত্বসাধর্ম্ম্যাৎ রজঃসত্ত্বতমোগুণত্বপ্রতিপাদনপরাঃ ॥ ২২ ॥

নন্বচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতং মহদাদিকার্য্যে ন ব্যাপ্রিয়তে অতঃ কেনচিচ্চেতনেনাধিষ্ঠাত্রা ভবিতব্যম্। তথাচ সর্ব্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ স্যাদিতি চেৎ তদসঙ্গতং অচেতনস্যাপি প্রধানস্য প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। দৃষ্টশ্চ অচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থায় প্রবর্ত্তমানং যথা বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থমচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ত্ততে যথা জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ত্ততে

এখানে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণশব্দ রঞ্জকত্ব, প্রকাশকত্ব ও আবরকত্বসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত, যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্ব প্রতিপাদিত করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যদি বল, প্রধান অচেতন। সুতরাং চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে মহদাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না। সুতরাং, কোন চেতন পদার্থ অবশ্যই ইহার অধিষ্ঠাতা হইবে। তাহা হইলেই, সর্ব্বার্থদর্শী পরমেশ্বরকে স্বীকার করিতে হয়।

ইহার উত্তর এই, ঈদৃশ মতবাদ সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, প্রধান অচেতন হইলেও, প্রয়োজনবশে তাহার প্রবৃত্তির উপপত্তি হইয়া থাকে। এবং এরূপও দেখা গিয়াছে, অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেই পুরুষার্থসম্পাদনে প্রবর্ত্তমান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত, ক্ষীর অচেতন হইলেও, বৎসের বৃদ্ধি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অথবা, জল অচেতন

তথাচ প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায় প্রবর্ত্ত-স্যতি ॥ ২৩ ॥

তদুক্তং,

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্যেতি ॥২৪॥

যস্তু পরমেশ্বরঃ করুণয়া প্রবর্ত্তক ইতি পরমেশ্বরাস্তিত্ববাদিনাং ডিণ্ডিমঃ স প্রায়েণ গতঃ বিকল্পানুপপত্তেঃ। স কিং সৃষ্টেঃ প্রাক্‌প্রবর্ত্ততে সৃষ্ট্যুত্তরকালং বা। আদ্যে শরীরাদ্যভাবেন দুঃখানুৎপত্তৌ জীবানাং দুঃখপ্রহাণেচ্ছানুপপত্তিঃ দ্বিতীয়ে পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গঃ করুণয়া সৃষ্টিঃ সৃষ্ট্যা চ কারুণ্যমিতি ॥ ২৫ ॥

তস্মাদচেতনস্যাপি চেতনানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য মহদাদি

হইলেও, লোকের উপকারার্থ প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ, প্রকৃতি অচেতন হইলেও, পুরুষের মুক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ২৩ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, অজ্ঞ ক্ষীর যেমন বৎসের বিবৃদ্ধিসাধনার্থ প্রবৃত্ত হয়, পুরুষবিমোক্ষের নিমিত্ত প্রধানের তদ্রূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পরমেশ্বর করুণাবশতঃ প্রবর্ত্তক হন, এই বলিয়া পরমেশ্বরের অস্তিত্ববাদিরা যে ডিণ্ডিম বাজাইয়া থাকে, তাহা প্রায় গত হইয়াছে। কেননা, উহাতে বিকল্পের অনুপপত্তি আছে, সেই পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে, কি সৃষ্টির উত্তরকালে প্রবর্ত্তিত হন? সৃষ্টির পূর্ব্বে হইলে, শরীরাদির অভাবে দুঃখের অনুৎপত্তিতে জীবগণের দুঃখপ্রহাণেচ্ছার অনুপপত্তি হইয়া থাকে। আর, সৃষ্টির পরে হইলে, করুণা দ্বারা সৃষ্টি এবং সৃষ্টি দ্বারা করুণা, এই রূপে পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গ সংঘটিত হয় ॥ ২৫ ॥

সেইজন্য, প্রধান অচেতন হইলেও, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে

রূপেণ পরিণামং পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগ-নিমিত্তঃ ॥ ২৬ ॥

যথা নির্ব্যাপারস্যাপ্যয়স্কান্তস্য সন্নিধানেন লোহস্য ব্যাপারঃ তথা নির্ব্যাপারস্য পুরুষস্য সন্নিধানেন প্রধান-ব্যাপারো যুজ্যতে প্রকৃতিপুরুষসম্বন্ধশ্চ পঙ্গ্বন্ধবৎপরস্পরা-পেক্ষানিবন্ধনঃ ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির্হি ভোগ্যতয়া ভোক্তারং পুরুষমপেক্ষতে পুরুষোঽপি ভেদাগ্রহাদ্বুদ্ধিচ্ছায়াপত্ত্যা তদ্গতং দুঃখত্রয়ং বারয়মাণঃ কৈবল্যমপেক্ষতে। তৎপ্রকৃতিপুরুষবিবেক-নিবন্ধনং ন চ তদন্তরেণ যুক্তমিতি কৈবল্যার্থং পুরুষ-প্রধানমপেক্ষতে। যথা খলু কৌচিৎ পঙ্গ্বন্ধৌ পথি সার্থেন গচ্ছন্তৌ দৈবকৃতাদুপপ্লবাৎ পরিত্যক্তসার্থৌ মন্দ-

---

মহদাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পরিণাম পুরুষার্থপ্রযুক্ত এবং প্রধান পুরুষের সংযোগনিমিত্ত ॥ ২৬ ॥

যেমন ব্যাপারশূন্য অয়স্কান্তের সন্নিধান সহায়ে লোহের ব্যাপার সম্পন্ন হয়; সেইরূপ, ব্যাপারবিহীন পুরুষের সন্নিধানপ্রযুক্ত প্রধানের ব্যাপার বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ, পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায়, পরস্পরের অপেক্ষানিবন্ধন ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতি ভোগ্যতাপ্রযুক্ত ভোক্তা পুরুষের অপেক্ষা করেন। পুরুষও তদ্গত দুঃখত্রয় নিবারণ করত, কৈবল্যের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। উহা প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের বিবেকনিবন্ধন, তদ্ব্যতিরেকে যুক্ত হয় না। এইরূপে কৈবল্যার্থ পুরুষ ও প্রধান উভয়েরই অপেক্ষা করে। যেমন কোন পঙ্গু ও অন্ধ পথিমধ্যে একত্রে গমন করিতে করিতে, দৈবকৃত

মন্দমিতস্ততঃ পরিভ্রমন্তৌ ভয়াকুলৌ দৈববশাৎ সংযোগমুপগচ্ছেতাং, তত্র চান্ধেন পঙ্গুঃ স্কন্ধমারোপিতঃ ততঃ পঙ্গুদর্শিতেন মার্গেণান্ধঃ সমীহিতং স্থানং প্রাপ্নোতি পঙ্গুরপি স্কন্ধাধিরূঢ়ঃ তথা পরস্পরাপেক্ষপ্রধানপুরুষনিবন্ধনঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

যথোক্তং

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সম্বন্ধস্তৎকৃতঃ সর্গ ইতি ॥ ২৯ ॥

ননু পুরুষার্থনিবন্ধনা ভবতু প্রকৃতেঃ প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিস্তু কথমুপপদ্যত ইতি চেদুচ্যতে যথা ভর্ত্রা দৃষ্টদোষা স্বৈরিণী ভর্ত্তারং পুনর্নাপৈতি যথা বা কৃতপ্রযোজনা নর্ত্তকী নিবর্ত্ততে তথা প্রকৃতিরপি ॥ ৩০ ॥

উপপ্লববশে পরস্পর স্বার্থভ্রষ্ট ও ভয়াকুল হইয়া, ইতস্ততঃ মন্দ মন্দ পরিভ্রমণ করত, অবশেষে দৈববশে সংযোগ প্রাপ্ত হইলে, অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, সেই পঙ্গুর প্রদর্শিত পথে সমীহিত স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং পঙ্গুও স্কন্ধারূঢ় হইয়া, অভীষ্ট প্রদেশে গমন করে, সেইরূপ সৃষ্টিব্যাপারও পরস্পরাপেক্ষ-প্রধানপুরুষ-নিবন্ধন ॥ ২৮ ॥

তথাহি, বলিয়াছেন, পুরুষের দর্শনার্থ ও প্রধানের কৈবল্যার্থ পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায়, ঐ উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই সৃষ্টিব্যাপারসমাধা হয় ॥ ২৯ ॥

আচ্ছা, স্বীকার করিলাম, প্রকৃতির প্রবৃত্তি পুরুষার্থনিবন্ধন। কিন্তু নিবৃত্তি কিরূপে হইয়া থাকে? ইহার উত্তর এই, ভর্ত্তা কর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা স্বৈরিণী যেমন পুনরায় ভর্ত্তার সমীপে গমন করে না, অথবা, কৃতপ্রযোজনা নর্ত্তকী যেমন বিনিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও তদ্রূপ ভাবাপন্না ॥ ৩০ ॥

যথোক্তং

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিরিতি ॥৩১

এতদর্থং নিরীশ্বরসাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তককপিলানুসারিণাং মতমুপন্যস্তম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনম্ ।

অথ পাতঞ্জলদর্শনম্ ।

সাম্প্রতং সেশ্বরসাংখ্যপ্রবর্ত্তকপতঞ্জলিপ্রভৃতিমুনিমতমনুবর্ত্তমানানাং মতমুপন্যস্যতে ॥ ১ ॥

তত্র সাংখ্যপ্রবচনাপরনামধেয়ং যোগশাস্ত্রং পত-

তথাহি, বলিয়াছেন, নর্ত্তকী যেমন রঙ্গ দর্শন করাইয়া, নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়. প্রকৃতি তদ্রূপ পুরুষকে আত্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

এইজন্যই, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিদিগের মত উপন্যস্ত হইল ॥ ৩২ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শন ।

পাতঞ্জলদর্শন ।

অধুনা, যাহারা সেশ্বর-সাংখ্যপ্রবর্ত্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণের মতানুসারী, তাহাদের মত উপন্যস্ত হইতেছে ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে পতঞ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্র পাদচতুষ্টয়সম্পন্ন । উহার অপর

ঞ্জলিপ্রণীতং পাদচতুষ্টয়াত্মকম্। তত্র প্রথমে পাদে অথ যোগানুশাসনমিতি যোগশাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাং বিধায় যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যাদিনা যোগলক্ষণমভিধায় সমাধিং প্রপঞ্চং নিরদিক্ষৎ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ। দ্বিতীয়ে তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ ইত্যাদিনা ব্যুত্থিতচিত্তস্য ক্রিয়াযোগং যমাদীনি পঞ্চ বহিরঙ্গানি সাধনানি। তৃতীয়ে দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণেত্যাদিনা ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মন্তরঙ্গং সংযমপদবাচ্যং তত্রাবান্তর-ফলং বিভূতিজাতম্। চতুর্থে জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমা-ধিজাঃ সিদ্ধয় ইত্যাদিনা সিদ্ধিপ্রপঞ্চকপ্রপঞ্চনপুরঃসরং পরমং প্রয়োজনং কৈবল্যম্। প্রধানাদীনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানি প্রাচীনান্যেব সম্মতানি ষড়বিংশস্তু পরমেশ্বরঃ

নাম সাংখ্যপ্রবচন। উহার প্রথম পাদে, অথ যোগানুশাসন, এইরূপ বলিয়া, যোগশাস্ত্রারম্ভের প্রতিজ্ঞা করিয়া, যোগশব্দে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, ইত্যাদি বিধানে যোগের লক্ষণ নির্দ্দেশসহকারে ভগবান্ পতঞ্জলি সমাধি-প্রপঞ্চ উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাদে, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ, ইত্যাদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক, ব্যুত্থিত চিত্তের ক্রিয়াযোগ, যমাদি পঞ্চ বহিরঙ্গসাধন বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে, দেশবন্ধ চিত্তের ধারণা, ইত্যাদি উপন্যাসসহকারে সংযমশব্দবাচ্য ধারণা, ধ্যান ও সমাধিত্রয় এবং তাহার অবান্তর ফলস্বরূপ বিভূতিজাত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চতুর্থ পাদে, জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধিজন্য সিদ্ধি সকল, ইত্যাদি বিধানে সিদ্ধিপ্রপঞ্চক-প্রপঞ্চনপুরঃসর পরমপ্রয়োজন কৈবল্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং প্রধান প্রভৃতি প্রাচীন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া, পরমেশ্বরকে ষড়্বিংশ তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন, সেই পর-

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় লৌকিকবৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ সংসারাঙ্গারে তপ্যমানানাং প্রাণভৃতামনুগ্রাহকশ্চ ॥ ২ ॥

ননু পুষ্করপলাশবন্নির্লেপস্য তস্য তাপঃ কথমুপপদ্যতে যেন পরমেশ্বরোঽনুগ্রাহকতয়া কক্ষীক্রিয়তে ইতি চেদুচ্যতে তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যং বুদ্ধ্যাত্মনা পরিণমতে ইতি সত্ত্বে পরিতপ্যমানে তমোবশেন তদভেদাবগাহিপুরুষোঽপি তপ্যত ইত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

তদুক্তং আচার্য্যৈঃ

সত্ত্বং তপ্যং বুদ্ধিভাবেন বৃত্তং ভাবাস্তে বা রাজসাস্তাপকাস্তে। তথা ভেদগ্রাহিণী তামসী যা বৃত্তিস্তস্যাং তস্য ইত্যুক্ত আত্মেতি ॥ ৪ ॥

মেশ্বর ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও আশয়, এই সকলের পরামৃষ্ট নহেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে নির্ম্মাণশরীরে অধিষ্ঠান করিয়া, লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করেন এবং সংসাররূপ অঙ্গারে তপ্যমান প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর, পদ্মপত্রের ন্যায়, নির্লিপ্ত। তাঁহার কিরূপে তাপসম্ভব হইতে পারে যে, তাঁহাকে অনুগ্রাহক বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে? এ কথার উত্তর এই, রজোগুণ তাপ সমুদ্ভাবন করে। এবং সত্ত্বগুণ তৎকর্ত্তৃক তপ্য হইয়া থাকে। এইরূপে সত্ত্বগুণ তপ্যমান হইলে, তাহার সহিত অভেদে অধিষ্ঠিত পুরুষও তমোবশে তপ্যমান হন, এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

আচার্য্যেরাও নির্দ্দেশ করেন, বুদ্ধিভাব দ্বারা সত্ত্বগুণ তপ্যমান হয়। রাজসভাবসমূহ এই তাপের উদ্ভাবক ॥ ৪ ॥

পতঞ্জলিনাপ্যুক্তং

অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তে চ তদ্‌বৃত্তিমনুভবতীতি। ভোক্তৃশক্তিরিতি চিচ্ছক্তিরুচ্যতে সা চাত্মৈব পরিণামি-ন্যর্থে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিসংক্রান্তে চ প্রতিবিম্বিতে তদ্‌বৃত্তি-মনুভবতীতি বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতা সা চিচ্ছক্তির্বুদ্ধিচ্ছায়া-পত্ত্যা বুদ্ধিবৃত্ত্যনুকারবতীতি ভাবঃ তথা শুদ্ধোঽপি পুরুষঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি তমনুপশ্যন্নতদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রতিভাসত ইতি॥ ৫॥

ইত্থং তপ্যমানস্য পুরুষস্যাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালানু-বন্ধিযমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠানেন পরমেশ্বরপ্রণিধানেন চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতাবনুপপ্লবায়াং জাতায়ামবিদ্যাদয়ঃ

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, ভোক্তৃশক্তি অপরিণামিনী ও অপ্রতিসংক্রমা। পরিণামী অর্থে প্রতিসংক্রান্ত হইলে, তদ্‌বৃত্তি অনুভব করে। এখানে ভোক্তৃশক্তিশব্দে চিচ্ছক্তি। তাহাই আত্মা। পরিণামী অর্থ বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব প্রতিসংক্রান্ত অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হইলে, তদ্‌বৃত্তি অনুভব করে, কি না, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিতা হইয়া, ঐ চিচ্ছক্তি বুদ্ধির ছায়াপত্তিসহকারে বুদ্ধিবৃত্তির অনুকরণ করিয়া থাকে। এইরূপ, পুরুষ শুদ্ধ হইলেও, বৌদ্ধ প্রত্যয় অনুদর্শন করেন। অনুদর্শন করত, তদাত্ম না হইলেও, তদাত্মকের ন্যায়, প্রতিভাত হন॥ ৫॥

এইরূপে, পুরুষ তপ্যমান হইলে, আদরনৈরন্তর্য্য ও দীর্ঘকালানু-বন্ধী যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান এবং পরমেশ্বরপ্রণিধান সহায়ে যখন তাঁহার সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি অনুপপ্লুত হইয়া উঠে, তখন অবি-

পঞ্চ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি কুশলাকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি ততশ্চ পুরুষস্য নির্লে-পস্য কৈবল্যেনাবস্থানং কৈবল্যমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

তত্রাথ যোগানুশাসনমিতি প্রথমসূত্রেণ প্রেক্ষাবৎ-প্রবৃত্ত্যঙ্গং বিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধাধিকারিরূপমনুবন্ধচতুষ্টয়ং প্রতিপাদ্যতে ॥ ৭ ॥

অত্রাথশব্দোঽধিকারার্থঃ স্বীক্রিয়তে অথশব্দস্যানে-কার্থত্বে সম্ভবতি কথমারম্ভার্থত্বপক্ষে পক্ষপাতঃ সম্ভবেৎ। অথশব্দস্য মঙ্গলাদ্যনেকার্থত্বং নামলিঙ্গানুশাসনেনানুশিষ্টম মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকাৎস্ন্যেষ্বথো অথেতি ॥ ৮ ॥

অত্র প্রশ্নকাৎস্ন্যয়োরসম্ভবেঽপি আনন্তর্য্যমঙ্গলপূর্ব্ব-

দ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং কুশলাকুশল কর্ম্মাশয় সমস্ত সমূলঘাত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে পুরুষ নির্লিপ্ত হইয়া, কৈবল্যে অব স্থান করেন। উহারই নাম কৈবল্য ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে, অথ যোগানুশাসন, ইত্যাদি প্রথম সূত্রে প্রেক্ষাবান্‌দিগের প্রবৃত্তির অঙ্গস্বরূপ বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকাররূপ অনুবন্ধচতুষ্টয় প্রতিপাদিত হইতেছে। ৭ ॥

এস্থলে অথশব্দ অধিকারার্থ বলিয়া, স্বীকৃত হয়। অথশব্দের অনেক অর্থ সম্ভব হইয়া থাকে। ঈদৃশ স্থলে কিরূপে আরম্ভার্থত্বপক্ষে পক্ষপাত সঙ্গত হইতে পারে? নামলিঙ্গানুশাসনে অথশব্দের মঙ্গলাদি অনেক অর্থ অনুশিষ্ট হইয়াছে। যথা, মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন, কাৎস্ন্য ও অথ, এই সকল অথশব্দের বাচ্য ॥ ৮ ॥

এস্থলে প্রশ্ন ও কাৎস্ন্য এই দ্বিবিধ অর্থের অসম্ভব হইলেও, অবশি

প্রকৃতাপেক্ষারম্ভলক্ষণানাঞ্চতুর্ণামর্থানাং সম্ভবাদারম্ভার্থত্বানুপপত্তিরিতি চেন্মৈবং মংস্থাঃ বিকল্পাসহত্বাৎ আনন্তর্য্যমথশব্দার্থ ইতিপক্ষে যতঃ কুতশ্চিদানন্তর্য্যং পূর্ব্ববৃত্তিভাবসাধারণাৎ কারণাদানন্তর্য্যং বা । ন প্রথমঃ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃদিতি ন্যায়েন সর্ব্বো জন্তুঃ কিঞ্চিৎ করোত্যেবেতি তস্যাভিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্ততয়া তদর্থাথশব্দপ্রয়োগবৈয়র্থ্যপ্রসক্তেঃ । ন চরমঃ শমাদ্যনন্তরং যোগস্য প্রবৃত্তাবপি তস্যানুশাসনপ্রবৃত্ত্যনুবন্ধতয়া শব্দতঃ প্রাধান্যাভাবাৎ ॥ ৯ ॥

ন চ শব্দতঃ প্রধানভূতস্যানুশাসনস্য শমাদ্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ কিং নস্যাদিতি বদিতব্যম্ অনুশাসনমিতি হি

অর্থচতুষ্টয়ের সম্ভবপ্রযুক্ত আরম্ভার্থত্বের অনুপপত্তি হইয়া থাকে। এরূপ মনে করিও না। কেননা, ইহা বিকল্পসহ নহে। অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্য। এইরূপ বলিলে, ইহাই জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে, যেকোথাও হইতে আনন্তর্য্য, কি, পূর্ব্ববৃত্তিভাবসাধারণকারণ হইতে আনন্তর্য্য? প্রথম পক্ষ অর্থাৎ যে-কোথাও হইতে আনন্তর্য্য হইতে পারে না। কেননা, কোন ব্যক্তি যখন ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, ইত্যাদি ন্যায়ে সকল জন্তু কিঞ্চিৎ করিয়া, কিঞ্চিৎ করিয়া থাকে; এইরূপে তাহার অভিধান ব্যতিরেকেও প্রাপ্ত হইলে, তদর্থ অথশব্দের প্রয়োগবৈফল্যদোষ ঘটে। দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, শমাদির অনন্তর যোগের প্রবৃত্তি হইলেও, তাহার অনুশাসনপ্রবৃত্তির অনুবন্ধতাপ্রযুক্ত শব্দতঃ প্রাধান্যের অভাব ঘটে ॥ ৯ ॥

শব্দতঃ প্রধানভূত অনুশাসনের শমদাদির আনন্তর্য্যই অথশব্দার্থ। এরূপও বলিতে পারা যায় না। কেননা, অনুশাসনেরই নাম শাস্ত্র।

শাস্ত্রমাহ অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়ফল-সহিতো যোগো যেন তদনুশাসনমিতি ব্যুৎপত্তেঃ অনু-শাসনস্য চ তত্ত্বজ্ঞানচিখ্যাপয়িষানন্তরভাবিত্বেন শমদমাদ্যা-নন্তর্য্যনিয়মাভাবাৎ জিজ্ঞাসাজ্ঞানয়োস্তু শমাদ্যানন্তর্য্য-মাম্নায়তে তস্মাচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদিত্যাদিনা নাপি তত্ত্বজ্ঞানচিখ্যাপয়িষানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ তস্য সম্ভবেঽপি শ্রোতৃপ্রতিপত্তিপ্রবৃত্ত্যোরনুপযোগেনানভিধেয়ত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তথাপি নিঃশ্রেয়সহেতুতয়া যোগানুশাসনং প্রমিতং ন বা আদ্যে তদভাবেঽপি উপাদেয়ত্বং ভবেৎ দ্বিতীয়ে তদভাবেঽপি হেয়ত্বং স্যাৎ প্রমিতং চাস্য নিঃশ্রেয়স-নিদানত্বম্ অধ্যাত্মযোগাধিগমেন চৈবং মত্বা ধীরো

ইহার হেতু এই, লক্ষণ, ভেদ, উপায় ও ফল সহিত যোগ যাহা দ্বারা অনুশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহার নাম অনুশাসন। এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, অনুশাসন তত্ত্বজ্ঞানব্যাখ্যেচ্ছার অনন্তরভাবী। এইজন্য শমদমাদির আনন্তর্য্যনিয়মের অভাব সংঘটিত হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান উভয়ের শমদমাদির আনন্তর্য্য আম্নাত হইয়া থাকে। অতএব, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধান্বিত ও সমাহিত হইয়া, আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিবে, ইত্যাদি দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞানচিখ্যা-পয়িষার আনন্তর্য্যই অথশব্দের অর্থ ॥ ১০ ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যোগানুশাসন নিঃশ্রেয়সের হেতুতাবশতঃ প্রমিত, কি অপ্রমিত? প্রমিত হইলে, তাহার অভাবেও উপাদেয়ত্ব হইয়া থাকে। আর, অপ্রমিত হইলে, তাহার অভাবেও হেয়ত্ব হয়। ইহার নিঃশ্রেয়সনিদানত্ব প্রমিত। কেননা, উহা দ্বারা অধ্যাত্মযোগাধিগম

হর্ষশোকৌ জহাতীতি শ্রুতেঃ সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসীতি স্মৃতেশ্চ অতএব শিষ্যপ্রশ্নতপশ্চরণ-রসায়নাদ্যুপযোগানন্তর্য্যং পরাকৃতম্। ১১॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞসাতেত্যত্র তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ অনধিকার্য্যত্বেনাধিকার্য্যার্থত্বং পরিত্যজ্য সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্তিবিশিষ্টাধিকারিসমর্পণায় শমদমাদিবাক্যবিহিতাচ্ছ-মাদেরানন্তর্য্যমথশব্দার্থ ইতি শঙ্করাচার্য্যৈর্নিরটঙ্কি॥ ১২॥

অথ মা নাম ভূদানন্তর্য্যার্থোঽথশব্দঃ মঙ্গলার্থঃ কিং ন স্যাৎ ন স্যান্মঙ্গলস্য বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ। অগর্হিতা-ভীষ্টাগপ্তির্ম্মঙ্গলং অভীষ্টং চ সুখাবাপ্তিদুঃখপরিহাররূপ-তয়েষ্টং যোগানুশাসনস্য চ সুখদুঃখনিবৃত্ত্যোরন্যতরত্বা-

---

হইয়া থাকে। তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ধীর ব্যক্তি এইরূপ মনন-পূর্ব্বক হর্ষশোক পরিহার করেন। স্মৃতিতেও নির্দ্দেশ আছে, সমাধিতে বুদ্ধি অচলা হইলে, যোগ প্রাপ্ত হইবে॥ ২১॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনধিকার্য্যত্ব প্রযুক্ত অধিকার্য্যার্থত্বপরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিবিশিষ্ট অধিকারি-সমর্পণার্থ শমদমাদিবাক্যবিহিত শমাদির আনন্তর্য্যই অথশব্দার্থ, শঙ্করাচার্য্য এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন॥ ১২॥

অথশব্দ আনন্তর্য্যার্থ না হউক, কিজন্য মঙ্গলার্থ না হইবে? ইহার উত্তর এই, মঙ্গলশব্দের বাক্যার্থে সমন্বয়ের অভাবপ্রযুক্ত মঙ্গলার্থ হইতে হইতে পারে না। মঙ্গলশব্দে অগর্হিত অভীষ্টপ্রাপ্তি। সুখের অবাপ্তি ও দুঃখের পরিহাররূপতা দ্বারা যাহা ইষ্ট, তাহাকেই অভীষ্ট বলে। সুখ ও দুঃখ উভয়েরই নিবৃত্তিপ্রযুক্ত, অন্যতরত্বের অভাব হওয়াতে, যোগানুশাসনের

ভাবান্ন মঙ্গলতা। তথাচ যোগানুশাসনং মঙ্গলমিতি ন সম্পনীপদ্যতে মৃদঙ্গধ্বনেরিবাথশব্দশ্রবণস্য কার্য্যতয়া মঙ্গলস্য বাচ্যত্বলক্ষ্যত্বয়োরসম্ভবাচ্চ যথার্থিকার্থো বাক্যার্থে নিবিশতে তথা কার্য্যমপি নিবিশেত অপদার্থত্বাবিশেষাৎ পদার্থে পদার্থ এব হি বাক্যার্থে সমন্বীয়তে অন্যথা শব্দপ্রমাণকানাং শাব্দী হ্যাকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব পূর্য্যেতি মুদ্রাভঙ্গঃ কৃতো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

নন্বু প্রারিপ্সিতপ্রবন্ধপরিসমাপ্তিপরিপন্থিপ্রত্যূহব্যূহপ্রশমনায় শিষ্টাচারপরিপালনায় চ শাস্ত্রারম্ভে মঙ্গলাচরণমনুষ্ঠেয়ং মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি চ শাস্ত্রাণি প্রথন্তে আয়ুষ্মৎপুরুষকাণি বীরপুরুষকাণি চ ভবন্তীত্যভিযুক্তোক্তেঃ। ভবতি চ মঙ্গলার্থোঽথশব্দঃ। ওঙ্কারশ্চাথ

মঙ্গলতা সিদ্ধ হয় না। তথাচ যোগানুশাসনশব্দে মঙ্গল, ইহা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই, মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায়, অথশব্দ শ্রবণের কার্য্যতাবশতঃ মঙ্গলশব্দ বাচ্য বা লক্ষ্য, কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন অর্থিকার্থ বাক্যার্থে নিবিষ্ট হয়, কার্য্যও সে রূপ নিবিষ্ট হইয়া থাকে। অন্যথা, শব্দপ্রমাণকসমূহের শাব্দী আকাঙ্ক্ষা শব্দ দ্বারাই পূরণীয় হয়, এইরূপ মুদ্রাভঙ্গ বিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৩।

যদি বল, প্রারিপ্সিত প্রবন্ধের পরিসমাপ্তির প্রতিকূল বিঘ্নপরম্পরার প্রশমন এবং শিষ্টাচারপরিপালন, এই উভয়বিধ ব্যাপারসম্পাদনার্থ শাস্ত্রের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠান করিতে হয়। তথাহি, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শাস্ত্রসকলের আদিতে মঙ্গল, মধ্যে মঙ্গল ও অন্তে মঙ্গল বিধান করা কর্ত্তব্য। এই কারণে অথশব্দ মঙ্গলার্থ। স্মৃতিতে বলিয়াছেন, পূর্ব্বে

শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভাবিতি স্মৃতিসম্ভবাৎ তথাচ বৃদ্ধিরাদৈজিত্যাদৌ বৃদ্ধ্যাদিশব্দবদথশব্দো মঙ্গলার্থঃ স্যাদিতি চেন্মৈবং ভাষিষ্ঠাঃ। অর্থান্তরাভিধানায় প্রযুক্তস্যাথশব্দস্য বীণাবেণ্বাদিধ্বনিবচ্ছ্রবণে মঙ্গলফলত্বোপপত্তেঃ ॥ ১৪ ॥

অথার্থান্তরারম্ভবাক্যার্থধীফলকস্যাথশব্দস্য কথমন্যফলকতেতি চেন্ন অন্যার্থং নীয়মানোদকুম্ভোপসম্ভবৎ তৎসম্ভবাৎ ন চ স্মৃতিব্যাকোপঃ মাঙ্গলিকাবিতি মঙ্গলপ্রযোজকত্ববিবক্ষয়া প্রবৃত্তিঃ। নাপি পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষোথশব্দঃ ফলতঃ আনন্তর্য্যাব্যতিরেকেণ প্রাগুক্তদূষণানুষঙ্গাৎ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া ওঙ্কার ও অথ, এই দুই শব্দ বিনির্যাত হইয়াছে। এই কারণে, উভয়ই মাঙ্গলিক। তথাচ, বৃদ্ধির্‌আদৈজিৎ, ইত্যাদিতে বৃদ্ধ্যাদি শব্দের ন্যায়, অথশব্দ মঙ্গলার্থ হইয়া থাকে।

এরূপ বলিও না। কেননা, অর্থান্তরের অভিধানার্থ প্রয়োজিত অথশব্দ শ্রবণ করিলে, বীণাবেণ্বাদিধ্বনির ন্যায়, মঙ্গলফল সমুদ্‌ভাবন করে ॥ ১৪ ।

যদি বল, অর্থান্তরের আরম্ভ-বাক্যার্থধীফলক অথশব্দের কিরূপে অন্যফলকত্ব সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর এই, অন্যার্থ নীয়মান উদককুম্ভবৎ তাহা সম্ভবিত হয়। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতির ব্যভিচার হইতে পারে না। স্মৃতিতে যে, মাঙ্গলিক, এইরূপ পদ প্রয়োজিত হইয়াছে, তাহা মঙ্গলপ্রয়োজকত্ববিবক্ষাতেই বলিয়াছেন। ফলতঃ, আনন্তর্য্যের অব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। তৎপ্রযুক্ত অথশব্দ পূর্ব্বপ্রকৃতের অপেক্ষী হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

কিময়মথশব্দোঽধিকারার্থঃ অথানন্তার্য্যার্থ ইত্যাদি বিমর্শবাক্যে পক্ষান্তরোপন্যাসে তৎসম্ভবেঽপি প্রকৃতে তদসম্ভবাচ্চ। তস্মাৎ পরিশেষ্যাদধিকারপদবেদনীয়-প্রারম্ভার্থোঽথশব্দ ইতি বিশেষো ভাষ্যতে ॥ ১৬ ॥

অথৈষ জ্যোতিরথৈষ বিশ্বজ্যোতিরিত্যত্রাথশব্দঃ ক্রতুবিশেষপ্রারম্ভার্থঃ পরিগৃহীতো যথা অথ শব্দানুশাসন-মিত্যত্রাথশব্দো ব্যাকরণশাস্ত্রাধিকারার্থঃ। তদভাষি ব্যাসভাষ্যে যোগসূত্রবিবরণপরে অথেত্যথমধিকারার্থঃ প্রযুজ্যত ইতি তদ্ব্যাচখ্যৌ বাচস্পতিঃ। তস্মা-দয়মথশব্দোঽধিকারদ্যোতকো মঙ্গলার্থশ্চেতি সিদ্ধ-মিতি ॥ ১৭ ॥

তদিত্থমমুষ্যাথ শব্দস্যাধিকারার্থত্বপক্ষে শাস্ত্রেণ

এই অথশব্দে অধিকার, কি, আনন্তর্য্য বুঝাইয়া থাকে, ইত্যাদি বিমর্শবাক্যে তাহা সম্ভব হইলেও, অসম্ভব হইয়া থাকে। এইজন্যই, পরিশেষে বিশেষ করিয়া, বলা হইয়াছে, অথশব্দে অধিকারপদবাচ্য প্রারম্ভ বুঝাইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অথৈষ জ্যোতিঃ এবং অথৈষ বিশ্বজ্যোতিঃ ইত্যাদি স্থলে অথশব্দ ক্রতু-বিশেষের প্রারম্ভার্থ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। যেমন, অথ শব্দানুশাসন, ইত্যাদি স্থলে অথশব্দ ব্যাকরণশাস্ত্রের অধিকার বুঝাইয়া থাকে। যোগ-সূত্রের বিবরণপর ব্যাসভাষ্যে তাহা বলিয়াছেন, অথশব্দ অধিকারার্থ প্রয়ো-জিত হইয়াছে। বাচস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব, অথশব্দে অধিকার ও মঙ্গল, উভয়ই বুঝাইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৭ ॥

এই কারণে, এইরূপে এই অথশব্দের অধিকারার্থত্বপক্ষে শাস্ত্র দ্বারা

প্রস্তূয়মানস্য যোগস্যোপবর্ত্তনাৎ সমস্তশাস্ত্রতাৎপর্য্যব্যাখ্যা-নেন শাস্ত্রস্য সুখাববোধপ্রবৃত্তিরাস্তামিত্যুপপন্নম্ ॥ ১৮ ॥

নমু হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতন ইতি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতেঃ পতঞ্জলিঃ কথং যোগস্য শাসিতেতি চেদদ্ধা অতএব তত্র তত্র পুরাণাদৌ বিশিষ্য যোগস্য বিপ্রকীর্ণতয়া দুর্গ্রাহ্যার্থত্বং মন্যমানেন ভগবতা কৃপাসিন্ধুনা ফণিপতিনা সারং সংজিঘৃক্ষুণা অনুশাসনমারব্ধং ন তু সাক্ষাচ্ছাসনম্ ॥ ১৯ ॥

যদায়মথশব্দোঽধিকারার্থঃ তদৈবং বাক্যার্থঃ সম্প-দ্যেত যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বদিতব্যমিতি তত্র শাস্ত্রে ব্যুৎপাদ্যমানতয়া যোগঃ সসাধনঃ সফলো বিষয়ঃ তদ্‌ব্যুৎপাদনমবান্তরফলং ব্যুৎপাদিতস্য যোগস্য কৈবল্যং

প্রস্তূয়মান যোগের উপবর্ত্তন হওয়াতে, সমস্ত শাস্ত্রতাৎপর্য্যের ব্যাখ্যান দ্বারা শাস্ত্রের সুখবোধ্যতাপ্রবৃত্তিও উপপন্ন হইল ॥ ১৮ ॥

যদি বল, হিরণ্যগর্ভই যোগের বক্তা, অন্য কেহ নহে। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে ঐরূপ নির্দ্দেশ আছে। সুতরাং, পতঞ্জলি কিরূপে যোগের শাসিতা হইতে পারেন? ইহার উত্তর এই, তত্তৎ পুরাণাদিতে যোগের বিপ্র-কীর্ণতাবশতঃ অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট, বিবেচনা করিয়া, করুণ বারিধি ভগ-বান্ ফণিপতি সারসংগ্রহবাসনায় অনুশাসন আরম্ভ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ শাসন নহে ॥ ১৯ ॥

অথশব্দ অধিকারার্থ হইলে, এইরূপ বাক্যার্থ হইয়া থাকে, যোগানু-শাসনশাস্ত্র অধিকৃত অর্থাৎ বলিতে হইবে। সেই শাস্ত্রে সাধন ও ফলের সহিত যোগ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, এইজন্য যোগই বিষয়। তাহার ব্যুৎপাদন অবান্তর ফল। কৈবল্য এই ব্যুৎপাদিত যোগের পরমপ্রয়োজন। শাস্ত্র

পরমপ্রয়োজনং শাস্ত্রযোগয়োঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদক-ভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ যোগস্য কৈবল্যস্য চ সাধ্যসাধনভাব-লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ স চ শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধ ইতি প্রাগেবাবাদিষম্। মোক্ষমপেক্ষমাণাঃ শ্রবণাধিকারিণ ইত্যর্থসিদ্ধম্॥ ২০॥

ন চাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদাবধিকারিণোঽর্থতঃ সিদ্ধিরাশঙ্কনীয়া তত্রাথ শব্দেনানন্তর্য্যাভিধানে প্রণাড়িকয়া অধিকারিসমর্পণসিদ্ধাবার্থিকত্বশঙ্কানুদয়াৎ। অতএবোক্তং শ্রুতিপ্রাপ্তে প্রকরণাদীনামনবকাশ ইতি। অস্যার্থঃ যত্র হি শ্রুত্যা অর্থো লভ্যতে তত্রৈব প্রকরণাদয়োঽর্থং সমর্পয়তি নেতরত্র যত্র তু শব্দাদেবার্থস্যোপলম্ভঃ তত্র নেতরস্য সম্ভবঃ॥ ২১॥

শীঘ্রবোধিন্যা শ্রুত্যা বোধিতেঽর্থে তদ্বিরুদ্ধার্থং

এবং যোগ উভয়ে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-ভাবরূপ সম্বন্ধ। এবং যোগ ও কৈবল্য উভয়ে সাধ্যসাধন-ভাবরূপ সম্বন্ধ। উহা শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে॥ ২০॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি স্থলে অধিকারির অর্থসিদ্ধি আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। এখানে অথশব্দে আনন্তর্য্য অভিহিত হওয়াতে, প্রণালীক্রমে অধিকারিসমর্পণ সিদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্য আর্থিকত্বশঙ্কার উদয় হইতে পারে না। এইজন্যই বলিয়াছেন, শ্রুতিপ্রাপ্তে প্রকরণাদির অনবকাশ। ইহার অর্থ এই, যেস্থলে শ্রুতি দ্বারা অর্থলাভ হয় না, সেইখানেই প্রকরণাদি অর্থ সমর্পণ করে, অপরত্র নহে। কিন্তু যেখানে শব্দ হইতেই অর্থের উপলব্ধি হয়, সেখানে ইতরের সম্ভব সিদ্ধ হয় না॥ ২১॥

শীঘ্রবোধসম্পাদিনী শ্রুতি দ্বারা অর্থ বোধিত হইলে, তাহার বিরুদ্ধার্থ

প্রকরণাদি সমর্পয়তি অবিরুদ্ধং বা ন প্রথমঃ বিরুদ্ধার্থ-বোধকস্য তস্য বাধিতত্বাৎ ন চরমঃ বৈয়র্থ্যাত্তদাহ শ্রুতি-লিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্য-মর্থবিপ্রকর্ষাদিতি।

বাধিকৈব শ্রুতির্নিত্যং সমাখ্যা বাধ্যতে সদা।
মধ্যমানাঞ্চ বাধ্যত্বং বাধকত্বমপেক্ষয়েতি চ॥

তস্মাদ্বিষয়াদিমত্ত্বাদ্ব্রহ্মবিচারকশাস্ত্রবদ্যোগানুশাসন-শাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি স্থিতম্॥ ২২॥

নন্বু ব্যুৎপাদ্যমানতয়া যোগ এবাত্র প্রস্তুতো ন শাস্ত্র-মিতি চেৎ সত্যং প্রতিপাদ্যতয়া যোগঃ প্রাধান্যেন প্রস্তুতঃ স চ তদ্বিষয়েণ শাস্ত্রেণ প্রতিপাদ্যত ইতি তৎ-প্রতিপাদনে করণং শাস্ত্রং করণগোচরশ্চ কর্ত্তৃব্যাপারো ন কর্ম্মগোচরতামাচরতি॥ ২৩॥

প্রকরণাদি সমর্পণ করে, কি, অবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদিত করিয়া থাকে? প্রথম পক্ষ গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার কারণ এই, বিরুদ্ধার্থবোধক তাহ র বাধা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কেননা, তাহ'তে বৈয়র্থ্য ঘটে। তথাহি বলিয়াছেন, শ্রুতি নিত্যই বাধিকা ও সমাখ্যা সর্ব্বদা বাধিত হইয়া থাকে।

এই কারণে, বিষয়াদিসম্পন্নতাবশতঃ ব্রহ্মবিচারক শাস্ত্রের ন্যায়, যোগানুশাসনশাস্ত্র আরম্ভণীয়, ইহা মীমাংসিত হইল॥ ২২॥

যদি বল, যোগ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। অতএব তাহাই এস্থলে প্রস্তুত, শাস্ত্র প্রস্তুত নহে। ইহা সত্য, কিন্তু যোগ যখন প্রতিপাদ্য, তখন প্রধানতঃ তাহাই প্রস্তুত, বলিতে হইবে। ঐ যোগ তদ্বিষয় শাস্ত্র দ্বারা প্রতি-পাদিত হইয়াছে। এই কারণে তাহার প্রতিপাদনে শাস্ত্র করণ। কর্ত্তৃ ব্যাপার করণগোচর, কর্ম্মগোচরতার আচরণ করে না॥ ২৩॥

যথা ছেত্তুর্দ্দেবদত্তস্য ব্যাপারভূতমুদ্যমননিপাতনাদি কর্ম্ম করণভূতপরশুগোচরং ন কর্ম্মভূতবৃক্ষাদিগোচরং তথাচ বক্তুঃ পতঞ্জলেঃ প্রবচনব্যাপারাপেক্ষয়া তু যোগ-বিষয়স্যাধিকৃততা করণস্য শাস্ত্রস্যাভিধানব্যাপারাপেক্ষয়া তু যোগস্যৈবেতি বিভাগঃ ততশ্চ যোগশাস্ত্রস্যারম্ভঃ সম্ভাবনাং ভজতে ॥ ২৪ ॥

অত্র চানুশাসনীয়ো যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যুচ্যতে। নন্নু যুজির্যোগ ইতি সংযোগার্থতয়া পরিপঠিতাৎ যুজের্নিষ্পন্নো যোগশব্দঃ সংযোগবচন এব স্যান্ন তু নিরোধবচনঃ। অতএবোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোরিতি ॥ ২৫ ॥

যেমন, ছেদনকর্ত্তা দেবদত্তের ব্যাপারস্বরূপ উদ্যম নিপাতনাদি কর্ম্ম, করণভূত পরশুর গোচর হইয়া থাকে, কর্ম্মভূত বৃক্ষাদির গোচর হয় না, সেইরূপ, বক্তা পতঞ্জলির প্রবচনব্যাপারাপেক্ষা দ্বারা যোগবিষয়ের অধি-কৃততা, এবং করণ শাস্ত্রের অভিধানব্যাপারাপেক্ষা দ্বারা যোগের অধিকার, এইরূপ বিভাগ বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইতেই যোগশাস্ত্রের আরম্ভ সম্ভবিত হয় ॥ ২৪ ॥

এস্থলে অনুশাসনীয় যোগশব্দে চিত্তবৃত্তির নিরোধ, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যদি বল, যুজি যোগ, এইরূপ সংযোগার্থতা দ্বারা পরিপঠিত যুজধাতু হইতে যোগশব্দ বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব উহা সংযোগবচন, নিরোধবচন হইতে পারে না। অতএব, যাজ্ঞবল্কও বলিয়াছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের সংযোগকে যোগ বলে ॥ ২৫ ॥

তদেতদ্বার্ত্তং জীবপরয়োঃ সংযোগো কারণস্যান্যতর-কর্ম্মাদেরসম্ভবাদজসংযোগস্য কণভক্ষাক্ষচরণাদিভিঃ প্রতিক্ষেপাচ্চ। মীমাংসকমতানুসারেণ তদঙ্গীকারেঽপি নিত্যসিদ্ধস্য তস্য সাধ্যত্বাভাবেন শাস্ত্রবৈফল্যাপত্তেশ্চ ধাতূনামনেকার্থত্বেন যুজেঃ সমাধ্যর্থত্বোপপত্তেশ্চ ॥ ২৬॥

তদুক্তং,

নিপাতাশ্চোপসর্গাশ্চ ধাতবশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অনেকার্থাঃ স্মৃতাঃ সর্ব্বে পাঠস্তেষাং নিদর্শনমিতি ॥২৭॥

অতএব কেচন যুজিং সমাধাবপি পঠন্তি যুজ সমাধাবিতি। নাপি যাজ্ঞবল্ক্যবচনব্যাকোপঃ তত্রস্থস্যাপি যোগশব্দস্য সমাধ্যর্থত্বাৎ।

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মন ইতি ॥ ২৮॥

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন সর্ব্বথা বার্ত্ত। কেননা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের সংযোগের কারণস্বরূপ অন্যতর কর্ম্ম সম্ভব নহে। মীমাংসক মতানুসারে তাহা অঙ্গীকার করিলেও, নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহার সাধ্যত্বের অভাবপ্রযুক্ত শাস্ত্রবৈফল্যদোষ ঘটে। বিশেষতঃ, ধাতুসকলের অনেক অর্থ। সুতরাং, যুজধাতুর সমাধ্যর্থত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। ২৬॥

তথাহি, বলিয়াছেন, নিপাত, উপসর্গ ও ধাতু, এই তিনের অনেক অর্থ লক্ষিত হয় ॥ ২৭ ॥

এই কারণে কেহ কেহ যুজধাতুর অর্থ সমাধি, এইরূপ পাঠ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যবচনেরও বৈয়র্থ্য নাই। কেননা, তিনি যোগশব্দে সমাধি, এইরূপ বলিয়াছেন। যথা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়ের সমতাবস্থার নাম সমাধি ॥২৮

তেনৈবোক্তত্বাচ্চ। তদুক্তং ভগবতা ব্যাসেন যোগঃ সমাধিরিতি। যদ্যেবমষ্টাঙ্গযোগে চরমস্যাঙ্গস্য সমাধিত্বমুক্তং পতঞ্জলিনা যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-ধ্যানধারণাসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি যোগস্যেতি। ন চাঙ্গো বাঙ্গতাং গন্তুমুৎসহতে উপকার্য্যোপকারকভাবস্য দর্শপূর্ণ-মাসপ্রযাজাদৌ ভিন্নায়তনত্বেনাত্যন্তভেদাদতঃ সমাধিরপি ন যোগশব্দার্থো যুজ্যত ইতি চেত্তন্ন যুজ্যতে ব্যুৎপত্তি-মাত্রাভিধিৎসয়া তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিরিতি নিরূপিতচরমাঙ্গবাচকেন সমাধিশব্দেনাঙ্গিনো যোগস্যাভেদবিবক্ষয়া ব্যপদেশোপপত্তেঃ ন চ ব্যুৎপত্তি-বলাদেব সর্ব্বত্র শব্দঃ প্রবর্ত্ততে তথাত্বে গচ্ছতীতি গৌরিতি ব্যুৎপত্তেঃ তিষ্ঠন্ গৌর্ন স্যাৎ গচ্ছতো দেবদত্তস্য স্যাৎ॥ ২৯॥

প্রবৃত্তিনিমিত্তঞ্চ প্রাগুক্তমেব চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি

ভগবান্ ব্যাসও বলিয়াছেন, যোগশব্দে সমাধি। পতঞ্জলি যদিও অষ্টাঙ্গযোগে চরম অঙ্গের সমাধিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অঙ্গী কখন অঙ্গতা-গমনে উৎসাহী হয় না। কেননা, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞাদিতে উপকার্য্য ও উপ-কারক ভাবের ভিন্নায়তনত্ববশতঃ অত্যন্ত ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণে সমাধিও যোগশব্দার্থ, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; এরূপ মত-বাদ সঙ্গত নহে। কেননা, ব্যুৎপত্তিবলেই কেবল শব্দ প্রবর্ত্তিত হয় না। তাহা হইলে, গমন করে, এই অর্থে গো, এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ, গমন না করিয়া, বসিয়া থাকিলে, গো বলে না॥ ২৯॥

যদি বৃত্তি সকলের নিরোধই যোগ বলিয়া, অভিমত হয়, তাহা হইলে

তদুক্তং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি। নমু বৃত্তীনাং নিরোধশ্চেদ্যোগোঽভিমতস্তাসাং জ্ঞানত্বেনাত্মাশ্রয়তয়া তন্নিরোধোঽপি প্রধ্বংসপদবেদনীয়স্তদাশ্রয়ো ভবেৎ প্রাগভাবপ্রধ্বংসয়োঃ প্রতিযোগিসমানাশ্রয়ত্বনিয়মাৎ ততশ্চোপপন্নস্ত্বয়ন্ধর্ম্মো বিকরোতি হি ধর্ম্মিণমিতি ন্যায়েনাত্মনঃ কৌটস্থ্যং বিহন্যেতেতি চেত্তদপি ন ঘটতে নিরোধানাং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিস্বরূপাণাং বৃত্তীনামন্তঃকরণাদ্যপরপর্য্যায়চিত্তধর্ম্মত্বাঙ্গীকারাৎ কূটস্থ-নিত্যা চিচ্ছক্তিরপরিণামিনী বিজ্ঞানধর্ম্মাশ্রয়ো ভবিতুং নার্হত্যেব ॥ ৩০ ॥

ন চ চিতিশক্তেরপরিণামিত্বমসিদ্ধমিতি মন্তব্যং চিতিশক্তিরপরিণামিনী সদাজ্ঞাতৃত্বাৎ ন যদেবং ন তদেবং

বক্তব্য এই, সেই সকল বৃত্তি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ ও আত্মার আশ্রয়। অতএব, তাহাদের প্রধ্বংসপদবাচ্য নিরোধও আত্মাশ্রয় হইবে। কেননা, প্রাগভাব ও প্রধ্বংস উভয়ে প্রতিযোগি সমানাশ্রয়ত্ব-নিয়মে বদ্ধ। সুতরাং আত্মার কূটস্থতার ব্যাঘাত করিতে পারে। ইহার উত্তর এই, ইহা কখন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই, প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিস্বরূপ বৃত্তি সকল অন্তঃকরণাদি অপর নামে অভিহিত চিত্তের ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তি কূটস্থনিত্যা এবং পরিণাম-বিহীনা। সুতরাং, বিজ্ঞানধর্ম্মাশ্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০ ॥

চিচ্ছক্তির পরিণামশূন্যতা অসিদ্ধ বলিয়া, মনে করা যাইতে পারে না। কেননা, সর্ব্বদাজ্ঞাতৃত্ববশতঃ চিতিশক্তি পরিণামবিহীন এবং যাহা যাহা

যথা চিন্তাদি ইত্যাদ্যনুমানসম্ভবাৎ তথা যদ্যসৌ পুরুষঃ পরিণামী স্যাত্তদা পরিণামস্য কাদাচিৎকত্বাত্তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং সদাজ্ঞাতৃত্বং নোপপদ্যেত চিদ্রূপস্য পুরুষস্য সদৈবাধিষ্ঠাতৃত্বেনাবস্থিতস্য যদন্তরঙ্গনির্ম্মলং সত্ত্বং তস্যাপি সদৈবস্থিতত্বাৎ যেন যেনার্থেনোপরক্তং ভবতি তস্য দৃশ্যস্য সদৈব চিচ্ছায়াপত্ত্যা ভানোপপত্ত্যা পুরুষস্য নিঃসঙ্গত্বং সম্ভবতি ততশ্চ সিদ্ধং তস্য সদাজ্ঞাতৃত্বমিতি ন কাচিৎ পরিণামিত্বাশঙ্কাবতরতি ॥ ৩১ ॥

চিত্তং পুনর্যেন বিষয়েণোপরক্তং ভবতি স বিষয়ো জ্ঞাতঃ যন্নুপরক্তং ন ভবতি তদজ্ঞাতমিতি বস্তুনোঽয়স্কান্ত-

---

নহে, তাহা তাহা হইতে পারে না; যেমন চিন্তাদি, এইরূপ অনুমান সম্ভব হইয়া থাকে।

তথাহি যদি এই পুরুষ পরিণামী হন, তাহা হইলে, পরিণামের কাদাচিৎকত্ববশতঃ ঐ সকল চিত্তবৃত্তির সদাজ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। চিদ্রূপ পুরুষ সর্ব্বদাই অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহার যে অন্তরঙ্গ নির্ম্মল সত্ত্ব, তাহারও সর্ব্বদা অবস্থান লক্ষিত হয়। উহ যে যে বিষয়ে উপরক্ত হয়, সেই সেই দৃশ্যের সর্ব্বদাই চিচ্ছায়াপত্তি ও ভানোপপত্তি হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা পুরুষের নিঃসঙ্গত্ব সম্ভবিত হয়। তাহা হইলেই, সদাজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং, কোনরূপ পরিণামিত্বাশঙ্কার অবতারণা হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

চিত্ত যে বিষয় দ্বারা উপরক্ত হয়, তাহাই জ্ঞাত হইয়া থাকে। যাহাতে উপরক্ত হয় না, তাহাই অবিদিত থাকে। এইজন্য উক্ত হইয়াছে, বস্তু-

মণিকল্পস্ত জ্ঞানাজ্ঞানকারণভূতোপরাগানুপরাগধর্ম্মিত্বাদয়ঃ সধর্ম্মকং চিত্তং পরিণামি ইত্যুচ্যতে ॥ ৩২ ॥

নন্থ চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাং চাহঙ্কারিকাণাং সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্ববিষয়ৈরস্তি সদা সম্বন্ধঃ তথাচ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জ্ঞানং প্রসজ্যেত সর্ব্বগতত্বেঽপি চিত্তং যত্র শরীরে বৃত্তিমৎ তেন শরীরেণ সহ সম্বন্ধো যেষাং বিষয়াণাং তেষ্বেবাস্য জ্ঞানং ভবতি নেতরেষ্বিত্যতিপ্রসঙ্গাভাবাদত এবায়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়াঃ অয়ঃসধর্ম্মকং চিত্তমিন্দ্রিয়প্রণালিকয়াভিসম্বন্ধ্যোপরঞ্জয়ন্তি। তস্মাচ্চিত্তস্য ধর্ম্মা বৃত্তয়ো নাত্মনঃ। তথাচ শ্রুতিঃ কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি ॥ ৩৩ ॥

মাত্রেই অয়স্কান্তমণির ন্যায়। এবং জ্ঞানাজ্ঞানের কারণস্বরূপ উপরাগ ও অনুপরাগধর্ম্মাদিবিশিষ্ট এবং সধর্ম্মক চিত্ত পরিণামী ॥ ৩২ ॥

চিত্ত এবং অহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ব্বগত। তৎপ্রযুক্ত সকল বিষয়ের সহিত তাহাদের সর্ব্বদা সম্বন্ধ আছে। তথাচ, সকলেরই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জ্ঞান প্রসক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বগত হইলেও, চিত্ত যে শরীরে বৃত্তিযুক্ত হয়, সেই শরীরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যে সকল বিষয়ে সম্বন্ধ লক্ষিত হয়, তাহাতেই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে; অন্যত্র নহে। এইরূপে অতিপ্রসঙ্গের অভাব সংঘটিত হয়। এইজন্যই অয়স্কান্তমণিসদৃশ বিষয় সকল অয়ঃসধর্ম্ম মনকে ইন্দ্রিয়প্রণালীকাসহায়ে অভিসম্বন্ধে উপরঞ্জিত করে। সেইজন্য, বৃত্তি সকল চিত্তের ধর্ম্ম; আত্মার নহে। তথাচ, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি এই সকল মনই। ৩৩ ॥

চিচ্ছক্তেরপরিণামিত্বং পঞ্চশিখাচার্য্যৈরাখ্যায়ি অপরিণামিনী ভোক্তৃশক্তিরিতি। পতঞ্জলিনাপি সদাজ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাদিতি। চিত্তপরিণামিত্বেঽনুমানমুচ্যতে চিত্তং পরিণামি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ শ্রোত্রাদিবদিতি ॥ ৩৪ ॥

পরিণামশ্চ ত্রিবিধঃ প্রসিদ্ধঃ ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদাৎ। ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্য নীলাদ্যালোচনং ধর্ম্মপরিণামঃ যথা কনকস্য কটকমুকুটকেয়ূরাদিধর্ম্মস্য বর্ত্তমানত্বাদির্লক্ষণপরিণামঃ নীলাদ্যালোচনস্য স্ফুটত্বাদিরবস্থাপরিণামঃ কনকাদেস্তু নবপুরাণত্বাদিরবস্থাপরিণামঃ। এবমন্যত্রাপি যথাসম্ভবং পরিণামত্রিতয়মূহনীয়ং। তথাচ প্রমাণাদিবৃত্তীনাং চিত্তধর্ম্ম-

---

চিচ্ছক্তির অপরিণামিত্ব পঞ্চশিখাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা, ভোক্তৃশক্তি অপরিণামিনী। পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সকল সদাজ্ঞাতা। তাহাদের প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বই ইহার কারণ। চিত্তের পরিণামিত্বসম্বন্ধে এইরূপ অনুমান কথিত হইয়া থাকে, শ্রোত্রাদির ন্যায়, জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্ববশতঃ চিত্ত পরিণামী ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে পরিণাম ত্রিবিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে, ধর্ম্মী চিত্তের নীলাদ্যালোচনের নাম ধর্ম্মপরিণাম। যেমন কনকের কটক, মুকুট ও কেয়ূরাদিধর্ম্মের বর্ত্তমানত্বাদি লক্ষণপরিণাম। আর, নীলাদ্যালোচনের স্ফুটত্ব প্রভৃতিকে অবস্থাপরিণাম বলিয়া থাকে। যেমন, কনকাদির নবপুরাণত্বাদি অবস্থাপরিণাম। এইরূপ, অন্যত্রও যথাসম্ভব পরিণামত্রয় ভাবিয়া লইতে হইবে। তথাচ, প্রমাণাদি বৃত্তি সকলের

ত্বাত্তন্নিরোধোঽপি তদাশ্রয় এবেতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্ ॥ ৩৫ ॥

ননু বৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যঙ্গীকারে সুষুপ্ত্যাদৌ বিক্ষিপ্তমূঢ়াদিচিত্তবৃত্তীনাং নিরোধসম্ভবাদ্যোগত্বপ্রসঙ্গঃ নচৈদ্‌যুজ্যতে ক্ষিপ্তাদ্যবস্থাসু ক্লেশপ্রহাণাদেরসম্ভবান্নিঃশ্রেয়সপরিপন্থিত্বাচ্চ। তথা হি ক্ষিপ্তং নাম তেষু তেষু বিষয়েষু ক্ষিপ্যমাণমস্থিরং চিত্তমুচ্যতে। তমঃসমুদ্রে মগ্নং নিদ্রাবৃত্তিমচ্চিত্তং মূঢ়মিতি গীয়তে। ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টং চিত্তং বিক্ষিপ্তমিতি গীয়তে। বিশেষো নাম চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণপ্রমাথিবলবদ্দৃঢ়মিতি ন্যায়েনাস্থিরস্যাপি মনসঃ কাদাচিৎকসমুদ্ভূতবিষয়স্থৈর্য্যসম্ভবেন স্থৈর্য্যম্। অস্থিরত্বঞ্চ স্বাভাবিকং ব্যাধ্যাদ্যনুশয়জনিতং বা। তদাহ ব্যাধি-

---

চিত্তধর্ম্মত্ববশতঃ তাহাদের নিরোধও চিত্তেরই আশ্রিত। এবিষয়ে কিছুমাত্র অনুপপত্তি নাই ॥ ৩৫ ॥

যদি বল, যোগশব্দে বৃত্তিনিরোধ, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় বিক্ষিপ্ত মূঢ়াদি চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধসম্ভববশতঃ যোগত্বপ্রসঙ্গ হয়। ইহার উত্তর এই, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, ক্ষিপ্তাদি অবস্থাতে ক্লেশপ্রহাণাদির অসম্ভব ও নিঃশ্রেয়সপ্রতিকূলতা সংঘটিত হয়। তথাহি, ক্ষিপ্তশব্দে তত্তৎ বিষয়ে ক্ষিপ্যমাণ অস্থির চিত্ত বুঝাইয়া থাকে। আর, তমঃসাগরে মগ্ন নিদ্রাবৃত্তিযুক্ত চিত্তকেই মূঢ় বলে। এইরূপ, ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট চিত্তের নাম বিক্ষিপ্ত। এখানে বিশেষশব্দের অর্থ এই, মনঃ অস্থির হইলেও, কদাচিৎ সমুদ্ভূত বিষয়ের স্থৈর্য্যসম্ভব দ্বারা তাহার স্থৈর্য্য সংঘটিত হয়। এই অস্থৈর্য্য স্বাভাবিক অথবা ব্যাধি প্রভৃতির অনুশয়জনিত। তথাহি, বলিয়াছেন,

স্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়া ইতি। তত্র দোষত্রয়বৈষম্যনিমিত্তো জ্বরাদির্ব্যাধিঃ চিত্তস্যাকর্ম্মণ্যত্বং স্ত্যানং বিরুদ্ধকোটিদ্বয়াবগাহি জ্ঞানং সংশয়ঃ সমাধিসাধনানামভাবনং প্রমাদঃ শরীরবাক্‌চিত্তগুরুত্বাদপ্রবৃত্তিরালস্যং বিষয়াভিলাষোঽবিরতিঃ অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধির্ভ্রান্তিদর্শনং কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ সমাধিভূমেরলাভোঽলব্ধভূমিকত্বং লব্ধায়ামপি তস্যাং চিত্তস্যাপ্রতিষ্ঠা অনবস্থিতত্বমিত্যর্থঃ। তস্মান্ন বৃত্তিনিরোধো যোগপক্ষনিক্ষেপমর্হতি ইতি চেন্মৈবং বোচঃ হেয়ভূতক্ষিপ্তাদ্যবস্থাত্রয়ে বৃত্তিনিরোধস্য হেয়ত্বসম্ভবেঽপ্যুপাদেয়য়োরেকাগ্রবিরুদ্ধাবস্থয়োর্বৃত্তিনিরোধস্য

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরত, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব, ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপ সমস্ত অন্তরায় ইত্যাদি। তন্মধ্যে, দোষত্রয়বৈষম্যনিমিত্ত জ্বরাদির নাম ব্যাধি, চিত্তের অকর্ম্মণ্যতার নাম স্ত্যান, বিরুদ্ধকোটি-দ্বয়াবগাহি জ্ঞানের নাম সংশয় এবং সমাধিসাধন সকলের অভাবনের নাম প্রমাদ। এইরূপ শরীর বাক্য ও চিত্তগুরুত্বের আবির্ভাবপ্রযুক্ত অপ্রবৃত্তির নাম আলস্য, বিষয়াভিলাষের নাম অবিরতি, অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধির নাম ভ্রান্তিদর্শন; কোনরূপ নিমিত্তবশে সমাধিভূমির অলাভকে অলব্ধভূমিকত্ব এবং ভূমি লব্ধ হইলেও, তাহাতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠাকে অনবস্থিতত্ব বলিয়া থাকে। এই কারণে বৃত্তিনিরোধকে যোগপক্ষে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না। এরূপ বলিও না। কেন না, হেয়স্বরূপ ক্ষিপ্তাদি অবস্থাত্রয়ে বৃত্তিনিরোধের হেয়ত্ব সম্ভব হইলেও, উপাদেয় একাগ্র ও বিরুদ্ধাবস্থার বৃত্তিনিরোধের যোগত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। একতান চিত্তকে

যোগত্বসম্ভবাৎ একতানং চিত্তমেকাগ্রমুচ্যতে নিরুদ্ধসকল-বৃত্তিকং সংস্কারমাত্রশেষং চিত্তং নিরুদ্ধমিতি ভণ্যতে ॥৩৬॥

স চ সমাধির্দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতভেদাৎ। তত্রৈকাগ্রচেতসি যঃ প্রমাণাদিবৃত্তীনাং বাহ্যবিষয়াণাং নিরোধঃ স সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ সম্যক্ প্রজ্ঞায়তেঽস্মিন্ প্রকৃতের্ব্বিবিক্ততয়া চিত্তমিতি ব্যুৎপত্তেঃ। স চতুর্ব্বিধঃ সবিতর্কাদিভেদাৎ। সমাধির্নাম ভাবনা। সা চ ভাব্যস্য বিষয়ান্তরপরিহারেণ চেতসি পুনঃ পুনর্নিবেশনং। ভাব্যঞ্চ দ্বিবিধং ঈশ্বরস্তত্ত্বানি চ। তান্যপি দ্বিবিধানি জড়াজড়ভেদাৎ। জড়ানি প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদীনি চতুর্ব্বিংশতিঃ অজড়ঃ পুরুষঃ ॥ ৩৭ ॥

তত্র যদা পৃথিব্যাদীনি স্থূলানি বিষয়ত্বেনাদায়

একাগ্র বলে। আর, যাহার সমুদায় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ সংস্কার-মাত্রশেষবিশিষ্ট চিত্তের নাম নিরুদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

সমাধি দ্বিবিধ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। তন্মধ্যে, একাগ্রচিত্তে প্রমাণাদিবৃত্তিবিশিষ্ট বাহ্য বিষয় সকলের নিরোধকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ইহাতে প্রকৃতির বিবিক্ততাবশতঃ চিত্তকে সম্যক্‌রূপে জানা যায়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সবি-তর্কাদিভেদে চতুর্ব্বিধ। সমাধিশব্দে ভাবনা। বিষয়ান্তরপরিহার দ্বারা চিত্তে যে ভাব্যের পুনঃ পুনঃ নিবেশন, তাহার নাম ভাবনা। ভাব্য দ্বিবিধ, ঈশ্বর ও তত্ত্বসমূহ। তত্ত্ব সকলও আবার দ্বিবিধ, জড় ও অজড়। তন্মধ্যে প্রকৃতি ও অহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড়শব্দবাচ্য। আর ঈশ্বরকে অজড় বলে ॥ ৩৭ ॥

তন্মধ্যে যাহাতে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলতত্ত্ব সকলকে বিষয়রূপে গ্রহণ

পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখ্যসম্ভেদেন চ ভাবনা প্রবর্ত্ততে স সমাধিঃ সবিতর্কঃ যদা তন্মাত্রান্তঃকরণলক্ষণং সূক্ষ্মং বিষয়মালম্ব্য দেশাদ্যবচ্ছেদেন ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা সবিচারঃ যদা রজস্তমোলেশানুবিদ্ধং চিত্তং ভাব্যতে তদা সুখপ্রকাশঃ যস্য সত্ত্বস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ যদা রজস্ত-মোলেশানভিভূতং শুদ্ধং সত্ত্বমালম্বনীকৃত্য যা প্রবর্ত্ততে ভাবনা তদা তস্যাং সত্ত্বস্য ন্যগ্‌ভাবাচ্চিতিশক্তেরুদ্রে-কাচ্চ সত্ত্বমাত্রাবশেষত্বেন সাস্মিতঃ সমাধিঃ বিতর্কবিচারা-নন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাত ইতি সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ৩৮ ॥

ননু সর্ব্ববৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যুক্তে সংপ্রজ্ঞাতে

করিয়া, পূর্ব্বাপরানুসন্ধান ও শব্দার্থোল্লেখ্যসম্ভেদ সহকারে ভাবনা প্রব-র্ত্তিত হয়, সেই সমাধির নাম সবিতর্ক। আর, যাহাতে তন্মাত্রান্তঃকরণরূপ সূক্ষ্ম বিষয়কে অবলম্বন করিয়া, দেশাদির অবচ্ছেদানুসারে ভাবনা প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম সবিচার সমাধি। এইরূপ, যে অবস্থায় রজঃ ও তমো-লেশানুবিদ্ধ চিত্ত ভাবিত হয়, এবং যে সত্ত্বের উদ্রেক বশতঃ সুখপ্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার নাম সানন্দ সমাধি। যে অবস্থায় রজঃ ও তমো-লেশের অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, ভাবনা প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম সাস্মিত সমাধি। এইরূপ ভাবনাপ্রসঙ্গে সত্ত্বগুণের ন্যগ্‌ভাব ও চিতিশক্তির উদ্রেক প্রযুক্ত সত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট হইয়া থাকে। উক্তরূপ বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতারূপের অনুগমপ্রযুক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। আর, সর্ব্ববৃত্তির নিরোধে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥৩৮॥

সর্ব্ববৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। এইরূপ বলিলে, সংপ্রজ্ঞাতে ব্যাপ্তি-

ব্যাপ্তির্ন স্যাৎ তত্র সত্ত্বপ্রধানায়া সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিলক্ষণায়া বৃত্তেরনিরোধাদিতি চেৎ তদেতদ্বার্ত্তং ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়পরিপন্থিচিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগ ইত্যঙ্গীকারাৎ। ক্লেশাঃ পুনঃ পঞ্চধা প্রসিদ্ধাঃ অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভি নিবেশাঃ॥ ৩৯॥

নন্ববিদ্যেত্যত্র কিমাশ্রীয়তে পূর্ব্বপদার্থপ্রাধান্যং অমক্ষিকং বর্ত্তত ইতিবৎ উত্তরপদার্থপ্রাধান্যং বা রাজপুরুষ ইতিবৎ অন্যপদার্থপ্রাধান্যং বা অমক্ষিকো দেশ ইতিবৎ তত্র ন পূর্ব্বঃ পূর্ব্বপদার্থপ্রধানত্বে অবিদ্যায়াং প্রসজ্যপ্রতিষেধোপপত্তৌ ক্লেশাদিকারকত্বানুপপত্তেঃ অবিদ্যাশব্দস্য স্ত্রীলিঙ্গত্বাভাবাপত্তেশ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ কস্যচিদভাবেন

দোষ ঘটে না। কেননা, তদবস্থায় সত্ত্বপ্রধানা সত্ত্বপুরষান্যতাখ্যাতিরূপিণী বৃত্তির নিরোধ হয় না। এ কথা সর্ব্বথা সঙ্গত। ইহার কারণ এই, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়, এই সকলের পরিপন্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ, এইরূপ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ক্লেশ পঞ্চবিধ, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ॥ ৩৯॥

যদি বল, এস্থলে অবিদ্যাশব্দে কিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, অমক্ষিকরূপে বর্ত্তমান, ইত্যাদিবৎ পূর্ব্বপদার্থপ্রাধান্য, কি রাজপুরুষ, ইত্যাদিবৎ উত্তরপদার্থপ্রাধান্য, অথবা, অমক্ষিক দেশ, ইত্যাদিবৎ অন্যপদার্থপ্রাধান্য, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে? ইহার উত্তর এই, পূর্ব্বপদার্থপ্রাধান্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেননা, উহা স্বীকার করিলে, অবিদ্যার প্রসজ্য প্রতিষেধের উপপত্তি হয়। তাহাতে ক্লেশাদিকারকত্বের অসম্ভবত্ব, এবং অবিদ্যাশব্দের স্ত্রীলিঙ্গতাভাবাপত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষও প্রশস্ত নহে। কেননা, কাহারও অভাব

বিশিষ্টায়া বিদ্যায়াঃ ক্লেশাদিপরিপন্থিত্বেন তদ্বীজত্বানুপপত্তেঃ। ন তৃতীয়ঃ নঞোঽস্ত্যর্থানাং বহুব্রীহির্ব্বা চোত্তরপদলোপ ইতি বৃত্তিকারবচনানুসারেণ অবিদ্যমানা বিদ্যা যস্যাঃ সা অবিদ্যা বুদ্ধিরিতি সমাধিসিদ্ধৌ তস্যা অবিদ্যায়াঃ ক্লেশাদিবীজত্বানুপপত্তেঃ বিবেকখ্যাতিপূর্ব্বকসর্ব্ববৃত্তিসম্পন্নায়াস্তস্যাস্তথাত্বাপ্রসঙ্গাচ্চ। উক্তঞ্চ অস্মিতাদীনাং ক্লেশানামবিদ্যানিদানত্বম্। অবিদ্যাক্ষেত্রত্বমিতরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণামিতি। তত্র প্রসুপ্তত্বং প্রবোধসহকার্য্যভাবেনানভিব্যক্তিঃ তনুত্বং প্রতিপক্ষভাবনয়া শিথিলীকরণং বিচ্ছিন্নত্বং বলবতা ক্লেশেনাভিভবঃ উদারত্বং সহকারিসন্নিধিবশাৎ কার্য্যকারিত্বম্। তদুক্তং বাচস্পতিমিশ্রেণ ব্যাসভাষ্যব্যাখ্যায়াং

প্রসুপ্তাস্তত্ত্বলীনানাং তনুদগ্ধাশ্চ যোগিনাম্।
বিচ্ছিন্নোদাররূপাশ্চ ক্লেশা বিষয়সঙ্গিনামিতি ॥ ৪০ ॥

বিশিষ্টা বিদ্যার ক্লেশাদিপ্রতিকূলত্ব দ্বারা তদ্‌কারণতার অনুপপত্তি ঘটে। তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। যেহেতু, বৃত্তিকারের বচনানুসারে অবিদ্যমান বিদ্যা যাহার, তাহারই নাম অবিদ্যা অর্থাৎ বুদ্ধি। কেননা সমাধিসিদ্ধি হইলে, সেই অবিদ্যায় ক্লেশাদির কারণত্ব উপপন্ন হয় না। তথাহি, বলিয়াছেন, অবিদ্যাই অস্মিতাদি ক্লেশ সকলের নিদান। এবং প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার, এই সকলেরও উদ্ভবক্ষেত্র অবিদ্যা। তন্মধ্যে, প্রবোধসহকারির অভাব বশতঃ যে অনভিব্যক্তি, তাহার নাম প্রসুপ্তত্ব। এইরূপ, তনুত্বশব্দে, প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা শিথিলীকরণ, বিচ্ছিন্নত্বশব্দে বলবৎ-ক্লেশকরণক অভিভব, এবং উদারত্ব শব্দে সহকারির সান্নিধ্যবশতঃ কার্য্যকারিত্ব। বাচস্পতিমিশ্রও ব্যাসভাষ্যব্যাখ্যায় ঐরূপ বলিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

দ্বন্দ্ববৎ স্বতন্ত্রপদার্থদ্বয়ানবগমাদুভয়পদার্থপ্রধানত্বং নাশঙ্কিতম্। তস্মাৎ পক্ষদ্বয়েঽপি ক্লেশাদিনিদানত্বমবিদ্যায়াঃ প্রসিদ্ধং হীয়েতেতি চেৎ তদপি ন শোভনং বিভাতি পর্য্যুদাসশক্তিমাশ্রিত্যাবিদ্যাশব্দেন বিদ্যাবিরুদ্ধস্য বিপর্য্যয়জ্ঞানস্যাভিধানমিতি বৃদ্ধৈরঙ্গীকারাৎ।

তদাহ

নামধাত্বর্থযোগে তু নৈব নঞ্ প্রতিষেধকঃ।
বদত্যব্রাহ্মণাধর্ম্মাবন্যমাত্রবিরোধিনাবিতি॥
বৃদ্ধপ্রযোগগম্যা হি শব্দার্থাঃ সর্ব্ব এব নঃ।
তেন যত্র প্রযুক্তো যো ন তস্মাদপনীয়ত ইতি॥ ৪১॥

বাচস্পতিমিশ্রৈরপ্যুক্তং লোকাধীনাবধারণো হি শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ লোকে চোত্তরপদার্থপ্রধানস্যাপি নঞ উত্তরপদাভিধেয়োপমর্দ্দকস্য তদ্বিরুদ্ধতয়া তত্র তত্রোপ-

---

দ্বন্দ্ববৎ স্বতন্ত্র পদার্থদ্বয়ের অনবগতি প্রযুক্ত উভয়পদার্থপ্রধানত্ব আশঙ্কিত হয় না। এই কারণে পক্ষদ্বয়েও অবিদ্যার ক্লেশনিদানত্বের অপগম হইয়া থাকে। এরূপ মতবাদও সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, বৃদ্ধগণ স্বীকার করিয়াছেন, পর্য্যুদাসশক্তি আশ্রয় করিয়া, অবিদ্যাশব্দ দ্বারা বিদ্যাবিরুদ্ধ বিপর্য্যয়জ্ঞানের অভিধান হইয়া থাকে। তথাহি বলিয়াছেন, নামধাত্বর্থযোগে নঞ্ প্রতিষেধক হয় না। সমুদায় শব্দার্থ বৃদ্ধপ্রয়োগগম্য। তৎকর্ত্তৃক যাহাতে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইতে অপনীত হয় না॥ ৪১॥

বাচস্পতিমিশ্রও বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থ উভয়ের যে সম্বন্ধ, তাহার অবধারণা লোকের অধীন। কেননা, লোকে নঞ্ উত্তরপদার্থপ্রধান হইলেও, উত্তরপদার্থের উপমর্দ্দক হইয়া থাকে। তদ্বিরুদ্ধতা দ্বারা

লব্ধেরিহাপি তদ্বিরুদ্ধে প্রবৃত্তিরিতি। এতদেবাভি-প্রেত্যোক্তং অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্ম-খ্যাতিরবিদ্যেতি। অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধির্ব্বিপর্য্যয়ঃ ইত্যুক্তং ভবতি তদ্যথা অনিত্যে ঘটাদৌ নিত্যত্বাভিমান অশুচৌ কার্য্যাদৌ শুচিত্বপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

স্থানাদ্বীজাদবষ্টম্ভান্নিষ্যন্দান্নিধনাদপি।
কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুরিতি ॥

পরিণামতাপসংস্কারৈর্গুণবৃত্তিনিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন ইতি ন্যায়েন দুঃখে স্রক্‌চন্দনবনিতাদৌ সুখত্বারোপঃ অনাত্মনি দেহাদাবাত্মবুদ্ধিঃ। তদুক্তং

অনাত্মনি চ দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাং।
অবিদ্যা তৎকৃতো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যত ইতি ॥৪৩॥

তত্তৎ স্থলে তাহার উপলব্ধিই ইহার কারণ। এস্থলেও তদ্‌বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, ইত্যাদি। এইরূপ অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মখ্যাতির নাম অবিদ্যা। পুনশ্চ, বলিয়াছেন, অতত্ত্বে তদ্‌বুদ্ধির নাম বিপর্য্যয়। যেমন, অনিত্য ঘটাদিতে নিন্যত্বাভিমান, এবং অশুচি কার্য্যাদিতে শুচিত্বপ্রত্যয় ॥ ৪২ ॥

পরিণামতাপসংস্কার দ্বারা গুণবৃত্তির নিরোধপ্রযুক্ত, বিবেকের পক্ষে সমুদায়ই দুঃখ, ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে, স্রক্‌চন্দনবনিতাদি রূপ দুঃখে সুখত্বের আরোপ ও অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে। তথাহি, বলিয়াছেন অনাত্ম দেহাদিতে দেহিগণের যে আত্মবুদ্ধি, তাহার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকৃত যে বন্ধনসংঘটন হয়, তাহার নাশকেই মোক্ষ বলে ॥ ৪৩ ॥

এবমিয়মবিদ্যা চতুষ্পাদা ভবতি। নম্বেতেম্ববিদ্যা-বিশেষেষু কিঞ্চিদনুগতং সামান্যলক্ষণং বর্ণনীয়ং অন্যথা বিশেষস্যাসিদ্ধেঃ। তথাচোক্তং ভট্টাচার্য্যৈঃ

সামান্যলক্ষণং ত্যক্ত্বা বিশেষস্যৈব লক্ষণম্।
ন শক্যং কেবলং বক্তুমতোঽপ্যস্য ন বাচ্যতেতি ॥৪৪॥

তদপি ন বাচ্যমতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিতি সামান্যলক্ষণাভি-ধানেন দত্তোত্তরত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োরহমস্মীত্যেকতাভিমানোঽস্মিতা। তদ-প্যুক্তং দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মত্বাভিমানোঽস্মিতেতি ॥৪৬॥

সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বকঃ সুখসাধনেষু তৃষ্ণা-রূপো গর্দ্ধো রাগঃ ॥ ৪৭ ॥

এই-রূপে এই অবিদ্যা চতুষ্পাদযুক্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত অবিদ্যা-সম্বন্ধ চতুষ্পাদের কিঞ্চিৎ সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। সামান্য লক্ষণ বর্ণনা না করিলে, বিশেষের অসিদ্ধি হয়। তথাহি, ভট্টাচার্য্যসম্প্রদায় বলিয়াছেন, সামান্য লক্ষণ ত্যাগ করিয়া, বিশেষের লক্ষণ কেবল বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ৪৪ ॥

এ কথা বলিতে পারা যায় না। কেননা, অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, ইত্যাদি সামান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করাতেই তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্ব ও পুরুষ, এই উভয়ের অহমস্মি অর্থাৎ আমিই ইত্যাকারে একতাভিমানকে অস্মিতা বলে। তথাহি, বলিয়াছেন, দৃক্ ও দর্শনশক্তি, উভয়ের একতাভিমানের নাম অস্মিতা ॥ ৪৬ ॥

সুখাভিজ্ঞের সুখসাধনসমূহে সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক তৃষ্ণারূপ গৃধ্নুতার নাম রাগ ॥ ৪৭ ॥

দুঃখজ্ঞস্য তদনুস্মৃতিপুরঃসরস্তৎসাধনেষু নিন্দা দ্বেষঃ তদুক্তং সুখানুশয়ী রাগঃ দুঃখানুশয়ী দ্বেষ ইতি। কিমত্রা- নুশয়িশব্দে তাচ্ছীল্যার্থে ণিনির্নিনির্ব্বা মত্বর্থী যোঽভিমতঃ নাদ্যঃ সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্য ইত্যত্র সুপীতি বর্ত্তমানে পুনঃ সুব্‌গ্রহণস্য উপসর্গনিবৃত্ত্যর্থত্বেন সোপসর্গাদ্ধাতোর্ণি- নেরনুৎপত্তেঃ যথাকথঞ্চিদঙ্গীকারেঽপি অচোঞ্‌ণিতীতি বৃদ্ধিপ্রসক্তাবতিশয্যাদিপদবদনুশয়িপদস্য প্রয়োগপ্রসঙ্গাৎ ন দ্বিতীয়ঃ।

একাক্ষরাৎ কৃতো জাতেঃ সপ্তম্যাঞ্চ ন তৌ স্মৃতা- বিতি তৎপ্রতিষেধাদত্র চানুশয়শব্দস্যাজন্তত্বেন কৃদন্তত্বাৎ। তস্মাদনুশয়িশব্দো দুরুপপাদ ইতি চেৎ নৈতদ্ভদ্রং ভাবান-

---

দুঃখজ্ঞের তদনুস্মৃতিপুরঃসর তৎসাধনসমূহে নিন্দার নাম দ্বেষ। তথাহি, বলিয়াছেন, সুখ নুশয়ী রাগ এবং দুঃখানুশয়ী দ্বেষ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, তাচ্ছীল্যার্থে ণিনি অথবা ইনি প্রত্যয় করিয়া, এই অনুশায়ী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে? ইহার উত্তর এই, তাচ্ছীল্যার্থে ণিনিপ্রত্যয় হয় নাই। কেননা, সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে ইত্যাদি সূত্রানুসারে সুপ্‌ বর্ত্তমানে পুনরায় সুপগ্রহণ করিলে, উপসর্গনিবৃত্ত্যর্থত্ব ঘটিয়া থাকে। তদ্বিধায় উপসর্গ সহিত ধাতুর উত্তর ণিনির অনুৎপত্তি হয়। যথাকথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করি- লেও, অচোঙ্‌ণিনি ইত্যাদি সূত্রানুসারে বৃদ্ধিপ্রসক্তি ঘটিয়া থাকে। তাহাতে, অতিশায়ী প্রভৃতি পদের ন্যায় অনুশয়িপদের প্রয়োগপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। কেননা, অনুশয়শব্দ অজন্ত বলিয়া কৃদন্ত। তবে, অনুশয়িশব্দসাধন করা দুঃসাধ্য। এরূপ মনে করাও

ববোধাৎ প্রায়িকাভিপ্রায়মিদং বচনম্। অতএবোক্তং বৃত্তিকারেণ

ইতিকরণো বিবক্ষার্থঃ সর্ব্বত্রাভিসম্বধ্যত ইতি। তেন ক্বচিদ্ভবতি কার্য্যী কার্য্যিকস্তণ্ডুলী তণ্ডুলিক ইতি তথাচ কৃদন্তাৎ জাতেশ্চ প্রতিষেধস্য প্রায়িকত্বম্। অনুশয়শব্দস্য কৃদন্ততয়া ইনেরুপপত্তিরিতি সিদ্ধং ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বজন্মানুভূতমরণদুঃখানুভববাসনাবলাৎ সর্ব্বস্য প্রাণভৃন্মাত্রস্যাকৃমেরা চ বিদুষঃ সঞ্জায়মানঃ শরীরবিষয়াদের্মম বিয়োগো মা ভূদিতি প্রত্যহং নিমিত্তং বিনা প্রবর্ত্তমানো ভয়রূপোঽভিনিবেশঃ পঞ্চমঃ ক্লেশঃ। মা চ ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রার্থনায়াঃ প্রত্যাত্মমনুভবসিদ্ধত্বাৎ। তদাহ স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশ ইতি।

প্রশস্তকল্প নহে। কেননা, ভাবের অনবরোধবশতঃ এই বচন প্রায়িকাভিপ্রায়।

এইজন্যই বৃত্তিকার বলিয়াছেন, ইতিকরণ বিবক্ষার্থের সর্ব্বত্রই সম্বন্ধ আছে।

বৃত্তিকারের এই বচনানুসারে কোথাও কার্য্যীস্থলে কার্য্যিক, এবং তণ্ডুলীস্থলে তণ্ডুলিক হইয়া থাকে। ইত্যাদি নিয়মে অনুশয়িশব্দ কৃদন্ত বলিয়া, ইনিপ্রত্যয়ের উপপত্তি সিদ্ধ হইল ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বজন্মানুভূত মরণদুঃখের অনুভববাসনাবলে কৃমি হইতে বিদ্বান্ পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীরই প্রত্যহ নিমিত্ত বিনা, আমার শরীরবিষয়াদির যেন বিয়োগ না হয়, এইরূপে প্রবর্ত্তমান ভয়রূপ অভিনিবেশ সমুদ্ভূত হয়। উহাই পঞ্চম ক্লেশ। উক্তরূপ প্রার্থনা প্রত্যেক আত্মাতেই অনুভবসিদ্ধ। এই অবিদ্যাদি পঞ্চ পদার্থ সাংসারিক বিবিধ দুঃখোপহারের

তে চাবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চ সাংসারিকবিবিধদুঃখোপহারহেতুত্বেন পুরুষং ক্লিশ্যন্তীতি ক্লেশাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৪৯ ॥

কর্ম্মাণি বিহিতপ্রতিষিদ্ধরূপাণি জ্যোতিষ্টোমব্রহ্মহত্যাদীনি বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি জাত্যায়ুর্ভোগাঃ আফলবিপাকাচ্চিত্তভূমৌ শেরত ইত্যাশয়াঃ ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারাঃ তৎপরিপন্থিচিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ নিরোধো নাভাবমাত্রমভিমতং তস্য তুচ্ছত্বেন ভাবরূপসংস্কারজননক্ষমত্বাসম্ভবাৎ কিন্তু তদাশ্রয়ো মধুমতীমধুপ্রতীকাবিশোকা সংস্কারশেষতাব্যপদেশ্যঃ চিত্তস্যাবস্থাবিশেষঃ নিরুধ্যন্তেঽস্মিন্ প্রমাণাদ্যাশ্চিত্তবৃত্তয় ইতি ব্যুৎপত্তেরুপপত্তেঃ ॥৫০॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বৃত্তিনিরোধঃ। তত্র স্থিতো

হেতু বলিয়া, পুরুষের ক্লেশ প্রদান করে; এই কারণে ক্লেশশব্দে প্রসিদ্ধ ॥ ৪৯ ॥

কর্ম্মশব্দে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ স্বরূপ। যেমন, জ্যোতিষ্টোম ও ব্রহ্মহত্যাদি। বিপাকশব্দে কর্ম্মফল। যেমন জাতি ও আয়ুর্ভোগ। ফলবিপাক পর্য্যন্ত চিত্তভূমিতে শয়ন অর্থাৎ অবস্থিতি করে, এই অর্থে আশয়। যেমন, ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার। ইহাদের প্রতিকূল চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধকে যোগ বলে। নিরোধশব্দে অভাবমাত্র অভিমত নহে। কেননা, তাহা তুচ্ছ বলিয়া, চিত্তের ভাবরূপ সংস্কারজননে তাহার ক্ষমত্ব সম্ভব হয় না। কিন্তু মধুমতীপ্রভৃতিনামক অবস্থাবিশেষ তাহার আশ্রিত। কেননা, প্রমাণাদি চিত্তবৃত্তিসমূহ ইহাতে নিরুদ্ধ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তির উপপত্তিই ইহার হেতু। ৫০ ॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ উপায়ে বৃত্তিনিরোধ হয়। তন্মধ্যে

যত্নোভ্যাসঃ। প্রকাশপ্রবৃত্তিরূপবৃত্তিরহিতস্য চিত্তস্য স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামবিশেষঃ স্থিতিঃ। তন্নিমিত্তীকৃত্য যত্নঃ পুনঃ পুনস্তথাত্বেন চেতসি নিবেশনমভ্যাসঃ। চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতিবন্নিমিত্তার্থেয়ং সপ্তমীত্যুক্তং ভবতি ॥৫১॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং ঐহিকপারত্রিকবিষয়াদৌ দোষদর্শনান্নিরভিলাষস্য মমৈতে বিষয়া বশ্যাঃ নাহমেতেষাং বশ্য ইতি বিমর্শো বৈরাগ্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৫২ ॥

সমাধিপরিপন্থিক্লেশতনূকরণার্থং সমাধিলাভার্থঞ্চ প্রথমং ক্রিয়াযোগবিধানপরেণ যোগিনা ভবিতব্যং ক্রিয়াযোগসম্পাদনে অভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ সম্ভবাৎ।

স্থিত যত্নের নাম অভ্যাস। প্রকাশপ্রবৃত্তিরূপ-বৃত্তিরহিত চিত্তের স্বরূপনিষ্ঠ পরিণামবিশেষের নাম স্থিতি। ইহাকে নিমিত্ত করিয়া যত্ন অর্থাৎ পুনঃপুনঃ তদবস্থায় চিত্তে নিবেশনের নাম অভ্যাস। এস্থলে চর্ম্মণি অর্থাৎ চর্ম্মের জন্য দ্বীপিকে বিনাশ করে, ইত্যাদিবৎ নিমিত্তার্থে সপ্তমীবিভক্তি, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ে তৃষ্ণাশূন্যের বশীকার সংজ্ঞার নাম বৈরাগ্য। ঐহিক পারত্রিক বিষয়াদিতে দোষদর্শনবশতঃ অভিলাষশূন্য পুরুষ, এই সকল বিষয় আমার বশ্য হউক, আমি যেন ইহাদের বশীভূত না হই, এইরূপে যে বিমর্শ করেন, তাহাকেই বৈরাগ্য বলে ॥ ৫২ ॥

সমাধির প্রতিকূল ক্লেশ সকলের তনূকরণ ও সমাধিলাভ, এই উভয় বিধ ব্যাপার বিধানার্থ যোগী ব্যক্তি প্রথমে ক্রিয়াযোগবিধানে তৎপর হইবেন। কেননা, ক্রিয়াযোগসম্পাদনে অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়েরই

তদুক্তং ভগবতা

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ইতি॥ ৫৩॥

ক্রিয়াযোগশ্চোপবিষ্টঃ পতঞ্জলিনা তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ইতি। তপঃস্বরূপং নিরূপিতং যাজ্ঞবল্ক্যেন

বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তপসাং তপ উত্তমমিতি॥ ৫৪॥

প্রণবগায়িত্রীপ্রভৃতীনামধ্যয়নং স্বাধ্যায় ইতি। তে চ মন্ত্রা দ্বিবিধাঃ বৈদিকাস্তান্ত্রিকাশ্চ। বৈদিকাশ্চ দ্বিবিধাঃ প্রগীতা অপ্রগীতাশ্চ। তত্র প্রগীতাঃ সামানি। অপ্রগীতাশ্চ দ্বিবিধাঃ ছন্দোবদ্ধাস্তদ্বিলক্ষণাশ্চ। তত্র

সম্ভব হইয়া থাকে। ভগবান্ তাহা বলিয়াছেন। যথা, যোগারোহণে অভিলাষী মুনির কর্ম্মই কারণরূপে কথিত হয়। এবং যোগে আরূঢ় হইলে, শমই কারণস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ৫৩।

পতঞ্জলি ক্রিয়াযোগ উপদেশ করিয়াছেন। যথা, তপঃ, স্বাধ্যায়ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই সকলের নাম ক্রিয়াযোগ। যাজ্ঞবল্ক্য তপস্যার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা, বিধিবিহিত মার্গানুসারে কৃচ্ছ্রচন্দ্রায় অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শরীর শোষণ করার নাম তপঃশ্রেষ্ঠ তপঃ বলিয়া উক্ত হয়॥ ৫৪॥

প্রণবগায়ত্রী প্রভৃতির অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে।

সেই সকল মন্ত্র দ্বিবিধ, বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক মন্ত্র আবার দুইপ্রকার; প্রগীত ও অপ্রগীত। তন্মধ্যে সাম সকলকে প্রগীত বলে।

প্রথমা ঋচঃ দ্বিতীয়া যজূংষি। তদুক্তং জৈমিনিনা তেষামৃগ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা গীতিষু সামাখ্যাশেষে যজুঃশব্দ ইতি ॥ ৫৫ ॥

তন্ত্রেষু কামিককারণপ্রপঞ্চাদ্যাগমেষু যে যে বর্ণিতাস্তে তান্ত্রিকাঃ তে পুনর্ম্মন্ত্রাস্ত্রিবিধাঃ স্ত্রীপুন্নপুংসকভেদাত্তদাহ

স্ত্রীপুংনপুংসকত্বেন ত্রিবিধা মন্ত্রজাতয়ঃ।
স্ত্রীমন্ত্রাঃ বহ্নিজায়ান্তাঃ নমোঽন্তাঃ স্যুর্নপুংসকাঃ ॥
শেষাঃ পুমাংসস্তে শস্তাঃ সিদ্ধা বশ্যাদিকর্ম্মণীতি ॥ ৫৬ ॥

স্নাপনাদিসংস্কারাভাবেঽপি নিরস্তসমস্তদোষত্বেন সিদ্ধিহেতুত্বাৎ সিদ্ধত্বম্। স চ সংস্কারো দশবিধঃ কথিতঃ শারদাতিলকে ॥ ৫৭ ॥

অপ্রগীত মন্ত্র দ্বিবিধ, ছন্দোবদ্ধ তদ্বিলক্ষণ। তন্মধ্যে ঋচ সকল ছন্দোবদ্ধ এবং যজুঃ সকল তদ্বিলক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

তন্ত্র সকল অর্থাৎ কামিককারণ প্রপঞ্চাদি আগমসমূহে যে যে মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের নাম তান্ত্রিক। তান্ত্রিক মন্ত্র সকল তিনপ্রকার। যথা, স্ত্রীমন্ত্র, পুংমন্ত্র ও নপুংসকমন্ত্র। তন্মধ্যে স্বাহান্ত মন্ত্র সকলকে স্ত্রীমন্ত্র, নমোন্ত মন্ত্র সকলকে নপুংসক মন্ত্র এবং অবশিষ্ট মন্ত্রসকলকে পুংমন্ত্র বলিয়া থাকে। বশ্যাদিকার্য্যে পুংমন্ত্র সকল প্রশস্ত। এই সকল মন্ত্রই সিদ্ধ ॥ ৫৬ ॥

স্নাপনাদি সংস্কারের অভাবেও সমস্তদোষবিবর্জ্জিত ও তন্নিবন্ধন সিদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। এইজন্য সিদ্ধ। উল্লিখিত সংস্কার দশবিধ। শারদাতিলকে তাহা বলিয়াছেন। যথা ॥ ৫৭ ॥

মন্ত্রাণাং দশ কথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ।
নির্দ্দোষতাং প্রযান্ত্যাশু তে মন্ত্রাঃ সাধুসংস্কৃতাঃ ॥৫৮॥
জননং জীবনঞ্চৈব তাড়নং বোধনং তথা।
অভিষেকোঽথ বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
দর্পণং দীপনং গুপ্তির্দ্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ৬০ ॥
মন্ত্রাণাং মাতৃকাবর্ণাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ॥ ৬১ ॥
মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া তদ্ধি জীবনং সম্প্রচক্ষতে।
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা ॥ ৬২ ॥
প্রত্যেকং বায়ুবীজেন তাড়নং তদুদাহৃতম্।
বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ॥ ৬৩ ॥

মন্ত্র সকলের দশবিধ সংস্কার কথিত হইয়াছে। তত্তৎ সংস্কারমাত্রেই সিদ্ধি সাধন করে। মন্ত্র সকল সম্যগ্বিধানে সংস্কৃত হইলে, আশু নির্দ্দোষ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন ॥৫৯॥ দর্পণ, দীপন, গুপ্তি, এই দশটী মন্ত্রসংস্কার ॥ ৬০ ॥

তন্মধ্যে, মাতৃকাবর্ণ হইতে মন্ত্র সকলের উদ্ধার করাকে জনন বলে। জ্ঞানী পুরুষ মন্ত্রবর্ণ সকলকে প্রণবান্তরিত করিয়া, জপ করিবেন ॥ ৬১ ॥

মন্ত্রবর্ণের সংখ্যাক্রমে জপ করাকে জীবন বলে। মন্ত্রবর্ণ সকল সম্যক্ রূপে লিখিয়া, চন্দনসলিলে তাড়িত করিবে ॥ ৬২ ॥

প্রত্যেক বর্ণকে বায়ুবীজসহায়ে ঐরূপে তাড়ন করাকে তাড়ন বলে। মন্ত্রবর্ণ সকল বিশেষরূপে লিখিয়া, তৎসমসংখ্যক করবীরপুষ্প দ্বারা ॥ ৬৩ ॥

মন্ত্রাক্ষরেণ সংখ্যাতৈর্হন্যাত্তদ্বোধনং মতম্ ।
স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ॥ ৬৪ ॥
অশ্বত্থপল্লবৈর্ম্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্বিশুদ্ধয়ে।
সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্ম্মন্ত্রেণ নির্দ্দহেৎ ॥ ৬৫ ॥
মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং হি তৎ।
তারব্যোমাগ্নিমনুযুক্ জ্যোতির্ম্মন্ত্রং উদাহৃতঃ ॥ ৬৬ ॥
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ।
বারিবীজেন বিধিবদেতদাপ্যায়নং মতম্ ॥ ৬৭ ॥
মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং স্মৃতম্ ।
তারমায়ারমাযোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

—হনন করাকে বোধন বলে। স্বতন্ত্রোক্ত বিধানে মন্ত্রবর্ণের সংখ্যানু-সারে পরিগৃহীত ॥ ৬৪ ॥

—অশ্বত্থপত্র দ্বারা বিশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রকে অভিষিক্ত করিবে; ইহারই নাম অভিষেক।

মনে মনে চিন্তা করিয়া, জ্যোতির্ম্মন্ত্র সহায়ে মন্ত্রে মলত্রয় নির্দ্দহন করিবে; ইহারই নাম বিমলীকরণ। যাহা তারব্যোম ও অগ্নিমনুযুক্ত, তাহার নাম জ্যোতির্ম্মন্ত্র ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

জপ করিয়া কুশোদক দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে প্রোক্ষিত করিবে। বারিবীজসহায়ে যথাবিধি ঐরূপ করার নাম আপ্যায়ন ॥ ৬৭ ॥

মন্ত্রোচ্চারণসহকারে সলিল দ্বারা মন্ত্রে তর্পণ করার নাম তর্পণ। মন্ত্রে তার, মায়া ও রমাবীজ যোগ করার নাম দীপন ॥ ৬৮ ॥

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্।
সংস্কারা দশ মন্ত্রাণাং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ॥ ৬৯॥
যৎ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমশ্নুতে।
রুদ্ধকীলিতবিচ্ছিন্নসুপ্তশপ্তাদয়োঽপি চ॥
মন্ত্রদোষাঃ প্রণশ্যন্তি সংস্কারৈরেভিরুত্তমৈরিতি॥ ৭০॥
তদলমকাণ্ডতাণ্ডবকল্পেন মন্ত্রশাস্ত্ররহস্যোদ্ঘোষণেন॥৭১

ঈশ্বরপ্রণিধানং নামাভিহিতানামনভিহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমগুরৌ ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্।

অত্রেদমুক্তং

কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি বিন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহমিতি॥৭২

জপ্যমান মন্ত্রের গোপন করাকে অপ্রকাশন বলে।

মন্ত্র সকলের এই দশবিধ সংস্কার সকল তন্ত্রেই গোপিত হইয়াছে॥৬৯॥

সম্প্রদায়ানুসারে ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিলে, মন্ত্রী বাঞ্ছিত ফল ভোগ করেন।

ঐ সকল উৎকৃষ্ট সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে, রুদ্ধ, কীলিত, বিচ্ছিন্ন, সুপ্ত ও শপ্তাদি মন্ত্রদোষ সকল বিনষ্ট হয়॥ ৭০॥

অকাণ্ডে তাণ্ডবের ন্যায়, মন্ত্রশাস্ত্র সকলের রহস্যোদ্‌ঘোষণ করায় আর প্রয়োজন নাই॥ ৭১॥

ফলকামনাশূন্য হইয়া, অভিহিত ও অনভিহিত সমুদায় ক্রিয়া পরম-গুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। এতদুপলক্ষে বলা হইয়াছে, আমি কামতঃ অথবা অকামতঃ শুভাশুভ যাহা করিতেছি,

ক্রিয়াফলসংন্যাসোঽপি ভক্তিবিশেষাপরপর্য্যায়ং প্রণিধানমেব ফলাভিসন্ধানেন কর্ম্মকরণাৎ। তথাচ গীয়তে গীতাসু ভগবতা

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণীতি ॥ ৭৩॥

ফলাভিসন্ধেরুপঘাতকত্বমভিহিতং ভগবদ্ভির্নীলকণ্ঠ-ভারতীশ্রীচরণৈঃ

অপি প্রযত্নসম্পন্নং কামেনোপহতং তপঃ।
ন তুষ্টয়ে মহেশস্য শ্বলীঢ়মিব পায়সমিতি ॥ ৭৪ ॥

সা চ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানাত্মিকা ক্রিয়া যোগ-সাধনত্বাদ্‌যোগ ইতি। শুদ্ধসারোপলক্ষণাবৃত্ত্যাশ্রয়ণেন

তৎ সমস্ত তোমাতে বিন্যস্ত করিলাম। যেহেতু, আমি ত্বৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই, করিয়া থাকি ॥ ৭২ ॥

যাহার অপর নাম ভক্তিবিশেষ, ক্রিয়াফলসন্ন্যাসও সেই প্রণিধানই বলিয়া পরিগণিত হয়। তথাচ, ভগবান্ স্বয়ং গীতাতে বলিয়াছেন, তোমার কর্ম্মেই যেন অধিকার হয়, কর্ম্মফলে যেন কখন না হয়। তুমি কর্ম্ম-ফলের হেতুভূত হইও না ॥ ৭৩ ॥

ভগবান্ নীলকণ্ঠ ভারতীশ্রীচরণও ফলাভিসন্ধির উপঘাতকত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, প্রযত্নসম্পন্ন তপস্যাও কামে উপহত হইলে, কুক্কুরের লীঢ় পায়সের ন্যায়, মহেশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন করে না ॥ ৭৪ ॥

এই তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়া যোগ সাধন করে, এইজন্য যোগনামে অভিহিত। শুদ্ধসারোপলক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া,

নিরূপ্যতে যথাযুধ্র্তমিতি। শুদ্ধসারোপলক্ষণা নাম লক্ষণাপ্রভেদঃ মুখ্যার্থবাধতদ্যোগাভ্যামর্থান্তরপ্রতিপাদনং লক্ষণা সা দ্বিবিধা রূঢ়িমূলা প্রয়োজনমূলা চ। তদুক্তং কাব্যপ্রকাশে

মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়েতি ॥৭৫

তচ্ছব্দেন লক্ষ্যতে ইত্যাখ্যাতে গুণীভূতং প্রতিপাদনমাত্রং পরামৃশ্যতে। সা লক্ষণেতি প্রতিনির্দ্দিশ্যমানাপেক্ষয়া তচ্ছব্দস্য স্ত্রীলিঙ্গত্বোপপত্তিঃ। তদুক্তং কৈয়টৈঃ নির্দ্দিশ্যমানপ্রতিনির্দ্দিশ্যমানয়োরৈক্যমাপাদয়ন্তি সর্ব্বনামানি পর্য্যায়েণ তত্তল্লিঙ্গমুপাদদত ইতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কর্ম্মণি কুশল ইত্যাদি রূঢ়িলক্ষণায়া উদাহরণং

ইহা নিরূপণ করা যাইতেছে। শুদ্ধসারোপলক্ষণাশব্দে লক্ষণাপ্রভেদ। মুখ্যার্থের বাধ ও তদ্যোগ, এই উভয় দ্বারা অর্থান্তর প্রতিপাদন করার নাম লক্ষণা। এই লক্ষণা দুইপ্রকার। যথা, রূঢ়িমূলা ও প্রয়োজনমূলা। কাব্যপ্রকাশেও এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তচ্ছব্দ দ্বারা যাহা লক্ষ্য করা হয়, এইরূপ বলিলে, গুণীভূত প্রতিপাদনমাত্র পরামৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই লক্ষণা, ইত্যাদি বিধানে প্রতিনির্দ্দেশ্যমানাপেক্ষায় তচ্ছব্দের স্ত্রীলিঙ্গত্ব উপপত্তি হইয়া থাকে। কৈয়ট তাহা বলিয়াছেন। যথা, সর্ব্বনাম সকল নির্দ্দিশ্যমান ও প্রতিনির্দ্দিশ্যমান উভয়ের একতা আপাদিত এবং পর্য্যায়ক্রমে তত্তৎ লিঙ্গ সমাহিত করে ॥৭৬॥

তন্মধ্যে, কর্ম্মে কুশল ইত্যাদি রূঢ়িলক্ষণার উদাহরণ। আর, কুশ-

কুশান্ লাতীত্যনয়া ব্যুৎপত্ত্যা দর্ভাদানকর্ত্তরি যৌগিকং কুশলপদং বিবেচকত্বসারূপ্যাৎ প্রবীণে প্রবর্ত্তমানং অনাদি-বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরানুপাতিত্বেনাভিধানবৎ প্রয়োজনম-পেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে। তদাহ

নিরূঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবদিতি ॥৭৭॥

তস্মাৎ রূঢ়িলক্ষণায়াঃ প্রয়োজনাপেক্ষা নাস্তি। যদ্যপি প্রযুক্তঃ শব্দঃ প্রথমে মুখ্যার্থং প্রতিপাদয়তি তেনার্থেনার্থান্তরং লক্ষ্যত ইতি অর্থধর্ম্মোয়ং লক্ষণা তথাপি তৎপ্রতিপাদকে শব্দে সমারোপিতঃ সন্ শব্দ-ব্যাপার ইতি ব্যপদিশ্যতে। এতদেবাভিপ্রেত্যোক্তং লক্ষণারোপিতা ক্রিয়েতি ॥ ৭৮ ॥

শব্দের উত্তর গ্রহণার্থ লাধাতু যোগ করিয়া, কুশলশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ দর্ভাদানকর্ত্তা। এই দর্ভাদানকর্ত্তাতে যৌগিক কুশলপদ বিবেচকত্বসারূপ্যবশে প্রবীণে প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে এবং অনাদিবৃদ্ধ-ব্যবহারপরম্পরার অনুসারিত্বক্রমে অভিধানের ন্যায়, প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই প্রচলিত হইতেছে।

তথাহি, বলিয়াছেন, কোন কোন নিরূঢ়া লক্ষণা সামর্থ্যবশে অভি-ধানের ন্যায় ॥ ৭৭ ॥

সেইজন্য, রূঢ়িলক্ষণার প্রয়োজনাপেক্ষা নাই। যদিও প্রযুক্ত শব্দ প্রথমে মুখ্যার্থ প্রতিপাদন করে, সেই অর্থের দ্বারাই অর্থান্তর লক্ষিত হয়; এইরূপে অর্থধর্ম্মই লক্ষণা; তথাপি, তৎপ্রতিপাদক শব্দে শব্দব্যাপার সমারোপিত হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যপদিষ্ট হয়। এতদভিপ্রায়েই কাব্য-প্রকাশে বলিয়াছেন, লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ইত্যাদি ॥ ৭৮ ॥

প্রয়োজনলক্ষণা তু ষড়্‌বিধা উপাদানলক্ষণা লক্ষণ-লক্ষণা গৌণসারোপা গৌণসাধ্যবসানা শুদ্ধসারোপা শুদ্ধসাধ্যবসানা চেতি। কুন্তাঃ প্রবিশন্তি মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি গৌর্ব্বাহীকঃ গৌরয়ং আয়ুরেবেদমিতি যথাক্রমমুদাহরণানি দ্রষ্টব্যানি। তদুক্তং

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থং স্বসমর্পণম্।
উপাদানং লক্ষণং চেত্যুক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা॥
সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা।
বিষয্যন্তঃ কৃতেহন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা॥
ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতস্তথা।
গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধেতি॥
তদলং কাব্যমীমাংসামর্ম্মনির্ম্মন্থনেন॥ ৭৯॥

স চ যোগো যমাদিভেদবশাদষ্টাঙ্গ ইতি নির্দ্দিষ্টঃ। তত্র যমা অহিংসাদয়ঃ। তদাহ পতঞ্জলিঃ অহিংসাসত্যা-

---

প্রয়োজনলক্ষণা ষড়বিধ। যথা, উপাদানলক্ষণা, লক্ষণলক্ষণা, গৌণ-সারোপা, গৌণসাধ্যবসনা, শুদ্ধসারোপা এবং শুদ্ধসাধ্যবসানা। যথাক্রমে উদাহরণ যথা, কুন্ত সকল প্রবেশ করিতেছে, মঞ্চ সকল ক্রোশন করি-তেছে; গো বাহীক, এই গো, ইত্যাদি। কাব্যমীমাংসার মর্ম্মনির্ম্মন্থনে আর প্রয়োজন নাই॥ ৭৯॥

এই যোগ যমাদিভেদবশে অষ্টাঙ্গ, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে অহিংসাদির নাম যম। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য

স্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমা ইতি। নিয়মাঃ শৌচাদয়ঃ। তদপ্যাহ শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা ইতি ॥ ৮০ ॥

এতে চ যমনিয়মা বিষ্ণুপুরাণে দর্শিতাঃ
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বং মনো নয়ন্ ॥৮১
স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়মাত্মবান্।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি পরং পরস্মিন্ প্রণবং মনঃ ॥ ৮২ ॥
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশিষ্টফলদাঃ কামে নিষ্কামাণাং বিমুক্তিদা ইতি ॥৮৩॥

স্থিরসুখমাসনং পদ্মাসনভদ্রাসনবীরাসনস্বস্তিকাসন-দণ্ডকাসনসোপাশ্রয়পর্য্যঙ্কক্রৌঞ্চনিষদনোষ্ট্রনিষদনসমসংস্থান-ভেদাদ্দশবিধম্।

ও অপরিগ্রহ, ইহাদের নাম যম। শৌচাদির নাম নিয়ম। তাহাও বলিয়াছেন, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহাদের নাম নিয়ম ॥ ৮০ ॥

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত যমনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, এই কয়টী যোগী নিষ্কাম হইয়া, সেবন করিবেন ॥ ৮১ ॥

এবং নিয়মাত্মবান্ হইয়া, স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ ও তপস্যা এবং পরব্রহ্মে মনঃসন্নিধান করিবেন ॥ ৮২ ॥

এই যম ও নিয়ম পঞ্চপঞ্চক্রমে প্রকীর্ত্তিত হইল। ইহারা নিষ্কাম ব্যক্তিগণের মুক্তি বিধান ও সকামগণের বিশিষ্ট ফল সমাধান করে। ॥ ৮৩ ॥

পদ্মাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডকাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিষদন, উষ্ট্রনিষদন এবং সমসংস্থানভেদে স্থিরসুখাসন দশবিধ।

পাদাঙ্গুষ্ঠৌ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ তু ।
উর্ব্বোরুপরি বিপ্রেন্দ্র কৃত্বা পাদতলে উভে ॥
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামভিপূজিতম্ ॥ ৮৪ ॥

ইত্যাদিনা যাজ্ঞবল্ক্যঃ পদ্মাসনাদিস্বরূপং নিরূপিতবান্ তৎ সর্ব্বং তত এবাবগন্তব্যম্ । তস্মিন্নাসনস্থৈর্য্যে সতি প্রাণায়ামঃ প্রতিষ্ঠিতো ভবতি । স চ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদস্বরূপঃ তত্র শ্বাসো নাম বাহ্যস্য বায়োরন্তরানয়নম্ । প্রশ্বাসঃ পুনঃ কৌষ্ঠস্য বহির্নিঃসারণম্ । তয়োরুভয়োরপি সঞ্চরণাভাবঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৮৫ ॥

ননু নেদং প্রাণায়ামসামান্যলক্ষণং তদ্বিশেষেষু রেচকপূরককুম্ভকপ্রকারেষু তদনুগতেরযোগাদিতি চেন্নৈষ দোষঃ সর্ব্বত্রাপি শ্বাসপ্রশ্বাসগতিবিচ্ছেদসম্ভবাৎ

তন্মধ্যে, হে বিপ্রেন্দ্র ! হস্তদ্বয় দ্বারা ব্যুৎক্রমানুসারে উভয় পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবদ্ধ ও উভয় পাদতল উরুর উপরি স্থাপন করিবে। তাহা হইলেই, পদ্মাসন হইবে। এই আসন সকলের অভিপূজিত ॥ ৮৪ ॥

ইত্যাদি বিধানে যাজ্ঞবল্ক্য পদ্মাসনাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। তৎসমস্ত তাহাতেই অবগত হইবে। এই আসনস্থৈর্য্য বিহিত হইলেই, প্রাণায়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রাণায়াম শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদরূপ। তন্মধ্যে, শ্বাসশব্দে বাহ্য বায়ুর অন্তরানয়ন। প্রশ্বাসশব্দ কৌষ্ঠ বায়ুর বহির্নিঃসারণ। এই উভয়েরই সঞ্চরণাভাবকে প্রাণায়াম বলে ॥ ৮৫ ॥

যদি বল, ইহা প্রাণায়ামের সামান্য লক্ষণ নহে। কেননা, প্রাণায়ামের প্রকারভেদস্বরূপ রেচক, পূরক ও কুম্ভক প্রকারে তদনুগতির অযোগ হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই, তাহাতে দোষ নাই। ইহার হেতু এই, সর্ব্বত্রও

তথা হি কোষ্ঠস্য বায়োর্ব্বহির্নিঃসরণং রেচকঃ প্রাণায়ামঃ প্রশ্বাসত্বেন প্রাগুক্তঃ। বাহ্যবায়োরন্তর্দ্ধারণং চরমঃ যঃ শ্বাসরূপঃ। অন্তস্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ যস্মিন্ জলমিব কুম্ভে নিশ্চলতয়া প্রাণাখ্যো বায়ুরবস্থাপ্যতে। তত্র সর্ব্বত্র শ্বাসপ্রশ্বাসদ্বয়গতিবিচ্ছেদোঽস্ত্যেবেতি নাস্তি শঙ্কাবকাশঃ। তদুক্তং তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়াম ইতি ॥ ৮৬ ॥

স চ বায়ুঃ সূর্য্যোদয়মারভ্য সার্দ্ধঘটিকাদ্বয়ং ঘটীযন্ত্রস্থিতঘটভ্রমণন্যায়েন একৈকস্যাং নাড্যাং ভবতি এবং সত্যহর্নিশং শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ ষট্শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রাণি জায়ন্তে। অতএবোক্তং মন্ত্রসমর্পণরহস্যবেদিভির্জপামন্ত্রসমর্পণে ॥ ৮৭ ॥

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ সম্ভব হইয়া থাকে। তথাহি, কোষ্ঠ বায়ুর বহির্নিঃসরণকে রেচক বলে। পূর্ব্বেই এ কথা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। যথা, প্রাণায়ামশব্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদস্বরূপ। পুনশ্চ, বাহ্য বায়ুর অন্তর্দ্ধারণকে পূরক বলে। এই পূরক শ্বাসরূপ। আর, অন্তস্তম্ভবৃত্তির নাম কুম্ভক। যাহাতে, কুম্ভে জলের ন্যায়, প্রাণাখ্য বায়ু নিশ্চলতাক্রমে অবস্থাপিত হয়। এইরূপে সর্ব্বত্রই শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ের গতিবিচ্ছেদ লক্ষিত হয়। সুতরাং, শঙ্কার অবসর নাই। তথাহি, বলিয়াছেন, তাহা হইলে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ প্রাণায়াম।

ঐ বায়ু সূর্য্যের উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া, সার্দ্ধ ঘটিকাদ্বয়ে ঘটীযন্ত্রস্থিত ঘটভ্রমণ ন্যায়ে এক এক নাড়ীতে প্রচরিত হয়। এইরূপে দিন রাত্রির মধ্যে ষট্শতাধিক একবিংশতি সহস্রবার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

ষট্ শতানি গণেশায় ষট্ সহস্রং স্বয়ম্ভুবে ।
বিষ্ণবে ষট্ সহস্রঞ্চ ষট্ সহস্রং পিনাকিনে ॥ ৮৮ ॥
সহস্রমেকং গুরবে সহস্রং পরমাত্মনে ।
সহস্রমাত্মনে চৈবমর্পয়ামি কৃতং জপমিতি ॥ ৮৯ ॥

তথা নাড়ীসঞ্চরণদশায়াং বায়োঃ সঞ্চরণে পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি বর্ণবিশেষবশাৎ পুরুষার্থাভিলাষুকৈঃ পুরুষৈরবগন্তব্যানি । তদুক্তমভিযুক্তৈঃ

সার্দ্ধং ঘটীদ্বয়ং নাড়ীরেকৈকার্কোদয়াৎ বহেৎ ।
আরঘট্টঘটীভ্রান্তিন্যায়ো নাড্যোঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯০ ॥
শতানি তস্য জায়ন্তে নিশ্বাসোচ্ছাসয়োর্নব ।
খখষট্কদ্বিকৈঃ সংখ্যাহোরাত্রে সকলে পুনঃ ॥ ৯১ ॥

এইজন্যই মন্ত্রসমর্পণরহস্যবেদিসম্প্রদায় অজপামন্ত্রসমর্পণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

আমি কৃত জপের ষট্শত গণেশকে, ষট্সহস্র স্বয়ম্ভুকে, ষট্সহস্র বিষ্ণুকে, ষট্সহস্র পিনাকীকে, একসহস্র গুরুকে, একসহস্র পরমাত্মাকে এবং একসহস্র আত্মাকে অর্পণ করিয়া থাকি ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

এইরূপ, পুরুষার্থকামুক পুরুষগণ নাড়ীসঞ্চরণদশায় বায়ুর সঞ্চরণসময়ে পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সকল বর্ণবিশেষবশে বিদিত হইবেন। পণ্ডিতেরা তাহা বলিয়াছেন,—

সূর্য্যের উদয় হইতে প্রত্যেক নাড়ী আরঘট্টঘটীভ্রমণন্যায়ে সার্দ্ধঘটীদ্বয় বহিয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

অহোরাত্রির মধ্যে ষট্শতাধিক একবিংশতি সহস্রবার শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় ॥ ৯১ ॥

ষট্‌ত্রিংশদ্গুণবর্ণানাং যা বেলা ভণনে ভবেৎ।
সা বেলা মরুতো নাড্যন্তরে সঞ্চরতো ভবেৎ॥ ৯২॥
প্রত্যেকং পঞ্চতত্ত্বানি নাড্যাশ্চ বহমানয়োঃ।
বহন্ত্যহর্নিশং তানি জ্ঞাতব্যানি যতাত্মভিঃ॥ ৯৩॥
ঊর্দ্ধং বহ্নিরধস্তোয়ং তিরশ্চীনঃ সমীরণঃ।
ভূমির্মর্দ্ধপুটে ব্যোম সর্ব্বগং প্রবহেৎ পুনঃ॥ ৯৪॥
বায়োর্ব্বহ্নেরপাং পৃথ্ব্যা ব্যোম্নস্তত্ত্বং বহেৎ ক্রমাৎ।
বহন্ত্যোরুভয়োর্নাড্যোর্জ্ঞাতব্যোঽয়ং যথাক্রমম্॥৯৫॥
পৃথ্ব্যাঃ পলানি পঞ্চাশচ্চত্বারিংশত্তথাম্ভসঃ।
অগ্নেস্ত্রিংশৎ পুনর্ব্বায়োর্ব্বিংশতির্নভসো দশ॥ ৯৬॥
প্রবাহকালসংখ্যেয়ং হেতুর্ব্বিহ্বলয়োরথ।
পৃথ্বী পঞ্চগুণা তোয়ং চতুর্গুণমথানলঃ॥ ৯৭॥

ষট্‌ত্রিংশদ্গুণ বর্ণসকলের উচ্চারণে যে সময় লাগে, তাবৎ সময়ে নাড়ীর অন্তরে বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে॥ ৯২॥

বহমান নাড়ীদ্বয়ে প্রত্যেক পঞ্চতত্ত্ব অহর্নিশ প্রবাহিত হয়। যতাত্মগণের তাহা জানা কর্ত্তব্য॥৯৩॥

তন্মধ্যে বহ্নি ঊর্দ্ধে, জল অধোভাগে, বায়ু তিরশ্চীনক্রমে ভূমি অর্দ্ধপুটে এবং আকাশ সর্ব্বত্র বহিয়া থাকে॥ ৯৪॥

বায়ু, বহ্নি, জল, পৃথ্বী ও ব্যোম এই সকলের তত্ত্ব যথাক্রমে বহমান উভয় নাড়ীতে প্রবাহিত হয়। ইহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য॥ ৯৫॥

তন্মধ্যে পৃথিবীতত্ত্ব পঞ্চাশৎপল, জলতত্ত্ব চত্বারিংশৎ, অগ্নিতত্ত্ব ত্রিংশৎ, বায়ুতত্ত্ব বিংশতি এবং আকাশতত্ত্ব দশপল প্রবাহিত হয়॥ ৯৬॥

ইহাই প্রবাহকালের সংখ্যা। পৃথিবীর পাচ গুণ, জলের চারি গুণ, অনলের : ৯৭॥

ত্রিগুণো দ্বিগুণো বায়ুর্ব্বিয়দেকগুণং ভবেৎ।
গুণং প্রতি দশপলান্যুর্ব্ব্যাং পঞ্চাশদিত্যতঃ॥ ৯৮॥
একৈকহানিস্তোয়াদেস্তথা পঞ্চ গুণাঃ ক্ষিতেঃ।
গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দঃ ক্রমাদমী॥ ৯৯॥
তত্ত্বাভ্যাং ভূজলাভ্যাং স্যাৎ শান্তিকার্য্যে ফলোন্নতিঃ।
দীপ্তাস্থিরাব্ধিকাকৃত্যে তেজোবাযম্বরে তু চ॥ ১০০॥
পৃথ্ব্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমতত্ত্বানাং চিহ্নমুচ্যতে।
আদ্যে স্থৈর্য্যং স্বচিত্তস্য শৈত্যে কামোদ্ভবো ভবেৎ॥১০১॥
তৃতীয়ে কোপসন্তাপৌ চতুর্থে চঞ্চলাত্মতা।
পঞ্চমে শূন্যতৈব স্যাদথবা ধর্ম্মবাসনা॥ ১০২॥
শ্রোত্রোরঙ্গুষ্ঠকৌ মধ্যাঙ্গুল্যৌ নাসাপুটদ্বয়ে।
সৃক্কণোঃ প্রান্ত্যকোপান্ত্যাঙ্গুলী শেষে দৃগন্তয়োঃ॥১০৩॥

—তিন গুণ, বায়ুর দুই গুণ এবং আকাশের একমাত্র গুণ। গুণের প্রতি দশ পল। তদ্‌বিধায় পৃথিবীর পঞ্চাশৎ পল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ৯৮॥

গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, যথাক্রমে ঐ সকলের গুণ। তন্মধ্যে পৃথিবীর পাঁচ গুণ। তোয়াদির এক এক গুণ॥ ৯৯॥

পৃথ্বীতত্ত্ব ও জলতত্ত্ব,উভয় তত্ত্ব দ্বারা শান্তিকার্য্যে ফলোন্নতি হয়॥১০০॥

উক্ত পৃথ্ব্যাদি পঞ্চ তত্ত্বের চিহ্ন উল্লিখিত হইতেছে। আদ্যে স্বচিত্তের স্থৈর্য্য, শৈত্যে কামোদ্‌ভব॥ ১০১॥

—তৃতীয়ে কোপ ও সন্তাপ, চতুর্থে চঞ্চলাত্মতা এবং পঞ্চমে শূন্যতা অথবা ধর্ম্মবাসনা হইয়া থাকে॥ ১০২॥

উভয় কর্ণ, উভয় অঙ্গুষ্ঠ, উভয় মধ্যাঙ্গুলি, উভয় নাসাপুট, উভয় সৃক্কণির প্রান্ত্যকোপান্ত্য অঙ্গলীশেষ, উভয় দৃগন্ত॥ ১০৩॥

ন্যস্যান্তভূপৃথিব্যাদিতত্ত্বজ্ঞানং ভবেৎ ক্রমাৎ।

পীতশ্বেতারুণশ্যামৈর্ব্বিন্দুভির্নিরুপাধিখমিত্যাদিনা। ১০৪

যথাবদ্বায়ুতত্ত্বমবগম্য তন্নিয়মনে বিধীয়মানে বিবেক-জ্ঞানাবরণকর্ম্মক্ষয়ো ভবতি। তপো ন পরং প্রাণায়ামা-দিতি।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ

প্রাণায়ামৈস্তু দহ্যন্তে তদ্বদিন্দ্রিয়পন্নগা ইতি চ ॥ ১০৫ ॥

তদেবং যমাদিভিঃ সংস্কৃতমনস্কস্য যোগিনঃ সংযম-প্রত্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং প্রতিনিয়ত-রঞ্জনীয়কোপনীয়মোহনীয়প্রবণত্বপ্রহাণেনাবিকৃতস্বরূপপ্রণব-চিত্তানুকারঃ প্রত্যাহারঃ ইন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যঃ প্রতীপ-মাহ্রিয়ন্তেঽস্মিন্নিতিব্যুৎপত্তেঃ ॥ ১০৬ ॥

এই সকলে ন্যাস করিলে, যথাক্রমে পৃথিব্যাদির তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

যথাবৎ বায়ুতত্ত্ব অবগত হইয়া, তাহার নিযমন করিলে, বিবেক-জ্ঞানের আবরণ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। প্রাণায়াম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা নাই। ধাতুসকলকে দগ্ধ করিলে, তাহাদের মল যেমন পুড়িয়া যায়, তদ্বৎ প্রাণা-য়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়পন্নগসকল দগ্ধ হয় ॥ ১০৫ ॥

অতএব, উক্তরূপে যমনিয়মাদি দ্বারা মন সংস্কৃত হইলে, যোগী পুরুষ সংযমপ্রত্যাহারে প্রবৃত্ত হইবেন। তন্মধ্যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের প্রতিনিয়ত রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মোহনীয়-প্রবণতার পরিহার দ্বারা অবি-কৃতস্বরূপ প্রণবচিত্তের অনুকার করার নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়প্রতীপক্রমে আহরণ করা যায় ইহাতে, এইজন্য নাম প্রত্যাহার। ইহাই প্রত্যাহারের ব্যুৎপত্তি ॥ ১০৬॥

নমু তদা চিত্তমভিনিবিশতে নেন্দ্রিয়াণি তেষাং বাহ্য-বিষয়ত্বেন তত্র সামর্থ্যাভাবাদতঃ কথং চিত্তানুকারঃ শ্রদ্ধা অতএব বস্তুতস্তস্যাসম্ভবমভিসন্ধায় সাদৃশ্যার্থমিবশব্দঞ্চকার সূত্রকারঃ স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার এবেন্দ্রি-য়াণাং প্রত্যাহার ইতি ॥ ১০৭ ॥

সাদৃশ্যঞ্চ চিত্তানুকারনিমিত্তং বিষয়াসম্প্রয়োগঃ যদা চিত্তং নিরুধ্যতে তদা চক্ষুরাদীনাং নিরোধে প্রযত্নান্তরং নাপেক্ষণীয়ং যথা মধুকররাজং মধুমক্ষিকা অনুবর্ত্তন্তে তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তমিতি তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে

শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণ ইতি ॥ ১০৮ ॥

যদি বল, তৎকালে চিত্তই অভিনিবিষ্ট হয়; ইন্দ্রিয় সকল হয় না। কেননা, তাহারা বাহ্য-বিষয় বলিয়া, তাহাতে সমর্থ নহে। অতএব কিরূপে চিত্তানুকার সম্ভবিতে পারে? এই কারণে বস্তুতঃ তাহার অসম্ভব অভিসন্ধিত করিয়া, সূত্রকার সাদৃশ্যার্থ ইবশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ১০৭ ॥

যখন চিত্তকে নিরোধ করা যায়, তৎকালে, চক্ষুরাদির নিরোধে প্রযত্নান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন মধুমক্ষিকারা মধুকররাজের অনুবর্ত্তী হয়, ইন্দ্রিয় সকলও তদ্বৎ চিত্তের অনুবর্ত্তন করে। বিষ্ণুপুরাণে ইহা বলিয়াছেন। যথা, যোগবিৎ পুরুষ প্রত্যাহারপরায়ণ হইয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে নিগৃহীত করিয়া, চিত্তের অনুকারী করিবেন। ১০৮।

বশ্যতা পরমা তেন জায়তেঽতিচলাত্মনঃ।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্যোগী যোগস্য সাধক ইতি ॥

নাভিচক্রহৃদয়পুণ্ডরীকনাড্যগ্রাদাবাধ্যাত্মিকে হিরণ্যগর্ভবাসপ্রজাপতিপ্রভৃতিকে বাহ্যে বা দেশে চিত্তস্য বিষয়ান্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং ধারণা। তদাহ দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণেতি পৌরাণিকাশ্চ

প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়মিতি ॥ ১০৯॥

তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়াবলম্বনস্য প্রত্যয়স্য বিসদৃশপ্রত্যয়প্রহাণেন প্রবাহো ধ্যানং। তদুক্তং তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানমিতি। অন্যৈরপ্যুক্তং

তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্র্যা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে তথেতি ॥ ১১০॥

নাভিচক্রহৃদয়পুণ্ডরীকনাড়ীর অগ্রাদিতে আধ্যাত্মিক হিরণ্যগর্ভবাস-প্রজাপতি-প্রভৃতিক বাহ্য দেশে চিত্তের বিষয়ান্তরপরিহারসহকারে স্থিরীকরণকে ধারণা বলে। তাহা বলিয়াছেন, যথা, দেশবন্ধ চিত্তের ধারণা। পৌরাণিকেরাও বলেন, প্রাণায়াম দ্বারা পবন ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় বশীকৃত করিয়া, পরে শুভাশ্রয় চিত্তস্থান বিধান করিবে ॥ ১০৯॥

উল্লিখিত দেশে ধ্যেয়াবলম্বন প্রত্যয়ের বিসদৃশ-প্রত্যয়-প্রহাণ দ্বারা প্রবাহের নাম ধ্যান। তাহা বলিয়াছেন, যথা, তথায় প্রত্যয়ের একতানতাকে ধ্যান বলে। অন্যেরাও বলিয়া থাকেন, যাহা তদ্রূপ প্রত্যয়ৈকাগ্রা এবং যাহাতে বিষয়ান্তরের স্পৃহা নাই, তাদৃশ সন্ততিকেই ধ্যান বলে। প্রথম ষড়্‌বিধ অঙ্গ দ্বারা তাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

প্রসঙ্গাচ্চরমমঙ্গং প্রাগেব প্রাত্যপীপদামঃ।

তদনেন যোগাঙ্গানুষ্ঠানেনাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকাল-সেবিতেন সমাধিপ্রতিপক্ষক্লেশপ্রক্ষয়েঽভ্যাসবৈরাগ্যবশা-ন্মধুমত্যাদিসমাধিলাভো ভবতি ॥ ১১১ ॥

অথ কিমেবমকস্মাদস্মানতিবিকটাভিরত্যন্তাপ্রসি-দ্ধাভিঃ কর্ণাটগৌড়লাটভাষাভির্ভীষয়তে ভবান্। নহি বয়ং ভবন্তং ভীষয়ামহে কিন্তু মধুমত্যাদিপদার্থব্যুৎপাদনেন তোষয়ামঃ ততশ্চাকুতোভয়েন ভবতা শ্রূয়তামবধা-নেন ॥ ১১২ ॥

তত্র মধুমতী নামাভ্যাসবৈরাগ্যাদিবশাদপাস্তরজস্ত-মোলেশসুখপ্রকাশময়সত্ত্বভাবনয়ানবদ্যবৈশারদ্যবিদ্যোতন-

---

প্রসঙ্গক্রমে চরম অঙ্গ পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ আদরনৈরন্তর্য্য সহকারে দীর্ঘকালসেবিত যোগানুষ্ঠান দ্বারা সমাধির প্রতিপক্ষ ক্লেশসমূহের প্রক্ষয় হইলে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যবশে মধুমত্যাদি সমাধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

তুমি কি আমাদিগকে এইরূপে অকস্মাৎ অতি বিকট ও অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ কর্ণাট-গৌড়লাট-ভাষা দ্বারা বিভীষিত করিতেছ? আমরা তোমাকে ভয় দেখাইতেছি না। কিন্তু মধুমতীপ্রভৃতি পদার্থের ব্যুৎপাদন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেছি। অতএব, তুমি অকুতোভয়ে অবধানসহকারে শ্রবণ কর ॥ ১১২ ॥

তন্মধ্যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদিবশে রজস্তমোলেশ অপাস্ত ও সুখ-প্রকাশময় সত্ত্বভাবনার উদয় হইলে, অনবদ্য-বৈশারদ্য-বিদ্যোতনস্বরূপ

রূপমৃতম্ভরপ্রখ্যাসমাধিসিদ্ধিঃ। তদুক্তং ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞেতি। ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি কদাচিদপি ন বিপর্য্যয়েণাচ্ছাদ্যতে তত্র স্থিতৌ দার্ঢ্যে সতি দ্বিতীয়স্য যোগিনঃ সা প্রজ্ঞা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

চত্বারঃ খলু যোগিনঃ প্রসিদ্ধাঃ প্রথমকল্পিকো মধুভূমিকঃ প্রজ্ঞাজ্যোতিরতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্তিমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। ন ত্বনেন পরচিত্তাদিগোচরজ্ঞানরূপং বৈ জ্যোতির্ব্বশীকৃতমিত্যুক্তং ভবতি। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ পরবৈরাগ্যসম্পন্নশ্চতুর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

মনোজবিত্বাদয়ো মধুপ্রতীকসিদ্ধয়ঃ। তদুক্তং মনোজবিত্বং বিকরণাভাবঃ প্রধানজয়শ্চেতি। মনোজবিত্বং

যে ঋতম্ভর-প্রজ্ঞাখ্যা সমাধি সিদ্ধ হয়, তাহার নাম মধুমতী। ঋতশব্দে সত্য, এবং তাহাকে ভরণ করে, কি না, কখনও বিপর্য্যয়ক্রমে আচ্ছাদন করে না, এই অর্থে ঋতম্ভর হইয়াছে। তাহাতে স্থিতিক্রমে দার্ঢ্য সমুৎপন্ন হইলে, দ্বিতীয় যোগীর সেই প্রজ্ঞার সঞ্চার হয়। ইহাই অর্থ ॥ ১১৩ ॥

চারিপ্রকার যোগী প্রসিদ্ধ আছেন; যথা, প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। তন্মধ্যে অভ্যাসী প্রবৃত্তিমাত্রজ্যোতিঃ প্রথম। ইহা দ্বারা পরচিত্তাদিগোচর জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ বশীকৃত হয় না। এইরূপ কথিত হইয়াছে।

ঋতম্ভরপ্রজ্ঞের নাম দ্বিতীয় যোগী, ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয় এবং পরবৈরাগ্যসম্পন্ন চতুর্থ ॥ ১১৪ ॥

মনোজবিত্ব প্রভৃতি মধুপ্রতীক সিদ্ধিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, মনোজবিত্ব, বিকরণাভাব, এবং প্রধানজয়। তন্মধ্যে, মনোজবিত্ব

নাম কায়স্য মনোবদুত্তমো গতিলাভঃ বিকরণাভাবঃ কায়নিরপেক্ষাণামিন্দ্রিয়াণামভিমতদেশকালবিষয়াপেক্ষ-বৃত্তিলাভঃ প্রধানজয়ঃ প্রকৃতিবিকারেষু সর্ব্বেষু বশিত্বম্ ॥১১৫

এতাশ্চ সিদ্ধয়ঃ করণপঞ্চকস্বরূপজয়াৎ তৃতীয়স্য যোগিনঃ প্রাদুর্ভবন্তি যথা মধুন একদেশোঽপি স্বদতে তথা প্রত্যেকমেব তাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বদন্ত ইতি মধুপ্রতীকা সর্ব্বভাবাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বাদিরূপাদিরূপা বিশোকা সিদ্ধিঃ। তদাহ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং চেতি। সর্ব্বেষাং ব্যবসায়াব্যবসায়াত্মকানাং গুণপরিণামরূপাণাং ভাবানাং স্বামিবদাক্রমণং সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং তেষামেব শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মিত্বেন স্থিতানাং বিবেকজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বম্। তদুক্তং বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীতি ॥ ১১৬ ॥

শব্দে মনের ন্যায়, শরীরের উত্তম গতিলাভ; বিকরণাভাবশব্দে কায়-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়গণের অভিমত-দেশকাল-বিষয়াপেক্ষ বৃত্তিলাভ, এবং প্রধানজয়শব্দে সমুদায় প্রকৃতিবিকারে বশিত্ব। ১১৫ ॥

এই সকল সিদ্ধি করণ-পঞ্চক-স্বরূপ-জয়বশে তৃতীয় যোগীর প্রাদুর্ভূত হয়। যেমন মধুর এক দেশও আস্বাদন করা যায়, তদ্বৎ ঐ সকল সিদ্ধির প্রত্যেকই আস্বাদিত হইয়া থাকে। এই মধুমতীপ্রতীকাই বিশোকা সিদ্ধি। উহা সর্ব্ব-ভাবাদির অধিষ্ঠাতৃত্বাদি-রূপাদি-স্বরূপ। তথাহি, বলিয়াছেন, সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সর্ব্ব-ভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ব্যবসায় ও অব্যবসায়, এই উভয়াত্মক গুণের পরিণাম স্বরূপ যাবতীয় ভাবের প্রভুবৎ

সর্ব্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতস্য জাত্যাদিবীজানাং ক্লেশানাং নিরোধসমর্থো নির্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতপদবেদনীয়ঃ সংস্কারশেষতাব্যপদেশ্যঃ চিত্তস্যাবস্থাবিশেষঃ। তদুক্তং বিরামঃ প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোহন্য ইতি ॥ ১১৭ ॥

এবঞ্চ সর্ব্বতো বিরজ্যমানস্য তস্য পুরুষধৌরেয়স্য ক্লেশবীজানি চ নির্দ্দগ্ধশালিবীজকল্পানি প্রসবসামর্থ্যবিধুরাণি মনসা সার্দ্ধং প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি। তদেতেষু প্রলীনেষু নিরুপপ্লববিবেকখ্যাতিপরিপাকবশাৎ কার্য্যকারণাত্মকানাং প্রধানে লয়ঃ চিতিশক্তিস্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্ব্বুদ্ধিসত্ত্বাভিসম্বন্ধবিধুরা কৈবল্যং লভতে ইতি। সিদ্ধিদ্বয়ী চ

আক্রমণকে সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব বলে। এবং তাহাদেরই বিবেকজ্ঞানকে সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব বলিয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

সর্ব্ববৃত্তির অস্তমন হইলে, পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, জাতি প্রভৃতির বীজস্বরূপ ক্লেশসমূহের নিরোধসমর্থ নির্বীজ সমাধিকে চিত্তের অবস্থাবিশেষ বলে। ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত এবং সংস্কার শেষতা ॥ ১১৭ ॥

এইরূপে সর্ব্বতঃ বিরাগসম্পন্ন সেই পুরুষধৌরেয়ের ক্লেশবীজ সমস্ত নির্দ্দগ্ধ শালিবীজ সদৃশ, প্রসবসামর্থ্যবিহীন হইয়া, মনের সহিত অস্তমিত হয়। এই সকল লীন হইলে, উপপ্লববিহীন বিবেকখ্যাতির পরিপাকবশে কার্য্যকারণাত্মক ভাবসমূহ প্রধানে লয় প্রাপ্ত হয়। তৎকালে চিতিশক্তিস্বরূপপ্রতিষ্ঠাও পুনরায় বুদ্ধিসত্তাভিসম্বন্ধশূন্য হইলে, কৈবল্য

মুক্তিরুক্তা পতঞ্জলিনা পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসব-স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ১১৮ ॥

ন চাস্মিন্ সত্যপি কস্মান্ন জায়তে জন্তুরিতি বদিতব্যং কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব ইতি প্রমাণসিদ্ধার্থে নিয়োগানুযোগয়োরযোগাৎ অপরথা কারণাভাবেঽপি কার্য্যসম্ভবে মণিবেধাদয়োঽন্ধাদিভ্যো ভবেযুঃ যথা চানুপন্নার্থতায়ামাভাণকো লৌকিক উপপন্নার্থো ভবেৎ। তথাচ শ্রুতিঃ অন্ধো মণিমবিন্দৎ অবিধ্যৎ তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ গৃহীতবান্ অগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চৎ পিনদ্ধবান্ তমজিহ্বো বা অসংশ্বত অভ্যপূজয়ৎ স্তুতবানিতি যাবৎ ॥ ১১৯ ॥

এবঞ্চ চিকিৎসাশাস্ত্রবদ্যোগশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং রোগো রোগহেতুরারোগ্যং ভেষজমিতি

লাভ হইয়া থাকে। পাতঞ্জলিও সিদ্ধিদ্বয়ীকে মুক্তি বলিয়াছেন। যথা, পুরুষার্থশূন্যদিগের প্রতিপ্রসবস্বরূপ প্রতিষ্ঠা অথবা চিতিশক্তি ইত্যাদি ॥ ১১৮ ॥

ইহা সত্ত্বেও কিজন্য জন্তুগণের জন্ম হয় না, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কেন না, কারণাভাবে কার্য্যাভাব, ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে নিয়োগ ও অনুযোগ, উভয়ের অযোগ হইয়া থাকে। অন্যথা, কারণাভাবেও কার্য্যসম্ভব হইলে, অন্ধাদিরাও মণিবেধে সমর্থ হইত। তথাহি, শ্রুতিতে বলিয়াছেন, অন্ধ মণি বিদ্ধ করিল। যাহার অঙ্গুলি নাই, সে তাহা গ্রহণ করিল। যাহার গ্রীবা নাই, সে তাহা পরিল। যাহার জিহ্বা নাই, সে তাহার প্রশংসা করিল। ইত্যাদি ॥ ১১৯ ॥

এইরূপ, চিকিৎসাশাস্ত্রবৎ, যোগশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ। রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভেষজ, এই চারিটী লইয়াই যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, সেইরূপ,

তথোক্তমপি। সংসারহেতুমোক্ষমোক্ষপায় ইতি। তত্র দুঃখময়ঃ সংসারো হেয়ঃ প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়-ভোগহেতুঃ তস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং তদুপায়ঃ সম্যগ্‌-দর্শনম্। এবমন্যদপি শাস্ত্রং যথাসম্ভবং চতুর্ব্যূহমূহনীয়-মিতি সর্ব্বমবদাতম্॥

ইতঃপরং সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতমিতি।

সমাপ্তম্।

সংসার, হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়, এই চারিটী লইয়া যোগশাস্ত্র কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুঃখময় সংসার হেয়; প্রধান পুরুষের সংযোগ হেয় ভোগের হেতু; তাহার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হান এবং তাহার উপায় সম্যগ্‌দর্শন। এইরূপে, অন্যান্য শাস্ত্র সকলও যথাসম্ভব চতুর্ব্যূহরূপে ভাবিয়া লইবে।

ইতঃপর সর্ব্বদর্শনের শিরোমণিস্বরূপ শাঙ্কর দর্শন অন্যত্র লিখিত হওয়াতে, এ স্থলে তাহা উপেক্ষিত হইল॥ ১২০॥

সমাপ্ত।